কার্ল মার্কস

ক্যাপিট্যাল

[মূলধন]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিচারমূলক বিশ্লেষণ

প্রথম খণ্ড

[ইং প্রথম খণ্ড : প্রথমার্ধ]

স্যামুয়েল মূর এবং এডওয়ার্ড এভেলিং অনূদিত
ও ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস্ সম্পাদিত
ইংরেজী সংস্করণের বাংলা অনুবাদ :
পীযূষ দাশগুপ্ত

বাণীপ্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

বাংলা অনুবাদ ঃ আখতার হোসেন, বাণীপ্রকাশ ॥
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭
কর্তৃক সর্বতোভাবে সংরক্ষিত।

কার্ল মার্কস ঃ ক্যাপিট্যাল

বাংলা সংস্করণ ঃ প্রথম খণ্ড

[ইংরেজী প্রথম খণ্ড ঃ শেষার্ধ]

ঃ প্রকাশক ঃ
আখতার হোসেন এম. এ.
বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—৭০০০০৭
ঃ মুদ্রক ঃ
শ্রীপাচু ভট্টাচার্য্য, করুণাময়ী প্রেস ৯/৭বি, প্যারী মোহন সুর লেন,
কলকাতা—৭০০০০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬২

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ স্মরণে ঃ

Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Von

Karl Marx.

Erster Band.

Buch I. Der Produktionsprocess des Kapitals.

Hamburg
Verlag von Otto Meissner.
1867.
New-York: L. W. Schmidt, 24 Barclay-Street.

প্রথম বিভাগ

পণ্য এবং অর্থ

প্রথম অধ্যায়

॥ পণ্য ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

পণ্যের উপাদানদ্বয়ঃ ব্যবহারমূল্য এবং মূল্য
(মূল্যের মর্মবস্তু ও মূল্যের আয়তন)

যে সমস্ত সমাজে উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত থাকে, সেখানকার ধনসম্ভার প্রতীয়মান হয় 'পণ্যের এক বিপুল সম্ভাররূপে'[১] এক একটি পণ্য তার এক একটি একক। কাজেই আমাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা শুরু করতে হবে যে-কোনো একটি পণ্যের বিশ্লেষণ থেকে।

পণ্য হলো, প্রথমতঃ, আমাদের বাইরে অবস্থিত একটি বস্তু, যা তার গুণাবলীর দ্বারা মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণ করে। সেই অভাবের প্রকৃতি কী তাতে কিছুই যায় আসে না ; যেমন, তা উদর থেকেই আসুক আর কল্পনা থেকেই আসুক।[২] এমন কি উক্ত বস্তু কিভাবে এইসব অভাব পূরণ করে—প্রত্যক্ষভাবে, জীবনধারণের উপাদান হিসেবে, না কি পরোক্ষভাবে, উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে,—তাও আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় নয়।

১. "Zur kritik der politischen Oekonomie", কার্লমার্কস, বার্লিন, ১৮৫৯ পৃঃ ৩।

২. "কল্পনা বলতে বোঝায় অভাব, এটা হচ্ছে মনের ক্ষুধা, এবং শরীরের পক্ষে ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিক, ঠিক তেমনি···মনের ক্ষুধা যোগানোর জন্যই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জিনিস মূল্যসম্পন্ন হয়।" নিকোলাস বারবোঁ : "নোতুন মুদ্রা আরও হাল্কা করে তৈরি করা সম্পর্কে একটি আলোচনা "A Discourse Concerning Coining the New money Lighter. মিঃ লকের 'ভাবনা'র জবাবে", লণ্ডন, ১৬৯৬, পৃঃ ২, ৩।

লোহা, কাগজ প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যবহারযোগ্য জিনিসকেই তার গুণমান এবং পরিমাণ—এই দুই দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে বহুবিধ গুণের সমাবেশ, সুতরাং তার ব্যবহারও হতে পারে বহুবিধ। এই সমস্ত জিনিসের বিবিধ ব্যবহারিকতা আবিষ্কার করা ইতিহাসের কাজ।[১] এইসব ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ মাপবার জন্য সমাজ-স্বীকৃত পরিমাপ নির্ধারণ করার ব্যাপারেও ঐ একই কথা খাটে। এই সমস্ত পরিমাপের বিভিন্নতার মূলে রয়েছে অংশতঃ পরিমেয় জিনিসের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য আর অংশতঃ চিরাচরিত প্রথা।

যেকোন জিনিসের ব্যবহার-মূল্যের উদ্ভব হয়েছে তার উপযোগিতা থেকে।[২] কিন্তু এই উপযোগিতা আকাশ থেকে পড়ে না। পণ্যের পদার্থগত গুণাবলীর দ্বারা তা সীমাবদ্ধ, তাই পণ্য থেকে স্বতন্ত্র কোন সত্তা তার নেই। কাজেই লৌহ, শস্য, হীরক প্রভৃতি—যে-কোন পণ্যই বাস্তব জিনিস হিসেবে এক একটি ব্যবহার-মূল্য, এক একটি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য। পণ্যের এই গুণটি, তার ব্যবহারযোগ্য গুণাবলীকে বাস্তবায়িত করতে যে-শ্রমের প্রয়োজন হয়, তা থেকে নিরপেক্ষ। যখনি আমরা কোন দ্রব্যের ব্যবহারমূল্য নিয়ে আলোচনা করি, তখনি ধরে নিই যে উক্ত দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের কথা হচ্ছে, যেমন, কয়েক ডজন ঘড়ি, কয়েক গজ কাপড়, অথবা কয়েক টন লোহা। পণ্যের ব্যবহার-মূল্য হ'ল বিশেষ একটি অনুশীলনের বিষয়বস্তু—পণ্যের বাণিজ্যবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়বস্তু।[৩] ব্যবহার-মূল্য বাস্তবতা লাভ করে কেবলমাত্র ব্যবহার বা পরিভোগের ভিতর দিয়ে, ধনসম্ভারের সামাজিক রূপ

১. "অন্তর্নিহিত দ্রব্যসমূহের অভ্যন্তরীণ মূল্য আছে" (এটা হচ্ছে ব্যবহারগত মূল্য সম্পর্কে বারবোঁর উক্তি) "যার গুন সর্বত্র একই : যেমন লৌহ-আকর্ষক চুম্বক", (l.c পৃঃ ৬)। লৌহ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে চুম্বকের এই যে গুণ তা তখন থেকেই ব্যবহারে লাগানো হয় যখন চুম্বকের চৌম্বকত্ব আবিষ্কৃত হল।

২. "যে কোন জিনিষের মূল্যগুণ থাকে মানব জীবনের প্রয়োজন মিটাবার ও সুখ-সুবিধা বিধানের সরবরাহের ক্ষমতার মধ্যে।" জন্ লক্ 'সুদ হ্রাসের ফলাফল সম্পর্কে কয়েকটি ভাবনার কথা,' ('Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest') ১৬৯১, গ্রন্থাবলীতে সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৭৭৭, খণ্ড ২, পৃঃ ২৮। ১৭শ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকদের লেখায় আমরা হামেশাই 'অর্থ' কথাটা পাই 'ব্যবহার মূল্য' অর্থে এবং 'মূল্য' কথাটা 'বিনিময় মূল্য' অর্থে। টিউটনিক শব্দ দিয়ে আসল জিনিসটি বোঝানো এবং রোমান শব্দ দিয়ে তার প্রতিভাসটি বোঝানো যে ভাষার ঝোঁক, সেই ভাষায় কথা দুটি সুসঙ্গত।

৩. বুর্জোয়া সমাজে এই অর্থ নৈতিক অতিকথাটি প্রচলিত আছে যে, ক্রেতা হিসবে প্রত্যেকেই পণ্য সম্বন্ধে বিশ্বকোষের মত ওয়াকিবহাল।

যাই হোক না কেন, ব্যবহারিক মূল্যই হল তার সারবস্তু। তাছাড়া, সমাজের যে রূপটি সম্বন্ধে আমরা এখন বিচার করতে যাচ্ছি, তাতে আবার ব্যবহার-মূল্য হ'ল বিনিময় মূল্যের বাস্তব ভাণ্ডার।

প্রথম দৃষ্টিতে বিনিময়-মূল্য দেখা দেয় পরিমাণগত সম্বন্ধ হিসাবে, যে-অনুপাতে এক ধরনের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে আর এক ধরনের ব্যবহার-মূল্যের বিনিময় হয়, সেই অনুপাত রূপে[১]; স্থান এবং কাল অনুসারে এই সম্বন্ধ নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। কাজেই বিনিময়-মূল্যকে মনে হয় একটা কিছু আপতিক ও নিছক আপেক্ষিক ব্যাপার বলে: কাজে কাজেই অন্তর্নিহিত মূল্য, অর্থাৎ, পণ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তার মধ্যে নিহিত বিনিময়-মূল্য কথাটি প্রতীয়মান হয় একটি স্ববিরোধী উক্তি রূপে।[২] বিষয়টি আর একটু তলিয়ে বিচার করা যাক।

কোন একটি পণ্যের, যথা এক কোয়ার্টার গমের বিনিময়ে পাওয়া যায় 'ক' পরিমাণ কালো রং, 'খ' পরিমাণ রেশম, 'গ' পরিমাণ সোনা ইত্যাদি—সংক্ষেপে বলতে গেলে অন্যান্য পণ্য—সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে। সুতরাং এই গমের বিনিময়-মূল্য এক নয়, একাধিক। কিন্তু যেহেতু 'ক' পরিমাণ কালো রং, 'খ' পরিমাণ রেশম, অথবা 'গ' পরিমাণ সোনা ইত্যাদির প্রত্যেকটিই এক কোয়ার্টার গমের বিনিময়-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেহেতু 'ক' পরিমাণ কালো রং 'খ' পরিমাণ রেশম, 'গ' পরিমাণ সোনা ইত্যাদির প্রত্যেকটিই বিনিময়-মূল্য হিসেবে একে অন্যের জায়গায় বসতে পারে, অথবা একে অন্যের সমান হতে পারে। সুতরাং, প্রথমতঃ, কোন পণ্যের সঠিক বিনিময়-মূল্য দ্বারা সমান সমান কোন কিছু প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয়তঃ, বিনিময়-মূল্য হ'ল সাধারণতঃ এমন একটা কিছুর অভিব্যক্তি, এমন একটা কিছুর মূর্তরূপ, যা তার নিজেরই মধ্যে নিহিত থাকে কিন্তু তবু যাকে তার নিজ থেকে ভিন্ন করে দেখা চলে।

ধরা যাক, দুটি পণ্য, যেমন শস্য এবং লোহ। এই পণ্য দুটি যে-অনুপাতে বিনিমেয়, সেই অনুপাত যাই হোক না কেন, তাকে এমন একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় যাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের সমান হয় কিয়ৎ পরিমাণ লোহ: যথা, ১ কোয়ার্টার শস্য—'ক' হন্দর লোহ। এই সমীকরণ থেকে আমরা কি পাচ্ছি?

১. "La valeur consiste dans le rapport d'echange qui se trouve entre telle chose et telle autre, entre telle mesure d'une production et telle mesure d'une autre." (Le Trosne : 'De l'Interet Social.' Physiocrates, Ed. Daire. Paris, 1846, P. 889.)

২. 'কোন কিছুরই অন্তর্নিহিত মূল্য থাকতে পারে না', (এন, বারবোঁ, l.c. পৃঃ ৬), অথবা যেমন বাটলার বলেন—

'একটা দ্রব্যের মূল্য,
তার বদলে যা পাই,
তারই সমতুল্য।'

এ থেকে আমরা পাচ্ছি এই যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য—১ কোয়ার্টার শস্য এবং 'ক' হন্দর লৌহ—এর ভিতর সমান সমান পরিমাণে এমন কোন কিছু আছে যা উভয়ের ভিতরই বর্তমান। সুতরাং এই দ্রব্যদুটি একটি তৃতীয় দ্রব্যের সমান হতে বাধ্য, আর এই তৃতীয় দ্রব্যটি ঐ দুটি দ্রব্যের কোনটিই নয়। বিনিময় মূল্য হিসেবে ঐ দুটি দ্রব্যকে এই তৃতীয় দ্রব্যে পরিণত করা যাবেই।

জ্যামিতি থেকে একটি সরল উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। একটি সরলরেখাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক'রে পারস্পরিক তুলনার জন্য আমরা তাকে কয়েকটি ত্রিভুজে ভাগ করে ফেলি। কিন্তু ঐ ত্রিভুজেরই ক্ষেত্রফল প্রকাশ করা হয় এমন একটা কিছুর মারফৎ যা তার দৃশ্যমান আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেটা হচ্ছে 'পাদভূমি' এবং 'লম্ব'র গুনফলের অর্ধেক। অনুরূপভাবে, পণ্যের বিনিময়-মূল্য এমন একটা কিছুর মাধ্যমে নিশ্চয়ই প্রকাশযোগ্য যা ঐ সমস্ত পণ্যের মধ্যেই বর্তমান এবং এক একটি পণ্য যার কম বা বেশি পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করে।

এই সর্বপণ্যে বিদ্যমান "জিনিসটি" পণ্যের জ্যামিতিক, রাসায়নিক অথবা অপর কোনো নৈসর্গিক গুণ হতে পারে না। এই ধরনের গুণগুলি ততটাই মনোযোগ আকর্ষণ করে যতটা এগুলি নানা পণ্যের উপযোগিতাকে প্রভাবিত করে, যতটা তা পণ্যকে ব্যবহার-মূল্যে পরিণত করে। কিন্তু পণ্যের বিনিময় স্বভাবতই এমন একটি ক্রিয়া যার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ব্যবহার-মূল্য থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্টতা। তাহলে, একপ্রকার ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে আর একপ্রকার ব্যবহার-মূল্যের কোন তারতম্য থাকে না—যদি পরিমাণের দিক থেকে তা হয় যথেষ্ট। অথবা, বৃদ্ধ বারবন-এর কথামতো, "একপ্রকার সামগ্রী অন্য প্রকার সামগ্রীর অনুরূপ, যদি দুটোর মূল্য হয় সমান। সমান সমান মূল্যের জিনিসের মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য থাকে না··· ···একশত পাউণ্ড দামের সীসার কিংবা লোহার মূল্য যা, একশত পাউণ্ড দামের রূপা কিংবা সোনার মূল্যও তাই।"[১] ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্য সমূহের মধ্যে আছে, সবচেয়ে, যেটা বড় কথা,—যেটা ভিন্ন ভিন্ন গুণ কিন্তু বিনিময়-মূল্য হিসেবে আছে শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ, আর কাজে কাজেই তাদের মধ্যে ব্যবহার-মূল্যের অণু মাত্রও নেই।

তাহ'লে আমরা যদি পণ্যসমূহের ব্যবহার-মূল্যটা না ধরি তো তাদের সকলেরই একটি মাত্র অভিন্ন গুণ অবশিষ্ট থাকে—তারা সকলেই শ্রম থেকে উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু এমন কি এই শ্রমজাত দ্রব্যও আমাদের হাতে এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমরা যদি তার ব্যবহার-মূল্য থেকে তাকে বিশ্লিষ্ট করে আনি, তাহলেই তো তার যেসব বাস্তব উপাদান এবং আকার-প্রকার তাকে ব্যবহার-মূল্যে পরিণত করেছে, তা থেকেও তাকে বিশ্লিষ্ট করা হয়। আমরা তাকে আর টেবিল, বাড়ি, সুতো অথবা অন্য কোন ব্যবহারযোগ্য জিনিস হিসেবে দেখি না। বাস্তব জিনিস হিসেবে তার

১. এন, বারবোঁ, l.c. পৃঃ ৫৩ এবং ৭।

অস্তিত্ব অদৃশ্য করে রাখা হয়। তাকে আর সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, তন্তুবায় অথবা অন্য কারো কোন বিশিষ্ট শ্রমের উৎপাদন বলেও ধরতে পারি না। ঐ দ্রব্যগুলির নিজ নিজ ব্যবহারযোগ্য গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে বিধৃত বিবিধ প্রকার শ্রমের ব্যবহারিকতা এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিমূর্ত রূপ—এই উভয়কেই আমরা হিসেবের বাইরে রাখি; তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, থাকে কেবল তাদের এক ও অভিন্ন গুণটি; তারা সবাই পর্যবসিত হয় একই রকম শ্রমে, অমূর্ত মানবিক শ্রমে।

এখন, এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান এই অবশিষ্টাংশের কথা বিবেচনা করা যাক। এদের প্রত্যেকটিতেই আছে সেই একই বিদেহী বাস্তবতা, বিশুদ্ধ সমজাতিক শ্রমের সংহত রূপ, ব্যয়ের প্রকার-নির্বিশেষে ব্যয়িত শ্রমশক্তির ঘনীভূত অবস্থা। আমাদের কাছে এই সমস্ত দ্রব্যের একমাত্র পরিচয় এই যে, এগুলি তৈরী করতে ব্যয়িত হয়েছে মানুষের শ্রমশক্তি, মানবিক শ্রম এগুলির মধ্যে মূর্ত হ'য়ে আছে। এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই এই যে সামাজিক বস্তুটি বিদ্যমান তার স্ফটিক হিসেবে দেখলে এগুলিই হল—**মূল্য**।

আমরা দেখেছি যে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের যখন বিনিময় হয়, তাদের বিনিময়-মূল্য ব্যবহার-মূল্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ব্যবহার-মূল্য থেকে যদি তাদেরকে বিশ্লিষ্ট করে নিই, তাহলে বাকি থাকে মূল্য, যার সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যখনি পণ্যের বিনিময় হয়, তখনি যে এক ও অভিন্ন বস্তুটি তার বিনিময়-মূল্যের ভিতর আত্মপ্রকাশ করে, তা হচ্ছে তার **মূল্য**। আমাদের অনুসন্ধান যখন আরও অগ্রসর হবে, তখন দেখতে পাব যে একমাত্র এই বিনিময়মূল্য রূপেই পণ্যের মূল্য প্রকট হতে বা আত্মপ্রকাশ করতে পারে! আপাততঃ, অবশ্য, আমরা মূল্যের রূপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যের প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা কার্য চালাব।

অতএব, ব্যবহার-মূল্যের বা ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের মূল্য আছে শুধু এই জন্য যে তার ভিতরে বিশ্লিষ্ট শ্রম মূর্তি পরিগ্রহ করেছে অথবা বস্তুরূপে রূপায়িত হয়ে আছে। তাহলে এই মূল্যের আয়তন মাপা যাবে কি করে? সোজাসুজি বললে, তা মাপা যায় মূল্য সৃজনকারী জিনিসের, অর্থাৎ দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ শ্রমের পরিমাণ দ্বারা। শ্রমের পরিমাণ অবশ্যই শ্রম-সময় দিয়ে ঠিক করা হয়। আর শ্রম-সময় পরিমাপের মান হচ্ছে সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, পণ্যের মূল্য যদি নির্ধারিত হয় যে-পরিমাণ শ্রম তার জন্য ব্যয় করা হয়েছে তা দিয়ে, তাহলে তো শ্রমিক যত বেশি অলস এবং অপটু হবে, তার পণ্য হবে তত বেশি মূল্যবান, কারণ সেক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যে তার লেগে যাবে বেশি সময়। যে শ্রম-মূল্য সৃষ্টি করে তা অবশ্য সমজাতিক মনুষ্য-শ্রম, এক ও অভিন্ন শ্রমশক্তির ব্যয়। সমাজ কর্তৃক উৎপন্ন সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যের ভিতর যে পরিমাণ শ্রমশক্তি আছে, এখানে সমাজের সেই মোট শ্রমশক্তিকে ধরা হচ্ছে মানুষের শ্রমশক্তির একটি সমজাতিক স্তূপ হিসেবে, সেই স্তূপটি অবশ্যই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন

এককের সমষ্টি। প্রত্যেকটি এককই অবিকল অন্য আরেকটি এককের মতো—এই হিসেবে যে, তার চরিত্র এবং কার্যকারিতা হ'ল সমাজের গড় শ্রমশক্তির অনুরূপ। অর্থাৎ, একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য যতটা সময় দরকার, তা গড়পড়তা শ্রমশক্তির বেশি নয়, তা সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় সময়ের অনধিক। উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থায় এবং সমসাময়িক গড় দক্ষতা ও তীব্রতা সহ শ্রম করলে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে যে সময় লাগে, তাকেই বলে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সময়। ইংল্যাণ্ডে বাষ্প-চালিত তাঁত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো দিয়ে কাপড় বুনবার সময় ক'মে গিয়ে সম্ভবত অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ হস্তচালিত তাঁতে তখনো তন্তুবায়দের লাগতো আগের মতো সময়। কিন্তু তা হলেও তাদের এক ঘণ্টার শ্রম থেকে উৎপাদিত সামগ্রী এই পরিবর্তনের ফলে আধ ঘণ্টায় উৎপন্ন সামগ্রীর সমান হয়ে পড়েছিল, এবং তার ফলে তার মূল্য ক'মে হয়ে গিয়েছিল আগের অর্ধেক।

তা হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন দ্রব্যের মূল্যের আয়তন যা দিয়ে নির্ধারিত হয়, তা হচ্ছে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণ, অথবা সামাজিক-ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়।[১] এই সূত্রে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পণ্যকে ধরতে হবে তার সমশ্রেণীর পণ্যের একটি গড় নমুনা হিসেবে।[২] সুতরাং যে সমস্ত পণ্যে একই পরিমাণ শ্রম বিধৃত আছে অথবা যা একই সময়ের মধ্যে উৎপন্ন করা যায় সেগুলির মূল্য একই। এক পণ্যের মূল্যের সঙ্গে আর এক পণ্যের মূল্যের অনুপাত এবং এক পণ্যের উৎপাদন সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সঙ্গে আর এক পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের অনুপাত একই। "সমস্ত মূল্যই, সমস্ত পণ্যই হ'ল ঘনীভূত শ্রম-সময়ের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ।"[৩]

১. জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যখন পরস্পরের সঙ্গে বিনিমিত হয়, তখন তাদের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের উৎপাদনে যতটা শ্রম ও সময় লাগে তার দ্বারা।' 'সাধারণভাবে অর্থের সুদ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে সরকারী তহবিল সম্বন্ধে', (Some Thoughts on the Interest of Money in General, and Particularly in the Publick Funds, &c.") লণ্ডন, পৃঃ ৩৬। লেখক-পরিচিতি-বিহীন এই চমৎকার গ্রন্থখানি লেখা হয়েছিল বিগত শতাব্দীতে কিন্তু এতে কোন নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া নেই। অবশ্য অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে দ্বিতীয় জর্জের সময়ে, ১৭৩৯/৪০ সালে, বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল।

২. "Toutes les productions d'un meme genre ne forment proprement qu'une masse, dont le prix se determine en general et sans egard aux circonstances particulieres.' (Le Trosne, l.c. পৃঃ ৮৯৩)

৩. মার্কস, l. c. পৃঃ ৬।

সুতরাং একটি পণ্যের মূল্য অপরিবর্তিত থাকত, যদি উৎপাদনে যে শ্রম-সময় লেগেছে তার কোন হ্রাসবৃদ্ধি না হ'ত। কিন্তু এই শ্রম-সময় নামক জিনিসটির পরিবর্তন হয় শ্রমের উৎপাদনী শক্তি সমূহের প্রত্যেকটির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে। এই উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারিত হয় বহুবিধ অবস্থার দ্বারা, যার মধ্যে পড়ে, মজুরদের দক্ষতার গড় পরিমাণ, বিজ্ঞানের বিকাশ ও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মাত্রা, উৎপাদনের সামাজিক সংগঠন, উৎপাদনের উপায়সমূহের প্রসার ও ক্ষমতা এবং দেশকালের অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ ভালো মৌসুমে ৮ বুশেল শস্যের ভিতর ঠিক সেই পরিমাণ শ্রম বিধৃত হবে, যা খারাপ মৌসুমে হবে মাত্র ৪ বুশেলের ভিতর। একটি খারাপ খনি থেকে যত লোহা বের করা যাবে তার চেয়ে বেশি যাবে একটি ভালো খনি থেকে। ভূপৃষ্ঠে হীরক অতি দুষ্প্রাপ্য, তাই তার আবিষ্কারে গড়পড়তা শ্রম-সময় প্রচুর ব্যয় হয়। তার ফলে তার অল্প একটুর ভিতর অনেক শ্রম থাকে। জ্যাকব-এর সন্দেহ সোনার পুরো দাম কেউ কখনো দিয়েছে কিনা। একথা আরো বেশি করে খাটে হীরক সম্বন্ধে। এশোয়েজ-এর মতে ১৮২৩ সালের শেষ পর্যন্ত ৮০ বছরে ব্রাজিলের হীরক খনিতে মোট উৎপাদন যা হয়েছে, তাতে ঐ দেশের চিনি এবং কফি বাগানের দেড় বছরের গড় উৎপাদনের দাম ওঠেনি যদিও হীরকের জন্য শ্রমের ব্যয় হয় অনেক বেশি এবং সেইজন্য তার মধ্যে মূল্য ঢের বেশি আছে। অপেক্ষাকৃত ভালো খনিতে ঐ একই পরিমাণ শ্রম অনেক বেশি হীরকের ভিতর সমাহিত হবে, এবং তার মূল্যও নেমে যাবে। আমরা যদি অল্প শ্রমের ব্যয়ে অঙ্গারকে হীরকে পরিণত করতে পারতাম, তার মূল্য ইটের চেয়েও কম হয়ে যেত। সাধারণতঃ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যতই বেশি হবে, কোন জিনিসের উৎপাদনে শ্রম-সময় ততই কম লাগবে, সেই জিনিসটির ভিতর ততই কম পরিমাণ শ্রম মূর্ত হবে, তার মূল্য হবে ততই কম; বিপরীত ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত হবে; শ্রমের উৎপাদনী শক্তি যত কম, দ্রব্যের উৎপাদনে শ্রম-সময় তত বেশি, তত বেশি তার মূল্য। সুতরাং কোন পণ্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয় তার ভিতরে যে পরিমাণ শ্রম বিধৃত থাকে তার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরিভাবে এবং ঐ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বিপরীতভাবে।

মূল্য না থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিস ব্যবহারমূল্য হ'তে পারে। এব্যাপার তখনও হয়, যখন মানুষের কাছে তার যা ব্যবহারিকতা, তা শ্রমজনিত নয়। যথা, বাতাস, কুমারীভূমি, প্রাকৃতিক তৃণক্ষেত্র প্রভৃতি।

একটি দ্রব্য পণ্য না হয়েও প্রয়োজনীয় হতে পারে এবং মানুষের শ্রম থেকে উৎপন্ন হতে পারে। যে-কেউ নিজ শ্রম থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা সরাসরি নিজের অভাব পুরণ করে, সে অবশ্যই ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু পণ্য সৃষ্টি করে না। পণ্য উৎপন্ন করতে হলে তাকে কেবল ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করলেই চলবে না, উৎপন্ন করতে হবে অপরের জন্য ব্যবহার-মূল্য, সামাজিক ব্যবহার-মূল্য। (কেবল

অপরের জন্য হলেই হবে না, আরও কিছু চাই। মধ্যযুগের কৃষক তার সামন্ত প্রভুর জন্য উৎপন্ন করতো উঠ্‌বন্দী খাজনা দেবার শস্য এবং তার পাদ্রীর জন্য দেবোত্তর খাজনার শস্য। কিন্তু অন্যের জন্য উৎপন্ন হয়েছে বলেই উঠ্‌বন্দী খাজনার শস্য বা দেবোত্তর খাজনার শস্য পণ্য হত না। পণ্য হতে হ'লে, দ্রব্যকে বিনিময়ের মারফত হস্তান্তরিত হ'তে হবে অন্যের কাছে, সে যার ভোগে লাগবে তার হাতে ব্যবহারমূল্য হিসেবে।)[1] সর্বোপরি ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্য না হয়ে, কোন কিছুই পণ্য হতে পারে না। দ্রব্যটি যদি অব্যবহার্য হয়, তার মধ্যে বিধৃত শ্রমও হবে অব্যবহার্য ; ঐ শ্রম, শ্রম হিসেবে গণ্য হয় না, কাজে কাজেই তা মূল্য সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ পণ্যের মধ্যে মূর্ত শ্রমের দ্বৈত চরিত্র ॥

প্রথম দৃষ্টিতে পণ্য আমাদের কাছে হাজির করেছিল দুটি জিনিসের এক সংমিশ্রণ—ব্যবহারমূল্যের এবং বিনিময়মূল্যের। পরে আমরা এও দেখেছি যে শ্রমেরও আছে দ্বৈত চরিত্র, মূল্যের ভিতর তার যে প্রকাশ ঘটে সেদিক থেকে তার চরিত্র আর ব্যবহারমূল্যের স্রষ্টা হিসেবে তার যে চরিত্র' এই দুই চরিত্র এক নয়। পণ্যের ভিতরে যে শ্রম থাকে, তার দ্বৈত চরিত্র আমিই প্রথম দেখিয়েছি এবং আমিই প্রথম তার পুংখানুপুংখ বিচার করেছি। যেহেতু যে-মূল বিষয়টির উপর অর্থনীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার একটি ধারণা নির্ভর করছে, তা হচ্ছে এইটি, সেহেতু এই বিষয়টির মধ্যে আমরা আর একটু বিশদভাবে প্রবেশ করব।

ধরা যাক, একটি কোট আর ১০ গজ ছিট এই দুটি পণ্য, আর ধরা যাক যে প্রথমটির মূল্য দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, সুতরাং, যদি ১০ গজ ছিট্‌=ব, হয় তা হলে কোটটি=২ব।

কোটটি হচ্ছে একটি ব্যবহারমূল্য যা দ্বারা একটি বিশেষ অভাবের পূরণ হয়;

১. চতুর্থ জার্মান সংস্করণের টীকা : এই বক্তব্যটিতে আমি বন্ধনী প্রয়োগ করেছি কারণ এটা না করলে অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, যে-কোন দ্রব্যই উৎপাদনকারী নিজে পরিভোগ না করে অন্যে পরিভোগ করলে মার্কস তাকে পণ্য বলে অভিহিত করেছেন।—এঙ্গেলস।

এটি একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনশীল কাজের ফল, যার প্রকৃতি নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, উপায়, বিষয় এবং ফলশ্রুতির উপর।

এইভাবে যে শ্রমের উপযোগিতা উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহারগত মূল্য দ্বারা প্রকাশিত হয় অথবা যে শ্রম উৎপন্ন দ্রব্যটিকে ব্যবহারমূল্যে রূপায়িত করবার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে আমরা তাকে বলি **ব্যবহার্য বা উপযোগী শ্রম**। এই উপলক্ষে আমরা কেবল তার ব্যবহার্যতার দিকটাই বিচার করি।

যেমন কোট এবং ছিট্ হচ্ছে গুণগত ভাবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারমূল্য, তেমনি তাদের উৎপাদনকারী সেলাইয়ের কাজ এবং বোনার কাজ এই দুই প্রকার শ্রমও গুণগত ভাবে বিভিন্ন। যদি এই দুটি জিনিস গুণগতভাবে পৃথক না হত, তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে পণ্যের সম্বন্ধ দেখা দিত না। কোটের সঙ্গে কোটের বিনিময় হয় না, কোন ব্যবহারমূল্যের সঙ্গে অবিকল সেইরকম ব্যবহারমূল্যের বিনিময় চলে না।

ব্যবহারমূল্য যত প্রকারের আছে তার সব কটিরই অনুরূপ তত প্রকারের ব্যবহার্য শ্রম আছে: সামাজিক শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে সেগুলি যে যে জাতি গোষ্ঠী এবং প্রকারের অন্তর্গত তদনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগও আছে। এই শ্রমবিভাগ পণ্য উৎপাদনের একটি অনিবার্য শর্ত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিপরীত ভাবে, পণ্য উৎপাদনও শ্রম বিভাগের একটি অনিবার্য শর্ত। আদিম ভারতীয় সমাজের ভিতর পণ্য উৎপাদন ব্যতীতই শ্রমবিভাগ ছিল। অথবা, বাড়ির হাতের একটি উদাহরণ ধরলে, প্রত্যেক কারখানায় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শ্রমের বিভাগ থাকে, কিন্তু কর্মে নিযুক্ত লোকেরা নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ক'রে সে শ্রমবিভাগ সৃষ্টি করে নি। কেবলমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্যই পারস্পরিক সম্পর্কে পণ্য হতে পারে যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রমের ফলে উৎপন্ন, এবং প্রত্যেক প্রকার শ্রম স্বতন্ত্রভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত প্রয়াসে সম্পন্ন।

এবার গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক: প্রত্যেকটি পণ্যের ব্যবহারমূল্যের ভিতরে বিধৃত রয়েছে ব্যবহার্য শ্রম, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট প্রকারের এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয়িত উৎপাদনশীল শ্রম। ব্যবহারমূল্যগুলির পরস্পরের মধ্যে পণ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি না তাদের মধ্যে বিধৃত ব্যবহার্য শ্রম প্রত্যেকটির ভিতরই গুণগতভাবে পৃথক হয়। যে সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভার সাধারণভাবে পণ্যের আকার গ্রহণ করে সেই সমাজে অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনকারীদের সমাজে ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীদের দ্বারা নিজ নিজ হেফাজতে আলাদা আলাদা ভাবে সম্পাদিত শ্রম পরিণত হয় একটি জটিল ব্যবস্থা-বিন্যাসে, সামাজিক শ্রম-বিভাগে।

যা হোক, কোট্টি দরজীই পরিধান করুক আর তার খরিদ্দারই পরিধান করুক, উভয়ক্ষেত্রেই তা ব্যবহারমূল্যের কাজ করে। আর যদি দরজীর কাজ একটি বিশেষ ব্যবসায়ে, সামাজিক শ্রম-বিভাগের একটি বিশেষ শাখায় পরিণত হয়ে যায়, তাহলেও

সেই অবস্থায় কোট এবং কোট তৈরির শ্রম—এই উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের কোনই তারতম্য হয় না। জামা-কাপড়ের অভাব যেখানেই তাদের বাধ্য করেছে, সেখানেই তারা হাজায় হাজার বছর ধরে জামা-কাপড় তৈরী করে এসেছে, অথচ একটি লোকও তখন দরজী হয় নি। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতিসম্ভূত নয় এমন যে-কোন সম্পদের মতো, কোটের এবং ছিটের অস্তিত্বের উৎস হচ্ছে এমন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনশীল শ্রম, যা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পাদিত, যা প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে মানুষের অভাব নিরসনের কাজে লাগায়। অতএব যেহেতু শ্রম হচ্ছে ব্যবহারমূল্যের স্রষ্টা, অর্থাৎ ব্যবহার্য (উপযোগী) শ্রম, সেহেতু মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য তা হচ্ছে রূপ-নির্বিশেষে সর্ববিধ সমাজের, একটি আবশ্যিক শর্ত; এ হচ্ছে প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত একটি চিরন্তন আবশ্যিকশর্ত, যা না হলে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে কোন বাস্তব আদান-প্রদান হ'তে পারে না, সুতরাং কোন জীবনও সম্ভব নয়।

কোট, ছিট প্রভৃতি ব্যবহারমূল্য, অর্থাৎ পণ্যের অবয়ব গঠিত হয়েছে দু'রকম পদার্থের সমন্বয়ে—বস্তুর এবং শ্রমের। এদের উপর যে ব্যবহার্য শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তা যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সর্বদাই পড়ে থাকে এমন কিছু উপাদান, প্রকৃতি যা মানুষের সাহায্যে ছাড়াই সরবরাহ করেছে। মানুষ কাজ করতে পারে কেবল প্রকৃতির মতোই, অর্থাৎ বস্তুর রূপান্তর সাধন ক'রে।[১] শুধু এইটুকুই নয়, এই রূপান্তর সাধনের কাজে সে নিরন্তর প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য পাচ্ছে। কাজেই, আমরা দেখতে পাই যে, শ্রমই বৈষয়িক ধনসম্পদের তথা শ্রমদ্বারা উৎপন্ন ব্যবহারমূল্যের একমাত্র উৎস নয়। উইলিয়ম পেটি যেমন বলেছেন, শ্রম তার জনক এবং ধরিত্রী তার জননী।

১. 'Tutti i fenomeni dell' universo, sieno essi prodotti della mano dell'uomo, ovvero delle universali leggi della fisica, non ci danno idea di attuale creazione, ma unicamente di una modificazione della materia. Accostare e separare sono gli unici elementi che l'ingegno umano ritrova analizzando l'idea della riproduzione: e tanto e riproduzione di valore (ব্যবহার-মূল্য, যদিও এই লেখায় ফিজিওক্র্যাটদের সঙ্গে বিতর্কে ভেরি নিজে পরিষ্কার নন যে কি রকম মূল্যের কথা তিনি বলছেন) e di ricchezze se la terra, l'ariae l'acqua ne' campi si trasmutino in grano, come se colla mano dell'uomo il glutine di un insetto si trasmuti in velluto ovvero alcuni pezzetti di metalio si organizzino a formare una ripetizione."—পিয়েত্র ভেরি, 'Meditazioni sulla Econonia Politica' প্রথম মুদ্রণ ১৭৭৩, in custodi's edition of the Italias Economists, Porte Modern t.xv., পৃঃ ২২।

এবার ব্যবহারমূল্যরূপে বিবেচিত পণ্য ছেড়ে পণ্যের মূল্যের প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যাক।

আমরা আগেই ধরে নিয়েছি যে, কোটের মূল্য ছিটের মূল্যের দ্বিগুণ। কিন্তু এটা হচ্ছে একমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ, যা আপাততঃ আমরা ধরছি না। আমরা অবশ্য মনে রাখছি যে কোটের মূল্য যদি ১০ গজ ছিটের দ্বিগুণ হয়, তা হলে ২০ গজ ছিটের মূল্য এবং একটা কোটের মূল্য একই। মূল্যের দিক থেকে ঐ কোট এবং ঐ ছিট অনুরূপ জিনিস দিয়েই গড়া মূলতঃ অভিন্ন শ্রমের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত প্রকাশ। কিন্তু দরজীর কাজ এবং তাঁতের কাজ গুণগতভাবেই ভিন্ন রকমের শ্রম। অবশ্য, এরকম অবস্থারও সমাজ আছে, যেখানে একই লোক কখনো দরজীর কাজ কখনো বা তাঁতের কাজ করে, সে ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের শ্রম একই ব্যক্তির শ্রমের রকমফের মাত্র। তা ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিশেষ বিশেষ এবং নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কাজ নয়; যেমন আমাদের দরজী যদি একদিন কোট তৈরী করে এবং আর একদিন পায়জামা তৈরী করে তা হলে তা দ্বারা বুঝায় একই লোকের শ্রমের অদলবদল। অধিকন্তু, আমরা এক নজরে দেখতে পাই যে, আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজে মনুষ্যশ্রমের যে-কোন একটি অংশ, চাহিদার হেরফের অনুসারে, কখনো দরজীর কাজে, কখনো বা তাঁতের কাজে প্রযুক্ত হয়। এই পরিবর্তন হয়তো নির্বিরোধে না ঘটতে পারে কিন্তু ঘটবে নিশ্চয়ই।

উৎপাদনশীল কাজকর্মের বিশেষ রূপটি, অর্থাৎ শ্রমের ব্যবহার্যতার চরিত্রটি বাদ দিলে, শ্রম মানে মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয় ছাড়া আর কিছু হয় না। যদিও দরজীর কাজ আর তাঁতের কাজ গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ, তাহলেও এসবের প্রত্যেকটিই মানুষের মস্তিস্ক, স্নায়ু ও পেশীর উৎপাদনশীল ব্যয়, এবং এই হিসেবে ওগুলো মানুষের শ্রম অর্থাৎ মানুষের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করার ভিন্ন ভিন্ন ধরন। অবশ্য এই যে শ্রমশক্তি ভিন্ন ভিন্ন কাজে প্রয়োগ সত্ত্বেও যা একই থেকে যায়, তার এই নানান ধরনে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে নিশ্চয়ই একটা মাত্রা পর্যন্ত বিকশিত হবার পরেই। কিন্তু পণ্যের মূল্য বলতে বোঝায় মানুষের বিশ্লিষ্ট শ্রমে, নির্বিশেষে মানবিক শ্রমের ব্যয়। যেমন সমাজে কোন একজন সেনাপতির বা কোন একজন ব্যাংক মালিকের মস্তবড় ভূমিকা আছে কিন্তু অপরদিকে, নিছক মানুষের ভূমিকা অতি নগণ্য;[১] মানুষের শ্রমের বেলায়ও সেকথা খাটে। এ হচ্ছে সরল শ্রমশক্তির ব্যয়, অর্থাৎ, যে শ্রমশক্তি কোন বিশ্লিষ্ট রূপে বিকশিত হওয়া ছাড়াও গড়ে প্রত্যেকটি সাধারণ ব্যক্তির জৈবদেহের মধ্যেই বর্তমান। একথা সত্য যে, সরল গড় শ্রম বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন চরিত্র ধারণ করে; কিন্তু একটি বিশেষ

---

১. তুলনীয় হেগেল: 'Philosophie des Rechts', বার্লিন, ১৮৪০, পৃঃ ২৫০,১৯০।

সমাজে তা নির্দিষ্ট। দক্ষ শ্রমকে হিসেব করা হয় কেবল ঘনীভূত সরল শ্রম বলে অথবা, বলা যায়, কয়েকগুণ সরল শ্রম বলে ; কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দক্ষ শ্রমকে ধরতে হবে অধিকতর পরিমাণ সরল শ্রম হিসেবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এই রকমে এক শ্রমকে অন্য শ্রমে পরিণত করার কাজ অনবরতই চলছে। কোন একটি পণ্য দক্ষতম শ্রমের ফল হতে পারে, কিন্তু তার মূল্য বলতে বুঝতে হবে তাকে সমীকরণ দ্বারা সরল অদক্ষ শ্রমে পরিণত করে নিলে যা দাঁড়ায় কেবল তারই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ।[১] বিভিন্ন রকমের শ্রমকে সরল শ্রমের মানদণ্ডে পরিণত করতে হলে তার অনুপাত কি হবে তা নির্ধারিত হয় একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এই ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রক্রিয়াটি উৎপাদনকারীদের অগোচরে ঘটে, এবং তার ফলে তাকে সামাজিক প্রথা দ্বারা নির্ধারিত ব'লে মনে হয়। সহজ করে বলার জন্য আমরা এখন থেকে প্রত্যেক রকমের শ্রমকে অদক্ষ সরল শ্রম ব'লে ধরব, তাতে আর কিছু হবে না, আমরা শুধু তাকে বারংবার রূপান্তরিত করার ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচবো।

সুতরাং, যেমন কোট এবং ছিটকে মূল্য হিসেবে দেখতে গিয়ে আমরা তাদের ব্যবহার-মূল্য থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিই, ঐ মূল্য বলতে যে শ্রম বোঝায় তার বেলাও ঠিক তাই করি : আমরা তাদের ব্যবহার্য রূপগুলির তথা বোনার কাজের ও সেলাইয়ের কাজের পার্থক্যটা ধরি না। কোট এবং ছিট, এই ব্যবহার-মূল্যদ্বয় যেমন কাপড় এবং সুতোর সাহায্যে সম্পাদিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট উৎপাদনশীল কর্মের সংযোজন, অথচ অপরদিকে যেমন মূল্য হিসেবে কোট এবং ছিট পার্থক্যবিমুক্ত সমজাতীয় শ্রমের ঘনীভূত রূপ, সেইরকম এই মূল্যদ্বয়ের মধ্যে যে শ্রম মূর্তি পরিগ্রহ করে রয়েছে তাদেরও কোট এবং ছিটের সঙ্গে উৎপাদনী সম্বন্ধ বলে ধরা হবে না, ধরা হবে কেবল মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয় হিসেবে। কোট এবং ছিট, এই ব্যবহার-মূল্যের সৃষ্টিতে বোনার কাজ এবং সেলাইয়ের কাজ হল আবশ্যিক উপাদান, যেহেতু এই দুই রকমের শ্রম হ'ল ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট ; সেহেতু সেলাইয়ের কাজ এবং বোনার কাজ ঐ দ্রব্যগুলির মূল্যের মর্মবস্তু হতে পারে শুধুমাত্র এই হিসেবে যে তাদের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি ছাঁটাই করে ফেলা যায় ; তাদের এই একটি সমগুণ আছে যে উভয়েই মানুষের শ্রম।

অবশ্য, কোট এবং ছিট কেবলমাত্র মূল্য নয়, পরন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য, এবং আমরা আগেই ধরে নিয়েছি যে কোট হচ্ছে ১০ গজ ছিটের দ্বিগুণ মূল্যবান।

১. পাঠক লক্ষ্য করবেন যে আমরা এখানে শ্রমিক নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের জন্য যে-মূল্য বা মজুরি পায় তার কথা বলছি না' আমরা বলছি সেই দ্রব্যাদির মূল্যের কথা যার মধ্যে শ্রম-সময় বিধৃত হয়েছে। আমাদের আলোচনায় আমরা এখনো 'মজুরী' পর্যন্ত আসিনি।

তাদের মূল্যের ভিতর এই পার্থক্য কোত্থেকে এল? এর কারণ হল এই যে, কোটের মধ্যে শ্রম বিধৃত আছে তার অর্ধেক আছে ১০ গজ ছিটের মধ্যে, এবং তার মাঝে ১০ গজ ছিটের উৎপাদনে যতটা ব্যবহার্য শ্রমশক্তি লেগেছে তার দ্বিগুণ লেগেছে কোটের উৎপাদনে।

সুতরাং ব্যবহার-মূল্যের ক্ষেত্রে, একটি পণ্যের মধ্যে বিধৃত শ্রমকে ধরা হয় গুণগত শ্রম হিসেবে, আর মূল্যের ক্ষেত্রে, তাকে ধরা হয় পরিমাণগত শ্রম হিসেবে, এবং তাকে পরিণত ক'রে নিতে হয় মানুষের সরল শ্রমে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নটি হ'ল কেমন করে এবং কিভাবে, অপর ক্ষেত্রে কতটা? কত সময়? যেহেতু একটি পণ্যের মধ্যে বিধৃত মূল্যের পরিমাণ বলতে বোঝায় তার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম বিধৃত আছে শুধু তাই, সেহেতু তা থেকে দাঁড়ালো এই যে একটি বিশেষ অনুপাত ধরে নিলে, মূল্যের দিক থেকে সমস্ত পণ্য সমান হতে বাধ্য।

একটি কোট উৎপন্ন করতে যত রকমের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার্য শ্রম লাগে তাদের সবারই উৎপাদিকা শক্তি যদি অপরিবর্তনীয় থাকে, তবে কোটের উৎপাদন-সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই বেশি হবে তাদের মোট মূল্য। যদি একটি কোট বলতে বোঝায় 'ক' দিনের শ্রম, দুটি কোট বলতে বোঝাবে ২ক দিনের শ্রম, ইত্যাদি। কিন্তু ধরা যাক কোটের উৎপাদনে উপযোগী সময়ের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ অথবা অর্ধেক হয়ে গেল। প্রথম ক্ষেত্রে একটি কোট আগেকার দুটি কোটের সমান মূল্যবান; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, দুটি কোটের মূল্য হবে আগেকার মাত্র একটি কোটের সমান, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই একটি কোট আগেকার মতোই সমান কাজ দেয়, এবং তার মধ্যে বিধৃত শ্রম গুণের দিক থেকে একই আছে। কিন্তু তার উৎপাদনে যে শ্রম লেগেছে, তার পরিমাণ গেছে বদলে।

ব্যবহারমূল্যের বৃদ্ধির মানে হচ্ছে বৈষয়িক ধন-সম্পদের বৃদ্ধি। দুটো কোট দু'জন মানুষ পরতে পারে, একটি কোট পরতে পারে একজন মানুষ। যাই হোক না কেন, বৈষয়িক সম্পদের বৃদ্ধি এবং মূল্যের পরিমাণ হ্রাস একই সঙ্গে ঘটতে পারে। এই বিপরীতমুখী গতির মূলে রয়েছে শ্রমের দ্বৈত চরিত্র। উৎপাদিকা শক্তি বলতে অবশ্যই বুঝতে হবে কেবলমাত্র কোন একটা ব্যবহারযোগ্য মূর্ত শ্রম; একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত যে কোন উৎপাদনশীল কর্মের কার্যকারিতা নির্ভর করে তার উৎপাদিকা শক্তির উপর। কাজেই ব্যবহার্য শ্রম, উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে, দ্রব্যের কম বা বেশি পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উৎস। অপরদিকে, উৎপাদন ক্ষমতার কোন পরিবর্তনেই মূল্য বলতে যে শ্রম বোঝায় তার কোন তারতম্য হয় না। যেহেতু উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে শ্রমের ব্যবহার্যতার মূর্ত রূপের একটি গুণ, সেহেতু যে মুহূর্তে শ্রমকে তার উপযোগপূর্ণ মূর্তরূপ থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিই সেই মুহূর্তে অবশ্যই তার উৎপাদিকা শক্তির আর কোন প্রভাব থাকতে পারে না। তখন উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি যতই হোক না কেন, একই শ্রম একই সময় ধরে চালালে, একই আয়তনের

মূল্য সৃষ্টি করবে কিন্তু তা সমান সমান সময়ে ব্যবহারগত মূল্য তৈরি করবে ভিন্ন ভিন্ন আয়তনে ; উৎপাদিকা শক্তি যদি বাড়ে, তবে বেশি পরিমাণে ; আর যদি কমে তো কম পরিমাণে। উৎপাদিকা শক্তি যে-পরিবর্তন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং তার ফলে সেই শ্রম থেকে উৎপন্ন ব্যবহারমূল্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করে, তা এই বর্ধিত ব্যবহারমূল্যের মোট মূল্যকে দেয় কমিয়ে,—যদি এরূপ পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমে যায় ; আর, বিপরীত ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতই হবে।

একদিকে সমস্ত শ্রমই হল, শারীরবৃত্তের দিক থেকে, মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয় এবং একইরকম বিশ্লিষ্ট শ্রম হিসেবে তা পণ্য মূল্যের সৃজন ও রূপায়ণ সাধন করে। অপরদিকে, সমস্ত শ্রমই হ'ল এক একটি বিশ্লিষ্ট রূপে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পাদিত মানুষের শ্রমশক্তি এবং তার ফলে, ব্যবহার্য শ্রম হিসেবে তা তৈরী করে ব্যবহারমূল্য।[১]

১. যা দিয়ে সর্বতোভাবে এবং প্রকৃতই সব সময়ে সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও তুলনা করা হয় তা যে শ্রম, সেকথা প্রমাণ করার জন্য অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, 'শ্রমের সমান সমান পরিমাণের মূল্য শ্রমিকের কাছে সর্বকালে এবং সর্বস্থানে একই হতে বাধ্য। তার স্বাস্থ্যের, শক্তির এবং কর্মের স্বাভাবিক অবস্থায়, এবং তার যে গড়পড়তা কর্মকুশলতা আছে তাতে সে সর্বদাই তার বিশ্রামের, স্বাধীনতার এবং সুখের নির্দিষ্ট এক অংশ ত্যাগ করতে বাধ্য।' 'জাতিবৃন্দের ধনসম্পদ' ('ওয়েল্‌থ অব নেশন্‌স্' b I.ch ৫) একদিকে, অ্যাডাম স্মিথ এখানে (কিন্তু সবখানে নয়) পণ্য-উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয় তার দ্বারা মূল্য নির্ধারণের সঙ্গে শ্রমের-মূল্য দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের প্রসঙ্গটি গুলিয়ে ফেলেছেন, এবং তার ফলে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সম-পরিমাণ শ্রমের মূল্য সর্বদাই সমান। অপরদিকে, তাঁর এই রকম একটা অনুভাবনা আছে যে, যে-শ্রম পণ্যের মূল্যের ভিতর অভিব্যক্ত হয়, তা কেবল শ্রম-শক্তির ব্যয় বলেই পরিগণিত হয় ; কিন্তু তিনি এই ব্যয়কে কেবল বিশ্রাম, স্বাধীনতা, সুখ প্রভৃতির ত্যাগ বলে মনে করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবিত প্রাণীর স্বাভাবিক কাজকর্ম হিসেবে মনে করেন না। কিন্তু তাঁর চোখের সামনে রয়েছে আধুনিক মজুরী-শ্রমিক। অ্যাডাম স্মিথের পূর্বগামী পূর্বোক্ত নাম-পরিচয়হীন লেখক তা ঢের বেশি সঠিক 'ভাবে বলেছেন একজন লোক নিজেকে এক সপ্তাহ কাজে নিযুক্ত রেখেছে জীবিকা সংগ্রহের জন্য ···এবং বিনিময়ে যে তাকে অন্য জিনিস দেয়, সে তার জন্য কত শ্রম এবং সময় ব্যয় করেছে তার হিসেব ছাড়া আর কোন ভাল হিসেব করতে পারে না তার মূল্যের তুল্যমূল্যের জন্য ; ফলতঃ, তার মানে আর কিছু নয়, কেবল কোন নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ে তৈরি জিনিসের বদলে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রম-সময়ে তৈরি জিনিসের বিনিময়।' (l.c. পৃঃ ৩৯) এখানে শ্রমের যে দুটি দিক আলোচনা করা হল তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকায় ইংরেজী ভাষার একটি সুবিধা আছে। যে শ্রম ব্যবহার মূল্য তৈরি করে এবং যা গুণগতভাবে বিচার্য, তাকে বলে 'ওয়ার্ক' (কাজ) আর তা থেকে পৃথক হলে 'লেবর' ('শ্রম') যা মূল্য সৃষ্টি করে এবং যা পরিমাণগত ভাবে বিচার্য।—এঙ্গেলস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মূল্যের রূপ বা বিনিময় মূল্য ॥

পণ্য জগতে আবির্ভূত হয় ব্যবহারমূল্য হিসেবে, জিনিস অথবা দ্রব্য হিসেবে, যেমন, লোহা, ছিট, শস্য ইত্যাদি হিসেবে। এই হচ্ছে তাদের সাদাসিধে আটপৌরে, দৈহিক রূপ। অবশ্য, এগুলি পণ্য কেবল এইজন্য যে তারা দ্বিবিধ একটি জিনিস—একই সঙ্গে উপযোগিতার বাহক এবং মূল্যেরও ধারক। সুতরাং তারা পণ্য আকারে আত্মপ্রকাশ করে। অথবা তারা পণ্যের আকার ধারণ করে কেবলমাত্র এই হিসেবে যে, তাদের দুটো রূপ আছে, একটি হচ্ছে দৈহিক অথবা স্বাভাবিক রূপ আর একটা মূল্য-রূপ।

পণ্যমূল্যের বাস্তবতার সঙ্গে 'ডেম কুইকলির'র পার্থক্য এই যে, আমরা জানি না "তাকে কোথায় পাওয়া যাবে।" পণ্যের মূল্য হচ্ছে তার স্থূল বাস্তবতার বিপরীত, বস্তুর এক অণুমাত্রও তার অবয়বের মধ্যে ঢোকে না। শুধু একটা পণ্য নিয়ে খুশিমতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতই পরীক্ষা করা যাক না কেন, তবু মূল্যের ধারক হিসেবে তার স্বরূপ বোঝা অসম্ভব। অবশ্য, যদি আমরা মনে রাখি যে পণ্যের মূল্যের একটি বিশুদ্ধ সামাজিক সত্তা আছে এবং একটি অভিন্ন সামাজিক বস্তুর—মনুষ্য শ্রমের—অভিব্যক্তি বা বিগ্রহ হিসেবেই কেবল একটি পণ্য এই সামাজিক সত্তা অর্জন করে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, বিভিন্ন পণ্যের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই মূল্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আসলে কিন্তু আমরা আরম্ভ করেছিলাম বিনিময়-মূল্য থেকে অথবা পণ্যের বিনিময়-ঘটিত সম্বন্ধ থেকে, তার পিছনে লুক্কায়িত মূল্যের ঠিকানা বের করবার জন্য। মূল্য আমাদের কাছে প্রথম যে রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল, আমরা এখন সেই রূপের দিকেই ফিরে যাব।

আর কিছু না জানলেও একথা সবাই জানে যে, সমস্ত পণ্যেরই সাধারণ রূপ হিসেবে একটা মূল্যরূপ আছে, এবং তাদের ব্যবহারমূল্যের বিবিধ দৈহিক রূপ থেকে মূল্যরূপের পার্থক্য সুস্পষ্ট। আমি তাদের অর্থ-রূপের কথা বলছি। অবশ্য এই সূত্রে আমাদের কাঁধে একটি দায়িত্ব এসে পড়ে, বুর্জোয়া অর্থনীতি কখনো সে কাজের চেষ্টাও করেনি; দায়িত্বটি হ'ল সেই অর্থ-রূপের জন্ম বৃত্তান্ত খুঁজে বা'র করা, তার যে রূপটি একরকম নজরেই পড়ে না সেই সরলতম রূপ-রেখা থেকে শুরু ক'রে তার জাজ্বল্যমান অর্থরূপ পর্যন্ত মূল্যের যত রূপ এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের মূলগত সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত আছে, সেগুলি পরিস্ফুট করা। এ কাজ ক'রলে অর্থের মধ্যে যে কুহেলী আছে তারও সমাধান আমরা করতে পারব।

এক পণ্যের সঙ্গে ভিন্ন রকম আর এক পণ্যের যে মূল্য-সম্বন্ধ আছে, তাই হলো তার সরলতম মূল্য-সম্বন্ধ। অতএব দুটো পণ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তা থেকে আমরা পাই একটি মাত্র পণ্যের মূল্যের সরলতম অভিব্যক্তি।

ক। মূল্যের প্রাথমিক অথবা আপতিক রূপ।

'ও' পরিমাণ পণ্য ক = 'ঔ' পরিমাণ পণ্য খ, অথবা

'ও' পরিমাণ পণ্য 'ক'-এর সমান মূল্যবান 'ঔ' পরিমাণ পণ্য 'খ'।

২০ গজ ছিট = ১ কোট, অথবা

২০ গজ পণ্য ১ কোটের সমান মূল্যবান।

১। মূল্যের প্রকাশের দুই মেরু, আপেক্ষিক রূপ এবং সম-অর্ঘ রূপ।

মূল্যের রূপ সংক্রান্ত সমস্ত কুহেলিকা এই প্রাথমিক রূপের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। সুতরাং এর বিশ্লেষণই আমাদের সামনে আসল সমস্যা।

এখানে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের (আমাদের উদাহরণ ছিট এবং কোট) ভূমিকা —স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন। ছিট তার মূল্য কোটের মাধ্যমে প্রকাশ করে। কোট কাজ করে একটি সামগ্রী হিসাবে, যার মধ্যে মূল্য প্রকাশ পায়। প্রথমটির ভূমিকা হলো সক্রিয়, অপরটির নিষ্ক্রিয়। ছিটের মূল্য প্রকাশিত হয়েছে আপেক্ষিক মূল্য হিসেবে, অথবা তা দেখা দিয়েছে আপেক্ষিক রূপের আকারে। কোট করছে সমার্ঘ রূপের কাজ, অথবা দেখা দিয়েছে সমার্ঘ রূপের আকারে।

আপেক্ষিক রূপ আর সম-অর্ঘ রূপ—এই দুটি হল মূল্যের অভিব্যক্তিটির দুটি উপাদান। এ দুটি উপাদান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এ দুটো আবার পরস্পর-ব্যতিরেকী, পরস্পর-বিরোধী দুটি বিপরীত সত্তাও—অর্থাৎ একই অভিব্যক্তির দুটি মেরু। এই রাশিমালার মাধ্যমে যে দুই ভিন্ন ভিন্ন পণ্যকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, যথাক্রমে সেই দুটি পণ্যের দুটি অভিব্যক্তি রূপে আপেক্ষিক রূপ আর সমঅর্ঘ রূপ এই দুটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। ছিট দিয়ে ছিটের মূল্য প্রকাশ করা যায় না। ২০ গজ ছিট = ২০ গজ ছিট মূল্যের কোন প্রকাশ নয়। বরং, এরকম সমীকরণ থেকে মাত্র এই কথাই বুঝতে হবে যে, ২০ গজ ছিট ২০ গজ ছিট ছাড়া আর কিছুই নয়; তা ছিট-রূপী ব্যবহারমূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। ছিটের মূল্য প্রকাশ করা যায় একমাত্র আপেক্ষিকভাবে— অর্থাৎ, অন্য এক পণ্যের মাধ্যমে। ছিটের মূল্যের আপেক্ষিক রূপ বললে ধরে নিতে হবে তার সম-অর্ঘ রূপ হিসেবে আর একটি পণ্যের উপস্থিতি—এক্ষেত্রে কোট। অপরদিকে, যে পণ্যটি সম-অর্ঘ রূপের কাজ করে তা তখনি আবার আপেক্ষিক রূপ ধারণ করতে পারে না। যে পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা হচ্ছে তা ঐ দ্বিতীয় পণ্যটি নয়। এর কাজ হলো সেই সামগ্রীটি হিসেবে কাজ করা, যার মাধ্যমে প্রথম পণ্যটির মূল্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ২০ গজ ছিট = ১ কোট, অথবা ২০ গজ ছিটের

মূল্য ১ কোটের সমান, এই রাশিমালার মধ্যে তার বিপরীত সম্বন্ধও নিহিত আছে : ১ কোট=২০ গজ ছিট, অথবা ১ কোটের মূল্য=২০ গজ ছিট। কিন্তু সেক্ষেত্রে, সমীকরণটি আমি উল্টে দেবই যাতে কোটের মূল্য আপেক্ষিকভাবে প্রকাশ করা যায়, আর যখনি আমি তা করব, কোটের বদলে ছিট হয়ে দাঁড়াবে সম-অর্ঘ রূপ। কাজেই, একই পণ্য একই সঙ্গে মূল্য-সম্বন্ধীয় একই রাশির মধ্যে দুই রূপ ধারণ করতে পারে না। এই দুই রূপের মেরু-বিভাগই তাদেরকে পরস্পর-বিরোধী করে তোলে।

তাহলে, একটি পণ্য আপেক্ষিক রূপ ধারণ করবে, অথবা তার বিপরীত সম-অর্ঘ রূপ ধারণ করবে, তা নির্ভর করে মূল্যের অভিব্যক্তির এই আপতিক অবস্থানের উপর—অর্থাৎ যে পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা হচ্ছে তা কি সেই পণ্য, না কি যে পণ্যের মাধ্যমে মূল্য-প্রকাশ করা হচ্ছে, সেই পণ্য।

২. মূল্যের আপেক্ষিক রূপ

(ক) এই রূপের প্রকৃতি ও তাৎপর্য।

একটি পণ্যের প্রাথমিক প্রকাশ কি করে দুটিপণ্যের মূল্য-সম্বন্ধের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তা আবিষ্কার করার জন্য আমরা প্রথমতঃ তার বিচার করব মূল্য-সম্বন্ধের পরিমাণগত দিকটা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে। সাধারণতঃ চলতি পদ্ধতি হল ঠিক তার বিপরীত, এবং, মূল্যসম্বন্ধ ব'লতে পরস্পরের সমান বলে পরিগণিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের ভিতরকার অনুপাত ভিন্ন আর কিছুই দেখা হয় না। এটা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের খানিকটার পরিমাণ নিয়ে তুলনা করা যেতে পারে শুধু তখনি যখন ঐ পরিমাণগুলি প্রকাশ করা হয় একই এককের মাধ্যমে। শুধু এই রকম এককের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে পরেই তারা এক রকম আখ্যা লাভ করবার তথ্য পরিমাপ করবার যোগ্য হতে পারে।[১]

২০ গজ ছিট=১ কোট অথবা=২০ কোট অথবা='ও' সংখ্যক কোট—অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিটের মূল্য খুব কমই হোক বা বেশি হোক, এরকম প্রত্যেকটি বিবৃতির মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে যে ছিট এবং কোট, মূল্যের

১. যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্ এবং এস. বেইলী যাদের মধ্যে একজন, মূল্যের রূপ নিয়ে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। তার প্রথম কারণ তাঁরা মূল্যের সঙ্গে মূল্য-রূপ গুলিয়ে ফেলেন ; এবং দ্বিতীয় কারণ কার্যসিদ্ধিতে আগ্রহী বুর্জোয়াদের স্থূল প্রভাবে তাঁরা কেবল প্রশ্নটির পরিমাণগত দিকটির ওপরেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন। "সংখ্যার আধিপত্য...মূল্য নির্দ্ধারণ করে" 'অর্থ এবং তার উত্থান-পতন' ('**Money and Its Vicissitudes**'. লণ্ডন, ১৮৩৭, পৃঃ ১১ এস. বেইলি লিখিত।)

পরিমাণ হিসেবে, একই এককের মাধ্যমে প্রকাশিত, একই ধরনের জিনিস। 'ছিট = কোট' হচ্ছে সেই সমীকরণের ভিত্তি।

কিন্তু এই যে দুটি পণ্যের গুণগত মিল এইভাবে ধরে নেওয়া হল, তাদের ভূমিকা কিন্তু এক নয়। কেবলমাত্র ছিটের মূল্যই প্রকাশ করা হল। এবং কিভাবে? তার সঙ্গে তার মূল্যের সমার্ঘরূপ হিসেবে কোটের উল্লেখ করে, যে জিনিসের সঙ্গে তার বিনিময় হতে পারে, সেই জিনিস হিসেবে। এই সম্বন্ধের মধ্যে কোটের আকৃতি ধরে মূল্য বিরাজ করছে, কোট হচ্ছে মূত মূল্য, কারণ শুধু এই হিসেবেই কোট ছিটের সমার্ঘ-রূপ। অপরদিকে, ছিটের নিজ মূল্য সামনে এসে হাজির হয়েছে, সূচিত হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে, কারণ শুধু মূল্য হিসেবেই সমার্ঘ স্বরূপ কোটের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে, অথবা তার বিনিময় হ'তে পারে কোটের সঙ্গে। রসায়ন বিজ্ঞান থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, বিউটরিক এসিড্ (butyric) হল প্রপাইল ফরমেট (Propyl formate) থেকে একটি ভিন্ন পদার্থ। যদিও উভয়ই গঠিত হয়েছে একই রাসায়নিক ধাতু থেকে, অঙ্গার (অং), উদজান (উ), এবং অম্লজান এই একই রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা, এবং তাও একই অনুপাতে—যথা, অং৪ উ৮ অ২ ($C_4H_8O_2$)। এখন আমরা যদি বিউটরিক এসিডের সঙ্গে প্রপাইল ফরমেটের সমীকরণ করি, তা হলে প্রথমতঃ এই সম্বন্ধের মধ্যে প্রপাইল ফরমেট হয়ে দাঁড়ায় কেবলমাত্র অং৪ উ৮ অ২ ($C_4H_8O_2$) এর অস্তিত্বের একটি রূপ; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের তরফ থেকে একথাও বলা হয় যে বিউটরিক এসিডও অং৪ উ৮ অ২ ($C_4H_8O_2$) দিয়ে গঠিত। সুতরাং এইভাবেই ঐ দুটি পদার্থের সমীকরণ দ্বারা তাদের রাসয়নিক গড়ন প্রকাশ করা হবে, অথচ তাদের দৈহিক রূপটাকে করা হবে অগ্রাহ্য।

আমরা যদি বলি, মূল্য হিসেবে পণ্য হল কেবলমাত্র মানুষের শ্রমের সংহত রূপ, তাহলে সত্য সত্যই আমাদের বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা পণ্যকে অমূর্তায়িত করে মূল্যে পরিণত করি; কিন্তু এই মূল্যের উপর তার দৈহিক রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপ আরোপ করি না। এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের মূল্য-সম্বন্ধের বেলায় সে কথা খাটে না। এ ক্ষেত্রে একে অন্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রকাশের ভিতর দিয়ে মূল্য বলে পরিচিত হচ্ছে।

কোটকে ছিটের মূল্যের সমার্ঘরূপ হিসেবে দাঁড় করিয়ে, আমরা প্রথমটার ভিতরকার মূর্ত শ্রমের সমীকরণ করে থাকি দ্বিতীয়টির ভিতরকার মূর্ত শ্রমের সঙ্গে। এখন, একথা সত্য কোট-উৎপাদনকারী দরজীর কাজ ছিট উৎপাদনকারী তাঁতীর কাজ থেকে ভিন্ন ধরনের বিশেষ শ্রম। কিন্তু তাঁতের কাজের সঙ্গে সমীকরণ দ্বারা দরজীর কাজকে এমন একটি বস্তুতে পরিণত করা হয় যা ঐ দুই ধরনের শ্রমের মধ্যে প্রকৃতই সমান, সে বস্তুটি হল মানুষের শ্রম হিসাবে তাদের সাধারণ চরিত্র। তাহলে, এই ঘোরালো পথে, এই তথ্যটিই প্রকাশিত হচ্ছে যে তাঁতের কাজ যে হিসেবে মূল্য বয়ন করে, সেই হিসেবে তার সঙ্গে দরজীর কাজের কোনো পার্থক্যই

টানা যায় না, ফলে তা হচ্ছে অমূর্তায়িত মনুষ্য-শ্রম। শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পণ্যের মধ্যে এসে যে অপরের সমার্ঘরূপ হতে পারে তা প্রকাশ করেই শ্রমের মূল্য-সৃষ্টির বিশেষ চরিত্রটি ফুটে ওঠে এবং তা কার্যতঃ বিভিন্ন প্রকার পণ্যের মধ্যে মূর্ত বিভিন্ন শ্রমকে একটি অমূর্তায়িত সত্তায় পরিণত করে, সে সত্তা হচ্ছে শ্রম নামক তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি।[১]

অবশ্য ছিটের মূল্য যে শ্রম দিয়ে তৈরী, তার বিশেষ চরিত্র প্রকাশ করা ছাড়াও আরো কিছু আবশ্যক। মানুষের ক্রিয় শ্রম-শক্তি, তথা মানুষের শ্রম, মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু তা নিজেই মূল্য নয়। তা মূল্য হয়ে দাঁড়ায় কেবলমাত্র তার সংহত আকারে, কোনো দ্রব্যরূপে যখন তা মূর্তি লাভ করে, তখন ছিটের মূল্যকে মনুষ্য-শ্রমের সংহত রূপে প্রকাশ করতে হলে, ঐ মূল্যকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যেন তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে, যেন তা ঐ ছিট থেকে বস্তুতঃ পৃথক একটি সত্তা, অথচ যা ছিট এবং অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান। সমস্যাটির সমাধান তো হয়েই গেল।

মূল্যের সমীকরণে সমার্ঘরূপের অবস্থানে কোট হয়ে দাঁড়ায় ছিটের সঙ্গে গুণগত-ভাবে সমান, একই ধরনের একটা জিনিসের মতো, কারণ ওটা হচ্ছে মূল্য। এই অবস্থানের ভিতর কোটটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যার ভিতর মূল্য ছাড়া আর কিছু আমরা দেখি না, তথাপি কোটটা—নিজে কোটরূপ সামগ্রীটি, একটি ব্যবহার-মূল্য মাত্র। কোট হিসেবে কোট মূল্য নয়, যেমন আমাদের হাতে আসা ছিটের টুকরোটাও মূল্য নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে ছিটের সঙ্গে মূল্য-সম্বন্ধের ভিতরে দাঁড় করালে, কোটের তাৎপর্য, সেই সম্বন্ধের বাইরে তার যা তাৎপর্য, তার চেয়ে বেশি, ঠিক যেমন, অনেক লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়ানোয় তারা যতটা গণ্যমান্য হয় তার চেয়ে বেশি গণ্যমান্য হয় চটকদার পোশাকে ঘুরে বেড়ানোয়।

---

১. উইলিয়ম পেটির পরবর্তী অন্যতম প্রথম অর্থনীতিবিদ্ প্রখ্যাত ফ্র্যাংকলিন মূল্যের প্রকৃতি ধরতে পেরেছিলেন এবং বলেছিলেন: "যেহেতু সাধারণভাবে বাণিজ্য শ্রমের পরিবর্তে শ্রমের বিনিময় ছাড়া আর কিছু নয়, সেহেতু সমস্ত জিনিসের মূল্য ······শ্রমদ্বারা পরিমিত হয় অত্যন্ত সঠিকভাবেই।" ['গ্রন্থাবলী', (Works of B. Franklin & c), 'স্পার্ক্স্' কর্তৃক সম্পাদিত। বস্টন, ১৮৩৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭]। ফ্র্যাংকলিন এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না যে প্রত্যেক জিনিসের মূল্য শ্রমের অঙ্কে হিসেব করে তিনি শ্রমের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তা থেকে তাকে নিষ্কর্ষিত করে নিচ্ছেন এবং সমস্ত শ্রমকেই সমান মনুষ্য শ্রমে পর্যবসিত করছেন। কিন্তু, এবিষয়ে অনবহিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি একথা বলেছেন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের মূল্যের মর্মবস্তু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধিকতর মাননির্ণয় ব্যক্তিরকে প্রথমতঃ বলেন, 'একই শ্রম' এবং পরে বলেন 'অন্য শ্রম' এবং সর্বশেষে 'শ্রম'।

কোটের উৎপাদনে, দরজীর কাজরূপে মানুষের শ্রমশক্তি অবশ্যই ব্যয়িত হয়েছে। কাজেই এর ভিতর মনুষ্য-শ্রম সঞ্চিত আছে। এই দিক থেকে কোটটি মূল্যের একটি সঞ্চয়াগার, কিন্তু ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেও সে এই তথ্যটি ফাঁস করবে না। এবং মূল্য সম্বন্ধের ভিতর ছিটের সমার্ঘরূপ হিসেবে, কেবলমাত্র এই দিক থেকেই তার অস্তিত্ব আছে, সুতরাং সে গণ্য হয় মূর্ত মূল্য হিসেবে, মূল্যের মূর্তি হিসেবে। যেমন 'ক' কখনো 'খ' এর কাছে 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' হতে পারে না—যদি না 'খ' এর চোখে যা ম্যাজেস্টি তা 'ক' এর মধ্যে মূর্তি লাভ করে; তার চেয়েও বড় কথা, যদি না প্রত্যেকটি নোতুন জনক পিতার সঙ্গে সঙ্গে তার গড়ন, চুল ও আরও অনেক কিছু বদলে যায়।

কাজে কাজেই, যে মূল্য সমীকরণে কোট হচ্ছে ছিটের সমার্ঘরূপ, যেখানে মূল্যের রূপ নিয়ে কোট এসে দাঁড়ায়। ছিট—এই পণ্যের মূল্য প্রকাশিত হচ্ছে কোট—এই পণ্যের দৈহিক রূপের মাধ্যমে; একটার মূল্য পরিচিত হচ্ছে আর একটার মূল্য দ্বারা। ব্যবহার-মূল্য স্বরূপ ছিট হচ্ছে স্পষ্টতঃ কোট থেকে ভিন্ন; মূল্য হিসেবে তা কোটের সমার্ঘ, এবং এখন তা কোটের অনুরূপ। এইভাবে ছিট এমন একটি মূল্য রূপ ধারণ করছে, যা তার দৈহিক আকার থেকে ভিন্ন। সে যে মূল্য এ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে কোটের সঙ্গে তার সমতা থেকে—ঠিক যেমন একজন খ্রীস্টধর্মীর মেষ-প্রকৃতি বোঝা যায় ঈশ্বরের মেষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থেকে।

তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পণ্যের মূল্য বিশ্লেষণ করে আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি, ছিট তা নিজেই আমাদের বলেছে, যে মুহূর্তে সে আর একটি পণ্য, কোটের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। কেবল, যে-একটিমাত্র ভাষার সঙ্গে সে পরিচিত সেই ভাষায়, অর্থাৎ পণ্যের ভাষায় সে তার মনের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। মানুষের শ্রমের অমূর্তায়িত অবদানস্বরূপ শ্রমই যে তার নিজের মূল্য সৃষ্টি করেছে এই কথাটি বলবার জন্য ছিট বলছে যে তার সমান মূল্যবান বলেই তো কোট হচ্ছে মূল্য, আর সেই হিসেবে ছিটের ভিতর যে পরিমান শ্রম আছে, তার ভিতরও তাই আছে। মূল্য নামক তার মহিম্ন বাস্তবটি এবং নিরেট দেহটি যে এক নয় এই সংবাদ আমাদের দেবার জন্য ছিট বলছে যে, মূল্য কোটের আকার ধারণ করেছে এবং যে হিসেবে ছিট হচ্ছে মূল্য সেই হিসেবে ছিট আর কোট হলো দুটো মটর-দানার মতো একই রকম। আমরা এখানে মন্তব্য করতে পারি যে পণ্যের ভাষার মধ্যে হিব্রু ছাড়া আরো অনেক কমবেশি শুদ্ধ কথ্য ভাষা আছে। উদাহরণ স্বরূপ, জার্মান শব্দ "Wertsein" মানে মূল্যবান হওয়া, এই কথাটা রোমান ক্রিয়াপদ "Valere", "Valer", "Valoir"-এর চেয়ে সাদা-সিধে ভাবে এই কথায় বোঝায় যে 'খ' পণ্যের সঙ্গে 'ক' পণ্যের সমীকরণ হচ্ছে 'ক' পণ্যের নিজ মূল্য প্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গি। Paris vaut bien une messe.

সুতরাং আমাদের সমীকরণে যে মূল্য-সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার সাহায্যে 'খ'

পণ্যের দৈহিকরূপ 'ক' পণ্যের মূল্যরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথবা 'খ' পণ্যের দেহটা 'ক' পণ্যের মূল্যের দর্পণের কাজ করছে।[১] 'ক' পণ্য নিজেকে স্থাপন করলে 'খ' পণ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে যেন 'খ' পণ্য হ'লো সশরীরে বর্তমান মূল্য, যে পদার্থ দিয়ে মনুষ্যশ্রম গঠিত হয় 'খ' যেন সেই পদার্থ এবং এইভাবে ব্যবহারমূল্য-রূপী 'খ' কে সে পরিণত করল তার নিজ মূল্য প্রকাশ করবার সামগ্রীতে। 'খ'-এর ব্যবহার-মূল্যের মাধ্যমে প্রকাশিত 'ক'-এর মূল্য এইভাবে আপেক্ষিক মূল্যের রূপ ধারণ করেছে।

(খ) আপেক্ষিক মূল্যের পরিমাণগত নির্ধারণ

যার মূল্য প্রকাশ করতে চাই এমন যে-কোনো পণ্যই হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপযোগী বা ব্যবহারযোগ্য বিষয়, যথা, ১৫ বুশেল শস্য, অথবা ১০০ পাউণ্ড কফি। এবং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ যে-কোনো পণ্যের মধ্যে আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ মনুষ্য-শ্রম সুতরাং মূল্য-রূপকে কেবল সাধারণভাবে মূল্য প্রকাশ করলেই চলবে না, তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণেও তা প্রকাশ করতে হবে। কাজেই **খ** পণ্যের সঙ্গে **ক** পণ্যের কোটের সঙ্গে ছিটের, মূল্যজনিত সম্বন্ধের ভিতর কোট কেবলমাত্র সাধারণ মূল্য হিসেবে ছিটের সমগুণ লাভ ক'রে ক্ষান্ত হয়নি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোট (১টি কোট) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (২০ গজ) ছিটের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০ গজ ছিট=১ কোট অথবা ২০ গজ ছিট ১টি কোটের সমান মূল্যবান এই সমীকরণের ভিতর নিহিত সত্যকথা হচ্ছে এই যে মূল-বস্তুটি (সংহত শ্রম) সম-পরিমাণে উভয়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে ; আর দুটো পণ্যই তৈরী করতে লেগেছে সমপরিমাণ সময়ব্যাপী সমপরিমাণ শ্রম। কিন্তু ২০ গজ ছিট অথবা ১টি কোট তৈরী করবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় তাঁতের এবং দরজীর কাজের উৎপাদকতার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আমাদের এখন বিচার করতে হবে যে, তার দ্বারা মূল্যের আপেক্ষিক প্রকাশের পরিমাণের দিকটা কি ভাবে প্রভাবিত হয়।

১। ছিটের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাক[২], কোটের মূল্য ধরা যাক স্থির আছে। ধরা যাক তুলোর জমি খারাপ হয়ে যাবার ফলে, ছিট তৈরীর জন্য যে শ্রম-সময় লাগত তা দ্বিগুণ হ'য়ে গেল, তা হ'লে ছিটের মূল্যও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তখন ২০ গজ ছিট=১ কোট এই সমীকরণের পরিবর্তে, আমরা পাব ২০ গজ ছিট—২ কোট,

১. এরকমভাবে বলা যায় যে, পণ্যের ক্ষেত্রে যা, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। যেহেতু সে জগতে আসে একখানি দর্পণ হাতে নিয়েও নয় অথবা ফিকটেবাদী দর্শন নিয়েও নয় যার 'আমি হচ্ছি আমি' এইটুকুই যথেষ্ট, সেহেতু মানুষ প্রথম নিজেকে চেনে অন্যের ভিতর। পিটার প্রথমতঃ পলের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে এবং যখন জানে যে সে পিটারেরই মতো, তখন সে নিজেকে মানুষ বলে চেনে। এবং এইরূপভাবে পলীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া মাত্র পিটারের কাছে হয়ে দাঁড়ায় মনুষ্যজাতির প্রতীক।

২. এক্ষেত্রে যেমন মাঝে মাঝে আগের পৃষ্ঠাগুলিতে মূল্য বলতে ধরা হয়েছে পরিমাণের দিক থেকে নির্ধারিত মূল্য, অথবা মূল্যের আয়তন।

যেহেতু ১ কোটের ভিতর এখন আছে ২০ গজ ছিটের মধ্যে যে শ্রম-সময় মূর্ত হয়েছে, তার অর্ধেক। কিন্তু যদি তাঁতের উন্নতির ফলে এই শ্রম-সময় অর্ধেক কমে যায়, তবে ছিটের মূল্যও অর্ধেক কমে যাবে। ফলে আমরা পাব ২০ গজ ছিট = অর্ধেক কোট। 'খ' এর মূল্য যদি স্থির থাকে তাহলে ক পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য, অর্থাৎ তার যে মূল্য খ পণ্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তার হ্রাস-বৃদ্ধি ক-এর মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরিভাবে হয়।

২। ছিটের মূল্য স্থির আছে ধরে নেওয়া যাক, কোটের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। এ হেন অবস্থায় যদি উদাহরণ স্বরূপ,পশম উৎপাদন কম হওয়ার ফলে, কোট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দ্বিগুণ হয়ে যায়, আমরা তাহলে পাব ২০ গজ ছিট = ১ কোটের পরিবর্তে ২০ গজ ছিট = অর্ধ কোট। কিন্তু যদি কোটের মূল্য অর্ধেক কমে যায়, তাহলে ২০ গজ ছিট = ২ কোট। অতএব, যদি ক পণ্যের মূল্য স্থির থাকে, তবে খ পণ্যের মারফৎ প্রকাশিত তার আপেক্ষিক মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে খ-এর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির বিপরীত দিকে।

১ এবং ২ এর মধ্যে বর্নিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় দুটির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে আপেক্ষিক মূল্যের একই পরিবর্তন সম্পূর্ন বিপরীত কারণে ঘটতে পারে। যথা ২০ গজ ছিট = ১ কোট এর বদলে ২০ গজ ছিট = ২ কোট পেতে পারি, হয় এই জন্য যে ছিটের মূল্য দ্বিগুন হয়ে গেছে, অথবা এইজন্য যে কোটের মূল্য অর্ধেক কমে গেছে; আবার ২০ গজ ছিট = অর্ধ কোট হতে পারে, হয় এইজন্য যে ছিটের মূল্য অর্ধেক কমে গেছে, অথবা এইজন্য যে কোটের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

৩। যথাক্রমে ছিট এবং কোট তৈরী করবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় একই সঙ্গে, একই দিকে এবং একই অনুপাতে বেড়ে গেল। এক্ষেত্রে ২০ গজ ছিট ১টি কোটের সমান থেকে যাবে তাদের মূল্য যতই পরিবর্তিত হোক না কেন। তাদের মূল্যের পরিবর্তন ধরা পড়বে যখন তাদের তুলনা করব এমন তৃতীয় পণ্যের সঙ্গে, যার মূল্য স্থির আছে। যদি সমস্ত পণ্যের মূল্য একই সঙ্গে এবং একই অনুপাতে বাড়তো কিংবা কমতো, তাদের আপেক্ষিক মূল্যের কোন পরিবর্তন হতো না। তদের মূল্যের প্রকৃত পরিবর্তন ধরা পড়বে সেই পণ্যের কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ের মধ্যে কম সময়ে অথবা বেশি সময়ে উৎপন্ন হচ্ছে তা থেকে।

৪। যথাক্রমে ছিট এবং কোট, সুতরাং এই পণ্যদ্বয়ের মূল্য, একই দিকে অথচ ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে, অথবা বিপরীত দিকে অথবা অন্য কোনভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। পণ্যের অপেক্ষিক মূল্যের উপর এই সমস্ত সম্ভাব্য হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাব ১, ২ এবং ৩ এর ফলাফল থেকে কষে বার করা যেতে পারে।

এইভাবে মূল্যের পরিমাণগত পরিবর্তন তার আপেক্ষিক প্রকাশে, অর্থাৎ অপেক্ষিক মূল্যের পরিমান যাতে প্রকাশিত হয় সেই সমীকরণের ভিতরে প্রতিফলিত হয় না, স্বচ্ছ ভাবেও নয়, পরিপূর্ণভাবেও নয়। যে-কোনো একটি পণ্যের

মূল্য স্থির থাকলেও তার আপেক্ষিক মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। তার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হলেও তার আপেক্ষিক মূল্য স্থির থাকতে পারে; এবং, সর্বোপরি, তার মূল্যের এবং আপেক্ষিক মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি যুগপৎ একসঙ্গে হলে তা যে সমপরিমাণেই হবে এমন কোন কথা নেই।[১]

৩. মূল্যের সমার্ঘ রূপ

আমরা দেখেছি যে ক পণ্য (ছিট) ভিন্ন প্রকারের একটি পণ্যের (কোট) ব্যবহার মূল্যের মাধ্যমে নিজ মূল্য প্রকাশ করে দ্বিতীয় পণ্যেটির ওপর ছাপ দিয়ে দেয় একটি বিশেষ ধরনের মূল্যের অর্থাৎ সমার্ঘরূপের। যেহেতু কোট নিজেস্ব আকৃতির বহির্ভূত কোন পৃথক মূল্যরূপ ধারণ করছে না এবং যেহেতু তার সঙ্গে ছিটে সমীকরণ হচ্ছে, সেই হেতু ছিট নামক পণ্যটি তার মূল্যগুণ জাহির করতে পারছে। সুতরাং ছিটের যে মূল্য আছে সে কথা প্রকাশ করা হচ্ছে এই বলে যে,

---

১. হাতুড়ে অর্থনীতিবিদরা মূল্যের আয়তন এবং তার আপেক্ষিক পরিচয়—এই দুটির ভিতরকার অসঙ্গতিকে তাদের স্বভাবসিদ্ধ কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ,—যেই স্বীকার করবেন যে 'ক'-এর দাম পড়ে গেল, কারণ যে-'খ'-এর সঙ্গে তার বিনিময় তার দাম চড়ে গেল অথচ ইতিমধ্যে ক-এর মধ্যে যে শ্রম ছিল তা কমে যায়নি, অমনি মূল্য সম্বন্ধে আপনার সাধারণ সিদ্ধান্ত নস্যাৎ হয়ে গেল ··যদি তিনি (রিকার্ডো) স্বীকার করতেন যে 'খ'-এর সঙ্গে তুলনায় 'ক'-এর দাম যখন চড়ে যায়, তখন 'ক'-এর সঙ্গে তুলনায় 'খ'-এর দাম পড়ে যায়, তাহলে পণ্যের মূল্য তখনো শ্রমদ্বারা নির্ধারিত হয়, তাঁর মহৎ সিদ্ধান্ত যে ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন, তার তলা থেকে মাটি সরে যায়, কারণ 'ক'-এর উৎপাদনের ব্যয়ের কোন পরিবর্তনে কেবল তার নিজস্ব মূল্যই বদলায় না, উপরন্তু 'ক'-এর তুলনায় 'খ'-এর মূল্যও বদলায়, যদিও খ-এর উৎপাদনে শ্রমের কোন তারতম্য হয়নি, তাহলেও পণ্যের মধ্যে যে শ্রম আছে তদ্বারা তার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কেবল এই মতবাদই মিথ্যা হয়ে যায় না, উপরন্তু যে মতবাদ অনুসারে উৎপাদনের ব্যয় দ্বারা পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাও মিথ্যা হয়ে যায়।,—জে. ব্রড্ হার্স্ট: 'সামাজিক অর্থনীতি ('Political Economy') লণ্ডন, ১৮৪২ পৃঃ ১১, ১৪।

মি. ব্রড হার্স্ট বলেন একথাও সমানে বলতে পারতেন: $\frac{১০}{২০}$, $\frac{১০}{৫০}$, $\frac{১০}{১০০}$ ইত্যাদি এই ভগ্নাংশগুলিতে ১০ সংখ্যাটি অপরিবর্তনীয় রয়েছে, তব তার অনুপাতিক পরিমাণ, ২০, ৫০, ১০০ ইত্যাদির তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিমাণ অনবরত কমে যাচ্ছে। সুতরাং ১০-এর মত একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা তার মধ্যে কতকগুলি একক আছে তা দ্বারা তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়, এই মহৎ সিদ্ধান্ত মিথ্যে হয়ে গেল। গ্রন্থকার 'হাতুড়ে অর্থনীতি' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনি এই অধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায়ে একটি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।—এঙ্গেলস।

তার সঙ্গে কোটের সরাসরি বিনিময় হতে পারে। কাজেই, আমরা যখন একটি পণ্যকে সমার্ঘরূপ আখ্যা দিই, তখন আমরা এই তথ্যটিই বিবৃত করি যে, তার সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের সরাসরি বিনিময় হতে পারে।

যখন কোন একটি পণ্য যেমন কোট, অন্য কোন একটি পণ্যের, যেমন ছিটের সমার্ঘরূপ হিসেবে কাজ করে এবং তার ফলে যখন তা ছিটের সঙ্গে বিনিময়ের স্বভাবসিদ্ধ যোগ্যতা লাভ করে, তখনো আমরা জানি না যে ওদের বিনিময় হতে পারে কী অনুপাতে। ছিটের মূল্যের পরিমাণ যদি দেওয়া থাকে, তাহলে এই অনুপাত নির্ভর করে কোটের মূল্যের উপর। কোট সমার্ঘরূপ এবং ছিট আপেক্ষিক মূল্যের কাজ করুক, অথবা ছিট সমার্ঘরূপ এবং কোট আপেক্ষিক মূল্যের কাজ করুক, কোটের মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে তার মূল্য-রূপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে, তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে। কিন্তু কোট যখন খ মূল্যের সমীকরণে সমার্ঘরূপের স্থান গ্রহণ করে তখন তার নিজস্ব মূল্যের কোন পরিমাপ প্রকাশিত হয় না, বরং কোট এই পণ্যটি তখন মাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জিনিস হিসেবে হাজির হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, ৪০ গজ ছিটের মূল্য—কত? ২ কোট। কারণ কোট নামক পণ্যটি এখানে সমার্ঘরূপের ভূমিকা অবলম্বন করেছে, কারণ ছিট থেকে পৃথক এই কোটের ভিতর অঙ্গীভূত মূল্য আছে, তাই নির্দিষ্ট সংখ্যক কোট দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিটের মূল্য প্রকাশ করা চলে। কাজেই কোটগুলি ৪০ গজ ছিটের মূল্য প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু কখনো তাদের নিজ মূল্যের পরিমাণ প্রকাশ করতে পারে না। মূল্যের সমীকরণে সমার্ঘরূপটি যে কোনো একটি জিনিসের তথা ব্যবহার-মূল্যের, সহজ সরল একটি পরিমাণ ছাড়া আর কিছুই না, এই তথ্যটি ভাসাভাসা ভাবে লক্ষ্য করে, বেইলী, তাঁর পূর্বের এবং পরের আরো অনেকের মতো ভুল করে মনে করেছেন যে মূল্যের রাশিমালা শুধুমাত্র একটি পরিমাণগত সম্বন্ধ। আসল কথা হচ্ছে, কোন-পণ্য যখন সমার্ঘরূপ হয়ে দাঁড়ায় তখন তার মূল্যের কোন পরিমাণই প্রকাশিত হয় না।

মূল্যের সমার্ঘরূপ বিচার করতে গিয়ে যে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি আমাদের নজরে পড়ে, তা হচ্ছে এই: ব্যবহার-মূল্য মূল্যের বিপরীত হয়েও তা-ই তার পরিচয় প্রকাশ করবার অভিজ্ঞান, তার দৃশ্যমান মূর্তরূপ।

পণ্যটির মূর্ত রূপটাই হয়ে দাঁড়ালো তার মূল্য-রূপ। কিন্তু বেশ ভাল করে লক্ষ্য করুন 'খ' নামক যে-কোনো পণ্যের বেলায় এই প্রকার সমার্ঘরূপে স্থাপন শুধু তখনি চলে, যখন 'ক' নামক অন্য কোন পণ্য তার সঙ্গে মূল্য-সম্বন্ধে নিয়ে দাঁড়ায়, এবং তাও চলে একমাত্র এই সম্বন্ধের পরিধির মধ্যেই। যেহেতু কোন পণ্যই নিজে নিজের সমার্ঘরূপ হতে পারে না, পারে না এইভাবে তার নিজের অবয়বটাকে দিয়েই নিজের মূল্য প্রকাশ করতে, সেহেতু তাকে নিজ মূল্যের সমার্ঘরূপ হিসেবে অন্য

কোন পণ্য বাছাই করতেই হবে, এবং মেনে নিতেই হবে নিজ মূল্যের রূপ হিসেবে অন্য কোন ব্যবহার-মূল্য, তথা সেই অন্য পণ্যের অবয়ব।

বাস্তব পদার্থ হিসেবে, তথা ব্যবহার মূল্য হিসেবে, পণ্য সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাকি, তার একটি উদাহরণ থেকে এ বিষয়টি বোঝা যাবে। একটি চিনির তক্তি একটা ভারী জিনিস, সুতরাং তার ওজন আছে, কিন্তু এই ওজন আমরা দেখতেও পাই না, স্পর্শ করতেও পারি না। আমরা তখন এমন নানারকম লোহার টুকরো নিই, যাদের ওজন আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তৎসত্ত্বেও লৌহ হিসেবে লোহার মধ্যে চিনির চেয়ে অতিরিক্ত এমন কিছু নেই যাতে তা ওজন প্রকাশের রূপ ধারণ করতে পারে। লৌহ-খণ্ড এই ভূমিকা অবলম্বন করতে পারলো শুধু এইজন্য যে, চিনি নামক আর একটা জিনিস অথবা অন্য যে-কোনো জিনিস, যার ওজন ঠিক করতে হবে, তার সঙ্গে লোহা একটা তুলনার মধ্যে এলো। যদি এই উভয়েই ভারসম্পন্ন না হতো, তাহলে এরা এরকম তুলনার মধ্যে আসতে পারতো না। উভয়কেই যখন আমরা দাঁড়িপাল্লায় রাখি, আমরা তখন প্রকৃত পক্ষে দেখি যে, ওজনের দিক থেকে উভয়েই এক, এবং সেইজন্যই, উপযুক্ত অনুপাতে নিলে, তাদের ওজনও এক। ঠিক যেমন লৌহখণ্ডটি ওজনে বাটখারা হিসেবে চিনির তক্তিটির শুধু ওজনেরই পরিচয় দেয়, সেই প্রকার আমাদের মূল্য রাশিমালার ক্ষেত্রে কোট নামক বাস্তব পদার্থটি ছিটের সম্পর্কে শুধু মূল্যেরই পরিচয় দেয়।

অবশ্য, এখানেই উপমার শেষ। চিনির তক্তিটির ওজনের পরিচয় দিতে গিয়ে লোহার টুকরোটি উভয়ের ভিতর সমভাবে বর্তমান—এমন একটি প্রাকৃতিক সত্তার পরিচয় প্রকাশ করে, কিন্তু ছিটের মূল্যের পরিচয় দিতে গিয়ে কোট প্রকাশ করে উভয়ের একটি অপ্রাকৃতিক সত্তা, নিছক একটি সামাজিক জিনিস, অর্থাৎ তাদের মূল্য।

যেহেতু ছিটের মতো কোন একটি পণ্যের যে মূল্য আপেক্ষিক মূল্যরূপে প্রকাশিত হয়, সে রূপটি হলো কোটের মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বস্তু বা সত্তা, কাজেই ওর পেছনে যে সামাজিক সম্বন্ধ রয়েছে তার ইঙ্গিত ঐ রাশিমালার মধ্যেই দেখতে পাই। মূল্যের সমার্ঘরূপের ব্যাপারটি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই রূপের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হলো এই যে বাস্তব পণ্যটিই—কোটটিই—অবিকল নিজ মূর্তিতে মূল্যের পরিচয় প্রদান করছে এবং প্রকৃতি নিজেই তাকে মূল্য-রূপটি দান করছে। অবশ্য, একথা শুধু ততক্ষণই খাটে, যতক্ষণ এমন একটি মূল্য সম্পর্ক থাকছে, যার ভিতর কোট ছিটের মূল্যের সমার্ঘরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১] অবশ্য যেহেতু কোন

১. এই ধরনের সম্পর্কগুলিকে হেগেল বলেছেন 'প্রতিবর্তী বর্গসমূহ'; এগুলি এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। যেমন, এক ব্যক্তি রাজা কেননা বাকিরা তার সম্পর্কে প্রজা। প্রজারা আবার ভাবে যে তারা প্রজা কেননা ঐ ব্যক্তিটি তাদের রাজা।

একটি জিনিসের অন্তর্নিহিত সত্তা, তার সঙ্গে অন্য জিনিসের যে-সম্পর্ক আছে তার ফলে গজায় না, সেই সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র তার প্রকাশ ঘটে, সেহেতু মনে হয় প্রকৃতি যে-হিসেবে তাকে তার ওজনের ধর্ম এবং আমাদের শরীর গরম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, সেই হিসেবেই তাকে দিয়েছে মূল্যের সমার্ঘরূপ হবার গুণ, সরাসরি বিনিময়ের যোগ্যতা। এই জন্যেই মূল্যের সমার্ঘরূপের মধ্যেকার কুহেলিময় চরিত্রটি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের নজরে পড়ে না, যতক্ষণ না তা পরিপূর্ণ বিকশিত অবস্থায় অর্থরূপে তার সামনে হাজির হয়। তিনি তখন সোনা এবং রূপোর কুহেলিময় চরিত্রটি ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দিতে চান তার স্থানে কম চাকচিক্যময় পণ্য বসিয়ে এবং কোন না কোন সময়ে যে-সমস্ত সম্ভাব্য পণ্যমূল্যের সমার্ঘরূপের কাজ করেছে, তার তালিকা আবৃত্তি করে নিত্য নতুন পরিতৃপ্তি সহকারে। এ সন্দেহ তার একটুও হয় না যে আমাদের সমাধান কল্পে সমার্ঘরূপের কুহেলিকা ২০ গজ ছিট=১ কোট এই সরলতম মূল্য পরিচয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে রয়েছে।

যে পণ্যের মূর্ত রূপটি মূল্যের সমার্ঘরূপের কাজ করে, তা অমূর্তায়িত মনুষ্য শ্রমের বস্তুরূপ এবং সেই সঙ্গে কোন একটি ব্যবহারযোগ্য বিশিষ্ট শ্রমের ফল। কাজেই এই বিশিষ্ট শ্রমের মাধ্যমেই অমূর্তায়িত মনুষ্য-শ্রম প্রকাশিত হয়। এক দিকে, কোট যদি অমূর্তায়িত মনুষ্য শ্রমের মূর্তরূপ ছাড়া আর কিছু না হয়, তাহলে অন্যদিকে যে দরজীর কাজ প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে তা সেই মূর্তায়িত শ্রম রূপায়ণের আধার ছাড়া আর কিছু নয়। ছিটের মূল্য প্রকাশ করতে গিয়ে দরজীর কাজের যে উপযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা পোশাক পরিচ্ছদ তৈরীর নয়, তা এমন একটা জিনিসের তৈরী যাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারি মূল্য বলে, অর্থাৎ ঘনীভূত শ্রম বলে, কিন্তু এই শ্রম এবং ছিটের মূল্যের ভিতর রূপায়িত হয়েছে যে শ্রম এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। এই রকমভাবে মূল্যের দর্পণ হিসেবে কাজ করতে হলে দরজীর শ্রমের মধ্যে সাধারণ মনুষ্য শ্রম হবার অমূর্তায়িত গুণটি ছাড়া অন্য কিছু প্রতিফলিত হলে চলবে না।

যেমন দরজীর কাজে, তেমনি তন্তুবায়ের কাজে মানুষের শ্রম-শক্তি ব্যয়িত হয়। কাজেই উভয়ের ভিতরই সাধারণ গুণ হিসেবে রয়েছে মনুষ্য শ্রম সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন মূল্য উৎপাদনের মধ্যে, তাকে শুধু এইদিক দিয়েই বিচার করতে হয়। কিন্তু মূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন এ ব্যাপারটি কেমন করে প্রকাশ করা যেতে পারে যে, বয়ন-শ্রম ছিটের মূল্য সৃষ্টি করে থাকে বয়নের গুণে নয়, সাধারণ মনুষ্য শ্রম হবার গুণে। তা করা যায়, কেবলমাত্র বয়নের পাল্টাদিকে শ্রমের এমন আর একটা বিশিষ্টরূপ (এ ক্ষেত্রে দরজীর শ্রম) খাড়া করে যা বয়ন থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমার্ঘরূপ হতে পারে। ঠিক যেমন কোটের অবয়বটা সরাসরি মূল্যের পরিচয় ধারণ করে,

সেইরকম শ্রমের একটা বিশিষ্টরূপ, দরজীর শ্রম, সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রমের প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট মূর্তরূপ নিয়েছে।

অতএব সমার্ঘরূপের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল বিশিষ্ট শ্রম রূপেই তার বিপরীত তথ্য অমূর্তায়িত মনুষ্য-শ্রম আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

কিন্তু যেহেতু এই বিশিষ্ট শ্রম, উপস্থিত ক্ষেত্রে দরজীর কাজ, অবিশিষ্ট মনুষ্য শ্রমের মধ্যে গণ্য, এবং সরাসরি অবিশিষ্ট শ্রম বলেই তাকে চেনা যায় সেহেতু এই শ্রম অন্য যে কোন ধরনের শ্রমের মধ্যেই অভিন্ন বলে ধর্তব্য, কাজেই ছিটের মধ্যে যে শ্রম অঙ্গীভূত হয়ে আছে তার সঙ্গে তা অভিন্ন। তার ফলে যদিও অন্যান্য সর্বপ্রকার পণ্য-উৎপাদক শ্রমের মতো এই শ্রমও পৃথক পৃথক ব্যক্তির শ্রম, তথাপি সেই সঙ্গে তার চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক বলে পরিগণিত। সেইজন্যই এই শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সরাসরি অন্য যেকোনো দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য। তাহলে আমরা পাচ্ছি সমার্ঘরূপের তৃতীয় বিশেষত্ব, অর্থাৎ লোকের ব্যক্তিগত শ্রম ঠিক তার বিপরীত, তথা শ্রমের প্রত্যক্ষ সামাজিক রূপ ধারণ করে।

সমার্ঘরূপের শেষ দুটি বিশেষত্ব আরও সহজবোধ্য হয় যদি আমরা ফিরে যাই সেই মহান তত্ত্ববিদের কথায়, যিনি সর্বপ্রথম বহুবিধ রূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন,—চিন্তায় সমাজের অথবা প্রকৃতির—এবং এসবের মধ্যে মূল্যের রূপও ছিল। আমি অ্যারিস্ততলের কথা বলছি।

প্রথমতঃ তিনি পরিষ্কারভাবেই এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, মূল্যের সরল রূপটিই ক্রমবিকাশ সূত্রে উন্নত স্তরে পৌঁছে অর্থরূপ ধারণ করে, এই অর্থরূপটি হলো এলোমেলোভাবে বাছাই করা অন্য যেকোন পণ্যের মূল্যের অভিব্যক্তি, কারণ তিনি বলেছেন—৫ বিছানা=১ ঘর আর ৫ বিছানা=এতটা অর্থ—এর একটাকে অপরটি থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করা চলে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, যে-মূল্যসম্পর্ক থেকে এই রাশিমালার উৎপত্তি তা থেকে দাঁড়ায় এই যে গুণগতভাবে ঘরটিকে বিছানার সমান হতে হবে, এবং এইরকম সমান না হলে এই দুটি স্পষ্টতঃ ভিন্ন জিনিসের মধ্যে পরিমাপযোগ্য পরিমাণের দিক থেকে তুলনা হতে পারে না। তিনি বলেছেন, 'সমানে সমানে ছাড়া বিনিময় হয় না এবং পরিমাপযোগ্য না হলে সমান সমান হয় না।' তিনি অবশ্য এখানেই থেকে গিয়েছেন এবং মূল্য-রূপের আর কোন বিশ্লেষণ দেননি। যাহোক, এরকম ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের পক্ষে প্রকৃতভাবে পরিমাপযোগ্য হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ গুণগতভাবে সমান হওয়া অসম্ভব। এরকম সমীভবন তাদের প্রকৃত চরিত্রের বিরোধী, কার্যতঃ তা হচ্ছে "কেবল কাজ চালাবার মত একটি দায়-সারা ব্যবস্থা।"

অতএব, অ্যারিস্ততল্ নিজেই আমাদের বলেছেন কী সেই ব্যাপারটি যা তাঁর পরবর্তী বিশ্লেষণের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে: তা হচ্ছে মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণার অভাব। সেই সমান জিনিসটি কী, কী সেই সাধারণ সামগ্রীটি, যা একটি ঘরের

মাধ্যমে বিছানার মূল্য প্রকাশ করায়। অ্যারিস্ততল্ বলছেন যে, সত্য সত্যই এরকম জিনিস থাকতে পারে না। এবং কেন পারে না? বিছানা এবং ঘর এই উভয়ের মধ্যে যা সত্য সত্যই সমান তারই পরিচায়ক হিসেবে, ঘরের মধ্যে এমন একটা জিনিস তো আছেই যা বিছানার সঙ্গে তুলনায় সমান।—এবং সেই জিনিসটি হচ্ছে মানুষের শ্রম। পণ্যের উপর মূল্য আরোপ করা মানেই যে সর্বপ্রকার শ্রমকেই সমান মনুষ্য শ্রমরূপে প্রকাশ করা এবং তার মানে দাঁড়ায় শ্রমকে গুণগতভাবে সমান বলে গণ্য করা, সেকথা বুঝবার পথে অ্যারিস্ততল-এর পক্ষে বাধা স্বরূপ ছিল একটি জরুরী তথ্য। গ্রীক সমাজের ভিত্তি ছিল গোলামি এবং সেইজন্যই মানুষের এবং তাদের শ্রম-শক্তির বৈষম্য ছিল তার স্বাভাবিক বনিয়াদ। যেহেতু সমস্ত শ্রমই সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রম, সেইহেতু এবং সেই হিসেবেই, সর্বপ্রকার শ্রমই সমান এবং পরস্পরের সমার্ঘরূপ, এই হলো মূল্য প্রকাশের গুপ্ত রহস্য, কিন্তু মানুষ মানুষের সমান এই ধারণা যতক্ষণ না জনগণের মনে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় ততক্ষণ সে রহস্যের দ্বার উদঘাটন করা যায় না। এটা অবশ্য শুধু সেই সমাজেই সম্ভব যেখানে শ্রমদ্বারা উৎপন্ন রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার পণ্যরূপ ধারণ করে এবং যার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মুখ্য সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় পণ্যের সম্পর্ক। তবু অ্যারিস্ততল্ এর প্রতিভার প্রোজ্জ্বলতা এই থেকেই বোঝা যায় যে তিনি পণ্যমূল্য প্রকাশের ভিতর সমানতার সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অ্যারিস্ততল্ যে-সমাজে বাস করতেন তার বিশিষ্ট অবস্থাই তাঁর বাধা ছিল এই সমানতার মূলে 'সত্য সত্যই' কি আছে তা আবিষ্কার করবার পথে।

৪. মূল্যের প্রাথমিক রূপের সামগ্রিক বিচার

কোন পণ্য-মূল্যের প্রাথমিক রূপ এমন একটি সমীকরণের মধ্যে বিধৃত থাকে, যা ভিন্ন ধরনের আরেকটি পণ্যের সঙ্গে তার মূল্য-সম্পর্ক প্রকাশ করে: কিংবা বলা যে কোন পণ্য-মূল্যের প্রাথমিক রূপ বিধৃত থাকে ভিন্ন ধরনের আরেকটি পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময়-সম্পর্কের মধ্যে। '**ক**' পণ্যের মূল্য গুণগতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই তথ্য দ্বারা যে '**খ**' পণ্যের সঙ্গে তা বিনিময়যোগ্য। অর্থাৎ কিনা পণ্যের মূল্য বিনিময় মূল্যের রূপ ধারণ করে স্বতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট সত্তায় প্রকাশমান। যখন এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আমরা মামুলিভাবে বলেছিলাম যে, পণ্য একাধারে ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য তখন আমরা আসলে ভুল বলেছিলাম। পণ্যের দুই পরিচয়, ব্যবহার মূল্য বা উপযোগের বিষয় এবং মূল্য। পণ্য এই দ্বিবিধরূপে তখনি আত্মপ্রকাশ করে, যখন তার মূল্য একটি স্বতন্ত্ররূপ—অর্থাৎ বিনিময় মূল্যের রূপ ধারণ করে না। এটা যখন আমাদের জানা থাকে, তখন এ ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিতে কোন ক্ষতি হয় না; বরং সংক্ষিপ্তাকারে কথাটা প্রকাশ করার সুবিধা হয়।

আমাদের বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে কোন একটি পণ্যের মূল্য কোন্ রূপে

প্রকাশিত হবে, তা নির্ভর করে মূল্যের প্রকৃতির উপর, মূল্য এবং তার আয়তন বিনিময় মূল্যের প্রকাশভঙ্গির উপর নির্ভর করে না। এই ভুলই করেছেন বাণিজ্য-বিদ্রা এবং ফেরিয়ে, গানিল্হ্[১] প্রভৃতি তাদের আধুনিক পরিত্রাতারা, আবার ঠিক তাদের বিপরীত, মেরুর বাস্তিয়াতের মতো স্বাধীন বাণিজ্যের আধুনিক ফেরিওয়ালারাও। অর্থাৎ বাণিজ্যবিদ্রাও বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন প্রকাশমান মূল্যের গুণগত দিকটার উপর, ফলতঃ পণ্যের সমঅর্ঘ রূপের উপর, এই সমঅর্ঘ রূপের পূর্ণ পরিণতি হল **অর্থ**। অপর দিকে স্বাধীন বাণিজ্যের আধুনিক ফেরিওয়ালারা সবচেয়ে বেশি জোর দেন আপেক্ষিক মূল্য রূপের গুণগত দিকটার উপর, কারণ যে-কোন দামে জিনিস তাদের ছাড়তেই হবে। তার ফলে ওদের পক্ষে শুধুমাত্র এক পণ্যের সঙ্গে অপর পণ্যের বিনিময়-ঘটিত সম্পর্ক প্রকাশের মাধ্যমে তথা দৈনিক চলতি দামের তালিকার মাধ্যমে ছাড়া আর কোথাও মূল্যও নেই মূল্যের পরিমাণও নেই। লম্বার্ড স্ট্রীটের ঘোলাটে ধারণাগুলিকে পাণ্ডিত্যের পালিশ দিয়ে চটকদার করে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন ম্যাক্লিয়ড্, তিনি হচ্ছেন সংস্কারাচ্ছন্ন বাণিজ্যবাদী এবং আলোকপ্রাপ্ত স্বাধীন বাণিজ্যের ফেরি
সন্তান।

'**খ**'-এর সঙ্গে '**ক**'-এর মূল্য-সম্পর্ক প্রকাশের সমীকরণের মধ্যে '**খ**'-এর সাহায্যে '**ক**'-এর মূল্য প্রকাশ করার ব্যাপারটা তলিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ঐ সম্পর্কের ভিতর '**ক**'-এর দেহরূপটা কেবলমাত্র ব্যবহার-মূল্য স্বরূপ দেখা দেয়, '**খ**'-এর দেহরূপটা দেখা দেয় কেবলমাত্র মূল্যের রূপ বা আকৃতি হিসেবে। প্রতি পণ্যের মধ্যে ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য এই দুই-এর ভিতর যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য আছে তা বাহ্যতঃ প্রতিভাত হয়, তখন, যখন এই দুটি পণ্য একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আসে অর্থাৎ যার মূল্য প্রকাশিত হয়েছে সে সরাসরি হাজির হয় কেবলমাত্র ব্যবহার-মূল্য রূপে আর যার সাহায্যে তার মূল্য প্রকাশিত হয়েছে সে সরাসরি হাজির হয় মাত্র বিনিময়-মূল্যরূপে। সুতরাং কোন একটি পণ্যের প্রাথমিক মূল্য-রূপ হচ্ছে সেই রূপ, যে প্রাথমিক রূপে পণ্যের ভিতরকার ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য এই দুয়ের বৈপরীত্য আত্ম-প্রকাশ করে।

সমাজের প্রত্যেক অবস্থায়ই শ্রমজাত প্রত্যেকটি দ্রব্যই এক একটি ব্যবহার মূল্য; কিন্তু ঐ দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয় সমাজ-বিকাশের একটি বিশিষ্ট যুগে অর্থাৎ যে যুগে কোন একটি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম প্রকাশিত হয় সেই পণ্যের একটি বাস্তব গুণের আকারে, অর্থাৎ তার মূল্যের আকারে। সুতরাং কথাটা দাঁড়ালো

১. F. L. A. Ferrier, sous-inspecteur des douanes, "Du gouvernement considere dans ses rapports avec le commerce." Paris, 1805; and Charles Gauilh, 'Des Systemes d' Economie Politique.' 2nd ed., Paris, 1821.

এই যে, প্রাথমিক মূল্য রূপ হচ্ছে সেই আদিম রূপে শ্রমজাত দ্রব্য কালক্রমে পণ্যরূপে আবির্ভূত হয় এবং ক্রমবিকাশ সূত্রে এই সমস্ত দ্রব্য যে মাত্রায় পরিণত হয়, পণ্যে সেই মাত্রায় বিকশিত হয় মূল্যরূপে।

প্রথম দৃষ্টিতেই মূল্যের প্রাথমিক রূপের যে দুর্বলতা আমরা অনুভব করি, এই প্রাথমিক রূপটি হচ্ছে একটা অংকুর মাত্র, এর অনেক রূপান্তর ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণত মূর্তিতে—দাম আকারে আবির্ভূত হবে।

'খ' নামক অন্য যে কোন পণ্যের মারফত 'ক' পণ্যের মূল্য প্রকাশ দ্বারা কেবল-মাত্র 'ক'-এর মূল্যের সঙ্গে তার ব্যবহার-মূল্যের পার্থক্য সূচিত হয়। কাজেই তার ফলে 'ক'-কে মাত্র অন্য একটি ভিন্ন রকমের পণ্য 'খ'-এর সঙ্গে বিনিময়-সম্পর্ক দিয়ে যুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তখনো অন্য কোন পণ্যের সঙ্গে 'ক'-এর গুণগত সমানতা এবং পরিমাণগত অনুপাত প্রকাশিত হয় না। পণ্যের আপেক্ষিক এবং প্রাথমিক মূল্যরূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে সমঅর্ঘরূপে বর্তমান মাত্র অপর একটি পণ্যে, তথা ছিটের সঙ্গে।

তাহলেও মূল্যের প্রাথমিক রূপ সহজ রূপান্তরের ভিতর দিয়ে তার পূর্ণতর রূপ প্রাপ্ত হয়। একথা সত্য যে প্রাথমিক রূপের মাধ্যমে, 'ক' পণ্যের মূল্য প্রকাশিত হয় অন্য একটিমাত্র পণ্যের সাহায্যে। কিন্তু সেই অপর পণ্যটি কোট, লৌহ, শস্য অথবা যে কোনো অন্য পণ্য হতে পারে। সুতরাং 'ক'-এর মূল্য ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করলে আমরা একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রাথমিক মূল্য-রূপ পাই।[১] এরকম প্রাথমিক মূল্য-রূপ ততগুলিই হতে পারে, যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য পাওয়া যায়। কাজেই 'ক'-এর মূল্যের একটি বিচ্ছিন্ন রূপকে মূল্যের প্রাথমিক রূপের একটি রাশিমালায় পরিণত করা যেতে পারে এবং তাকে যথেচ্ছ দীর্ঘ করা চলে।

খ. মূল্যের সামগ্রিক অথবা সম্প্রসারিত রূপ

উ পণ্য ক = উ পণ্য খ কিংবা = **চ** পণ্য, **ছ** কিংবা = **জ** পণ্য, **ঝ** কিংবা **ও** পণ্য, **ট** কিংবা = ইত্যাদি ইত্যাদি। (২০ গজ ছিট = ১ কোট অথবা ১০ পাউণ্ড চা, অথবা = ৪০ পাঃ কফি অথবা = ১ কোয়ার্টার, শস্য, অথবা = ২ আউন্স স্বর্ণ অথবা = অর্ধ টন লৌহ অথবা = ইত্যাদি)

১. মূল্যের সম্প্রসারিত আপেক্ষিক রূপ

যে কোন একটিমাত্র পণ্যের মূল্য, যেমন ছিটের মূল্য, এখন পণ্যজগতের অন্যান্য অসংখ্য উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অন্য প্রত্যেকটি পণ্য এখন ছিটের

---

১. উদাহরণস্বরূপ, হোমর একটি দ্রব্যের মূল্যকে বিভিন্ন দ্রব্যের একটি ক্রমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

মূল্যের দর্পণ স্বরূপ![1] এইভাবেই মূল্য সর্বপ্রথম নির্বিশেষিত মনুষ্য-শ্রমের সংহতির আকারে নিজস্ব প্রকৃতরূপে আবির্ভূত হয়। কারণ, যে-শ্রম তাকে সৃষ্টি করল তা এখন আত্মপ্রকাশ করল নির্বিশেষ শ্রমের তা সে দরজীর কাজ, হাল চালনা, খনি খনন প্রভৃতি যে কোন ধরনের শ্রমই হোক না কেন; আর তার ফলে কোট, শস্য, লৌহ অথবা স্বর্ণ যে কোন দ্রব্যেরই উৎপাদন হয়ে থাক না কেন। ছিট এখন তার নিজস্ব মূল্যের রূপ হিসেবে কেবল একটি মাত্র পণ্যের সঙ্গে নয়, সমগ্র পণ্য জগতের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতিয়েছে। পণ্য হিসেবে এখন সে সারা দুনিয়ার নাগরিক। সেই সঙ্গে মূল্য সমীকরণের অন্তর্নিহিত রাশিমালার মধ্যে এই তাৎপর্যও নিহিত আছে যে পণ্যের মূল্য যে আকার, যে প্রকার, যে বস্তুর মূল্যের মাধ্যমই প্রকাশিত হোক না কেন তাতে তার কোন ইতর বিশেষ ঘটে না।

২০ গজ ছিট = ১ কোট এই প্রথম রূপের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুটি বিশেষ দ্রব্যের বিনিময়কে একটা আপতিক ঘটনা বলে মনে করাটা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় রূপটি দেখেই এই আপতিক বিনিময়ের পটভূমিতে কি আছে এবং যা আছে তা যে বস্তুতঃ ভিন্ন একটি বিষয় তা আমরা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলতে পারি। ছিটের মূল্য কোট, কফি, লৌহ অথবা অন্য যে কোনো পণ্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক, আর ঐসব পণ্য যে কোনো মালিকেরই সম্পত্তি হোক, তাতে তার পরিমাণের কোন তারতম্য ঘটে না। দুটি বিশেষ বিশেষ পণ্যের ভিতরকার আপতিক সম্পর্ক

১. এইজন্য ছিটের মূল্য যখন কোটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা বলতে পারি ছিটের কোট-মূল্য, যখন তা গমের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখন বলতে পারি শস্য-মূল্য ইত্যাদি। এই রকম প্রত্যেকটি রাশির মানে এই যে কোট, শস্য প্রভৃতির ব্যবহার-মূল্যের মাধ্যমে ছিটের মূল্য প্রকাশিত হয়েছে। 'বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে প্রতিভাত যে কোন পণ্যের মূল্যকে আমরা তার ··· শস্য মূল্য, বস্ত্র-মূল্য নামে অভিহিত করতে পারি। কাজেই মূল্য আছে হাজার রকমের, যত রকমের পণ্য আছে তত রকমের, সব মূল্যই প্রকৃত, সবমূল্যই আবার নামীয়।' 'মূল্যের প্রকৃতি পরিমাপ এবং কারণ প্রসঙ্গে সমালোচনা' ('A Critical Dissertation on the Nature, Measures and Causes of Value' "প্রধানতঃ মিঃ রিকার্ডো এবং তার অনুগামীদের লেখা প্রসঙ্গে," 'এসেজ অন দি ফরমেশন' ইত্যাদি অনুসারে,) লণ্ডন, ১৮২৫। এই পুস্তকের অনামী লেখক, এস. বেইলি, যাঁর বই বেশ সোরগোল সৃষ্টি করেছিল, ধরে নিয়েছিলেন যে এইভাবে একই মূল্যের বহু আপেক্ষিক রূপ দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করে ফেলেছেন যে মূল্য সম্বন্ধে কোন ধারণা করা অসম্ভব। তাঁর মতটা যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, তথাপি তিনি যে রিকার্ডোর তত্ত্বের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি ধরে ফেলেছিলেন তা বোঝা যায় এই দেখে যে রিকার্ডোর মতাবলম্বীরা ঘোরতর-ভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ' দেখুন।

তখন আর থাকে না। একথা তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পণ্যবিনিময় দ্বারা মূল্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং পণ্য-মূল্যের আয়তন দ্বারাই বিনিময় অনুপাত নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. বিশেষ সম-অর্ঘ রূপ

কোট, চা, শস্য, লৌহ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পণ্য ছিটের মূল্য-রাশিতে এক একটি সমঅর্ঘরূপ হিসেবে বিদ্যমান, তা এমন একটি জিনিস যাকে বলে মূল্য। এই সমস্ত পণ্যের প্রত্যেকটিই বহুর মধ্যে অন্যতম বিশেষ একটি সমঅর্ঘরূপ। সেইরকম, যেসমস্ত বিমূর্ত স্থূল, ব্যবহারযোগ্য শ্রম এইসব পণ্যের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে সে সমস্তও একই অভিন্ন মনুষ্য-শ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাস্তবায়িত বা অভিব্যক্ত রূপ।

৩. মূল্যের সামগ্রিক তথা সম্প্রসারিত রূপের বিবিধ ত্রুটি

প্রথমতঃ মূল্যের আপেক্ষিক প্রকাশটি অসম্পূর্ণ, কেননা যে রাশিমালায় তার অভিব্যক্তি তার কোন শেষ নেই। মূল্যের প্রত্যেকটি সমীকরণ যে শৃংখলের এক একটি গ্রন্থি তার দৈর্ঘ্য নিত্যই বর্ধিত হয় নিত্য নতুন পণ্যের আবির্ভাবের ফলে মূল্য প্রকাশের নিত্য নতুন আধার উদ্‌ভূত হওয়ায়। দ্বিতীয়তঃ, তা হল মূল্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির একখানি বহু বর্ণ মোজাইক। সর্বশেষে, যদি প্রত্যেকটি পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য পালাক্রমে এই সম্প্রসারিত রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়, যা হতে বাধ্য, তাহলে আমরা তার প্রত্যেকটির জন্য পাচ্ছি এক একটি স্বতন্ত্র আপেক্ষিক মূল্যরূপ এবং এইভাবে তৈরী হচ্ছে মূল্য অভিব্যক্তির এক অনন্ত রাশিমালা। সম্প্রসারিত আপেক্ষিক মূল্যের ত্রুটি সমূহ অনুরূপ সমঅর্ঘমূল্য-রূপের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের দেহরূপ অন্যান্য অসংখ্য সমঅর্ঘ মূল্যরূপের মধ্যে একটি, সেহেতু মোটের উপর আমরা পাচ্ছি মূল্যের শুধুমাত্র কতকগুলি টুকরো টুকরো সমরূপ, যার প্রত্যেকটি বাকিগুলির ব্যতিরেকী। ঐ একইভাবে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সমরূপের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে আছে যে বিশেষ মূর্ত ও ব্যবহার্য শ্রম, তাও উপস্থাপিত হয় একটি বিশেষ ধরনের শ্রম হিসেবেই, নির্বিশেষভাবে এই নির্বিশেষ শ্রমের যথাযথ প্রকাশ ঘটে তার অসংখ্য সবিশেষ মূর্ত রূপের সমগ্রতার মধ্যে। কিন্তু, সে ক্ষেত্রে, এক অনন্ত রাশিমালার ভিতর তার অভিব্যক্তি সর্বদাই থাকে অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত।

সম্প্রসারিত আপেক্ষিক মূল্য রূপ তো আর কিছুই নয়, শুধু প্রথমটির মতো বহু প্রাথমিক আপেক্ষিক অভিব্যক্ত বা সমীকরণের সমষ্টি। যথা, ২০ গজ ছিট=১ কোট ২০ গজ ছিট=১০ পাঃ চা, ইত্যাদি।

এর প্রত্যেকটির মধ্যে নিহিত আছে তার অনুরূপ, বিপরীত সমীকরণ,

১ কোট=২০ গজ ছিট

১০ পাঃ চা = ২০ গজ ছিট, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, যখন কোন ব্যক্তি তার ছিটের বিনিময়ে অন্যান্য অনেক জিনিস গ্রহণ করে এবং এইভাবে তার মূল্য প্রকাশ করে অন্যান্য অনেক পণ্যের মাধ্যমে, তখন স্বভাবতই দাঁড়ায় এই যে, শেষোক্ত পণ্যসমূহের বিভিন্ন মালিক তাদের নিজ নিজ পণ্যের বিনিময়ে ছিট গ্রহণ করেছে এবং ফলতঃ, তাদের বিভিন্ন পণ্যের মূল্য প্রকাশ করছে ছিট নামে পরিচিত একটি তৃতীয় পণ্যের মাধ্যমে। সুতরাং, আমরা যদি এখন ২০ গজ ছিট = ১ কোট অথবা = ১০ পাঃ চা ইত্যাদি এই রাশিমালাটিকে উল্টে দিই, অর্থাৎ কিনা এই রাশিমালার মধ্যে যে বিপরীত রাশিমালা আছে তা প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত করি, তাহলে আমরা পাই :—

গ. মূল্যের সাধারণ রূপ

১ কোট
১০ পাঃ চা
৪০ পাঃ কফি
১ কোয়ার্টার শস্য   } = ২০ গজ ছিট
২ আঃ স্বর্ণ
½ টন লৌহ
ও পরিমাণ ক পণ্য ইত্যাদি

১. মূল্যরূপের পরিবর্তিত চরিত্র

এখন সমস্ত পণ্যেই তাদের মূল্য প্রকাশ করেছে (১) প্রাথমিক রূপে, কারণ একটিমাত্র পণ্যের মাধ্যমে; (২) একত্ব সহকারে, কারণ অবিকল একই পণ্যের মাধ্যমে। মূল্যের এই রূপটি প্রাথমিক এবং সর্বক্ষেত্রেই একরকম, সুতরাং তা সাধারণ।

ক এবং খ এই ছকে মূল্যকে দেখানো যায় কেবল পণ্যের ব্যবহারমূল্য হিসাবে বা বহু রূপ থেকে স্বতন্ত্র একটি সত্তা হিসেবে।

প্রথম ছক 'ক' এ আছে নিম্নলিখিত সমীকরণটি—১ কোট = ২০ গজ ছিট, ১০ পাঃ চা = ½ টন লৌহ। কোটের মূল্য সমীকৃত হচ্ছে ছিটের সঙ্গে, চা-এর মূল্য লৌহের সঙ্গে। কিন্তু প্রথমে ছিট এবং পরে লৌহের সঙ্গে সমীকরণে দাঁড়াচ্ছে যে-যে পণ্য তাদেরকে ছিট এবং লৌহের মতোই ভিন্ন ভিন্ন হতে হয়েছে। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, এ হচ্ছে প্রথম আরম্ভের সময়কার বিনিময় সম্পর্ক, যখন শ্রমজাত দ্রব্য বিনিময় দ্বারা পণ্যে পরিণত হতো মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ।

দ্বিতীয় ছকে, 'খ' এ, প্রথমে ছকের চেয়ে আরো যথাযথভাবে পণ্যের মূল্যের সঙ্গে তার ব্যবহার-মূল্যের পার্থক্য দেখানো হয়েছে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য আকারে, তার সমীকরণ হয়েছে ছিটের সঙ্গে, লৌহের সঙ্গে, চা-এর সঙ্গে, সংক্ষেপে, একমাত্র কোটের নিজের সঙ্গে ছাড়া বাকি সব কিছুর সঙ্গে। অথচ, ঐ সমস্ত পণ্যের মধ্যে সমভাবে বর্তমান মূল্যের সাধারণ প্রকাশ সরাসরি বর্জন করা হয়েছে; কারণ প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য-সমীকরণে অন্যান্য সমস্ত পণ্যই হাজির হচ্ছে কেবলমাত্র সমঅর্ঘ রূপে। গবাদি পশুর মত বিশেষ কোন শ্রমজাত দ্রব্যের সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের বিনিময় যখন আর ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, নিয়ম হিসেবে ঘটতে থাকে, তখনি শুধু সর্বপ্রথম মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ দেখা দেয়।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ ছকে সমগ্র পণ্য জগতের মূল্য প্রকাশিত হয়েছে একটিমাত্র পণ্যের মাধ্যমে এবং শুধু এইকারণে ঐ পণ্যটিকে পৃথক করে রাখা হয়েছে; ছিট হল সেই পণ্য। ঐ সময় পণ্যের প্রত্যেকটির মূল্য ছিটের মূল্যের সমান বলে ছিট দিয়ে ঐ সমস্ত পণ্য-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ছিটের মূল্যের সমান হওয়ায়, প্রত্যেকটির পণ্যের মূল্যই এখন কেবলমাত্র সেই সেই বিশিষ্ট পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে নিজের পার্থক্য টানেনি, পার্থক্য টেনেছে সাধারণভাবে অন্য সমস্ত ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গেও এবং শুধু সেই কারণেই তা সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সাধারণ সত্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এই ছকের মধ্যে পণ্যসমূহ সর্বপ্রথম যথোচিতভাবে মূল্যরূপে পারস্পরিক সম্পর্কে স্থাপিত অথবা বিনিময় মূল্যের সাজে তাদের সজ্জিত করা হয়েছে।

আগেকার দুটো ছকে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য একটিমাত্র পণ্যের অথবা বহু পণ্যের একটি রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি পণ্যেরই যেন বিশেষ বিশেষ কাজ হল নিজ নিজ মূল্যের এক একটি সমার্ঘরূপ খুঁজে বের করা, এবং একাজ সে সম্পন্ন করছে অন্য কোন পণ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে। অন্য পণ্যগুলির ভূমিকা হল নিষ্ক্রিয়ভাবে তার মূল্যের সমার্ঘরূপ হিসেবে হাজির থাকা। 'গ' ছকে মূল্যের সাধারণ রূপটি আবির্ভূত হচ্ছে শুধুমাত্র সমগ্র পণ্য জগতের সমবেত ক্রিয়ার ফলে। কোন একটি পণ্য সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের মূল্য প্রকাশের কাজ করতে পারে শুধুমাত্র তখনি যখন অন্য সমস্ত পণ্য একযোগে তাদের নিজ নিজ মূল্য ঐ একই পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে, যে-কোন নতুন আর একটি পণ্যকেও ঐ একই পথ অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, যেহেতু পণ্য মূল্যের অস্তিত্বটাই হলো সামাজিক সত্তা, সেহেতু তা প্রকাশ করা যেতে পারে কেবলমাত্র তাদের সামগ্রিক সামাজিক সম্পর্কের সাহায্যেই। সুতরাং একথাও সহজসিদ্ধ যে তাদের মূল্যের রূপটিকে অবশ্যই হতে হবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত রূপ।

সমস্ত পণ্য ছিটের সঙ্গে সমান করে দেখানোর ফলে এখন তারা কেবলমাত্র মূল্য

হিসেবে সাধারণভাবে গুণগত সাম্যই প্রতিষ্ঠা করেনি, পরিমাণগতভাবে তারা এখন তুলনীয়। যেহেতু তাদের মূল্যের পরিমাণ ছিট নামক একটিমাত্র পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, সেহেতু তার ফলে সমস্ত পণ্যেরই মূল্যের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১০ পাঃ চা=২০ গজ ছিট এবং ৪০ পাঃ কফি=২০ গজ ছিট ; সুতরাং ১০ পাঃ চা=৪০ পাঃ কফি। ভাষান্তরে বলতে গেলে বলতে হয়, এক পাঃ কফির মধ্যে যত মূল্যের মর্মবস্তুর তথা শ্রম আছে, তার এক চতুর্থাংশ আছে ১ পাঃ চা-এর ভিতর।

আপেক্ষিক মূল্য প্রকাশের সাধারণ ছকে সমগ্র পণ্য জগতেরই আপেক্ষিক মূল্য প্রকাশিত হচ্ছে একটিমাত্র পণ্যের মাধ্যমে এবং তার ফলে সেই একটি পণ্য, অন্য সমস্ত পণ্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাদের পণ্যমূল্যের পরিচয় বহন করে সর্বজনীন সমার্ঘরূপে পরিণত হচ্ছে। ছিটের দেহরূপটি এখন অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মূল্যের সাধারণ রূপ ; কাজেই তার সঙ্গে এখন প্রত্যেক পণ্যের সরাসরি বিনিময় হতে পারে। ছিট নামক বস্তুটি এখন সর্বপ্রকার মনুষ্য-শ্রমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, গুটিপোকার মত শুয়ো থেকে প্রজাপতির স্তরে পরিণত। বস্ত্র বয়ন একটি বিশেষ লোকের বিশেষ শ্রম, তার ফলে উৎপন্ন হচ্ছে একটি বিশেষ দ্রব্য, ছিট। সেই বস্ত্র বয়নের শ্রম এখন অন্যান্য সর্বপ্রকার শ্রমের সমার্ঘ বলে গণ্য হচ্ছে। মূল্যের সাধারণ রূপটি যে সমস্ত অসংখ্য সমীকরণের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে, সেই সব সমীকরণেই ছিটের মধ্যে অঙ্গীভূত শ্রম অন্যান্য সমস্ত পণ্যের ভিতরকার শ্রমের সমার্ঘ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার ফলে বয়ন কার্যটি পরিণত হয়েছে নির্বিশেষ মনুষ্য শ্রমের সাধারণ বিগ্রহে। এইভাবে যে শ্রম দিয়ে পণ্যের মূল্য গঠিত হয় তার প্রত্যক্ষ প্রকৃতিটি এখন দৃশ্যমান হল, এখন তার পরিচয় কেবল নেতিবাচক রইল না, অর্থাৎ তা যে বিশেষ কোন এক প্রকারের শ্রম নয়, শুধু সেইটুকু জানার বদলে এখন জানা গেলো যে তা নির্বিশেষে শ্রম নামক একটি বস্তু।

সর্বপ্রকার শ্রমের যা নির্বিশেষে চরিত্র, অর্থাৎ যাকে বলে মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয় শুধু তাই উঠল মূল্যের সাধারণ রূপদানের ভেতর দিয়ে। শ্রমের প্রকার-ভেদ গেল উঠে।

শ্রমোৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যেই সাধারণ মূল্য-রূপের মাধ্যমে অভিব্যক্তি হয় নির্বিশেষ মনুষ্য-শ্রমের ঘনীভূত রূপ হিসেবে ; সাধারণ মূল্য-রূপের গঠন থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, সাধারণ মূল্য রূপ-সমগ্র পণ্য-জগতের সামাজিক চুম্বকরূপ। সুতরাং এই সাধারণ মূল্য-রূপ থেকে একথা তর্কাতিতভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে পণ্যজগতে সমস্ত শ্রমের চরিত্রই এই যে তা মনুষ্যশ্রম, আর এটাই হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্র।

২। মূল্যের আপেক্ষিক রূপ এবং সমঅর্ঘ রূপে পরস্পরসাপেক্ষ ক্রমবিকাশ

যে মাত্রায় মূল্যের আপেক্ষিক রূপ বিকশিত হয়, সমঅর্ঘ রূপও বিকশিত হয় ঠিক সেই মাত্রায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমঅর্ঘ রূপের বিকাশ মূল্যেরই অভিব্যক্তি মাত্র, তারই বিকাশের ফলশ্রুতি মাত্র।

কোন একটি পণ্যের প্রাথমিক আপেক্ষিক মূল্য-রূপ যখন বিচ্ছিন্নভাবে দেখানো হয়, তখন আর একটি পণ্য বিচ্ছিন্নভাবে তার সমার্ঘরূপে পরিণত হয়। কোন একটি পণ্যের মূল্য যখন অন্য সমস্ত পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন আমরা পাই আপেক্ষিক মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ, তার ফলে ঐ সমস্ত পণ্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সমার্ঘ জ্ঞাপক জিনিসের আকার ধারণ করে। সর্বশেষে, একটি বিশেষ প্রকার পণ্যের মাধ্যমে যখন অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্য প্রকাশিত হয়, তখন ঐ পণ্যটি সর্বজনীন সমার্ঘরূপের চরিত্র লাভ করে।

আপেক্ষিক মূল্য এবং সমার্ঘ মূল্য—মূল্যের এই দুই বিপরীত রূপের মধ্যে যে বিরোধ আছে তা বিকশিত হয় ঐ রূপের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

২০ গজ ছিট = ১ কোট—এই প্রথম সমীকরণের মধ্যেই বিরোধ রয়েছে, যদিও তা নির্দিষ্ট করে ধরা যায় না। সমীকরণটিকে উল্টে-পাল্টে নিলে ছিট এবং কোটের ভূমিকা উল্টে-পাল্টে যায়। এক ভাবে ধরলে ছিটের আপেক্ষিক মূল্য প্রকাশিত হয় কোটের মাধ্যমে, আর এক ভাবে ধরলে কোটের আপেক্ষিক মূল্য প্রকাশিত হয় ছিটের মাধ্যমে। কাজেই মূল্য প্রকাশের এই প্রথম পর্যায়ে দুই বিপরীত মেরুর বৈপরীত্য অনুধাবন করা কঠিন।

'খ' সমীকরণ অনুসারে একই সময়ে একটি মাত্র পণ্য তার আপেক্ষিক মূল্য সম্পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করতে পারে। তার সঙ্গে তুলনায় অন্য সমস্ত পণ্যই তার সমঅর্ঘ মূল্য বলেই ঐ পণ্যটি এই রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। ২০ গজ ছিট = ১ কোট—এই সমীকরণটিকে আমরা উল্টো করেও ধরতে পারি, কিন্তু তা করলে তার সাধারণ চরিত্রই বদলে যাবে, সম্প্রসারিত মূল্যরূপ মূল্যের সাধারণ রূপে পরিণত হবে।

সর্বশেষে, 'গ' সমীকরণে পণ্যজগতে মূল্যের সাধারণ আপেক্ষিক রূপটি দেখা দিয়েছে, কারণ এখানে একটি পণ্য ছাড়া আর কোন পণ্যই সমঅর্ঘ রূপ ধারণ করতে পারে না। সুতরাং একটি একক পণ্য, যেমন ছিট কাপড় অন্য প্রত্যেক রকম পণ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিনিময়যোগ্য হবার চরিত্র অর্জন করে; এবং এই চরিত্র অন্য প্রত্যেকটি পণ্যের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হয়।[১]

১. এটা আদৌ স্বতঃস্পষ্ট নয় যে সর্বত্র সরাসরি বিনিময়-যোগ্য হবার এই চরিত্র এবং তার বিপরীত চরিত্র অর্থাৎ সরাসরি বিনিময়-যোগ্য হবার অক্ষমতা—

উপরন্তু যে পণ্যটি সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপের কাজ করে সে পণ্যটি আর আপেক্ষিক মূল্য রূপ ধারণ করতে পারে না। ছিট অথবা অন্য কোন পণ্য যদি একই সঙ্গে সমঅর্ঘ রূপ এবং মূল্যের আপেক্ষিক রূপ—এই দুই রূপই ধারণ করতে পারতো, তাহলে ওই পণ্যটি নিজের সমঅর্ঘ বলে গণ্য হতো, তার মানে দাঁড়াতো ২০ গজ ছিট=২০ গজ ছিট। এইরকম একই কথার পুনরুক্তি দ্বারা মূল্যও প্রকাশিত হয় না, মূল্যের আয়তনত প্রকাশিত হয় না। সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপের আপেক্ষিক মূল্য প্রকাশ করতে হলে বরং 'গ' রূপটিকে উল্‌টে দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য পণ্যের মতো সমঅর্ঘ রূপটির নিজস্ব কোন আপেক্ষিক মূল্যরূপ নেই, কিন্তু তার মূল্য আপেক্ষিক ভাবে প্রকাশিত হয় পণ্যের এক সীমাহীন রাশিমালার দ্বারা। এইভাবে খ অর্থাৎ আপেক্ষিক মূল্যরূপের সম্প্রসারিত ছকটি এখানে দেখা দিল সমঅর্ঘ পণ্যটির আপেক্ষিক মূল্যরূপের একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে।

৩। মূল্যের সাধারণ রূপ থেকে অর্থরূপে অতিক্রান্ত

সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপটি সাধারণভাবে মূল্যেরই একটি রূপ। কাজেই যে-কোন পণ্য এই রূপ ধারণ করতে পারে। অথচ, কোন একটি পণ্য একবার যদি সর্বজনীন সমঅর্ঘরূপে গ সমীকরণ ধারণ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে অন্য কোন পণ্য আর

এই দুই এর মধ্যে চুম্বকের দুই মেরুর মত সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্থাৎ, চুম্বকের একটা প্রান্ত যেমন সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে, তাকে কখনো দক্ষিণ প্রান্তে রাখা যায় না, সেই রকম 'গ' সমীকরণের একটি পণ্য সর্বদাই অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্যের প্রতিরূপ, অন্য কোনো পণ্য এখানে আর প্রতিরূপ বলে বিবেচিত হয় না, কিন্তু এ সত্য সহজে উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই এমন ধারণা হতে পারে যে, যে-কোন পণ্যই যখন তখন এইরূপ ধারণ করতে সক্ষম, এরকম ধারণাটা হল কেমন?' না, যে কোন ক্যাথলিক খ্রীষ্টানকে যে যে সময় পোপ বলে গণ্য করতে পারার মতো। পেটি বুর্জোয়াদের কাছে পণ্য উৎপাদনই ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম এবং পরম সারবস্তু, কাজেই তাদের কাছে এটা খুবই বাঞ্ছনীয় যে যেকোন পণ্যের যেকোন সময় সরাসরি বিনিময় যোগ্য হবার অক্ষমতা যাতে বিলুপ্ত হয়। প্রুধোঁর সমাজবাদ হচ্ছে এই ধরনের এক অবৈজ্ঞানিক উদ্ভট কল্পনা, আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে এই ধরনের সমাজতন্ত্রে মৌলিকতা কিছুই নেই। তাঁর অনেক আগে গ্রে, এবং অন্যান্যরা অধিকতর সফলতার সঙ্গে এরকম উদ্ভট কল্পনা করে গেছে। তা সত্ত্বেও এখনও কোন কোন মহলে এই ধরনের কল্পনা বিজ্ঞান নামে চলে যাচ্ছে। প্রুধোঁপন্থীদের মতো আর কেউ বিজ্ঞান এই শব্দটা নিয়ে এত খেল কখনো খেলেনি কারণ

'Wo Begriffe fehlen,
Da stellt zur rechten zeit ein Wort sich ein.'

এইরূপে পণ্য হতে পারবে না এবং তার কারণ ঐ সমস্ত পণ্যেরই ক্রিয়া। যে মুহূর্তে একটি মাত্র পণ্য আলাদাভাবে এইরকম শুধুমাত্র সমঅর্ঘ রূপে বাছাই হয়ে গেল, কেবল তখন থেকেই পণ্য জগতের সাধারণ আপেক্ষিক রূপ সু-সংগত হয়ে দাঁড়ালো এবং লাভ করলে সামাজিক স্বীকৃতি।

এখন, যে পণ্যটির অবয়ব দিয়ে সমাজে সমঅর্ঘরূপ কাজ করার রেওয়াজ দেখা দিল, তাকেই বলা হয় অর্থ নামক পণ্য বা অর্থ। পণ্য জগতে সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপের পালন করা এখন ঐ পণ্যটির বিশ্লিষ্ট সামাজিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। যে সমস্ত পণ্য **খ** সমীকরণের ছিটের সমঅর্ঘ রূপ ধারণ করতে পারে এবং **গ** সমীকরণে ছিটের মাধ্যমে অন্য সমস্ত পণ্যের প্রকাশ করে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছে একটি পণ্য—**স্বর্ণ**। সুতরাং **গ** সমীকরণে ছিটের বদলে স্বর্ণ বসিয়ে নিল পাওয়া যায়,—

[ঘ] অর্থরূপ

২০ গজ ছিট =
১ কোট =
১০ পা: চা =
৪০ পা: কফি =
১ কোয়ার্টার শস্য =
½ টন লৌহ =
ও পণ্য ক =

} = ২ আউন্স স্বর্ণ

ক থেকে **খ**-এ এবং **খ** থেকে **গ**-এ পরিবর্তনটি হলো মৌলিক। কিন্তু **গ**-এর সঙ্গে **খ**-এর একমাত্র পার্থক্য এই যে সমঅর্ঘ রূপের স্থানে ছিটের বদলে স্বর্ণ বসানো হয়েছে তা ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। সমীকরণে যেমন ছিল ছিট, সেই রকম **ঘ** সমীকরণে স্বর্ণ ধারণ করেছে সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপ। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলো এইটুকু যে সামাজিক প্রথা অনুসারে চুড়ান্তভাবে একটি পদার্থ, অর্থাৎ স্বর্ণ, এখন সর্বত্র সরাসরি বিনিময়যোগ্য অর্থাৎ সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপের স্থান প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য পণ্যের সম্পর্কে স্বর্ণ এখন অর্থ কারণ স্বর্ণও আগে ছিল অন্যান্য পণ্যের মতোই সাধারণ একটি পণ্য। অন্যান্য পণ্যের মতোই এই পণ্যটিও খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিনিময়ে একটি পণ্যের অথবা সাধারণ ভাবে সমস্ত পণ্যের সমঅর্ঘ রূপ ধারণে সক্ষম ছিল। ক্রমশঃ বিবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই পণ্যটি সর্বজনীন সমঅর্ঘের রূপ গ্রহণ করেছে। যখনি এই পণ্যটি অন্যান্য সমস্ত পণ্যের সাধারণ মূল্যরূপ ধারণ করলো, তখনি তা হয়ে দাঁড়ালো অর্থ-পণ্য আর শুধু তখনি দেখা দিল **গ**-এর সঙ্গে **খ**-এর সুস্পষ্ট পার্থক্য এবং মূল্যের সাধারণ রূপটি পরিবর্তিত হয়ে অর্থরূপে আবির্ভূত হলো।

স্বর্ণ অর্থে পরিণত হবার পর ছিটের মতো কোন একটি পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য যদি প্রাথমিক রূপে স্বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাহলে সেটি হল উক্ত পণ্যের দাম। সুতরাং ছিটের দাম হলো

২০ গজ ছিট = ২ আউন্স স্বর্ণ অথবা ঐ দুই আউন্স সোনা দিয়ে যদি দুটি মোহর তৈরী করা হয়, তা হলে

২০ গজ ছিট = ২ মোহর

অর্থরূপ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করতে হলে সর্বজনীন সমঅর্ঘ রূপটি অর্থাৎ মূল্যের সাধারণ রূপস্বরূপ **গ** সমীকরণটি ভালো করে বুঝতে হবে। মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ, তথা **খ** সমীকরণ থেকে কষে এটাকে বের করা হয়েছে; তার আবার মূল উপাদান হচ্ছে **ক** সমীকরণটি ২০ গজ ছিট = ১ কোট অথবা **ও** পরিমাণ **ক** পণ্য **ঔ** পরিমাণ **খ** পণ্য রূপই হচ্ছে অর্থ-রূপের বীজ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ পণ্যপৌত্তলিকতা এবং তার রহস্য ॥

প্রথম দৃষ্টিতে পণ্যকে মনে হয় যেন একটি তুচ্ছ বস্তু এবং সহজেই বোধগম্য। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেলো যে তা বহু আধ্যাত্মিক ও আধিবিদ্যক সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিবৃত একটি অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে তার ভিতর রহস্যময় কিছুই নেই, সেই ব্যবহার-মূল্য অভাব পূরণের ক্ষমতা স্বরূপই বিবেচিত হোক অথবা তা মনুষ্যশ্রম থেকে উৎপন্ন বস্তু স্বরূপই বিবেচিত হোক। একথা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে মানুষ তার শ্রমদ্বারা প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীকে পরিবর্তিত করে তাকে মানুষের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ, কাঠের রূপ, কাঠের রূপ বদলে টেবিল তৈরী হয়। তথাপি ঐ পরিবর্তন সত্ত্বেও টেবিল আটপৌরে কাঠই থেকে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তা পণ্যরূপে এক পা এগোয়, অমনি তা পরিণত হয় একটি তুরীয় ব্যাপারে। তখন তা কেবল জমির ওপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় না, অন্যান্য পণ্যের সম্পর্কে তা মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ায়। তখন তার নিজের কাষ্ঠ মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয় এমন সমস্ত কিম্ভূত ধারণা যা 'টেবিল ওলটানো'র চেয়েও অনেক বেশি অদ্ভুত।

সুতরাং পণ্যের রহস্যময় চরিত্রের সূত্র তার ব্যবহার-মূল্য নয়। মূল্য যে সব উপাদান দিয়ে নির্ধারিত হয়, তাদের প্রকৃতি থেকেও এই রহস্যের উদ্ভব নয়। কারণ প্রথমতঃ, ব্যবহারযোগ্য শ্রম তথা উৎপাদনক্ষম কর্ম যতই বিবিধ রকমের হোক

না কেন, শারীরবৃত্তের ঘটনা এই যে শ্রম হচ্ছে মানুষের জৈবদেহের—মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী—প্রভৃতির কার্যকলাপ। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের পরিমাণগত নির্ধারণ যার ওপর নির্ভর করে হয় অর্থাৎ যতক্ষণ ধরে শ্রম ব্যয় করা হয়েছে সেই পরিমাণ সময় তথা শ্রমের পরিমাণ, তা হিসেব করতে গেলে দেখা যাবে যে তার গুণমান এবং পরিমাণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজের সমস্ত অবস্থাতেই মানুষ এ বিষয়ে আগ্রহশীল যে জীবনধারণের সামগ্রী উৎপন্ন করতে কতটা শ্রম-সময় লাগলো, যদিও সমস্ত যুগে এ আগ্রহ সমান নয়।[১] সর্বশেষে, মানুষ যখন থেকে কোন-না-কোন প্রকারে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করা শুরু করেছে, তখন থেকেই তাদের শ্রম ধারণ করেছে একটি সামাজিক চরিত্র।

তা হলে, শ্রমজাত সামগ্রী পণ্যে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রহস্যময় চরিত্রটি কোত্থেকে আবির্ভূত হয়? স্পষ্টতঃই, এই রূপ থেকেই তার আবির্ভাব। শ্রমদ্বারা উৎপন্ন নানারকম জিনিস সমমূল্যরূপ ধরে বলেই বিভিন্ন প্রকার শ্রমেরও পরিমাণ সমান হতে পারে; শ্রম-সময় দ্বারা শ্রমশক্তি ব্যয়ের যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যের পরিমাণ; এবং শেষ পর্যন্ত, শ্রমিকদের পারস্পরিক যে সম্পর্কসমূহ থেকে শ্রম সামাজিক চরিত্র লাভ করে, তাকে শ্রমোৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বলে মনে হয়।

সুতরাং, পণ্য একটি রহস্যময় বস্তু, শুধু এই কারণেই যে তার মধ্যে মানুষের শ্রমের সামাজিক চরিত্রটি তাদের কাছেই দেখা দেয় তাদের শ্রমোৎপন্ন জিনিসটির উপরে মুদ্রিত একটি বিষয়গত চরিত্র হিসেবে, উৎপাদনকারীদের নিজেদেরই শ্রমোৎপন্ন সর্বমোট ফল তাদেরই কাছে উপস্থাপিত হয় একটি সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে—যেন তা তাদের নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নয়, বরং তাদের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক। এই জন্যই শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় পণ্য, অর্থাৎ এমন একটি জিনিস, যার গুণগুলি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও বটে। এই রকমভাবেই যখন কোন বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখের উপর পড়ে, তখন তাকে আমরা আমাদের নিজ নিজ চোখের ভিতরকার স্নায়ুর কম্পন ব'লে অনুভব করি না, তখন তাকে দেখি চোখের বাইরেকার একটা বস্তুর আকারে। কিন্তু আমরা কোন কিছু দেখি তখনি, যখন প্রকৃতপক্ষে আলোর যাত্রা ঘটে এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে, বাহ্য বস্তু থেকে চক্ষুতে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের

১. প্রাচীন জার্মানরা জমির পরিমাণ নির্ধারিত করত একদিনে কতটা জমির ফসল কাটা যেত, সেই নিরিখ দিয়ে এবং সেই এককের নাম ছিল ট্যাবের্ক, ট্যাগবান্নে ইত্যাদি (jurnale, or terra jurnalis, or dioroalis), মান্নস্মাড্ ইত্যাদি (জি. এল. ফন মউরার প্রণীত 'Einleitung…zur Geschichte dar Mark,—&c, Verfassung.' মুনচেন, ১৮৫৪, পৃঃ ১২৯)

মধ্যে পদার্থগত সম্বন্ধই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পণ্যের বেলায় দেখছি অন্যরকম ব্যাপার। এক্ষেত্রে, যাকে বলে মূল্য-সম্পর্ক অর্থাৎ নানাপ্রকার পণ্যের ভিতর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং যে সম্পর্কের ভিতর বিবিধ শ্রমলব্ধ দ্রব্য পণ্যের চরিত্র লাভ করে সে সম্পর্কের সঙ্গে ঐ সমস্ত জিনিসের পদার্থগত গুণাবলীর এবং তজ্জনিত বস্তুগত সম্পর্কের কোন যোগ নাই। ওখানে যে সম্পর্কটা স্পষ্টতই মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক সেটাকে তারা ভুল চোখে দেখে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্পর্ক হিসেবে। কাজেই উপমার জন্য বাধ্য হয়ে কুহেলিকাময় ধর্মজগতের শরণাপন্ন হচ্ছি। সে জগতে মানুষের মগজ থেকে গজানো ভাব সতন্ত্র জীবন্ত সত্তার মূর্তি ধারণ করে এবং মনে হয় যেন সেই মূর্তিগুলিই পরস্পরের মধ্যেও মনুষ্যজাতির সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই রকমটিই ঘটে পণ্য জগতে মানুষের হাতে গড়া জিনিসের বেলায়। আমি একেই বলি পণ্য-পৌত্তলিকতা, মানুষের শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য যখনই পণ্যে পরিণত হয়েছে, তখনই তা এই রহস্যদ্বারা আবৃত হয়েছে, কাজেই এ রহস্য পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা গেছে যে এই পণ্য-পৌত্তলিকতা উদ্ভূত হয়েছে পণ্যোৎপাদক শ্রমের বিশিষ্ট সামাজিক চরিত্র থেকে।

সাধারণতঃ, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য পণ্যত্ব প্রাপ্ত হয় শুধু এই জন্য যে, সে দ্রব্য উৎপন্ন করতে যে শ্রম লেগেছে তা বিভিন্ন ব্যক্তির অথবা বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর শ্রম ; এবং তারা এজন্য কাজ করেছে স্বতন্ত্রভাবে। এইসমস্ত ব্যক্তিগত শ্রমের যোগফল হলো সমাজের সমগ্র শ্রম। যেহেতু উৎপাদনকারীরা পরস্পরের সঙ্গে ততক্ষণ কোন সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন করে না, যতক্ষণ না তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় ঘটে, সেহেতু প্রত্যেকটি উৎপাদনকারীর নিজস্ব যে সামাজিক চরিত্র আছে, তারও অভিব্যক্তি বিনিময়ের মধ্যে ছাড়া হয় না। অন্যভাবে বললে বিনিময়ের ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে নানা দ্রব্যের এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন উৎপাদনকারীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই সম্পর্ক থেকেই একজনের শ্রম সমাজের সমগ্র শ্রমের একাংশ হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজেই উৎপাদকের নিকট একজনের শ্রমের সঙ্গে অপর সকলের শ্রম কর্মরত শ্রমিকদের ভিতরকার প্রত্যক্ষ সামাজিক সম্পর্ক বলে গণ্য হয় না, গণ্য হয় বস্তুতঃ তারা যা ঠিক তা-ই বলে, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির বস্তুগত সম্পর্ক এবং বিভিন্ন বস্তুর সামাজিক সম্পর্ক বলে। ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য হিসেবে শ্রমজাত পদার্থ ভিন্ন এবং বহুবিধ, কিন্তু শুধুমাত্র বিনিময়ের ভেতর দিয়েই তা একেবারে অন্যরকম হ'য়ে যায়, অর্থাৎ মূল্যরূপে সমগুণসম্পন্ন সামাজিক সত্তা লাভ করে। ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য এবং মূল্য—এই দুইভাগে শ্রমজাত পদার্থের এই যে বিভাগ, এর গুরুত্ব কার্যতঃ ধরা পড়ে তখনি, যখন বিনিময়প্রথা এতদূর প্রসারিত হয়েছে যে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় বিনিময়ের জন্য, সুতরাং তা মূল্য হিসেবে পরিগণিত হয় বিনিময়ের আগেই, উৎপাদনের সময়েই। এই সময় থেকে ব্যক্তির শ্রম সমাজগত

ভাবে দ্বিবিধ চরিত্র লাভ করে। একদিকে শ্রম হবে একটা নির্দিষ্ট প্রকারের ব্যবহারযোগ্য শ্রম, তা দ্বারা সমাজের কোন নির্দিষ্ট অভাব দূরীভূত হবে, এবং এইভাবে তা পরিগণিত হবে সমাজের সকলের সমবেত শ্রমের অংশ রূপে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজে যে শ্রমবিভাগ গড়ে উঠেছে তারই মধ্যে একটি শাখাস্বরূপ। অন্যদিকে, কর্মরত ব্যক্তির যে বিচিত্র চাহিদা আছে এই শ্রম দ্বারা তার পরিপূরণ শুধু ততটাই সম্ভব, যতটা শ্রমিকদের ব্যবহারযোগ্য ব্যক্তিগত শ্রম নিয়ে একের সঙ্গে অপরের বিনিময় সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং যখন প্রত্যেকটি শ্রমিকের ব্যবহারযোগ্য ব্যক্তিগত শ্রম অন্য সকলের শ্রমের সঙ্গে গুণগত অভিন্নতা লাভ করেছে। বিভিন্ন ধরনের শ্রমকে সমগুণসম্পন্ন করা যায় শুধুমাত্র তাদেরকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ থেকে অমূর্তায়িত করে তাদের সমগুণত্বটুকু নিষ্কষিত করে, অর্থাৎ তাদের সাধারণ 'হর'-এ তাদেরকে পরিণত করে ; সেই সাধারণ 'হর' হলো মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয় অথবা অমূর্তায়িত মনুষ্যশ্রম। ব্যক্তিগত শ্রমের এই দ্বৈত চরিত্র মানুষের মনে যখন প্রতিফলিত হয় তখন বিশেষ বিশেষ রূপ দেখা দেয়, কার্যতঃ বিনিময়ের ক্ষেত্রেই এই সমস্ত রূপের উদ্ভব ঘটে। এইভাবে, তার নিজ শ্রম যে আসলে সামাজিক শ্রম এই সত্যটি একটি শর্তরূপে হাজির হয়, শর্তটি এই যে দ্রব্যটি কেবল ব্যবহারযোগ্য হলেই হলো না, তা অপরের ব্যবহারযোগ্য হওয়া চাই। অন্যান্য নানারকম শ্রমের সঙ্গে তার নিজস্ব শ্রমের অভিন্নতা, অর্থাৎ তার সামাজিক চরিত্র এই রূপ ধারণ করছে যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের ফলে উৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্যের একটি সমগুণ আছে, তাদের মূল্যই হলো সেই সমগুণ।

সুতরাং, আমরা যখন শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে মূল্য-সম্পর্ক রচনা করি, তখন তা এই জন্য করি না সে সমগুণসম্পন্ন মনুষ্যশ্রমের আধার বলে আমরা তাকে চিনতে পেরেছি, বরং ঠিক তার বিপরীত কারণে তা করি। যখনি আমরা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় করি, তখনি ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদক একরকম শ্রমের সঙ্গে অন্যরকম শ্রম সমান করে দেখাই। এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই, কিন্তু তবু তা করি।[১] কাজেই মূল্য তার গলায় পরিচয়-পত্র ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। বরং মূল্যই প্রতিটি দ্রব্যকে এক একটি সামাজিক ভাষা-চিত্রে পরিণত করে। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের নিজস্ব সামাজিক দ্রব্যের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্য সেই ভাষা-চিত্রের পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করি ; কেননা, ভাষা যেমন একটি

১. কাজেই গালিয়ানি যখন বলেন যে : মূল্য হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক—"La Ricchezza e una ragione tra due persone," তাঁর উচিত ছিল এ কথাটাও যোগ করা যে : বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যেকার সম্পর্ক রূপে প্রকাশিত। (Galiane : Della Moneta, P. 221, Milano, 1803)

সামাজিক ক্রিয়াফল, একটি ব্যবহারযোগ্য পদার্থকে মূল্য হিসেবে অভিহিত করাও তেমনি একটি সামাজিক ক্রিয়াফল। যে শ্রমদ্বারা দ্রব্যের উৎপাদন হয়, দ্রব্য যে সেই মনুষ্যশ্রমেরই বস্তুরূপ, এই আবিষ্কার মানবজাতির ইতিহাসে বাস্তবিকই এক নব যুগের সূচনা; কিন্তু শ্রমের সামাজিক চরিত্র যে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে বাহ্য জগতে বস্তুচরিত্ররূপে দেখা দেয়, সেই কুয়াশার ঘোর তাতে কাটে না। আমরা এখন আলোচনা করছি উৎপাদনের একটি বিশেষ রূপ নিয়ে, অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদন সম্বন্ধে। এই ধরনের উৎপাদনে প্রত্যেকের শ্রমই ব্যক্তিগত এবং এক ব্যক্তির শ্রম থেকে অন্য ব্যক্তির শ্রম স্বতন্ত্রভাবে ব্যয়িত হয়। কিন্তু সকলের শ্রমেরই একটি সাধারণ গুণ আছে অর্থাৎ, প্রত্যেকের শ্রমই মানুষের শ্রম। ব্যক্তিগত শ্রমের এই গুণটিই হলো তার বিশিষ্ট সামাজিক চরিত্র। শ্রমজাত দ্রব্যের এই সামাজিক চরিত্রই পণ্যের ভিতর মূল্যরূপে প্রতিভাত। এই তথ্যটি অর্থাৎ সকলের শ্রমের এই সাধারণ গুণটি, উৎপাদনকারীর মনে সত্য এবং শাশ্বত। আবিষ্কারটি নূতন যুগের সূচনা হওয়া সত্ত্বেও সত্যটি তার কাছে সনাতন ঠিক যেমন, নানারকম গ্যাস দিয়ে বায়ু গঠিত—এ সত্য বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত হবার পরও বায়ুমণ্ডলের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

উৎপাদনকারী নিজে দ্রব্যের সঙ্গে অপরের দ্রব্য যখন বিনিময় করে, তখন সর্বপ্রথম একটিমাত্র প্রশ্ন তাকে কার্যতঃ পরিচালিত করে, সে প্রশ্নটি হলো—আমার কতটা জিনিসের বিনিময়ে অপরের কতটা জিনিস পাওয়া যাবে? বিনিময়ের এই অনুপাত যখন প্রচলিত প্রথাদ্বারা কতকটা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন দ্রব্যগুণ থেকেই এই অনুপাতের উৎপত্তি হয়েছে; যেমন এক টন লোহার বিনিময়ে যদি দুই আউন্স সোনা পাওয়া যায় তাহলে মনে হয় যেন এক টন লোহা এবং দুই আউন্স সোনার মূল্য স্বভাবতই সমান, ঠিক যেমন লোহা এবং সোনা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও এক টন লোহা এবং এক টন সোনার ওজন সমান। বিবিধ দ্রব্যের মূল্য যখন একবার ঠিক হয়ে যায় তখন তাদের যোগাযোগ চলতে থাকে মূল্যের বিভিন্ন পরিমাণ রূপে, এই যোগাযোগের ভিতর দিয়েই নির্ধারিত হয়ে যায় যে দ্রব্য মাত্রেরই মূল্য আছে। মূল্যের পরিমাণ অনবরতই পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন উৎপাদনকারীদের ইচ্ছা দূরদৃষ্টি এবং কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে না। তাদের কাছে, তাদের নিজেদের এই সামাজিক ক্রিয়া দ্রব্য-সমূহের সামাজিক ক্রিয়ারূপে প্রতীয়মান হয়; দ্রব্যই ওদের পরিচালক, ওরা দ্রব্যের পরিচালক নয়। পণ্যের উৎপাদন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার পরেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে এই বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মলাভ করে যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কাজ ভিন্ন, কারো সঙ্গে কারোর কাজের সম্বন্ধ নেই, তবু স্বতস্ফূর্তভাবে প্রত্যেকের কাজেই সামাজিক শ্রম-বিভাগের এক একটি শাখায় পরিণত হচ্ছে এবং সমাজের চাহিদা অনুসারে নিরন্তর নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে সবার কাজের পরিমাণগত অনুপাত। কেন এমন হয়? কারণ, ঘটনাচক্রে এক দ্রব্যের

সঙ্গে অন্য দ্রব্যের যে পরিবর্তনশীল বিনিময়-জনিত সম্বন্ধ তৈরী হয়, তার ভিতর দিয়ে অপ্রতিহত প্রাকৃতিক নিয়মের মতই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যে দ্রব্যের উৎপাদনে সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম সময় কতটা। যখন কানের কাছে কোন বাড়ি ধ্বসে পড়ার শব্দ হয়, তখন মহাকর্ষের নিয়ম এমনি ভাবেই তার কাজ করে যায়।[১] কাজেই শ্রম-সময়ের দ্বারা মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ এমন একটি গূঢ়তত্ত্ব যা লুকিয়ে থাকে পণ্যের আপেক্ষিক মূল্যের বাহ্য উত্থান-পতনের ভিতর। এই গূঢ়তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে ঘটনাচক্রে বাহ্যত যা ঘটে, তা দিয়ে মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা বন্ধ হয়, কিন্তু যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হয় সেই প্রক্রিয়ার কোন হেরফের তাতে আদৌ হয় না।

সামাজিক জীবনের রূপ যে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়, মানুষের চিন্তার ভিতর তা প্রতিফলিত হয় ঠিক তার বিপরীতভাবে, সুতরাং বিপরীত ভাবেই তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। হাতের কাছে যুগ-পরিবর্তনের যে ফলাফল পাওয়া যায় তাই নিয়েই লোক সামাজিক রূপের বিশ্লেষণ আরম্ভ করে পিছন দিকে মুখ করে। যে চরিত্র দ্বারা শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য পণ্যরূপে চিহ্নিত হয় এবং পণ্য বিনিময়ের প্রাথমিক শর্তস্বরূপ শ্রমজাত দ্রব্যকে যে চরিত্র লাভ করতেই হবে, লোকে তার অর্থ আবিষ্কার আরম্ভ করার আগেই তা সমাজের স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তখন, তার অর্থ কি তাই খোঁজ করা হয়, তার ঐতিহাসিক চরিত্র কি লোকে তা খোঁজে না, কেননা, তার চোখে সেই চরিত্রটি হলো সনাতন সত্য। কাজেই, পণ্যের দাম বিশ্লেষণ করতে গিয়েই মূল্য নির্ধারণের তত্ত্ব পাওয়া গেছে এবং যখন অর্থ দিয়ে সমস্ত পণ্যের পরিচয় দেওয়া শুরু হয়েছে, তখন সেই সূত্র অনুসরণ করে জানা গেছে যে পণ্যের পরিচয় হচ্ছে মূল্য। অবশ্য, পণ্য-জগতের ঠিক এই সর্বশেষ অর্থরূপটিই ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক চরিত্র এবং উৎপাদনকারীদের সামাজিক সম্পর্ক খুলে ধরার পরিবর্তে, তাকে ঢেকে রাখে। যখন বলি যে জামা এবং জুতোর সঙ্গে ছিট কাপড়ের সম্পর্ক আছে, কারণ পণ্য মাত্রই নির্বিশিষ্ট সর্বজনীন মনুষ্যশ্রম, তখন স্বতঃই মনে হয় কথাটা একেবারে আজগুবি। কিন্তু যখন কারিগর জামা এবং জুতোর তুলনা করে ছিট কাপড়ের সঙ্গে অথবা, ধরা যাক, সোনা এবং রূপোর সঙ্গে ছিট কাপড় অথবা সোনা রূপোকে সর্বজনীন সমঅর্ঘ হিসেবে ধরে নিয়ে,—তখন সে তো নিজ ব্যক্তিগত

১. "নিয়মবদ্ধ সময়ের ব্যবধানে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার নিয়মকে আমরা কি বলে অভিহিত করব? এতো প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের জ্ঞানের অভাবের উপর এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের কার্যকলার এই নিয়মের ক্ষেত্র "Umrisse Zu einer Kritik der Nationalokonomie"—"Deutsch-Franzosische Jahrlencher"—সম্পাদনা: আর্নল্ড রুজ, কার্ল মার্কস।

শ্রমের সঙ্গে সমবেত সামাজিক শ্রমের সম্বন্ধ নির্ণয় করে সেই নেশাগ্রস্ত লোকটির মতই।

বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগুলি সবই এই রকম। পণ্যের উৎপাদন ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সূত্রে বিকশিত উৎপাদনের একটি বিশেষ ধরন, উৎপাদনের এই বিশিষ্ট ধরন থেকে যে সমস্ত অবস্থা এবং সম্পর্ক আবির্ভূত হয়, সেগুলিই সামাজিক অনুমোদনসহ চিন্তার ভিতর দিয়ে তত্ত্বরূপ ধারণ করে, এই রকম নানা তত্ত্বই বুর্জোয়া অর্থনীতির নানা বর্গ। পণ্যের সমগ্র কুহেলিকা, পণ্যত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যকে ঘিরে রাখে যত ইন্দ্রজাল—উৎপাদনের অন্য ধরনের সময় তার কিছুই থাকে না।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে রবিন্‌সন্ ক্রুশোর অভিজ্ঞতা একটি প্রিয় বিষয়।[১] তার দ্বীপে তার দিকে একবার তাকানো যাক। যদিও ক্রুশোর চাহিদা খুব কম, তবু তারও কিছু অভাব পূরণ করতে হয়, সেজন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাব তৈরী, ছাগল পোষা, মাছ ধরা এবং শিকার প্রভৃতি নানা ধরনের কিছু কিছু কাজও তাকে করতে হয়। উপাসনা প্রভৃতি ধরছি না, কারণ সেগুলি তার আমোদ-প্রমোদের সূত্র এবং ঐ জাতীয় কাজগুলিকে সে অবসর সময়ের চিত্ত বিনোদন হিসেবেই দেখে। তার কাজের এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সে জানে যে তার শ্রমের ধরন যাই হোক না কেন, তার সমস্ত শ্রমই এক রবিনসন্ ক্রুশোর শ্রম, সুতরাং তা মনুষ্য শ্রমের বিভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সে তার সময়ের যথাযথ বণ্টন করতে বাধ্য হয়। সমস্ত কাজের মধ্যে কোন্ কাজের জন্য সে বেশি সময় দেবে আর কোন্ কাজের জন্য কম সময় দেবে তা নির্ভর করে যে কাজের যা উদ্দেশ্য তা সফল করবার জন্য কম কিংবা বেশি কত বাধা অতিক্রম করতে হবে তার উপরে। আমাদের বন্ধু এই রবিনসন সত্বরই অভিজ্ঞতা থেকে শেখে, একটি ঘড়ি, একটি জমাখরচের খাতা, কলম এবং কালি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করে খাঁটি ব্রিটনের মত কয়েকটি খাতা তৈরী করতে আরম্ভ করে। তার খরচায় সে

১. এমনকি রিকার্ডোর মধ্যেও পাওয়া যায় রবিন্সন-জাতীয় গল্প। "তাঁর লেখায় আদিম শিকারী এবং আদিম ধীবর দেখা দেয় পণ্যের মালিক হিসেবে। তারা বিনিময় করে শিকার-লব্ধ পশু আর ধৃত মৎস্য। বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয় পশু আর মৎস্যের মধ্যে বিধৃত শ্রম-সময়ের দ্বারা। এই ভাবে তিনি তাদের দিয়ে ইতিহাসের পরের কাজটি আগেভাগেই করিয়ে রাখেন। শিকারী আর ধীবর তাদের হাতিয়ার ইত্যাদির হিসেব করে ১৮১৭ সালের লণ্ডন এক্সচেঞ্জ-এর দাম অনুযায়ী। যে বুর্জোয়া "কর্মটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেটি ছাড়া একমাত্র মিঃ ওয়েন-এর প্যারালালোগ্রাম ই তাঁর চোখে সমাজের একমাত্র 'ফর্ম' বলে প্রতীয়মান হয়।" (কার্ল মার্কস, "Zur Kritik, Etc." পৃঃ ৩৮, ৩৯)

টুকে রাখে তার হাতে কি কি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য আছে, ওসব তৈরি করতে তার কি কি কাজ করতে হবে, এবং সর্বশেষে কোন উৎপাদনে গড়ে কত সময় তার লাগে, এই সবের একটি তালিকা। রবিন্সনের সঙ্গে তার সৃষ্ট এই সমস্ত সম্পদের যত সম্পর্ক আছে তা এত সরল এবং এত স্পষ্ট যে সেগুলি টেইলর সাহেবও তা অনায়াসে বুঝতে পারেন। অতএব, এই সম্পর্কের ভিতরই মূল্য নির্ধারণের জন্য যা কিছু অপরিহার্য তার হদিশ পাওয়া যায়।

এখন একবার আলোকস্নাত রবিন্সনের দ্বীপ থেকে ইউরোপের তিমিরাচ্ছন্ন মধ্যযুগের দিকে চোখ ফেরানো যাক। এখানে স্বাধীন মানুষটির পরিবর্তে পাই ভূমিদাস আর ভূস্বামী, জায়গীরদার আর সামন্তরাজ, শিষ্য এবং পাদ্রী; প্রত্যেকেই পরনির্ভরশীল। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক এখানে ব্যক্তিগত পরাধীনতা দ্বারা চিহ্নিত, এই উৎপাদনের ভিত্তিতে সমাজের আর যা কিছু গড়ে উঠেছে তারও এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত পরাধীনতা এই সমাজের ভিত্তি, সুতরাং শ্রমের এবং শ্রমজাত দ্রব্যের পক্ষে এখানে বাস্তবতাবর্জিত কোন পৌত্তলিক রূপ গ্রহণ করার আবশ্যকতা নেই। এখানকার সামাজিক আদান প্রদানে সরাসরি শ্রম দিয়ে দ্রব্য পেতে হয়। শ্রমের প্রত্যক্ষ সামাজিক রূপ এখানে তার বিশিষ্ট স্বাভাবিক রূপে বিরাজিত, পণ্যময় সমাজের মতো নির্বিশিষ্ট সাধারণ রূপে নয়। পণ্যপ্রসূ শ্রমের মত বাধ্যতামূলক শ্রমও সময় দিয়ে ঠিকমতো মাপ হয়; কিন্তু প্রত্যেক ভূমিদাসই জানে তার ভূস্বামীকে সে যত শ্রম দিয়েছে তা তার ব্যক্তিগত শ্রমশক্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ। পুরোহিতকে যে প্রণামী দিতে হয় তা তাঁর আশীর্বাদের চেয়ে অধিকতর বাস্তব। এই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই হোক না কেন, শ্রমরত ব্যক্তি-সমূহের সামাজিক সম্পর্ক এখানে সর্বদাই তাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্করূপেই দেখা দেয়, শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যসমূহের ভিতরকার সামাজিক সম্পর্কের ছদ্মবেশ ধারন করে না।

সমবেত এবং প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত শ্রমের উদাহরণ দেখবার জন্য সমস্ত জাতির সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমাবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত সেই শ্রমরূপের দিকে ফিরে যাবার কোন সুযোগ আমাদের নেই।[১] আমাদের হাতের কাছে একটি উদাহরণ

১. বিদেশে এমন একটা হাস্যকর ধারণা গড়ে উঠেছে যে 'সাধারণ সম্পত্তি' ব্যাপারটি তার আদিমরূপে কেবল স্লাভ কিংবা রুশদের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যে রোমান, টিউটন এবং কেল্ট-দের মধ্যেও তার অস্তিত্ব ছিল; ভগ্নাবস্থায় হলেও এর কিছু কিছু চিহ্ন এখনো ভারতে দেখা যায়। এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের, সাধারণ সম্পত্তির বিভিন্ন রূপের গবেষণা যখন আরও ভালোভাবে হবে তখন দেখতে পাওয়া যাবে যে রূপগত বৈচিত্র্য থেকে তার অবসানেরও বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে। যেমন, রোমান এবং টিউটন্ ব্যক্তিগত

আছে, সেটি হচ্ছে কৃষক পরিবারের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত শিল্প, যা থেকে শস্য, গবাদি পশু, সুতো, ছিট এবং পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী হয় নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য। এই সমস্ত দ্রব্যই পরিবারের নিজস্ব শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য কিন্তু পরিবারস্থ ব্যক্তির কাছে এগুলো পণ্য নয়। এই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে যে বিভিন্ন ধরনের শ্রম আছে, যথা ভূমিকর্ষণ, পশুপালন, সূত্রবয়ন, বস্ত্রবয়ন এবং দেহবাস সীবন প্রভৃতি প্রত্যেকটিই অবিকল প্রত্যক্ষ সামাজিক কাজ; কারণ, এগুলি হলো পরিবারের ভিতর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, ঠিক যেমন পণ্যময় সমাজেও স্বতস্ফূর্তভাবে বিকশিত শ্রমবিভাগ। পরিবারের ভিতর কে কোন শ্রম কত পরিমাণে করবে, তা নির্ধারিত হয় যেমন বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদ অনুসারে, তেমনি ঋতু-ভেদে প্রাকৃতিক অবস্থার বৈচিত্র অনুযায়ীও। এক্ষেত্রে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রমশক্তি, স্বভাবতই পরিবারের সমগ্র শ্রমশক্তির একটি অংশ; সুতরাং, শ্রমের জন্য কে কত সময় ব্যয় করল সেই সময় দিয়ে যখন সবার শ্রমের পরিমাপ করা হয় তখন স্বভাবতই শ্রমের সামাজিক চরিত্র মেনে নেওয়া হয়েছে।

এবার ছবিটা একটু পরিবর্তন করে ধরে নেওয়া যাক যে একাধিক স্বাধীন ব্যক্তি সমবেত হয়ে একটা গোষ্ঠী তৈরী করেছে, তারা যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে উৎপাদন চালাচ্ছে তারা সমবেতভাবে তার মালিক, এই সমস্ত ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ শ্রম-শক্তি সচেতনভাবে সমগ্র গোষ্ঠীর সমবেত শক্তিরূপে প্রয়োগ করছে। এখানে রবিনসনের শ্রমের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বর্তমান, পার্থক্য কেবল এই যে এদের শ্রম ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক, রবিনসন যা কিছু তৈরী করেছে তা-ই তার ব্যক্তিগত শ্রমের ফল, সুতরাং তা শুধুমাত্র তার নিজস্ব ভোগের বস্তু। আমাদের ঐ গোষ্ঠীর সমস্ত দ্রব্য সামাজিক পদার্থ। তার একাংশ ব্যবহৃত হয় পুনরায় উৎপাদনের জন্য এবং তার সামাজিক সামগ্রী থাকে অব্যাহত। কিন্তু অপর অংশটি সদস্যদের জীবনধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এদের মধ্যে এই অংশের ভাগ-বাঁটোয়ারা প্রয়োজন। এই ভাগ-বাঁটোয়ারা কিভাবে হবে তা নির্ভর করে গোষ্ঠীর উৎপাদন কিভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং উৎপাদনকারীরা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সূত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার উপরে। কেবল পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করবার জন্য ধরে দেওয়া যাক যে প্রত্যেকটি উৎপাদনকারী জীবনধারণের জন্য ব্যক্তিগত-ভাবে ঠিক সেই অনুপাতে প্রাপ্য পাচ্ছে, যে অনুপাতে সে শ্রমসময় দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে শ্রমসময়ের ভূমিকা দ্বিবিধ। একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিকল্পনা অনুসারে তার বণ্টন গোষ্ঠীর বিভিন্ন কাজ এবং বিভিন্ন অভাব এর সঙ্গে একটা অনুপাত রক্ষা করে চলে। সঙ্গে সঙ্গে, এই শ্রম-সময় দিয়েই ঠিক করা হয় যে গোষ্ঠীর সমগ্র শ্রমের কতটা অংশ একজন দিয়েছে এবং যে সমস্ত জিনিস সকলেরই ভোগে লাগবে তার

সম্পত্তির বিভিন্ন আদিমরূপ ভারতীয় সাধারণ সম্পত্তির বিভিন্ন রূপ থেকে অনুমেয়। (কার্ল মার্কস, Zur Kritik পৃঃ ১০)

কতটা অংশ এক ব্যক্তির পাওনা। তাদের শ্রম এবং শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য এই উভয় বিষয়েই উৎপাদনকারীদের সামাজিক সম্পর্ক এখানে সম্পূর্ণ সরল এবং বোধগম্য এবং কেবল উৎপাদনেই নয়, বণ্টনেও।

ধর্মীয় জগৎটা বাস্তব জগতেরই প্রতিফলন। পণ্যোৎপাদন যে সমাজের ভিত্তি, সে সমাজে উৎপাদনকারীরা শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যকে পণ্য এবং মূল্যস্বরূপ ব্যবহার করে নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক রচনা করে বলে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত শ্রম সমজাতিক মনুষ্যশ্রমে পরিণত হয়, এরূপ সমাজের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ধর্ম হল অমূর্ত মানববন্দনার বাণী প্রচারক খ্রীষ্টধর্ম, বিশেষতঃ তার বুর্জোয়া যুগের রূপগুলি, যেমন প্রটেস্টাণ্ট মতবাদ, ঈশ্বরবাদ প্রভৃতি। আমরা জানি যে প্রাচীন এশীয় উৎপাদন-পদ্ধতিতে এবং অন্যান্য প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তর এবং তার ফলে মানুষেরও পণ্যে রূপান্তরণ সমাজে গৌণ স্থান লাভ করেছিল, অবশ্য আদিম গোষ্ঠীসমাজগুলি যতই ভাঙনের মুখে এগোতে লাগল ততই পণ্যে রূপান্তরণের এই ব্যাপারটা বেশী বেশী গুরুত্ব লাভ করতে থাকল। বাণিজ্য প্রধান জাতি বলতে যথার্থ অর্থে যে-সব জাতিকে বোঝায় তাদের অস্তিত্ব ছিল প্রাচীন জগতের ফাঁকে-ফাঁকে, ইণ্টারমুণ্ডিয়াতে এপিকিউরাসের দেবদেবীর মতো অথবা পোলিশ সমাজের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত ইহুদীদের মতো। প্রাচীন সমাজে উৎপাদনের সেই সামাজিক সংগঠনগুলি ছিল বুর্জোয়া সমাজের তুলনায় অত্যন্ত সরল এবং স্বচ্ছ। কিন্তু তার ভিত্তি ছিল ব্যক্তি-মানুষের অপরিণত বিকাশের উপরে—যে মানুষ আদিম গোষ্ঠীসমাজের শহরবাসীদের সঙ্গে তখনো ছিন্ন করতে পারেনি তার নাড়ীর বন্ধন অথবা তার ভিত্তি ছিল সরাসরি বশ্যতামূলক সম্পর্কসমূহের উপরে। এই ধরনের সংগঠনের উদ্ভব এবং অস্তিত্ব কেবল তখনি সম্ভব, যখন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি একটি নিচুস্তরের উপরে উঠতে সক্ষম হয়নি এবং তার ফলে বাস্তব জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং মানুষে প্রকৃতিতে সম্পর্কও অনুরূপভাবে সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণতার প্রতিফলন প্রাচীনকালের প্রকৃতি পূজায় এবং অন্যান্য লৌকিক ধর্মমতে। যাই হোক বাস্তব জগতের ধর্মীয় প্রতিক্ষেপণের চূড়ান্ত অবসান ঘটতে পারে কেবল তখনি যখন দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটি হয়ে দাঁড়াবে সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং যুক্তিসঙ্গত।

উৎপাদনে যখন স্বাধীনভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং তার নিয়ন্ত্রণ চলবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সচেতনভাবে, তার আগে বাস্তব উৎপাদন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে জীবনধারা থেকে কুজ্ঝটিকার আবরণ অপসারিত হবে না। অবশ্য, সমাজে তার জন্য চাই উপযুক্ত ক্ষেত্র-প্রস্তুতি এবং অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি। আবার তারও উদ্ভব ঘটবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুদীর্ঘ এবং যন্ত্রণাময় ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে।

রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্র, অবশ্য, মূল্য এবং তার পরিমাণ বিশ্লেষণ করেছে, তা সে বিশ্লেষণ যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন[১] ; এই দুটো রূপের মূলে কি আছে অর্থনীতি তাও আবিষ্কার করেছে। কিন্তু অর্থশাস্ত্র এ প্রশ্ন একবারও জিজ্ঞাসা করেনি যে কেন শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য দ্বারা শ্রমের পরিচয় দেওয়া হয় এবং মূল্যের পরিমাণ

১. মূল্যের পরিমাপ সম্বন্ধে রিকার্ডোর বিশ্লেষণই সবচেয়ে ভালো ; তবে তার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে তার গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে। মূল্য সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে চিরায়ত অর্থনীতিবিদ্‌দের দুর্বলতা এই যে তাঁরা কখনো সুস্পষ্টরূপে এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবে শ্রমের এই দুই রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখান নি : শ্রম যা মূল্যের ভিতর থাকে এবং ঐ একই শ্রম যা আবার ব্যবহার মূল্যের ভিতরও থাকে। অবশ্য, কার্যতঃ এ পার্থক্য করা হয়েছে, কেননা, তারা একবার দেখিয়েছেন শ্রমের পরিমাণ-গত দিক এবং আর একবার দেখিয়েছেন তার গুণগত দিক। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে শ্রমের পরিমাণগত সমতার মধ্যেই উহ্য আছে তার গুণগত অভিন্নতা অর্থাৎ নির্বিশেষে মনুষ্য-শ্রমে তার রূপায়ণ। উদাহরণস্বরূপ রিকার্ডো বলেন যে, তিনি ডেস্টাট দ্য ত্রেসির সঙ্গে এ বিষয়ে একমত : "যেহেতু এটা সুনিশ্চিত যে আমাদের একমাত্র আদি ধন হল আমাদের শারীরিক ও নৈতিক ক্ষমতাগুলি, সেহেতু সেগুলির নিয়োগ, অর্থাৎ কোন-না-কোন ধরনের শ্রমই, হচ্ছে আমাদের একমাত্র আদি বিত্ত ; আমরা যেসব জিনিসকে বলি ধন তা সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র এই নিয়োগ থেকেই।... এটাও নিশ্চিত যে, ঐ সমস্ত জিনিসগুলি কেবল সেই শ্রমেরই প্রতিনিধিত্ব করে, যে-শ্রম তাদের সৃষ্টি করেছে ; এবং যদি তাদের একটি মূল্য থাকে, কিংবা দুটি বিভিন্ন মূল্য থাকে, তা হলে তারা সেই মূল্য পেয়ে থাকতে পারে কেবল যে-শ্রম থেকে তাদের উদ্ভব ঘটে, সেই শ্রমের মূল্য থেকেই।" (রিকার্ডো, 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি', লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ৩৩৪)। আমরা কেবল এখানে এটাই বলতে চাই যে, রিকার্ডো ডেস্টাটের কথাগুলির উপরে নিজের গভীরতর ব্যাখ্যা আরোপ করেছেন। ডেস্টাট যা বলেছেন, আসলে এই এক দিকে, ধন বলতে যেসব জিনিস বোঝায়, তা সবই, যে-শ্রম তাদের সৃষ্টি করে, সেই শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে ; কিন্তু, অন্য দিকে, তারা তাদের "দুটি বিভিন্ন মূল্য" (ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য) অর্জন করে "শ্রমের মূল্য" থেকে। তিনি এই ভাবে হাতুড়ে অর্থনীতিবিদরা যে-মামুলি ভুল করে থাকেন, সেই একই ভুল করেন, যাঁরা একটি পণ্যের (এক্ষেত্রে শ্রমের) মূল্য ধরে নেন বাকি সব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য। কিন্তু রিকার্ডো ব্যাখ্যা করেন যেন ডেস্টাট বলেছেন যে, (শ্রমের মূল্য নয়) শ্রমই ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য—উভয় মূল্যের মধ্যে মূর্ত হয়।

বোঝানো হয় শ্রম-সময় দ্বারা।[১] এই দুটো সমীকরণের মধ্যে নিঃসন্দেহে এই সত্যই চিহ্নিত হয়ে আছে যে এগুলো যে সমাজের জিনিস, সে সমাজে উৎপাদনের পদ্ধতির উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই, উৎপাদনের পদ্ধতিই সেখানে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা মনে করেন যে উৎপাদনক্ষম শ্রমের মতই

যাই হোক, রিকার্ডো নিজেই শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের উপরে—যা মূত হয় দ্বিবিধ ভাবে, তার উপরে—এত কম গুরুত্ব আরোপ করেন যে, তিনি তাঁর "মূল্য এবং ধন, তাদের পার্থক্যসূচক গুণাবলী" সংক্রান্ত অধ্যায়টিকে নিয়োগ করেছেন জে-বি-সে'র মত তুচ্ছ খুঁটিনাটির শ্রমসাধ্য পর্যালোচনায়। এবং পরিশেষে তিনি বিস্মিত হয়ে যান এই দেখে যে ডেস্টাট একদিকে তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, শ্রমই হল মূল্যের উৎস, এবং অন্য দিকে জে-বি-সে'র মূল্য সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গেও ঐকমত প্রকাশ করেন।

১. চিরায়ত অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ব্যর্থতা এই যে, যে-রূপের মাধ্যমে মূল্য বিনিময়-মূল্য হয়ে ওঠে, তাঁরা পণ্য এবং বিশেষ করে পণ্য-মূল্য বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে কখনই সেই রূপটিকে আবিষ্কার করতে পারেননি। এমনকি, এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি অ্যাডাম স্মিথ্ এবং রিকার্ডো মূল্যের রূপের উপরে কোন তাৎপর্য আরোপ করেননি, যেন পণ্যের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এর কারণ শুধু এই নয় যে মূল্যের পরিমাণ বিশ্লেষণের প্রতিই তাদের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এর কারণ আরও গভীর। শ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যরূপটি কেবলমাত্র তার নিষ্কর্ষিতরূপই নয়, তার সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন রূপও বটে, মূল্যরূপ সেই উৎপাদনকে সামাজিক উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত করে তার ফলে সেই বুর্জোয়া উৎপাদন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্র লাভ করে। সুতরাং, আমরা যদি এই ধরনের উৎপাদনকে প্রকৃতি-কর্তৃক নির্ধারিত সমাজের সর্বস্তরের চিরন্তন সত্য বলে গণ্য করি, তাহলে স্বভাবতই আমরা মূল্যরূপের, ফলতঃ পণ্যরূপের, এবং তার পরবর্তী পরিণত রূপ অর্থ এবং মূলধন প্রভৃতির চরিত্রের যা কিছু বিশেষত্ব তা উপেক্ষা করতে বাধ্য। কাজেই আমরা দেখতে পাই, যে-সমস্ত অর্থনীতিবিদ্ পুরোপুরি মানেন যে শ্রম-সময়ের দ্বারাই মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়, তাঁরাও পণ্যের সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রী যে অর্থ, তার সম্বন্ধে অদ্ভুত এবং পরস্পর-বিরোধী ধারণা পোষণ করেন। এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ব্যাংকিং সম্বন্ধে তাদের আলোচনায়, এক্ষেত্রে অর্থ সম্বন্ধে হাতুড়ে সংজ্ঞা একেবারেই অচল। তার ফলে (গ্যানিল্ প্রভৃতির) বাণিজ্যবাদী মতবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এই মতবাদ অনুসারে মূল্য কেবল একটি সামাজিক রূপ অথবা তার অশরীরী ছায়ামূর্তি। আমি শেষবারের মত একথা বলে রাখতে চাই যে, চিরায়ত অর্থনীতি বলতে আমি সেই অর্থনীতিই বুঝি যা উইলিয়ম

ঐ সমীকরণ স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই গীর্জার পাদ্রীরা খ্রীস্টধর্মের রূপের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহকে যে-চোখে দেখেন, বুর্জোয়া সামাজিক উৎপাদনের পূর্ববর্তী সামাজিক উৎপাদনের রূপগুলিকে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা সেই চোখেই দেখে থাকেন।[১]

পণ্যের ভিতর যে কুহেলিকা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং শ্রমের সামাজিক চরিত্র যে ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্ত হয়, তা কোন কোন অর্থনীতিবিদদের মনে কতখানি বিভ্রান্তি উৎপাদন করেছে, তা বেশ বোঝা যায় যখন দেখি যে বিনিময়-মূল্য রচনার প্রাকৃতিক অবদান কতখানি এই নিয়েও তাঁরা শুষ্ক এবং ক্লান্তিকর বিতর্কে মেতে উঠেছেন। যেহেতু বিনিময়-মূল্য হচ্ছে প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে কি পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ করবার একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পদ্ধতি, সেহেতু বিনিময়-মূল্য নির্ধারণে প্রকৃতির কোন ভূমিকা নেই, যেমন বিনিময়ের ধারা নির্ধারণেও তার কোন ভূমিকা নেই।

যে উৎপাদন-পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যরূপ ধারণ করে, অর্থাৎ সরাসরি বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন হয়, তা বুর্জোয়া উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা সাধারণ এবং ভ্রূণাকার রূপ। তাই

পেটির আমল থেকে বুর্জোয়া সমাজের প্রকৃত উৎপাদন-সম্পর্ক বিচার করেছে, কিন্তু হাতুড়ে অর্থনীতি দেখেছে কেবল যা উপর উপর দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি বহু পূর্বে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করেছে কেবল তারই চর্বিত চর্বণ করে এবং বুর্জোয়াদের দৈনন্দিন তারই ভিতর খোঁজে অপরিচিত ঘটনাবলী সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ; কিন্তু তাছাড়া তার একমাত্র কাজ হল, বুর্জোয়াদের কাছে যে জগৎটি সর্বপ্রকার সম্ভাব্য জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বুর্জোয়া জগৎ সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের নিজেদের যা ধারণা তাই পণ্ডিতী চালে প্রণালীবদ্ধভাবে সাজানো এবং তাকেই চিরন্তন সত্য বলে জাহির করা।

১. "Les economistes ont une singuliere maniere de proceder Il n'y a pour eux que deux sortes d'institutions, celles de l'art et celles de la nature. Les institutions de la feodalite sont des institutions artificielles, celles de la bourgeoisie sont des institutions naturelles. Ils ressemblent en ceci aux theologiens, qui exu aussi etablissent deux sortes de religions. Toute religion qui n'est pas la leur, est une invention des hommes, tandis que leur propre religion est une emanation de Dieu—Ainsi il y a eu de l'histoire mais il n'y en a plus." (Karl Marx. Misere de la philosophie, Repones a la philosophie de la Misere par M. proudhon, 1847. P. 113). এম. বাস্তিয়ত কিন্তু বস্তুতঃই কৌতুকজনক। তাঁর ধারণা, প্রাচীনকালের গ্রীকরা

ইতিহাসে তার আবির্ভাব ঘটেছে অনেক আগেই, যদিও আজকালকার মতো এমন আধিপত্যশীল ও বিশিষ্ট চরিত্র তখন তার ছিল না। কাজেই তখন তার পৌত্তলিক চরিত্র উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু যখন আমরা তাকে আরো মূর্তরূপে

আর রোমানরা কেবল লুণ্ঠনবৃত্তি করেই জীবিকা চালাত। কিন্তু মানুষ যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেবল লুণ্ঠনই চালায় তখন দখল করার মতো কিছু তো হাতের কাছে থাকতেই হবে; লুণ্ঠনের সামগ্রীগুলিকে ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হতেই হবে। অতএব গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যেও একটা উৎপাদন-ব্যবস্থা অর্থাৎ একটা অর্থনীতি নিশ্চয়ই ছিল। তাদের জগতের সেটাই ছিল বৈষয়িক ভিত্তি যেমন আমাদের আধুনিক জগতের বৈষয়িক ভিত্তি হচ্ছে বুর্জোয়া অর্থনীতি। অথবা বাস্তিয়াত হয়তো এটাও বলে থাকতে পারেন যে, গোলামির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে উৎপাদন-পদ্ধতি তা লুণ্ঠনেরই নামান্তর। সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু বিপজ্জনক জায়গায় পা বাড়াচ্ছেন। গোলাম-শ্রমের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে যদি অ্যারিস্ততলের মতো একজন বিরাট চিন্তাবিদের ভুল হতে পারে, তা হলে মজুরিশ্রমের তাৎপর্য উপলব্ধি ব্যাপারে বাস্তিয়াতের মতো একজন বামন চিন্তাকারের ভুল হবে না কেন?—এই সুযোগে আমি আমেরিকার একটি জার্মান পত্রিকা আমার বই "জুর ক্রিটিক ডের পলিটিক্যাল ইকোনমি"র বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছে, সংক্ষেপে তার উত্তর দিচ্ছি। ঐ পত্রিকার মতে, আমার এই বক্তব্য যে, প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার আনুষঙ্গিক উৎপাদন-সম্পর্কই, এক কথায় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই, হল সেই আসল ভিত্তি যার উপরে আইনগত ও রাজনৈতিক উপরি কাঠামো গড়ে ওঠে এবং যার সঙ্গে তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ সামাজিক চিন্তা-প্রণালীর উদ্ভব ঘটে, উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণ ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন নির্ধারণ করে—এই সবই আমাদের কালের পক্ষে, যে-কালে বৈষয়িক স্বার্থের প্রাধান্য, সেই কালের পক্ষে সঠিক, কিন্তু মধ্যযুগে, যে-যুগে ক্যাথলিক ধর্মের ছিল একাধিপত্য কিংবা এথেন্স ও রোমের পক্ষে, যেখানে রাজনীতি ছিল সর্বেসর্বা, সেখানে সঠিক নয়। প্রথমতঃ কারো পক্ষে এটা ভাবা অদ্ভুত যে মধ্যযুগ ও প্রাচীন যুগ সম্পর্কে ঐ বস্তাপচা বুলিগুলি অন্যান্যের কাছে অপরিজ্ঞাত। অন্ততঃ এটা পরিষ্কার যে মধ্যযুগ বা প্রাচীন যুগ ক্যাথলিক ধর্ম বা রাজনীতি খেয়ে বেঁচে থাকেনি। বরং, তারা কিভাবে তাদের জীবিকা অর্জন করত, তা থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন একজায়গায় ক্যাথলিক ধর্ম, অন্যত্র রাজনীতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাকিটার জন্য, রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ই যথেষ্ট; সেটুকু থাকলেই জানা যাবে, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, তার গোপন ইতিবৃত্ত হল ভূমিগত সম্পত্তির ইতিবৃত্ত। অন্য দিকে অনেক দিন আগের ডন কুইক্সোটকে তার এই ভ্রান্ত কল্পনার জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল যে, 'নাইট'-সুলভ অভিযান বুঝি সমাজের সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক রূপের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দেখি, তখন এই বাহ্য সরলতাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থ ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হলো কোথা থেকে? সোনা এবং রূপো অর্থরূপে ব্যবহৃত হবার সময় অর্থবিনিময়ের ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনকারীদের সামাজিক সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলেনি, ফুটিয়ে তুলেছে অদ্ভুত সামাজিক গুণের অধিকারী প্রাকৃতিক পদার্থ-রূপে। যে আধুনিক অর্থশাস্ত্র অর্থব্যবহারের ব্যবস্থাকে এত ঘৃণার চোখে দেখে, তার অন্ধবিশ্বাস কি মূলধনের আলোচনার মধ্যে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি? খাজনার উৎপত্তি সমাজে নয়, জমিতে—প্রকৃতি-তন্ত্রীদের (ফিজিওক্র্যাটদের) এই ভ্রান্ত ধারণা অর্থশাস্ত্র কদিন হলো বর্জন করেছে?

কিন্তু পরের কথা পরে হবে, আপাততঃ আমরা পণ্যরূপের আর একটা উদাহরণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। পণ্যের যদি ভাষা থাকতো তবে বলতো: আমাদের ব্যবহার-মূল্য মানুষের চিত্তাকর্ষণ করার মতো একটি জিনিস হতে পারে। এটা আমাদের কোন বস্তুগত অংশ নয়। বস্তুরূপে আমাদের যা আছে তা হচ্ছে আমাদের মূল্য। পণ্যস্বরূপ আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকেই তার প্রমাণ মেলে। নিজেদের পরস্পরের চোখে আমরা বিনিময় মূল্য ছাড়া আর কিছুই নই। এবার শুনুন অর্থনীতিবিদদের মুখ দিয়ে পণ্য কি কথা বলায়:

"মূল্য (অর্থাৎ বিনিময়মূল্য) হচ্ছে জিনিসের ধনসম্পদ (অর্থাৎ ব্যবহারমূল্য) মানুষের গুণ। এই অর্থে মূল্য অবশ্যই বিনিময়-সাপেক্ষ, ধনসম্পদ কিন্তু তা নয়।[১] "ধনসম্পদ (ব্যবহারমূল্য) হল মানুষের গুণ, মূল্য হল পণ্যের গুণ। একজন মানুষ বা একটি সম্প্রদায় ধনবান কিন্তু একটি মুক্তা বা হীরা হল মূল্যবান।... মুক্তা বা হীরা হিসাবেই একটি মুক্তা বা একটি হীরা মূল্যবান"[২] এ পর্যন্ত কোন রসায়ন-বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি একটি মুক্তা বা একটি হীরার মধ্যকার বিনিময়মূল্য আবিষ্কার করা। যাই হোক এই রাসায়নিক উৎপাদনটির অর্থ নৈতিক আবিষ্ক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছে যে কোন সামগ্রীর ব্যবহারমূল্য তার বস্তুগত গুণাবলী থেকে নিরপেক্ষ এবং ঐ সামগ্রীটিই তার ব্যবহারমূল্যের অধিকারী, অপর পক্ষে তার মূল্য কিন্তু বস্তু হিসেবেই তারই অংশ বিশেষ। এটা আরও সমর্থিত হয় এই বিশিষ্ট ঘটনার দ্বারা যে কোন সামগ্রীর ব্যবহার মূল্য বাস্তবায়িত হয় বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াই, তা বাস্তবায়িত হয় ঐ সামগ্রী এবং মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্বারা কিন্তু, অন্য দিকে, তার মূল্য কিন্তু বাস্তবায়িত হয় কেবল বিনিময়ের মাধ্যমেই অর্থাৎ একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। এই প্রসঙ্গে কার না মনে পড়ে আমাদের বন্ধুবর ডগবেরির কথা

১. অর্থনীতিতে কতকগুলি শব্দগত বিতর্ক সম্বন্ধে মতামত—বিশেষতঃ মূল্য এবং চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে।" লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ১৬।

২. এস, বেইলি l.c. পৃঃ ১৬৫।

তার প্রতিবেশী সীকোলকে ডেকে বলেছিল, "লক্ষ্মীমন্ত হওয়া ভাগ্যের দান কিন্তু লেখাপড়া আসে স্বভাব থেকে।"[১]

১. 'অবজার্ভেশনস'-এর লেখক এবং এস. বেইলি রিকার্ডোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে তিনি বিনিময়-মূল্যকে আপেক্ষিক সত্তা থেকে অনাপেক্ষিক সত্তায় পরিণত করেছেন। প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত। তিনি হীরা, স্বর্ণ প্রভৃতি বস্তুর বাহ্য সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেছেন, এই সম্পর্কের মধ্যে তাদের আত্মপ্রকাশ হয় বিনিময়-মূল্য রূপে, তারপর তিনি আবিষ্কার করেছেন বাহ্যরূপের পিছনে লুকানো প্রকৃত সম্পর্কটি অর্থাৎ কেবল মনুষ্যশ্রমের অভিব্যক্তিরূপে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটি। রিকার্ডোর শিষ্যরা যদি বেইলির জবাবে কিছু বোঝাতে না পেরে কিছু কড়া কথা বলে থাকেন তো তার কারণ হচ্ছে এই যে, মূল্য এবং বিনিময় মূল্যরূপে তার আত্মপ্রকাশ, এই দুয়ের মধ্যে যে গূঢ় সম্পর্ক বর্তমান তার কোন সূত্র তাঁরা খুঁজে পাননি রিকার্ডোর নিজ গ্রন্থের মধ্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বিনিময় ॥

এটা পরিষ্কার যে পণ্যেরা নিজেরা বাজারে যেতে পারে না এবং নিজেরাই নিজেদের বিনিময় করতে পারে না। সুতরাং আমাদের যেতে হবে তাদের অভিভাবকবৃন্দের কাছে; এই অভিভাবকেরাই তাদের মালিক। পণ্যেরা হল দ্রব্যসামগ্রী, সুতবাং মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্ষমতা তাদের নেই। যদি তাদের মধ্যে বিনিময়ের অভাব দেখা দেয়, তা হলে সে বলপ্রয়োগ করতে পারে অর্থাৎ সে তাদের দখল নিয়ে নিতে পারে।[১] যাতে করে এই দ্রব্যসামগ্রীগুলি পণ্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময়ের সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য তাদের অভিভাবকদেরই তাদেরকে স্থাপন করতে হবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে; তাদের অভিভাবকেরাই হচ্ছে সেই ব্যক্তিরা যাদের ইচ্ছায় তারা পরিচালিত হয়, অভিভাবকদের কাজ করতে হবে এমন ভাবে যাতে একজনের পণ্য অন্য জন আত্মসাৎ না করে এবং পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত একটি প্রক্রিয়া ছাড়া কেউ তার পণ্যকে ছেড়ে না দেয়। সুতরাং অভিভাবকদের পরস্পরকে স্বীকার করে নিতে হবে ব্যক্তিগত স্বত্বের অধিকারী বলে। এই আইনগত সম্পর্কই আত্ম-প্রকাশ করে চুক্তি হিসেবে—তা সেই আইনগত সম্পর্কটি কোন বিকশিত আইন-প্রণালীর অঙ্গ হোক, বা না-ই হোক, এই আইনগত সম্পর্কটি দুটি অভিপ্রায়ের মধ্যকার বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই অর্থ-নৈতিক সম্পর্কটিই নির্ধারণ করে দেয় এই ধরনের প্রত্যেকটি আইনগত প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু।[২] ব্যক্তিদের উপস্থিতি এখানে কেবল পণ্যসমূহের প্রতিনিধি তথা

---

১. ধর্মনিষ্ঠার জন্য যে শতাব্দীটি এত বিশিষ্ট, সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে পণ্যসম্ভারের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম জিনিসকেও ধরা হত। ঐ শতাব্দীর একজন ফরাসী কবি লঁদিত-এর বাজারে প্রাপ্তব্য দ্রব্যাদির বিবরণ দিতে গিয়ে কেবল কাপড়, জুতো, চামড়া, চাষের যন্ত্রপাতির কথাই বলেন নি, সেই সঙ্গে তিনি "femmes folles de leur corps"-এর কথাও বলেছেন।

২. পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আইনগত সম্পর্কসমূহ থেকেই প্রুঁধো তাঁর 'ন্যায়' সংক্রান্ত 'শাশ্বত ন্যায়' ('justice eternelle') সংক্রান্ত ধারণাটি গ্রহণ করেন।, এই ভাবে সমস্ত সৎ নাগরিকদের প্রবোধ দিয়ে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা উৎপাদনের ব্যবস্থা হিসেবে 'ন্যায়'-এর মতোই শাশ্বত।

মালিক হিসাবে। আমাদের অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাব যে অর্থনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যেসব চরিত্র আবির্ভূত হয়, সেসব চরিত্র তাদের নিজেদের মধ্যে যে অর্থনীতিগত সম্পর্কগুলি থাকে, সেই সম্পর্কগুলিরই ব্যক্তিরূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যে ঘটনাটি একটি পণ্যকে তার মালিক থেকে বিশেষিত করে, তা প্রধানতঃ এই যে, পণ্যটি বাকি প্রত্যেকটি পণ্যকে তার নিজেরই মূল্যের দৃশ্যরূপ বলে দেখে থাকে। সে হল আজন্ম সমতাবাদী ও সর্ব-বিবাগী, অন্য যে কোনো পণ্যের সঙ্গে সে কেবল তার আত্মাটিকে নয়, দেহটিকেও বিনিময় করতে সর্বদাই প্রস্তুত—সংশ্লিষ্ট পণ্যটি যদি এমনকি ম্যারিটর্নে'স থেকেও কুরূপা হয়, তা হলেও কিছু এসে যায় না। পণ্যের মধ্যে বাস্তববোধ সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ের এই যে অভাব, তার মালিক সে অভাবের ক্ষতিপূরণ করে দেয় তার নিজের পাঁচটি বা পাঁচটিরও বেশি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। তার কাছে তার পণ্যটির তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবহারমূল্য নেই। তা যদি থাকত, তা হলে সে তাকে বাজারে নিয়ে আসত না। পণ্যটির ব্যবহারমূল্য আছে অন্যদের কাছে, কিন্তু তার মালিকদের কাছে তার একমাত্র প্রত্যক্ষ ব্যবহারমূল্য আছে বিনিময়-মূল্যের আধার হিসেবে, এবং, কাজে কাজেই, বিনিময়ের উপায় হিসেবে।[১] অতঃপর যে পণ্যের মূল্যে উপযোগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনে (সেবায়) লাগতে পারে তাকে সে হাতছাড়া করতে মনস্থির করে। সমস্ত পণ্যই তাদের মালিকদের কাছে ব্যবহারমূল্য বিবর্জিত কিন্তু তাদের অ-মালিকদের কাছে ব্যবহারমূল্য-সমন্বিত। সুতরাং পণ্যগুলির হাত বদল হতেই হবে। আর এই যে হাত-বদল তাকেই বলা হয়

তারপরে তিনি নজর দেন বাস্তবে প্রচলিত পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার এবং সেই সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট আইন-প্রণালীর সংস্কার সাধনের দিকে। সে রসায়নবিদ্ বস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত বিধানগুলি অনুধাবন না করে 'শাশ্বত ধ্যানধারণা'র ('eternal ideas') সাহায্যে বস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রিত করার দাবি করেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা কী মনোভাব পোষণ করব? 'কুসীদবৃত্তি' 'শাশ্বত ন্যায়'-এর বিরোধী—এ কথা বললেই কি কুসীদবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়? গীর্জার পাদ্রীরাও তো বলেন কুসীদবৃত্তি "grace eternelle", "foi eternelle" এবং "ia volonte eternelle de Dieu"-এর বিরোধী, কিন্তু তাতে আমাদের জ্ঞান কতটা বাড়ল?

১. "প্রত্যেকটি জিনিসেরই ব্যবহার দ্বিবিধ। ...একটি ব্যবহার সেই জিনিস হিসেবেই, দ্বিতীয়টি তা নয়। যেমন, জুতো পরাও যায়, আবার অন্য কিছুর সঙ্গে বিনিময়ও করা যায়। দুটিই কিন্তু জুতোর ব্যবহার। যে ব্যক্তি অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে জুতো দিয়ে দেয়, সে-ও জুতোকে জুতো হিসেবেই ব্যবহার করে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নয়। কেননা, বিনিময়ের জন্য তা তৈরি হয়নি।"—(অ্যারিস্ততল, "De Rep." l.i.c. 9)

বিনিময়, বিনিময় তাদেরকে পরস্পরের সম্পর্কের স্থাপন করে মূল্য হিসেবে এবং তাদেরকে বাস্তবায়িতও করে মূল্য হিসাবে। সুতরাং ব্যবহারমূল্য হিসেবে বাস্তবায়িত হবার আগে পণ্যসমূহকে অবশ্যই বাস্তবায়িত হতে হবে বিনিময়-মূল্য হিসেবে।

অন্যদিকে, মূল্য হিসেবে বাস্তবায়িত হবার আগে তাদের দেখাতে হবে, যে তারা ব্যবহার-মূল্যের অধিকারী। কেননা যে শ্রম তাদের উপরে ব্যয় করা হয়েছে তাকে ততটাই ফলপ্রসূ বলে গণ্য করা হবে, যতটা তা ব্যয়িত হয়েছে এমন একটি রূপে যা অন্যান্যের কাছে উপযোগপূর্ণ। ঐ শ্রম অন্যান্যের কাছে উপযোগপূর্ণ কিনা, এবং কাজে কাজেই, তা অন্যান্যের অভাব পূরণে সক্ষম কিনা, তা প্রমাণ করা যায় কেবলমাত্র বিনিময়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

পণ্যের মালিকমাত্রেই চায় তার পণ্যটিকে হাতছাড়া করতে কেবল এমন সব পণ্যের বিনিময়ে, যেসব পণ্য তার কোন-না-কোন অভাব মেটায়। এই দিক থেকে দেখলে, তার কাছে বিনিময় হল নিছক একটি ব্যক্তিগত লেনদেন। অন্যদিকে, সে চায় তার পণ্যটিকে বাস্তবায়িত করতে, সমান মূল্যের অন্য যে-কোনো উপযুক্ত পণ্যে রূপান্তরিত করতে—তার নিজের পণ্যটির কোন ব্যবহার-মূল্য অন্য পণ্যটির মালিকের কাছে আছে কি নেই, তা সে বিবেচনা করে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তার কাছে বিনিময় হল আর্থিক চরিত্রসম্পন্ন একটি সামাজিক লেনদেন। কিন্তু এক প্রস্ত এক ও অভিন্ন লেনদেন একই সঙ্গে পণ্যের সমস্ত মালিকদের কাছে যুগপৎ একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং একান্তভাবে সামাজিক তথা সার্বিক ব্যাপার হতে পারে না।

ব্যাপারটাকে আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যাক। একটি পণ্যের মালিকের কাছে, তার নিজের পণ্যটির প্রেক্ষিতে, বাকি প্রত্যেকটি পণ্যই হচ্ছে এক-একটি সমার্ঘ সামগ্রী এবং কাজে কাজেই, তার নিজের পণ্যটি হল বাকি সমস্ত পণ্যের সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রী। কিন্তু যেহেতু এটা প্রত্যেক মালিকের পক্ষেই প্রযোজ্য, সেহেতু কার্যতঃ কোন সমার্ঘ সামগ্রী নেই, এবং পণ্যসমূহের আপেক্ষিক মূল্য এমন কোনো সার্বিক রূপ ধারণ করেনা, যে-রূপে মূল্য হিসেবে সেগুলির সমীকরণ হতে পারে এবং তাদের মূল্যের পরিমাণের তুলনা করা যেতে পারে। অতএব এই পর্যন্ত ; তারা পণ্য হিসেবে পরস্পরের মুখোমুখি হয় না, মুখোমুখি হয় কেবল উৎপন্ন দ্রব্য বা ব্যবহার-মূল্য হিসেবে। তাদের অসুবিধার সময়ে আমাদের পণ্য-মালিকেরা ফাউস্টের মতোই ভাবে "Im Anfang war die That"। সুতরাং ভাববার আগেই তারা কাজ করেছিল এবং লেনদেন করেছিল। পণ্যের স্বপ্রকৃতির দ্বারা আরোপিত নিয়মাবলীকে তারা সহজাত প্রবৃত্তি বলেই মেনে চলে। তারা তাদের পণ্যসমূহকে মূল্য-রূপে, এবং সেই কারণেই পণ্য-রূপে, সম্পর্কযুক্ত করতে পারে না—সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রী হিসেবে অন্য কোন একটিমাত্র পণ্যের সঙ্গে তুলনা না করে। পণ্যের বিশ্লেষণ থেকে আমরা তা আগেই জেনেছি। কিন্তু কোন একটি বিশেষ পণ্য সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। সুতরাং নির্দিষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়ার

ফলে বাকি সমস্ত পণ্য থেকে ঐ বিশেষ পণ্যটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং বাকি সমস্ত পণ্যের মূল্য এই বিশেষ পণ্যটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। এইভাবে ঐ পণ্যটির দেহগত রূপটিই সমাজ-স্বীকৃত সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রীর রূপে পরিণত হয়। সর্বজনীন সমার্ঘ রূপে পরিণত হওয়াটাই এই সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে ওঠে উক্ত সর্ব-ব্যতিরিক্ত পণ্যটির নির্দিষ্ট কাজ। এই ভাবেই তা হয়ে ওঠে—'অর্থ'। "Illi unum consilium habent et virtutem et virtutem et potestatem suam bestiae tradunt. Et ne quis possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem aut nomen bestiae, aut numerum nominis ejus." (Apocalypse.)

'অর্থ' হচ্ছে একটি স্ফটিক, বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রমের বিবিধ ফল কার্যক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সমীকৃত হয় এবং এইভাবে নানাবিধ পণ্যে পরিণত হয়; সেই সব বিনিময়ের ধারায় প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই স্ফটিক গড়ে ওঠে। বিনিময়ের ঐতিহাসিক অগ্রগমন ও সম্প্রসারণের ফলে পণ্যের অন্তঃস্থিত ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্যের মধ্যে তুলনাগত বৈষম্যটি বিকাশ লাভ করে। বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এই তুলনা-বৈষম্যের একটি বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেবার জন্য মূল্যের একটি স্বতন্ত্র রূপ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা দেখা দেয় এবং যতকাল পর্যন্ত পণ্য এবং অর্থের মধ্যে পণ্যের এই পার্থক্যকরণের কাজ চিরকালের জন্য সুসম্পন্ন না হয়েছে ততকাল পর্যন্ত এই আবশ্যকতার অবসান ঘটে না। তখন, যে-হারে উৎপন্ন দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তরণ ঘটে থাকে, সেই হারেই একটি বিশেষ পণ্যের 'অর্থ'-রূপে রূপান্তরণ সম্পন্ন হয়।[১]

দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ বিনিময় (দ্রব্য-বিনিময় প্রথা) এক দিকে মূল্যের আপেক্ষিক অভিব্যক্তির প্রাথমিক রূপে উপনীত হয়, কিন্তু আরেকদিকে নয়। সেই রূপটি এই: ও পণ্য **ক** = ঔ পণ্য **খ**। প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের রূপটি হচ্ছে এই ও ব্যবহার মূল্য **ক** = ঔ ব্যবহার মূল্য **খ**।[২] এই ক্ষেত্রে **ক** এবং **খ** জিনিস দুটি এখনো পণ্য নয় কিন্তু কেবল দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যমেই তারা পণ্যে পরিণত হয়।

১. এ থেকে আমরা পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের ধূর্ততার একটা ধারণা করে নিতে পারি। এই সমাজতন্ত্র পণ্যোৎপাদন বহাল রেখেই অর্থ এবং পণ্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অপসারিত করতে চায়, এবং কাজে কাজেই, যেহেতু এই দ্বন্দ্বের দৌলতেই অর্থের অস্তিত্ব সেই হেতু অর্থকে নির্বাসিত করতে চায়, এ যেন পোপকে বাদ দিয়ে ক্যাথলিক ধর্মকে বহাল রাখার মত। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য "Zur Kritik der Pol. Oekon. p. 61, 5 q.

২. যে পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্য বিনিমিত না হয়ে, একটি মাত্র

যখন কোন উপযোগিতা-সম্পন্ন সামগ্রী তার মালিকের জন্য একটি না-ব্যবহার মূল্য উৎপাদন করে তখনি বিনিময় মূল্য অর্জনের দিকে সেই সামগ্রীটি প্রথম পদক্ষেপ অর্পণ করে, এবং এটা ঘটে কেবল তখনি যখন তা হয়ে পড়ে তার মালিকের আশু অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অতিরিক্ত কোন অংশ। জিনিসগুলি নিজেরা তো মানুষের বাইরে অবস্থিত এবং সেই কারণেই তার দ্বারা পরকীকরণীয়। যাতে করে এই পরকীকরণ পারস্পরিক হয়, সেই জন্য যা প্রয়োজন তা হল পারস্পরিক বোঝা-পড়ার মাধ্যমে পরস্পরকে ঐ পরকীকরণীয় জিনিসগুলির ব্যক্তিগত মালিক হিসাবে এবং, তার মানেই, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা। কিন্তু সর্বজনিক সম্পত্তির উপরে ভিত্তিশীল আদিম সমাজে—তা প্রাচীন ভারতীয়-গোষ্ঠী সমাজের পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবারই হোক, বা পেরুভীয় ইনকা রাষ্ট্রই হোক—কোথাও এই ধরনের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যমূলক অবস্থানের অস্তিত্ব ছিল না। সেই ধরনের সমাজে স্বভাবতই পণ্য-বিনিময় প্রথম শুরু হয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, যেখানে যেখানে তারা অনুরূপ কোন সমাজের বা তার সদস্যদের সংস্পর্শে আসে। যাই হোক, যত দ্রুত কোন সমাজের বাইরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রব্য পরিণত হয় পণ্যে তত দ্রুতই তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভ্যন্তরীণ লেনদেনের ক্ষেত্রেও দ্রব্য পরিণত হয় পণ্যে। কখন কোন্ হারে বিনিময় ঘটবে, তা ছিল গোড়ার দিকে নেহাৎই আপতিক ব্যাপার তাদের মালিকদের পারস্পরিক ইচ্ছার পরকীকরণই বিনিময় যোগ্য করে তোলে। ইতিমধ্যে উপযোগিতা-সম্পন্ন বিদেশীয়-দ্রব্য সামগ্রীর অভাববোধও ক্রমে ক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। বিনিময়ের নিত্য পুনরাবৃত্তির ফলে তা হয়ে ওঠে একটি মামুলি সামাজিক ক্রিয়া। কালক্রমে অবশ্যই এমন সময় আসে যে শ্রমফলের অন্ততঃ একটা অংশ উৎপন্ন করতে হয় বিনিময়ের বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। সেই মুহূর্ত থেকেই পরিভোগের জন্য উপযোগিতা এবং বিনিময়ের জন্য উপযোগিতার মধ্যকার পার্থক্যটি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কোন সামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য এবং তার বিনিময়-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। অন্য দিকে যে পরিমাণগত অনুপাতে বিভিন্ন জিনিসপত্রের বিনিময় ঘটবে, তা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাদের নিজের নিজের উৎপাদনের উপরে। প্রথাগত ভাবে এক-একটি জিনিসের উপরে এক-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের ছাপ পড়ে যায়।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থায় প্রত্যেকটির জন্যই তার মালিকের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবেই একটি বিনিময়ের উপায় এবং অন্য সকলের কাছে একটি সমার্ঘ সামগ্রী কিন্তু সেটা ততখানি পর্যন্তই, যতখানি পর্যন্ত তাদের কাছে তার থাকে ব্যবহার-মূল্য। সুতরাং এই পর্যায়ে বিনিমিত জিনিসগুলির নিজেদের ব্যবহার মূল্য থেকে বা বিনিময়কারীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধ থেকে নিরপেক্ষ কোন মূল্য রূপ অর্জন করে না। বিনিমিত দ্রব্যের সমার্ঘ হিসেবে এলোমেলোভাবে একগাদা দ্রব্য হাজির করা হয়—বন্য যুগের মানুষ যা করত—, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থা থাকে তার শৈশবেই।

পণ্যের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই একটি মূল্য-রূপের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। সমস্যা আর তার সমাধানের উপায় দেখা দেয় একই সঙ্গে। বিভিন্ন মালিকের হাতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য না থাকলে এবং সেই সমস্ত পণ্য একটি মাত্র বিশেষ পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ে এবং মূল্য হিসেবে সমীকৃত না হলে, পণ্য-মালিকেরা কখনো তাদের নিজেদের পণ্যসমূহকে অন্যদের পণ্যসমূহের সঙ্গে সমীকরণ করে না এবং বৃহৎ আকারে বিনিময় করে না। এই শেষ উল্লেখিত পণ্যটি অন্যান্য বহুবিধ পণ্যের সমার্ঘ সামগ্রী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সাধারণ সামাজিক সমার্ঘ সামগ্রীর চরিত্র অর্জন করে যদিও অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই। সে সমস্ত তাৎক্ষণিক সামাজিক ক্রিয়াগুলির প্রয়োজনে এই বিশেষ চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তা এই ক্রিয়াগুলির প্রয়োজন-মাফিক কাজ করে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে অকেজো হয়ে থাকে। ঘুরে ফিরে এবং সাময়িক ভাবে এই চরিত্রটি কখনো এই পণ্যের সঙ্গে কখনো ঐ পণ্যের সঙ্গে লগ্ন হয়। কিন্তু বিনিময়ের বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে তা দৃঢ় ভাবে এবং একান্ত ভাবে বিশেষ বিশেষ ধরনের পণ্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে 'অর্থ'-রূপে সংহতি লাভ করে। এই বিশেষ প্রকৃতির পণ্যটি কোন্ পণ্যে লগ্ন হবে, তা গোড়ার দিকে থাকে আপতিক। যাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে দুটি ঘটনার প্রভাব চূড়ান্ত ভূমিকা নেয়। **হয়**, এই 'অর্থ'-রূপ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বাইরে থেকে বিনিময় মারফৎ পাওয়া জিনিসগুলির সঙ্গে নিজেকে লগ্ন করে—আর বাস্তবিক পক্ষে দেশজ দ্রব্যাদির মূল্য প্রকাশের এগুলিই হচ্ছে আদিম ও স্বাভাবিক রূপ; **নয়তো** তা নিজেকে লগ্ন করে গবাদিপশুজাতীয় উপযোগিতাপূর্ণ জিনিসের সঙ্গে—যেসব জিনিস দেশজ পরকীকরণীয় ধনসম্পদের প্রধান অংশ। যাযাবর গোষ্ঠীগুলিই অর্থ-রূপ প্রবর্তনের ব্যাপারে পথিকৃৎ, কেননা তাদের সমস্ত পার্থিব ধনসম্পদ কেবল অস্থাবর জিনিসপত্রেরই সমষ্টি আর সেই জন্যই সেগুলি সরাসরি পরকীকরণীয় এবং কেননা তাদের জীবনযাত্রার ধরনই এমন যে তারা নিরন্তর বিদেশী গোষ্ঠীসমূহের সংস্পর্শে আসে এবং দ্রব্যাদি বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভব করে। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মানুষকেও, ক্রীতদাসের আকারে, অর্থের আদিম সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে কিন্তু কখনো জমিকে এ কাজে ব্যবহার করেনি। এমন ধরনের ধারণার উদ্ভব হতে পারে কেবল কোন বুর্জোয়া সমাজে যা ইতিমধ্যেই অনেকটা বিকাশ-প্রাপ্ত। সপ্তদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে এই ধরনের ধারণা চালু হয় এবং এক শতাব্দী পরে, ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কালে, এই ধারণাটিকে জাতীয় আকারে কার্যকরী করার প্রথম প্রচেষ্টা হয়।

যে অনুপাতে বিনিময় স্থানীয় সীমানা ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং পণ্য-মূল্য ক্রমেই সম্প্রসারিত হতে হতে অমূর্ত মনুষ্য-শ্রমে রূপ লাভ করে, সেই অনুপাতে অর্থের চরিত্র এমন, সব পণ্যে নিজেকে লগ্ন করে যে-পণ্যগুলি সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রী হিসেবে কাজ করাবার জন্য প্রকৃতির দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঐ পণ্যগুলি হচ্ছে বিভিন্ন মহার্ঘ ধাতু।

'যদিও সোনা এবং রূপো প্রকৃতিগত ভাবে অর্থ নয় কিন্তু অর্থ প্রকৃতিগত ভাবেই সোনা এবং রূপো'—[১] এই যে বক্তব্য তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় এই ধাতুগুলির অর্থ হিসাবে কাজ করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন দেহগত গুণাবলীর দ্বারা।[২] যাই হোক, এই পর্যন্ত আমরা কেবল অর্থের একটিমাত্র কাজের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি ; সে কাজটি হল পণ্য-মূল্যের অভিব্যক্তি হিসেবে অথবা পণ্যমূল্যের বিভিন্ন পরিমাণ যে-সামগ্রীর মাধ্যমে কাজ করে সেই সামগ্রীটি সামাজিক বর্ণনা হিসেবে কাজ করা। মূল্য প্রকাশের যথোপযুক্ত রূপ, অমূর্ত অবিশেষিত এবং সেই কারণেই সমান মনুষ্য-শ্রমের যথোপযুক্ত মূর্তরূপ—এমন একটি সামগ্রীই—যার নমুনামাত্র প্রদর্শনে তার অভিন্ন গুণগুলি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে—এমন একটি সামগ্রীই কেবল হতে পারে 'অর্থ'। অন্যদিকে, যেহেতু মূল্যের বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে যে পার্থক্য, তা কেবল পরিমাণগত, সেইহেতু অর্থ-পণ্যটিকে কেবল পরিমাণগত পার্থক্যেরই সক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে এবং সেইজন্যই তাকে হতে হবে ইচ্ছামতো বিভাজ্য এবং পুনর্মিলিত হবার ক্ষমতাসম্পন্ন। সোনা এবং রূপো প্রকৃতিগতভাবেই এই গুণাবলীর অধিকারী।

অর্থ-পণ্যের ব্যবহার-মূল্য দ্বৈত। পণ্য হিসেবে বিশেষ ব্যবহার মূল্য (যেমন, সোনা যা কাজে লাগে দাঁত বাঁধাবার উপাদান হিসেবে, বিলাস-দ্রব্যাদির কাঁচামাল হিসেবে ইত্যাদি) ছাড়াও, তা অর্জন করে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবহার-মূল্য—নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা থেকে যার উদ্ভব।

অর্থ হচ্ছে সমস্ত পণ্যের সর্বজনীন সমার্ঘ বিশেষ বিশেষ সমার্ঘ সামগ্রী সেই হেতু অর্থের তথা সর্বজনীন সমার্ঘ সামগ্রীটির সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ সমার্ঘ সামগ্রীগুলি কাজ করে বিশেষ বিশেষ পণ্য হিসাবে।[৩]

আমরা দেখেছি যে বাকি সমস্ত পণ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে মূল্য-সম্পর্ক সমূহ বিদ্যমান, সেই সম্পর্ক সমূহেরই প্রতিক্ষেপ হচ্ছে অর্থ-রূপ—যা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে একটি মাত্র পণ্যের উপরে। সুতরাং ঐ অর্থও যে একটা পণ্য[৪] তা কেবল তাঁদের কাছে একটা নতুন আবিষ্কার বলে প্রতীয়মান হবে যাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণ শুরু করেন অর্থের পূর্ণ-বিকশিত রূপটি থেকে। অর্থরূপে রূপান্তরিত পণ্যটি বিনিময়-ক্রিয়ার ফলে

১. "Zur Kritik……," p. 135. "I metalli·· naturalmente moneta." (Galiani, "Della moneta" in Custodi's Collection : Parte Moderna t. iii.)

২ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য আলোচনার জন্য আমার "Zur Kritik ··"-এর "মহার্ঘ ধাতু" শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩. "Il danaro e la merce universale." (Verri l.c. পৃ: ১৬)

৪. "সোনা ও রূপা (যাদের এক কথায় বলা হয় 'বুলিয়ান') নিজেরাই পণ্যদ্রব্য যাদের মূল্যও বাড়ে ও কমে। সুতরাং কম-পরিমাণ বুলিয়ান যখন বেশি পরিমাণ

মূল্য-মণ্ডিত হয় না, কেবল তার নির্দিষ্ট মূল্যরূপ প্রাপ্ত হয়। এই দুটি সুস্পষ্ট ভাবে আলাদা আলাদা ব্যাপারকে একাকার করে ফেলে কিছু কিছু লেখক এই সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছেন যে সোনা এবং রূপোর মূল্য হচ্ছে কাল্পনিক।[১] কতকগুলি ব্যাপারে অর্থের নিছক প্রতীকগুলিই যে অর্থের কাজ করে থাকে তা থেকে আরো একটা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয় তা এই যে অর্থে নিজেই একটা প্রতীক মাত্র। যাই হোক এই ভ্রান্তির পেছনে একটি মানসিক সংস্কার উঁকি দেয় তা এই যে কোন সামগ্রীর অর্থরূপ সেই সামগ্রীটি থেকে বিচ্ছেদ্য কোন অংশ নয়, বরং সেটা হল এমন একটা রূপ যার মাধ্যমে কতকগুলি সামাজিক সম্পর্কের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই দিক থেকে প্রত্যেকটি পণ্যই হচ্ছে একটি প্রতীক কেননা যেহেতু তা হচ্ছে মূল্য, সেই হেতু সে হচ্ছে তার

উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, তখন বুলিয়ান-এর মূল্য বেশি। ("A Discourse on The General Notions of Money, Trde and Exchange" as They stand in Relation each to other by a Merchant, 1695 Lond p. 7). সোনা এবং রূপা মুদ্রা-আকারে অথবা অমুদ্রা-আকারে, সবরকম দ্রব্যের পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হলেও মদ, তেল, তামাক, কাপড় অথবা অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় কম পণ্য নয়। (A Discouse concerning Trade and that in particular of the East Indies", London 1689, P. 2). রাজ্যের মজুদ পণ্যদ্রব্য ও ধনসম্পদকে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়না আবার সোনা ও রূপাকে পণ্যদ্রব্য থেকে বিয়োজিত করাও যায়না। ("The East India Trade and Most Profitable Trade", London 1677, P. 4).

১. "L'oro e l'argento hanno valore come metalli anteriore all esser moneta" (Galiani l.c.). লক বলেন, "অর্থের উপযোগী গুণাবলীর অধিকারী হবার দরুণ রৌপ্য মানবজাতির সর্বজনীন সম্মতির ভিত্তিতে অর্জন করল একটি কাল্পনিক মূল্য।" পক্ষান্তরে জাঁ ল' (Jean Law) বলেন, 'কোন একটি বিশেষ দ্রব্যকে বিভিন্ন জাতি একটি কাল্পনিক মূল্যে ভূষিত করবে কিভাবে···অথবা কিভাবে এই কাল্পনিক মূল্য নিজেকে বজায় রাখবে?' কিন্তু নিচের কথা থেকে বোঝা যায়, আসলে তাঁর ধারণা ছিল অকিঞ্চিৎকর। রূপা ব্যবহার-মূল্যের অনুপাতে বিনিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মূল্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল। অর্থের উপযোগী গুণাবলীর অধিকারী হবার দরুণ এটি অতিরিক্ত মূল্য পেয়েছে। (Jean Law: "Considerations sur le numeraire et le commerce" in E. Daire's Edit. of "Economistes Financiers du XVIII. Siecle"—(P. 470).

উপরে ব্যয়িত মনুষ্য-শ্রমের বস্তুগত লেফাফা মাত্র।[১] কিন্তু যদি ঘোষণা করা হয় যে একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে বিভিন্ন সামগ্রী কর্তৃক অর্জিত সামাজিক চরিত্র-গুলি কিংবা শ্রমের সামাজিক গুণাবলী কর্তৃক অর্জিত বস্তুগত রূপগুলি নিছক প্রতীক মাত্র, তা হলে একই নিঃশ্বাসে এটাও ঘোষণা করা হয় যে, এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি মানব-জাতির তথাকথিত সর্বজনীন সম্মতির দ্বারা অনুমোদিত খেয়ালখুশিমতো দেওয়া অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। আঠারো শতকে এই ধরনের ব্যাখ্যা বেশ সমর্থন লাভ করেছিল। মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্কগুলি নানান ধাঁধা-লাগানো রূপ ধারণ করেছিল, সেগুলি ব্যাখ্যা করতে না পেরে, লোকে চেয়েছিল সেগুলির উৎপত্তি

১. 'L Argent en (des denrees) est le signe.'' (V. de Forbeonnais : 'Elements du Commerce. Nouv. Edit. Leyde, 1766, t. II., p. 143) "Comme signe il est attire par les denrees. (l.c.p. 155.) "L'argent est un signre d'une chose et la represente.'' (Montesquieu. "Esprit des Lois," (OEuvres, London, 1767, t. II, p. 2) "L'argent n'est pas simple signe, car il est lui meme richesse ; il ne represente pas les valeurs, il les equivaut.'' (Le Trosne, l.c.p. 910). 'মূল্যের ধারণা অনুযায়ী একটি মূল্যবান দ্রব্য কেবল একটি প্রতীকমাত্র ; দ্রব্যটি কি তা গণনীয় নয়, দ্রব্যটির মূল্য কি তাই গণনীয়'—হেগেল (l. c. p. 100)। অর্থনীতিবিদদের অনেক আগেই আইনজীবীরা এই ধারণাটি চালু করেছেন যে, অর্থ হচ্ছে একটি প্রতীক মাত্র, এবং মহার্ঘ ধাতুগুলির মূল্য নিছক কল্পনাজাত। এটা তাঁরা করেন মুকুটধারী মাথাগুলির প্রতি চাটুকারসুলভ সেবায়, মুদ্রাকে হীনমূল্য করার ব্যাপারে এই মুকুটধারীদের অধিকারের সমর্থনে, গোটা মধ্য যুগ ধরে, রোমক সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য এবং pandects থেকে লব্ধ অর্থের ধারণা অনুযায়ী। তাঁদের একজন যোগ্য পণ্ডিত, ভ্যালয়-এর ফিলিপ, ১৩৪৬ সালে এক বিধানে বলেন, "Quaucun puisse ni doive faire doute says an apt scholar of theirs, philips of valoi in a deorce of 1346. que a nous et a notre majeste royal n'appartien nent seulement ...le mestier, le fait, l'etat, la provision et toute l'ordonnance des monnaies, de donner tel cours, et pour tel prix comme il nous plait et bon nous semble''. রোমক আইনের বিধি ছিল যে অর্থের মূল্য সম্রাটের বিধান দ্বারা ধার্য। অর্থকে একটি পণ্য হিসাবে গণ্য করা ছিল স্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ। "Pecunnias viro nulli emer fas erit, nam in usu publico constitutas oportet non esse mercem." এই প্রশ্নে কিছু ভাল কাজ করেছেন জি এফ পাগনিনি। "Saggio sopra il giusto pregio delle cose, 1751" Custodi "Parte Moderna," t. II. তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে পাগনিনি তাঁর আক্রমণ পরিচালনা করেন বিশেষ করে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে।

সম্বন্ধে একটা গৎবাঁধা বৃত্তান্ত হাজির করে সেগুলিকে তাদের অদ্ভূত দৃশ্যরূপ থেকে বিবস্ত্র করতে।

এর আগেই উপরে মন্তব্য করা হয়েছে যে পণ্যের সমার্ঘরূপ তার মূল্যের পরিমাণ বোঝায় না। সুতরাং যদিও আমরা এ-বিষয়ে অবহিত থাকতে পারি যে সোনা হচ্ছে অর্থ, এবং সেই কারণেই তা বাকি সব পণ্যের সঙ্গে সরাসরি বিনিমেয়, তবু কিন্তু এই তথ্য থেকে আমরা এটা কোন ক্রমেই জানতে পারিনা যে এতটা সোনার, ধরা যাক, ১০ পাউণ্ড সোনার মূল্য কতটা। অন্যান্য পণ্যেব ক্ষেত্রে যেমন, অর্থের ক্ষেত্রেও তেমন, অন্যান্য পণ্যের মাধ্যমে ছাডা সে তার নিজের মূল্য প্রকাশ করতে পারে না। এই মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে এবং তা প্রকাশিত হয় একই পরিমাণ শ্রম সময়ে উৎপাদিত অন্য যে-কোন পণ্যের মাধ্যমে।[১] তার মূল্যের এবংবিধ পরিমাণগত নির্ধারণ তার উৎপাদনের উৎসক্ষেত্রেই দ্রব্য-বিনিময় প্রথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যখন তা অর্থরূপে চলাচল করতে শুরু করে তাব আগেই কিন্তু তার মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সতের শতকের শেষের দশকগুলিতেই এটা প্রতিপন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, অর্থ হচ্ছে একটা পণ্য, কিন্তু এই বক্তব্যে আমরা যা পাই তা হল এই বিশ্লেষণের শৈশবাবস্থা। অর্থ যে একটা পণ্য সেটা আবিষ্কার করা তেমন একটা সমস্যা নয়; সমস্যা দেখা দেয় তখন যখন আমরা চেষ্টা করি কেন, কিভাবে, কি উপায়ের মাধ্যমে পণ্য অর্থে পরিণত হয়।[২]

মূল্যের সব চাইতে প্রাথমিক অভিব্যক্তি থেকে আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি যে ও পণ্য ক = ঔ পণ্য খ, দেখতে পেয়েছি যে যে সামগ্রীটি অন্য একটি সামগ্রীর

১. পেরুর মৃত্তিকাগর্ভ থেকে লণ্ডনে এক আউন্স রূপা নিয়ে আসতে যে-সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে যদি এক বুশেল শস্য উৎপন্ন করা যায়, তা হলে দুয়ের স্বাভাবিক দাম হবে সমান। এখন যদি নতুন কোনো কৌশলের ফলে ঐ সময়ের মধ্যে দুই বুশেল শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়, তা হলে এক আউন্স রূপা হবে দুই বুশেলের সমান। —William Petty: 'A Treatise of Taxes and Contributions', 1667, p. 32.

২. বিদগ্ধ অধ্যাপক রশ্চার আমাদের প্রথম জানালেন, "অর্থ সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংজ্ঞাগুলি প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: কতকগুলি সংজ্ঞায় অর্থকে পণ্যের চেয়ে বড করে দেখানো হয়েছে, আবার কতকগুলিতে দেখানো হয়েছে ছোট করে; তার পরে অর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবিধ রচনার একটা লম্বা ও খিচুড়ি তালিকা দিলেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, তত্ত্বটির আসল ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর দূরতম ধারণাও নেই; এবং তার পরে তিনি এই নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য রাখলেন, "বাকিদের ব্যাপারে, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, পরবর্তী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশই অন্যান্য পণ্য থেকে অর্থের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না" (যাক, তা হলে

মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সামগ্রীটি প্রতীত হয় যেন তার এই, সম্পর্ক থেকে নিরপেক্ষভাবেই এক সমার্ঘ রূপ আছে—যে-রূপটি হচ্ছে এমন একটি সামাজিক গুণ যা প্রকৃতি তাকে দান করেছে। আমরা এই মিথ্যা প্রতীতিকে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত তার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা অবধি গিয়েছি; এই চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা তখনি পূর্ণ-সম্পন্ন হয় যখনি সর্বজনীন সমার্ঘ রূপটি একটি বিশেষ পণ্যের দৈহিক রূপের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে এবং এইভাবে অর্থ-রূপে স্ফটিকান্বিত (কেলাসায়িত) হয়। যা ঘটে বলে দেখা যায়, তা এই নয় যে সোনা পরিণত হয় অর্থে এবং তার ফলে বাকি সমস্ত পণ্যের মূল্য প্রকাশিত হয় সোনার মাধ্যমে, বরং উলটো যে, বাকি সমস্ত পণ্য সর্বজনীনভাবে তাদের মূল্য প্রকাশ করে সোনার মাধ্যমে কেননা সোনা হচ্ছে 'অর্থ'। আদ্যন্ত প্রক্রিয়াটির মধ্যবর্তী পর্যায়গুলি ফলতঃ অদৃশ্য হয়ে যায়; পেছনে কোনো চিহ্নই রেখে যায় না। পণ্যরা দেখতে পায় যে তাদের নিজেদের কোনো উদ্যোগ ছাড়াই তাদের মূল্য তাদেরই সঙ্গের আরেকটি পণ্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। সোনা ও রূপো—এই সামগ্রীগুলি যেই মুহূর্তে পৃথিবীর জঠর থেকে বেরিয়ে আসে, সেই মুহূর্তেই তারা হয়ে ওঠে সমস্ত মনুষ্য-শ্রমের প্রত্যক্ষ মূর্তরূপ। এখান থেকেই অর্থের যাদু। উপস্থিত যে-সমাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সে সমাজে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় মানুষের আচরণ নিছক আণবিক (অণুর মতো)। এই কারণে উৎপাদন-প্রণালীতে তাদের সম্পর্কগুলি ধারণ করে এমন একটি বস্তুগত চরিত্র যা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও সচেতন ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম থেকে নিরপেক্ষ। এই ঘটনাগুলি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে সাধারণ ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করার মধ্যে। আমরা দেখেছি কেমন করে পণ্য-উৎপাদনকারীদের এক সমাজের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে একটি বিশেষ পণ্য অর্থ-রূপের মোহরাঙ্কিত হয়ে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল। সুতরাং অর্থ যে কুহেলি সৃষ্টি করে তা আসলে পণ্যেরই সৃষ্ট কুহেলি; বৈশিষ্ট্য শুধু এইটুকু যে অর্থের কুহেলি তার সবচাইতে চোখ-ধাঁধানো রূপ দিয়ে আমাদের ধাঁধিয়ে দেয়।

এটা একটি পণ্যের চেয়ে হয় বেশি, নয় কম!) "এ পর্যন্ত গ্যানিল-এর আধা বণিকবাদী প্রতিক্রিয়া একেবারে ভিত্তিহীন নয়।" (Wilhelm Roscher, Die Grundlagen der Nationaloekonomie, 3rd Edn., 1858 pp, 207-210). বড়! ছোট! যথেষ্ট! একেবারে নয়! এ পর্যন্ত! ধারণা ও ভাষা সম্পর্কে কী স্পষ্টতা ও যথাযথতা! আর এই পেশাদারি বোলচালকেই রশ্চার সবিনয় অভিহিত করেছেন, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির "অঙ্গ সংস্থানগত শারীরবৃত্ত ভিত্তিক পদ্ধতি বলে! একটি আবিষ্কারের জন্য কৃতিত্ব অবশ্য তাঁরই প্রাপ্য, যথা অর্থ হচ্ছে "একটি মনোরম পণ্য।"

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থ, অথবা পণ্য-সঞ্চলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ মূল্যের পরিমাপ ॥

এই গ্রন্থের আগাগোড়াই, সরলতার স্বার্থে, আমি ধরে নিয়েছি যে সোনাই হচ্ছে অর্থ-পণ্য।

অর্থের প্রথম প্রধান কাজ হল পণ্যসমূহ যাতে নিজ নিজ মূল্য প্রকাশ করতে পারে, কিংবা একই সংজ্ঞাধীন, গুণগত ভাবে সমান এবং পরিমাণগত ভাবে তুলনীয় বিভিন্ন আয়তন হিসেবে তাদের বিভিন্ন মূল্যকে অভিব্যক্ত করতে পারে, তার জন্য তাদেরকে উপযুক্ত সামগ্রী সরবরাহ করা। এই ভাবে অর্থ কাজ করে **মূল্যের সর্বজনীন পরিমাপক** হিসেবে। এবং কেবল এই কাজটির গুণেই সমার্ঘ সামগ্রী হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য যে 'সোনা' সেই সোনাই পরিণত হয় অর্থে।

অর্থ বিভিন্ন পণ্যকে একই মান দিয়ে পরিমেয় করে তোলে—একথা ঠিক নয়। বরং ঠিক উল্টো। যেহেতু সমস্ত পণ্যই, মূল্য হিসেবে, হচ্ছে বাস্তবায়িত মনুষ্যশ্রম, সেই হেতু তাদের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যকেও মাপা যায় একই অভিন্ন বিশেষ পণ্যের দ্বারা, এবং এই বিশেষ পণ্যটিকে রূপান্তরিত করা যায় তাদের সকলের মূল্যের অভিন্ন পরিমাপ রূপে, তথা, অর্থ-রূপে। পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ মূল্য অর্থাৎ শ্রম-সময় নিহিত থাকে, সেই মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থকে তার পরিদৃশ্যমান রূপ বলে অবশ্যই ধরে নিতেই হবে।[১]

কোন পণ্য-মূল্যের সোনার মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি, সেটাই হল তার অর্থ-রূপ বা দাম,

---

১. প্রশ্ন হলো—অর্থ সরাসরি শ্রম-সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে না কেন, যাতে করে এক টুকরো কাগজ, ধরা যাক, x-ঘণ্টার শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে—এই প্রশ্নটি মূলতঃ অন্য একটি প্রশ্নেরই ভাবান্তর; সে প্রশ্নটি এই: পণ্যোৎপাদন চালু থাকাকালে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কেন আবশ্যিকভাবেই পণ্যের রূপ নেবে? এটা স্বতঃস্পষ্ট, কেননা তাদের পণ্যে রূপ পরিগ্রহণের মানে হচ্ছে তাদের পণ্যে এবং অর্থে পৃথগীভবন। কিংবা, ব্যক্তিগত শ্রম, তথা ব্যক্তিবিশেষদের শ্রম, কেন তার বিপরীত হিসেবে, প্রত্যক্ষতঃ সামাজিক শ্রম হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না? অন্যত্র আমি পণ্যোৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে 'শ্রম-অর্থ' সম্পর্কিত ইউরোপীয় ধারণাটির সবিস্তার আলোচনা করছি। এই

যেমন, ও পণ্য **ক**=**ঔ** অর্থপণ্য। ১ টিন লোহা=২ আউন্স সোনার মতো একটি মাত্র সমীকরণই এখন সমাজ-সিদ্ধভাবে লোহার মূল্য প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট। যেহেতু সোনা নামক সমার্ঘ সামগ্রীটি এখন অর্থের চরিত্রসম্পন্ন, সেইহেতু এখন আর সমীকরণটিকে বাকি সমস্ত পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য প্রকাশকারী বহুসংখ্যক সমীকরণের একটি অখণ্ড শৃংখলের মধ্যে একটি খণ্ড গ্রন্থি হিসেবে দেখাবার দরকার নেই। আপেক্ষিক মূল্যের সাধারণ রূপটি এখন তার সরল বা বিছিন্ন আপেক্ষিক মূল্যের আদি রূপ ফিরে পেয়েছে। অন্য-দিকে, আপেক্ষিক মূল্যের সম্প্রসারিত প্রকাশটি—সংখ্যাহীন সমীকরণের শেষহীন প্রস্তুটি এখন হয়ে উঠেছে অর্থ-পণ্যের আপেক্ষিক মূল্যের স্ববিশিষ্ট রূপ। এই প্রস্তুটিও এখন সুনির্দিষ্ট এবং সত্যকার পণ্য-সমূহের বিভিন্ন দাম হিসেবে সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। নানান ধরনের পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত অর্থ-মূল্যের আয়তন জানবার জন্য আমাদের এখন একটি দামের তালিকার উপরে চোখ বোলানোই যথেষ্ট। কিন্তু অর্থের নিজের নিজের কোনো দাম নেই। এই দিক থেকে সে যদি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে একই মর্যাদায় দাঁড়াতে চায়, তা হলে আমরা বাধিত হব তাকে তার নিজেরই সমার্ঘ সামগ্রী হিসেবে সমীকরণ করতে।

পণ্যসমূহের মূল্য-রূপের মতো, তাদের দাম বা অর্থ-রূপও হচ্ছে এমন একটি রূপ যা তাদের দৃশ্যমান দেহগত রূপ থেকে সুস্পষ্ট, সুতরাং, এটা হচ্ছে নিছক ভাবগত বা মনোগত রূপ। যদিও অদৃশ্য, লোহা, ছিট এবং শস্যের মূল্যের অস্তিত্ব এই সমস্ত সামগ্রীর মধ্যেই আছে: তাকে ভাবগত ভাবে দৃশ্যমান করে তোলা হয় সোনার সঙ্গে এগুলির সমতা বিধান করে—বলা যেতে পারে, এটা এমন একটা সম্পর্ক যা কেবল তাদের মাথায়ই ছিল। অতএব তাদের দাম বাইরে বিজ্ঞাপিত করার আগে তাদের মালিককে অবশ্যই কাজ করতে হবে—হয় তার নিজের জিহ্বাটা তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে আর নয়তো তাদের গায়ে একটা করে টিকিট সেঁটে দিতে হবে।[১] যেহেতু সোনার আকারে পণ্য-মূল্যের প্রকাশ হচ্ছে নিছক একটি ভাবগত রূপ, সেই হেতু

বিষয়ে আমি আর এইটুকুমাত্র বলতে চাই যে ওয়েন-এর 'শ্রম-অর্থকে' অর্থ বলে গণ্য করা এবং একটি থিয়েটার টিকিটকে অর্থ বলে গণ্য করা একই ব্যাপার। ওয়েন ধরে নিয়েছেন সরাসরিভাবে সম্মিলিত শ্রম, যা পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ। শ্রমের সার্টিফিকেট হচ্ছে কেবল একটি সাক্ষ্যপত্র, সাধারণ শ্রমে ব্যক্তি-শ্রমিক যে অংশ নিয়েছে তার নিদর্শন; এর জোরে সে পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট সাধারণ উৎপন্নসম্ভারের অংশ-বিশেষের দাবিদার হয়। কিন্তু এটা ওয়েন-এর মাথায় ঢুকছে না যে পণ্যোৎপাদনের অস্তিত্বকে ধরে নিয়ে সেই সঙ্গে অর্থ নিয়ে কথার মারপ্যাঁচ করা হচ্ছে সেই উৎপাদনেরই আবশ্যিক শর্তগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া।

১. বন্য এবং অর্ধসভ্য সম্প্রাতিগুলি (races) জিহ্বাকে ব্যবহার করে ভিন্নতরভাবে। 'বাফিন বে'-র তীরবর্তী অধিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন প্যারী বলেন, 'এই

এই উদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি কাল্পনিক বা ভাবগত অর্থ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানে যে যখন সে তার পণ্যসামগ্রীর মূল্যকে একটা দামের আকারে কিংবা কাল্পনিক অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করেছে তখনো সে তার পণ্যসামগ্রীকে অর্থে রূপান্তরিত করা থেকে ঢের দূরে আছে ; সে এ-ও জানে সোনার অঙ্কে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের পণ্য-সামগ্রীর মূল্য হিসাব করতে তার এক টুকরো সোনারও প্রয়োজন পড়েনা। সুতরাং অর্থ যখন মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, তখন তাকে ব্যবহার করা হয় কেবল কাল্পনিক ভাবগত অর্থ হিসেবে। এই ঘটনা থেকে উদ্ভট উদ্ভট সব তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে।[১] কিন্তু যদিও যে-অর্থ মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, সে হচ্ছে ভাগবত অর্থ, তা হলেও কিন্তু দাম নির্ভর করে সেই বাচ্চা বস্তুটির উপরে যাকে বলা হয় 'অর্থ'। এক টন লোহায় যে-মূল্য তথা যে-পরিমাণ মনুষ্য-শ্রম বিধৃত থাকে, কল্পনায় তাকে প্রকাশ করা হয় সেই পরিমাণ অর্থ-পণ্যের দ্বারা যা ঠিক সেই লোহার সম-পরিমাণ শ্রমকে বিধৃত করে আছে। যেহেতু মূল্যের পরিমাপক হচ্ছে সোনা, রূপা বা তামা, সেহেতু উক্ত এক টন লোহার মূল্য অভিব্যক্তি লাভ করবে খুবই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের মাধ্যমে অথবা ঐ ধাতুগুলির খুবই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের মাধ্যমে।

সুতরাং, যদি দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু, যেমন সোনা এবং রূপা, যুগপৎ মূল্যের পরিমাপক হয়, তা হলে সমস্ত পণ্যেরই থাকে দুটি করে দাম—একটি সোনার অঙ্কে অন্যটি রূপার অঙ্কে। যত দিন পর্যন্ত রূপার মূল্য আর সোনার মূল্যের অনুপাত ধরা যাক ১৫:১, অপরিবর্তিত থাকে ততদিন দুটো দামই অনায়াসে পাপাপাশি চলতে থাকে। তাদের মধ্যেকার অনুপাতে যখনি কোন পরিবর্তন ঘটে তখনি পণ্যের সোনার অঙ্কে দাম আর

ক্ষেত্রে (দ্রব্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রে) তারা উপস্থাপিত দ্রব্যটিকে দুবার জিহ্বা দিয়ে লেহন করে, তারপরেই লেনদেনটি সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে তারা মেনে নেয়।' অনুরূপভাবে, ইষ্টার্ণ এস্‌কিমোরাও বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জিনিসগুলিকে চেটে নিত। উত্তরে যদি জিহ্বাকে এইভাবে ব্যবহার করা হত আত্মীকরণের ইন্দ্রিয় হিসেবে, তাহলে আশ্চর্যের কি আছে যে দক্ষিণে পাকস্থলীকে ব্যবহার করা হত সঞ্চিত সম্পত্তির ইন্দ্রিয় হিসেবে এবং এই কারণেই কোন 'কাফির' কারো ধনদৌলতের পরিমাপ করে তার পেটের আয়তন অনুসারে। কাফিররা কি বোঝাতে চায় তা যে তারা জানে তা এ থেকেই বোঝা যায় : ব্রিটিশ সরকারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে ১৮৬৪ সালে যখন প্রকাশ পায় যে শ্রমিক শ্রেণীর একটা বড় অংশ চর্বিজাতীয় খাদ্যের অভাবে ভুগছে, তখন জনৈক ডঃ হার্ভে (রক্ত-সঞ্চলনের আবিষ্কর্তা প্রখ্যাত ডঃ হার্ভে নন) এক বিজ্ঞাপন মারফৎ বুর্জোয়া এবং অভিজাতদের চর্বি কমাবার ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন।

১. দ্রষ্টব্য : কার্লমার্কস। 'Zur Kritik', &c' "Theorien von der Mass-einheit des Geldes." পৃঃ ৫৩।

রূপার অঙ্কে দামের মধ্যেকার অনুপাতেও পরিবর্তন ঘটে এবং এতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে একটি মানের কার্যাবলী সম্পাদনের সঙ্গে মূল্যের দ্বৈতমান অসঙ্গতি পূর্ণ।[১]

নির্দিষ্ট দামের পণ্যসমূহ নিজেদেরকে উপস্থিত করে নিম্নলিখিত রূপে :

ক পরিমাণ **ক** পণ্য = **ও** পরিমাণ সোনা ;

খ পরিমাণ **খ** পণ্য = **জ** পরিমাণ সোনা ;

গ পরিমাণ **গ** পণ্য = **ঔ** পরিমাণ সোনা। ইত্যাদি সেখানে

---

১. "যখনি আইনের জোরে সোনা এবং রূপাকে পাশাপাশি অর্থ হিসেবে এবং মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করানো হয়েছে, তখনি তাদের একই সামগ্রী বলে গণ্য করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমসময়ের ধারক হিসেবে সোনা ও রূপার পরিমাণের মধ্যে এটা কোন অপরিবর্তনীয় অনুপাতের অস্তিত্ব আছে ধরে নেওয়া আর সোনা ও রূপা একই সামগ্রী ; এটা ধরে নেবার মানে বস্তুত: একই এবং আরো ধরে নেওয়া যে, কম মূল্যবান ধাতুটির, রূপার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের নিত্যস্থায়ী ভগ্নাংশ। তৃতীয় এডোয়ার্ড-এর রাজত্বকাল থেকে দ্বিতীয় জর্জ-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের অর্থসংক্রান্ত ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে এই গোটা সময়টা ধরেই সোনা ও রূপার মধ্যকার সরকারিভাবে নির্ধারিত হার এবং তাদের আসল মূল্যের মধ্যে চলেছে গরমিল! এক সময়ে সোনা হল খুব চড়া, আরেক সময়ে রূপা। যেটার হার যখন তার মূল্যের কমে নির্ধারিত হত, সেটাই তখন গলিয়ে ফেলে বিদেশে রপ্তানি করে দেওয়া হত। দুটি ধাতুর মধ্যে কার অনুপাতটি তখন আবার আইনের মাধ্যমে পরিবতন করা হত, কিন্তু এই নোতুন নামীয় অনুপাতটিও আবার বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে আসত। আমাদের কালেও আমরা দেখেছি যে রূপার জন্য ইন্দো-চাইনিজ চাহিদার দরুণ সোনার মূল্যে যে ক্ষণস্থায়ী এবং যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস ঘটেছিল, তার ফলে ফ্রান্সে কী বিপুল প্রতিক্রিয়া ঘটল—রূপা বিদেশে রপ্তানি হতে থাকল এবং সঞ্চলনে থেকে গেল কেবল সোনা। ১৮৫৫, ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭—এই বছরগুলিতে ফ্রান্সে সোনা-রপ্তানির তুলনায় সোনা-আমদানির আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল £ ৪১,৫৮০,০০০, আর রূপা-আমদানির তুলনায় রূপা-রপ্তানির আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল £ ১৪,৭০৪,০০০। বাস্তবিক পক্ষে, যে সব দেশে দুটি ধাতুই মূল্যের আইন-স্বীকৃত পরিমাপ, সুতরাং আইন সিদ্ধ বিনিময়-মাধ্যম, যাতে করে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে যে-কোনো একটিতে দাম দেবার, সেখানে যে ধাতুটির মূল্য বৃদ্ধি পায় সেটি হয় লাভজনক, এবং বাকি প্রত্যেকটি পণ্যের মত, নিজের দাম পরিমাপ করে অতি-মূল্যায়িত ধাতুটির মাধ্যমে, সেটি একাই বাস্তবে কাজ করে মূল্যের মান হিসাবে। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত ইতিহাস একটিমাত্র শিক্ষাই দেয় : যেখানে আইনের অনুশাসনে দুটি পণ্য মূল্য-

ক, খ এবং গ হল যথাক্রমে **ক, খ** এবং **গ** পণ্যের নির্দিষ্ট-পরিমাণসমূহ আর **ও, ঔ** এবং **ঔ** হল যথাক্রমে সোনার নির্দিষ্ট পরিমাণসমূহ। সুতরাং এই সমস্ত পণ্যের মূল্যসমূহ কল্পনায় বিভিন্ন পরিমাণের সোনায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব পণ্যসম্ভারের বিভ্রান্তিকর বিচিত্রতা থাকা সত্ত্বেও, তাদের মূল্যসমূহ কিন্তু পরিণত হয় একই অভিধার অন্তর্গত বিভিন্ন আয়তনে তথা সোনার অঙ্কে বিভিন্ন আয়তনে। তাদের এখন পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা এবং পরিমাপ করা যায়। তখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনাকে পরিমাপে একক হিসাবে ধরে নিয়ে তাদের তুলনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই এককই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়ে পরিমাপের মানে পরিণতি লাভ করে। অর্থে পরিণত হবার আগেই সোনা, রূপা এবং তামা তাদের বিভিন্ন ওজনের মান অনুসারে এমন বিভিন্ন মানের পরিমাপ ধারণ করে, যাতে করে একটি স্টার্লিং পাউণ্ড যখন একদিকে, একক হিসাবে উপযুক্ত সংখ্যক আউন্সে বিভক্ত হতে পারে, তখন অন্যদিকে, তা আবার উপযুক্ত সংখ্যক পাউণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিণত হতে পারে একটি হাণ্ড্রেড-ওয়েটে[১]। এই কারণে সমস্ত ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থাতেই দেখা যায় যে অর্থের বিভিন্ন মানের বা দামের বিভিন্ন মানের যেসব নামকরণ করা হয়েছিল, সে সব নামই নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ওজনের পূর্বাগত নামগুলি থেকে।

মূল্যের পরিমাপ এবং দামের মান হিসেবে অর্থের দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাজ সম্পাদন করতে হয়। যে পরিচয়ে তা মনুষ্য শ্রমের সমাজ-স্বীকৃত মূর্তরূপ, যে পরিচয়ে অর্থ হচ্ছে মূল্যের পরিমাপ; যে পরিচয়ে তা কোন ধাতুর নির্দিষ্ট পরিমাণ সে, পরিচয়ে তা দামের মান। মূল্যের পরিমাপ হিসেবে তা সমস্ত বিচিত্র বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর বহুবিধ মূল্যকে দামে তথা সোনার বিভিন্ন কল্পিত পরিমাণে পরিবর্তিত করে; দামের মান হিসেবে তা আবার ঐ পরিমাণগুলির পরিমাপ করে। মূল্যের পরিমাপ পণ্যসামগ্রীকে পরিমাপ করে মূল্য হিসেবে; উল্টো দিকে, দামের মান পরিমাপ করে সোনার একটি

পরিমাপকের কাজ করে, সেখানে কার্যক্ষেত্রে তাদের একটিমাত্রই থেকে যায়।" [কার্লমার্কস l.c. ৫২, ৫৩]

১. যেখানে এক আউন্স সোনা ইংল্যাণ্ডে অর্থের মান হিসেবে কাজ করে সেখানে পাউণ্ড-স্টার্লিং তার একটি আঙ্কেয় হিসাবে কাজ করে না—এই যে কৌতুহলকর ঘটনা, তাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "কেবল রূপাকেই ব্যবহার করা হবে এটা ধরে নিয়েই গোড়াতে আমাদের মুদ্রাংকন শুরু হয়েছিল। সেইহেতু এক আউন্স রূপা সব সময়েই একাধিক আঙ্কেয় অংশে বিভাজ্য ছিল; কিন্তু পরে সোনা চালু হল—রূপার সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে। তাইতো এক আউন্স সোনা কিন্তু আর সেভাবে বিভাজ্য হল না। ম্যাকলারেন, "A Sketch of the History of the Curreney", 1858 পৃঃ, ১৬।

এককের সাহায্যে সোনার বিভিন্ন পরিমাণ—অন্য কোন পরিমাণ সোনার ওজনের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার মূল্যকে নয়। সোনাকে দামের মানে পরিণত করতে হলে, তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে স্থির করতে হবে একক হিসেবে। একই অভিধার অন্তর্গত সমস্ত মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমন, পরিমাপের একটি সুস্থির একক প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব সর্বময়। অতএব, উক্ত একক যত কম অস্থির হবে, তত ভালো ভাবে দামের মান তার ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু কেবল তত দূর পর্যন্তই সোনা পারে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করতে, যতদূর পর্যন্ত সে নিজেই হচ্ছে শ্রমের ফল এবং সেই কারণেই অস্থিরমূল্যতার সম্ভাবনা-যুক্ত।[১]

প্রথমতঃ, এটা সম্পূর্ণ, পরিষ্কার যে সোনার মূল্যে কোনো পরিবর্তন দামের মান হিসেবে তার ভূমিকাকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করে না। এই মূল্য কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাতে কিছু এসে যায় না, উক্ত ধাতুর বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যকার অনুপাত স্থিরই থাকে। মূল্য যত বেশিই হ্রাস পাক না কেন, ১২ আউন্স সোনার মূল্য তখনো থাকে ১ আউন্স সোনার ১২ গুণ আর দামের ক্ষেত্রে একমাত্র যে জিনিসটি বিবেচনা করা হয় তা হল সোনার বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যকার সম্পর্কটি। যেহেতু একদিকে, এক আউন্স সোনার মূল্য, কোনো বৃদ্ধি বা হ্রাসই তার ওজনে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, সেই হেতু তার ভগ্নাংশগুলির ওজনেও কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। সুতরাং সোনার মূল্যে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তা দামের অপরিবর্তনীয় মান হিসেবে একই কাজ দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সোনার মূল্যে কোনো পরিবর্তন মূল্যের পরিমাপ হিসেবে তার যে কাজ, তাকে ক্ষুণ্ণ করে না। এই পরিবর্তন সমস্ত পণ্যের উপরেই যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই কারণেই, caeteris paribus, তা তাদের আপেক্ষিক মূল্যগুলিকেও inter se, অপরিবর্তিতই রেখে দেয়—যদিও এই মূল্যগুলি এখন অভিব্যক্ত হয় উচ্চতর বা নিম্নতর স্বর্ণ-দামে।

যেমন আমরা অন্য কোন পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে কোন পণ্যের মূল্য হিসেব করে থাকি, ঠিক তেমনি সেই পণ্যটির মূল্য সোনার অঙ্কে হিসেব করতে গিয়ে, আমরা এথেকে বেশি কিছুই ধরে নেই না যে একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ পরিমাণ সোনা উৎপাদন করতে ব্যয় হয় একটি বিশেষ পরিমাণ শ্রম। সাধরণ ভাবে দামসমূহের ওঠা নামা সম্পর্কে উল্লেখ্য যে আগেকার একটি অধ্যায়ে যে প্রাথমিক আপেক্ষিক মূল্যের নিয়মগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এই ওঠা-নামা সেই নিয়মগুলিরই অধীন।

১. ইংরেজ লেখকদের কাছে মূল্যের পরিমাপ এবং দামের (মূল্যের মান), এই দুয়ের মধ্যে বিভ্রান্তি অবর্ণনীয়। উভয়ের কাজ এবং উভয়ের অভিধা তাঁরা সব সময়েই অদলবদল করে ফেলেন।

পণ্য সম্ভারের দামসমূহে একটা সাধারণ বৃদ্ধি ঘটতে পারে কেবল তখনি যখন অর্থের মূল্য স্থির থেকে তাদের মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা কেবল তখনি যখন পণ্য-সমূহের মূল্য স্থির থেকে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, দামসমূহে একটি সাধারণ হ্রাস ঘটতে পারে কেবল তখনি, যখন—অর্থের মূল্য একই থেকে—পণ্যসম্ভারের মূল্য-সমূহে হ্রাস ঘটে, কিংবা—পণ্যসম্ভারের মূল্য-সমূহ একই থেকে—অর্থের মূল্যে বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং এ থেকে কিছুতেই এ সিদ্ধান্ত আসে না যে, অর্থের মূল্যে কোনো বৃদ্ধি আবশ্যিক ভাবেই ঘটায় পণ্যের দামে অনুপাতিক হ্রাস কিংবা এ সিদ্ধান্তও আসে না যে অর্থের মূল্যে হ্রাস ঘটলে পণ্যের দামেও ঘটে আনুপাতিক বৃদ্ধি। দামের এবংবিধ পরিবর্তন ঘটে কেবল সেইসব পণ্যের ক্ষেত্রে, যাদের মূল্য থাকে স্থির। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেসব জিনিসের মূল্য অর্থের মূল্যের সঙ্গে একই সময়ে এবং একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, সে সব জিনিসের বেলায় দামে কোনো বৃদ্ধি ঘটে না। এবং যদি তাদের মূল্য অর্থের মূল্য থেকে ধীরতর বা দ্রুততর তালে বৃদ্ধি পায়, তা হলে তাদের দামে হ্রাস বৃদ্ধি বা নির্ধারিত হবে তাদের মূল্য এবং অর্থের মূল্য—এই দুইয়ের পার্থক্যের দ্বারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন দাম-রূপের আলোচনায় যাওয়া যাক। কালক্রমে অর্থ হিসেবে চালু মহার্ঘ ধাতুটির বিভিন্ন ওজনের বিভিন্ন প্রচলিত অর্থ নামসমূহ এবং শুরুতে ঐ সমস্ত নাম যে যে ওজনের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করত, সেই সব ওজন এই দুয়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পার্থক্য দেখা দেয়। এই পার্থক্য বিবিধ ঐতিহাসিক কারণের ফল, যেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ :—(১) একটি অপূর্ণাঙ্গ ভাবে বিকশিত সমাজে বিদেশী অর্থের আমদানি। রোমের প্রথম যুগে এই রকম ঘটেছিল, সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রথমে চালু হয়েছিল বিদেশী পণ্য হিসাবে। এই সমস্ত বিদেশী মুদ্রার নাম কখনো দেশীয় ওজন-গুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতো না। (২) ধন-সম্পদ যতই বৃদ্ধি পায়, ততই অধিক মূল্য ধাতু অল্প মূল্য ধাতুকে মূল্যের পরিমাপকের ভূমিকা থেকে উৎখাত করে দেয়, রূপা দেয় তামাকে, সোনা দেয় রূপাকে,—তা এই ঘটনাক্রম যতই কাব্যে বর্ণিত ঘটনাক্রমের বিরোধী হোক না কেন।[১] যেমন 'পাউণ্ড' কথাটি শুরুতে ছিল সত্যকার এক পাউণ্ড ওজনের রূপার অর্থ-নাম। যখন মূল্যের পরিমাপক হিসেবে রূপার স্থান সোনা নিয়ে নিল, তখন রূপা ও সোনার মূল্যের অনুপাত অনুযায়ী সেই একই নাম প্রযুক্ত হ'ল সম্ভবতঃ সোনার ১/১৫ ভাগ বোঝাবার জন্য। এইভাবে অর্থ-নাম হিসেবে পাউণ্ড কথাটির মানে ওজন-নাম হিসেবে তার যে মানে তা থেকে আলাদা হয়ে গেল।[২]

১. তাছাড়া এটা সাধারণভাবে ইতিহাস-সিদ্ধও নয়।

২. যেমন ইংল্যাণ্ডে পাউণ্ড-স্টার্লিং, তার মূল ওজনের মাত্র ১/৩এর কম পরিমাণকে বোঝায়; স্কটল্যাণ্ডে, ইউনিয়নের আগে পর্যন্ত, বোঝাতো ১/৩৬, ফ্রান্সে

(৩) শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজ-রাজড়ারা অর্থের এমন মাত্রায় অপকর্ষ ঘটিয়েছে যে বিভিন্ন মুদ্রার মূল ওজন সমূহের নামগুলি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।[১]

এই সব ইতিহাসগত কারণের দরুণ ওজন-নাম থেকে অর্থ-নামের এই যে বিচ্ছেদ তা সমাজের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। যেহেতু অর্থের মান হচ্ছে একদিক থেকে, নিছকই একটি রীতিগত ব্যাপার এবং অন্যদিক থেকে, তাকে অবশ্যই হতে হয় সাধারণতগ্রাহ্য, সেইহেতু শেষ পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রিত হয় আইনের দ্বারা। মহার্ঘ ধাতুগুলির মধ্যে একটি ধাতুর একটির নির্দিষ্ট পরিমাণকে, ধরা যাক, এক আউন্স সোনাকে সরকারীভাবে ভাগ করা হয় বিভিন্ন ভগ্নাংশে, দেওয়া হয় আইনগত সব নাম, যেমন পাউণ্ড, ডলার ইত্যাদি। এই ভগ্নাংশগুলি তখন থেকে কাজ করতে থাকে অর্থের বিভিন্ন একক হিসেবে; এবং বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত হয়ে পেয়ে থাকে আইনগত সব নাম, যেমন, শিলিং পেনি ইত্যাদি।[২] কিন্তু এইসব ভাগ বিভাগের আগে এবং পরে—উভয় সময়েই কোন একটি ধাতুর নির্দিষ্ট পরিমাণই থাকে ধাতব অর্থের মান। একমাত্র যে পরিবর্তন ঘটে তা হ'ল এই বিভক্তীকরণ আর নামকরণ।

পণ্যের মূল্য ভাবগত ভাবে যে দামে বা সোনার পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, তা এখন অভিব্যক্ত হয় মুদ্রার নামে অথবা স্বর্ণ মানের বিভিন্ন উপভাগের আইনগত ভাবে সিদ্ধ নামে। অতএব, এক কোয়ার্টার গম এক আউন্স সোনার সমান, একথা না বলে, আমরা বলি 'এক কোয়ার্টার গম হ'ল ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০½ পেঃ।' এই ভাবে পণ্য তার দামের মারফৎ বলে দেয় তার মর্যাদা কতটা এবং যখনি কোন জিনিসের মূল্য তার অর্থ-রূপে স্থির করার প্রশ্ন দেখা দেয় তখনি অর্থ কাজ করে '**হিসাবের অর্থ**' হিসাবে।[৩]

যেভাবে বোঝায় ১/২৪ ; স্পেনে মার্বেদি বোঝায় ১/১০০০ এবং পর্তুগালে বোঝায় তা থেকেও কম এক ভগ্নাংশ।

১. 'Le monete le quali oggi sono ideali sono le piu antiche d'ogin nagione, tutte furono untempo reali, eperehe reali conesse si contava' (Galiaia Della moneta l.c. p 153)

২. ডেভিড আর্কুহার্ট তাঁর "ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস" ("Familiar Words")-এ এই বিকট বিকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে আজকাল পাউণ্ড,যা নাকি হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের প্রমাণ-মুদ্রা, তা হচ্ছে এক আউন্স সোনার চার ভাগেরও এক ভাগের মতো। "এটা 'মাপ'-এর প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়, 'মাপ'-এর প্রতিষ্ঠা তো নয়ই।" তিনি এই মিথ্যা নামকরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন সভ্যতার সত্য-অপলাপকারী হস্তের অনাচার।

৩. অ্যানাচাসিসকে যখন প্রশ্ন করা হয়, কি উদ্দেশ্যে গ্রীকরা অর্থ ব্যবহার করত, তিনি উত্তর দেন, গণনার উদ্দেশ্যে।" (Athen-Deipn. I.IV. 49, V 2 ed. Schweighauser, 1802)

কোন জিনিসের নাম এমন কিছু যা তার গুণাবলী থেকে স্বতন্ত্র। কোন মানুষের নাম 'জ্যাকব', এইটুকুমাত্র জানলে আমি সেই মানুষটির সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না। অর্থের ক্ষেত্রেও এই একই কথা; পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঁ, ডুকাট ইত্যাদি নামে মূল্য-সম্পর্কের প্রত্যেকটি চিহ্নই অন্তর্হিত। এই সমস্ত গোপনীয়তা ঘাতক অভিজ্ঞানগুলির উপরে প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য আরোপ করে, ব্যাপারটিকে ঢের বেশি বিভ্রান্তিকর করে তোলা হয়, কেননা এই অর্থ-নামগুলি একই সময়ে দুটি জিনিসকে প্রকাশ করে থাকে—পণ্যের মূল্যকে এবং সংশ্লিষ্ট ধাতুটির বিভিন্ন ভগ্নাংশের ওজনকে, যা অর্থের মান।[১] অন্যদিকে, এটা চূড়ান্তভাবে আবশ্যক যে, যাতে করে বিবিধ পণ্যের বিভিন্ন দেহগত রূপগুলি থেকে মূল্যকে আলাদা করা যায়, সেইহেতু তাকে ধারণ করতে হবে এই বস্তুগত এবং নিরর্থক, অথচ একই সময়ে, বিশুদ্ধ সামাজিক রূপ।[২]

১. "যেহেতু দামের মান হিসেবে কাজ করার সময়ে অর্থ পণ্যের দামের মতো একই পরিচয়বাহী নামে আবির্ভূত হয় এবং যেহেতু সেই কারণেই £৩. ১৭s. ১০½d. একই সঙ্গে বোঝাতে পারে এক আউন্স সোনা এবং এক টন লোহার মূল্য, সেহেতু অর্থের এই পরিচয়বাহী নামটিকে অভিহিত করা হয় 'টাঁকশালের দাম' (mint-price') বলে। এই থেকেই উদ্ভব ঘটল এই অসাধারণ ধারণাটির যে, সোনার মূল্য নিরূপিত হয় তার নিজেরই সামগ্রী দিয়ে এবং অন্যান্য জিনিসের দামের মতো না হয়ে এর দাম নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের দ্বারা। ভুলভাবে মনে করা হত যে সোনার নির্দিষ্ট ওজনকে তার পরিচয়বাহী নাম করা আর ঐ ওজন পরিমাণ সোনার মূল্য নিরূপণ করা বুঝি একই জিনিস। (কার্লমার্কস, শেষোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫২)।

২. 'Zur kritik der Pol. Oekon'—'Theorien von der Masseinheit des Geldes'. পৃঃ 53. সোনা ও রূপার নির্দিষ্ট ওজনের উপরে আইনতঃ নির্ধারিত নামগুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশি বা কম পরিমাণ সোনা ও রূপার পরিমাণের উপরে স্থানান্তরিত করে অর্থের টাঁকশালে-দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস করার আজগুবি ধারণাগুলি—অন্ততঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে, এগুলি সরকারি ও বেসরকারি ক্রেডিটরদের বিরুদ্ধে নোংরা কাজকারবারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, পরন্তু হাতুড়ে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলি উইলিয়াম পেটি তাঁর "Quantulumcunque concerning money : To the Lord Marquis of Halifax, 1862"-তে এত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যে, পরবর্তী অনুগামীদের কথা না হয় উল্লেখ না-ই করলাম, এমনকি স্যার ডাডলি নর্থ এবং জন লক-এর মত তাঁর সাক্ষাৎ অনুগামীরা পর্যন্ত তাঁকে কেবল তরলীকৃত করতেই সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, "যদি কোন দেশের ধন একটি ঘোষণা জারি করে দশগুণ বৃদ্ধি করা যেত, তা হলে এটা আশ্চর্য যে আমাদের গভর্ণররা এত কাল ধরে এমন ঘোষণা জারি করেন নি। (l.c. পৃঃ ৩৬)।

দাম হচ্ছে কোন পণ্যে যে-শ্রম বাস্তবায়িত হয়, তার অর্থ-নাম। সুতরাং কোন পণ্যের দাম-বাচক অর্থের পরিমাণটির সঙ্গে তার সমার্ঘতা প্রকাশ করা নিছক একই কথা পুনরুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়,[১]—ঠিক যেমন সাধারণ ভাবে কোন পণ্যের আপেক্ষিক মূল্যকে প্রকাশ করা পুনরুক্তি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যদিও, কোন পণ্যের মূল্যের আয়তনের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে দাম অর্থের সঙ্গে তার বিনিময় হারেরও প্রতিনিধি, এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না এই বিনিময় হারের প্রতিনিধিটি আবশ্যিক ভাবেই হবে উক্ত পণ্যটির মূল্যের আয়তনের প্রতিনিধি। ধরুন, সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের দুটি সমান পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করছে যথাক্রমে ১ কোয়ার্টার গম এবং £২ (প্রায় ½ আউন্স সোনা); এক্ষেত্রে £২ হচ্ছে উক্ত এক কোয়ার্টার গমের মূল্যের আয়তনের অর্থের অঙ্কে অভিব্যক্তি, তার মানে, এক কোয়ার্টার গমের দাম। এখন যদি ঘটনাক্রমে গমের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় £৩ অথবা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় £১, তা হলে, যদিও £১ এবং £৩ গমের মূল্যকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করবার পক্ষে খুব কম বা খুব বেশি হয়ে পড়তে পারে, তা হলেও এরাই হবে তার দাম; কেন না প্রথমতঃ এরাই হচ্ছে সেইরূপ যে-রূপের অধীনে মূল্য তার মূল্য দৃশ্যমান হয়—অর্থাৎ অর্থরূপ; এবং দ্বিতীয়ত, এরাই হচ্ছে অর্থের সঙ্গে তার বিনিময় হার। যদি উৎপাদনের অবস্থাবলী বা ভাষান্তরে, যদি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি থাকে স্থির, তা হলে, দাম পরিবর্তনের আগে এবং পরে, একই পরিমাণ সামাজিক শ্রম-সময় ব্যয়িত হবে এক কোয়ার্টার গমের পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে। কি গম-উৎপাদনকারীর খুশি-অখুশি আর কি অন্যান্য পণ্যের উৎপাদনকারীদের খুশি-অখুশি—এই ঘটনা এদের কোনটির উপর নির্ভর করে না।

মূল্যের আয়তন প্রকাশ করে একটি সামাজিক সম্পর্ককে; কোন একটি জিনিস আর সেই জিনিসটিকে উৎপাদন করতে সমাজের মোট শ্রম-সময়ের ব্যায়িতব্য অংশ এই দুয়ের মধ্যে যে সম্পর্কটি আবশ্যিক ভাবে বিদ্যমান মূল্য প্রকাশ করে সেই সম্পর্কটিকে। যে মুহূর্তে মূল্যের আয়তন পরিবর্তিত হয় দামে, সেই মুহূর্তে উল্লিখিত আবশ্যিক সম্পর্কটি একটি একক পণ্য এবং অন্য একটি পণ্যের—অর্থ-পণ্যের—মধ্যে মোটামুটি আপতিক একটা বিনিময়-হারের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই বিনিময় হার যে কোন একটা জিনিসকে প্রকাশ করতে পারে—হয়, উক্ত পণ্যটির মূল্যের যথার্থ আয়তনটিকে, নয়তো, ঘটনাচক্রে উক্ত মূল্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যে পরিমাণ সোনার বিনিময়ে ঐ পণ্যটিকে হাতছাড়া হতে হয়েছে, সেই পরিমাণ সোনাকে। অতএব, দাম এবং মূল্য-আয়তনের মধ্যে অসঙ্গতির অথবা মূল্য-আয়তন থেকে দামের বিচ্যুতির এই

১. "Ou bien, il faut, consentir a dire qu'une valeur d'un million en argent vaut plus qu'une valeur egale en marchandises." (le Trosne, l. c, p 919) which amounts to saying "qu'une valeur vaut plus qu'une valeur egale".

যে সম্ভাব্যতা, তা স্বয়ং দাম-রূপের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এটা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয় বরং তা দাম-রূপটিকে প্রশংসনীয় ভাবেই এমন একটি উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে অভিযোজিত করে নেয়, তার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি পারস্পরিক প্রতিপূরণকারী বাহ্যত উচ্ছৃংখল অনিয়মিকতাগুলির উপরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে কেবল মধ্যবর্তী হিসাবে।

মূল্য-আয়তন এবং দামের মধ্যে অর্থাৎ মূল্য-আয়তন এবং তার অর্থ-রূপের মধ্যে অসঙ্গতির সম্ভাব্যতার সঙ্গেই যে কেবল এই দাম-রূপ নিজেকে মানিয়ে নেয় তা-ই নয়, একটা গুণগত অসঙ্গতিকেও তা লুকিয়ে রাখে;—লুকিয়ে রাখে এত দূর পর্যন্ত যে, যদিও অর্থ পণ্যসামগ্রীর মূল্য-রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা হলেও দাম এই মূল্য প্রকাশের কাজ থেকেই পুরোপুরি বেকার হয়ে পড়ে। বিবেক, মর্যাদা ইত্যাদির মতো বিষয় যেগুলি নিজেরা কোনো পণ্যই নয়, এমনকি সেগুলিকেও তাদের অধিকারীরা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করতে পারে এবং এইভাবে এগুলি নিজেদের দামের মারফৎ পণ্যের রূপ অর্জন করতে পারে। সুতরাং মূল্য না থাকলেও একটা বিষয়ের দাম থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে দাম হচ্ছে কাল্পনিক—গণিত বিজ্ঞানের কতকগুলি রাশির মতো। অন্য দিকে এই কাল্পনিক দাম রূপ আবার কখনো কখনো লুকিয়ে রাখিতে পারে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন সত্যকার মূল্য-রূপকে, যেমন ধরা যাক অকর্ষিত জমির দাম, যার কোনো মূল্য নেই, কেননা কোন মনুষ্য-শ্রম তাতে বিধৃত হয়নি।

সাধারণভাবে আপেক্ষিক মূল্যের মতো দামও আমাদের বলে দেয় যে সমার্ঘ-সামগ্রীটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (যথা এক আউন্স সোনা) সরাসরি লোহার সঙ্গে বিনিময়ে এবং এইভাবে দাম কোন পণ্যের (যথা এক টন লোহার) মূল্য প্রকাশ করে। কিন্তু তা কখনো এর বিপরীতটি প্রকাশ করে না, বলেনা যে লোহা সোনার সঙ্গে সরাসরি বিনিময়ে। সুতরাং, একটি পণ্য যাতে কার্যক্ষেত্রে বিনিময়-মূল্য হিসেবে কার্যকরীভাবে কাজ করতে পারে, সেইহেতু তাকে তার দেহরূপ পরিহার করতে হবে, নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে নিছক কাল্পনিক সোনা থেকে বাস্তবিক সোনায়—যদিও 'আবশ্যিকতা' থেকে 'স্বাধীনতায়' রূপ-পরিগ্রহণের হেগেলীয় 'ধারণাটির' তুলনায় অথবা একটি চিংড়িমাছের পক্ষে খোলস ছেড়ে ফেলার তুলনায় সেন্ট জেরোমের পক্ষে অ্যাডাম স্মিথকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার তুলনায় কোনো পণ্যের পক্ষে এমন রূপ-পরিগ্রহণ হতে পারে ঢের বেশি কঠিন।[১] যদিও একটি পণ্য (যেমন, লোহা) তার নিজস্ব রূপের

১. কেবল তাঁর যৌবনেই যে তাঁকে তাঁর কল্পনার সুন্দরীদের দৈহিক রক্ত-মাংসের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হয়েছিল, শুধু তাই নয়, জেরোম (Jerome)-কে কুস্তি লড়তে হয়েছে তাঁর বার্ধক্যেও—অবশ্য তখন শুধু আত্মিক রক্তমাংসের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন, 'আমি ভেবেছিলাম, মহাবিশ্বের বিচারপতির সম্মুখে আমি আত্মিকভাবে উপস্থিত ছিলাম।' 'তুমি কে?'—প্রশ্ন হল। 'আমি একজন খ্রীষ্টধর্মী।' 'তুমি

পাশাপাশি, আমাদের কল্পনায়, সোনার রূপও ধারণ করতে পারে, তবু কিন্তু তা একই সময়ে বাস্তবে লোহা এবং সোনা—দুই-ই হতে পারে না। এর দাম স্থির করার জন্য, কল্পনায় একে সোনার সঙ্গে সমীকরণ করাই যথেষ্ট। কিন্তু এর মালিকের কাছে লোহাকে যদি সমার্ঘ সামগ্রীর ভূমিকা পালন করতে হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই সত্যকার সোনাকে তার নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। লোহার মালিককে যদি বিনিময়ের জন্য উপস্থাপিত অন্য কোন পণ্যের মালিকের কাছে যেতে হয়, এবং তার হাতের লোহাকে দেখিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে তা-ই হচ্ছে সোনা, তা হলে দান্তেকে স্বর্গে সেণ্ট পিটার যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেই উত্তরই তাকেও শুনতে হবে, মন্ত্রের মতো উচ্চারিত, সেই উত্তরটি হচ্ছে :

"Assai bene e' trascorsa
D'esta moneta gia' la lega e'l peso.
Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa."

অতএব একটা দামের নিহিত মানে দুটি ; এর মানে এইযে, একটি পণ্য অর্থের সঙ্গে বিনিময়ে এবং, সেই সঙ্গে, এর মানে এ-ও যে, সে এইভাবে অবশ্যই বিনিমিত হবে। অন্যদিকে, যেহেতু সোনা এরই মধ্যে বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আদর্শ অর্থ-পণ্য হিসেবে, কেবল সেই হেতুই সোনা কাজ করে মূল্যের ভাবগত পরিমাপক হিসেবে। মূল্যের ভাবগত পরিমাপের আড়াল থেকে উঁকি দেয় নগদ টাকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ সঞ্চলনের মাধ্যম ॥

ক. পণ্যের রূপান্তর

পূর্বতন একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থায় একাধিক স্ববিরোধী ও পরস্পর ব্যতিরেকী শর্তাবলী নিহিত থাকে। পণ্য এবং অর্থের মধ্যে পণ্য সম্ভারের বিভিন্নতা প্রাপ্তির ফলে এই অসংগতিগুলি দূর হয়ে যায়না বরং একটি কর্ম প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে—এমন একটি রূপের উদ্ভব ঘটে যাতে পণ্য এবং অর্থ, দুই-ই পাশাপাশি থাকতে পারে। সাধারণতঃ এই পথেই বাস্তব দ্বন্দ্বগুলির সমন্বয় ঘটে থাকে। যেমন, ধরুন, একটি সত্তা নিরন্তর অন্য একটি সত্তার দিকে নিপতিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গেই আবার নিরন্তর তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এমন একটা চিত্র অবশ্যই

মিথ্যা বলছ'—বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন সেই মহান বিচারপতি, তুমি একজন সিসেরোনীয় ছাড়া অন্য কিছু নও।'

দ্বন্দ্বমূলক। উপবৃত্ত হচ্ছে গতির এমন একটা রূপ যাতে একদিকে যখন এই দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকার সুযোগ পায় আবার অন্যদিকে তখন তার সমন্বয়ও ঘটে।

যে-পর্যন্ত বিনিময় হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা বিভিন্ন পণ্য স্থানান্তরিত হয়, যাদের কাছে সেগুলি অ-ব্যবহার-মূল্য তাদের হাত থেকে, তাদের হাতে যাদের কাছে সে-গুলি হয়ে ওঠে ব্যবহার-মূল্য, সে-পর্যন্ত বিনিময় হচ্ছে বস্তুর সামাজিক সঞ্চলন। এক ধরনের ব্যবহার্য (উপযোগী) শ্রমের ফল অন্য ধরনের ব্যবহার্য (উপযোগী) শ্রমের জায়গা নেয়। একটি পণ্য যখন একটি অবলম্বন পেয়ে গিয়েছে, যেখানে সে ব্যবহার মূল্য হিসেবে কাজে লাগতে পারে, এখনি সে সঞ্চলনের পরিধি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পরিভোগের পরিধির মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে আমরা কেবল সঞ্চলনের পরিধি নিয়েই ব্যস্ত থাকব। সুতরাং আমাদের এখন বিনিময়কে বিবেচনা করে দেখতে হবে রূপগত দিক থেকে, অনুসন্ধান করে দেখতে হবে পণ্যের সেই রূপ পরিবর্তন বা রূপান্তরকে যার ফলে বস্তুর সামাজিক সঞ্চচলন সংঘটিত হয়।

রূপের এই যে পরিবর্তন, তার উপলব্ধি, তা সচরাচর খুবই অসম্পূর্ণ। মূল্যের ধারণা সম্পর্কে নানাবিধ অস্পষ্টতা ছাড়াও, এই অসম্পূর্ণতার কারণ এই যে, একটি পণ্যে প্রত্যেকটি রূপ পরিবর্তনই হচ্ছে দুটি পণ্যের একট মামুলি পণ্য এবং বাকিটি অর্থ পণ্যের বিনিময়ের ফলশ্রুতি। একটি পণ্যের বিনিময় ঘটেছে সোনার সঙ্গে কেবল মাত্র এই বস্তুগত ঘটনাটিকেই যদি আমরা মনে রাখি, তা হলে যে জিনিসটি আমাদের লক্ষ্য করা উচিত ঠিক সেই জিনিসটিকেই আমরা করি উপেক্ষা; সেই জিনিসটি হল, আলোচ্য পণ্যটির রূপে কী ঘটে গেল সেইটি। আমরা এই ঘটনাটিকে উপেক্ষা করি যে সোনা যখন একটি পণ্য মাত্র, তখন তা অর্থ নয় এবং অন্যান্য পণ্য যখন তাদের নিজ নিজ দাম সোনার অঙ্কে প্রকাশ করে, তখন এই সোনা ঐ পণ্যগুলির অর্থরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথমতঃ বিভিন্ন পণ্য যে যা ঠিক সেই ভাবেই বিনিময়ের প্রক্রিয়ার প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়াই তার পরে তাদের মধ্যে পণ্য এবং অর্থ হিসাবে বিভিন্নতা এনে দেয়। এবং, এই ভাবে, একই সঙ্গে ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য হবার দরুণ তাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য প্রচ্ছন্ন থাকে, তারই আনুষঙ্গিক একটি বাহ্যিক প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্ম দেয়। ব্যবহার-মূল্যরূপী পণ্যসত্তার এখন প্রতিস্থাপিত হয় বিনিময়-মূল্যরূপী অর্থের বিপরীতে। অন্য দিক থেকে, দুটি প্রতিপক্ষই কিন্তু পণ্য—ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের ঐক্যস্বরূপ। কিন্তু বিভিন্নতার এই অভিন্নতা বা ঐক্য নিজেকে অভিব্যক্ত করে দুটি বিপরীত মেরুতে এবং প্রত্যেকটি মেরুতে বিপরীত ভাবে। মেরু বলেই আবার তার আবশ্যিকভাবেই পরস্পরের বিপরীতও বটে আবার পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বটে। সমীকরণের একদিকে আমরা পাই একটি

মামুলি পণ্য, যা হচ্ছে আসলে একটি ব্যবহার-মূল্য। এর মূল্য কেবল ভাবগতভাবেই প্রকাশিত হয় দামের মাধ্যমে—যে দামের দ্বারা সে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে তথা সোনার সঙ্গে সমীকৃত হয়, যেমন হয় তার মূল্যের বাস্তব বিগ্রহ সঙ্গে। সোনা হিসেবেই সোনা বিনিময়-মূল্য। তার ব্যবহার-মূল্য সম্বন্ধে উল্লেখ্য যে তার আছে কেবল একটা ভাবগত অস্তিত্ব; বাকি সমস্ত পণ্যের মুখোমুখি সোনা যখন দাঁড়ায় তখন যে আপেক্ষিক মূল্য-প্রকাশের রাশিমালা তৈরি হয়, সেই রাশিমালাই হচ্ছে এই ব্যবহার-মূল্যের প্রতিনিধি; সংশ্লিষ্ট সমস্ত পণ্যের ব্যবহারসমূহের যোগফলই হচ্ছে সোনার বিবিধ ব্যবহারের যোগফল। পণ্য সম্ভারের এই পরস্পর বিশুদ্ধ রূপগুলিই হল সেই সব বস্তুর রূপে তাদের বিনিময়-প্রক্রিয়াটি চলে এবং ঘটে।

এখন কোন একটি পণ্যের মালিকের সঙ্গে, ধরা যাক, আমাদের পুরোনো বন্ধু ছিট-কাপড়ের তন্তুবায়ের সঙ্গে, তার কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ বাজারে যাওয়া যাক। তার ২০ গজ ছিট কাপড়ের একটা নির্দিষ্ট দাম আছে ২ পাউণ্ড। সে ২ পাউণ্ডের বদলে তার পণ্যটি বিনিময় করল এবং তার পরে পুরনো দিনের ভালো মানুষ যা করে থাকত তাই করল—সে তার পরিবারের জন্য ঐ একই দামের একখানি বাইবেল কিনল এবং তার হাতের টাকাটা—ঐ পাউণ্ড দুটি—হাতছাড়া করল। ঐ যে ছিট-কাপড় তা তার কাছে একটি পণ্য-মাত্র, মূল্যের আধারমাত্র; তাকে সে সোনার বিনিময়ে, অর্থাৎ ছিট-কাপড়টি মূল্য-রূপের বিনিময়ে পরকীকৃত করল; এই সোনা তথা মূল্যরূপটিকে সে আবার হস্তান্তরিত করল আরেকটি পণ্যের জন্য তথা বাইবেল-খানির জন্য—সে বাইবেলখানি তার পরিবারে স্থান পাবে একটি উপযোগপূর্ণ সামগ্রী হিসেবে, পরিবারের লোকজনদের কাছে আরাধ্য গ্রন্থ হিসেবে। এই বিনিময়-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণায়িত হল দুটি বিপরীত অথচ পরিপূরক রূপান্তরণের মাধ্যমে—পণ্যটির অর্থ রূপান্তরণ এবং ঐ অর্থের আকার পণ্যে পুনঃরূপান্তরণ। এই রূপান্তরণের দুটি পর্যায়ই আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটির দুটি সুস্পষ্ট লেনদের—বিক্রয় বা অর্থের জন্য পণ্যের বিনিময়, আবার ক্রয় বা পণ্যের জন্য অর্থের বিনিময়—এবং দুটি কাজের ঐক্যরূপ হল: ক্রয়ের জন্য বিক্রয়।

আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটির কাছে গোটা লেনদেনটির ফলশ্রুতি হল এই যে ছিট-কাপড়ের মালিক না হয়ে, সে এখন হল বাইবেলখানির মালিক; তার মূল পণ্যটির পরিবর্তে তার মালিকানায় এসেছে একই মূল্যের অথচ ভিন্নতর উপযোগিতার অন্য একটি পণ্য। একই উপায়ে সে জীবনধারনে অন্যান্য উপায়-উপকরণ এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণ করে থাকে। তার দৃষ্টিকোণ থেকে, গোটা প্রক্রিয়াটির ফল যা দাঁড়ালো তা অন্য কারো শ্রমজাত দ্রব্যের জন্য নিজের শ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময় ছাড়া, নিছক দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিবিধ পণ্যের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়।

পণ্য—অর্থ—পণ্য*

প—অ—প

সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলির পথে সমগ্র প্রক্রিয়াটির ফল হল একটি পণ্যের জন্য আরেকটি পণ্যের বিনিময়—বাস্তবায়িত সামাজিক শ্রমের সঙ্কলন। যখন এই ফলটি অর্জিত হয়ে যায়, গোটা প্রক্রিয়াটাও শেষ হয়ে যায়।

প—অঃ প্রথম রূপান্তরণ বা বিক্রয়

পণ্যের দেহ থেকে সোনার দেহ মূল্যের এই যে উল্লম্ফন, অন্যত্র আমি তাকে অভিহিত করেছি পণ্যের 'Salto mortale' বলে। যদি তার কমতি হয়, তা হলে পণ্যটির নিজের কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু মালিকের ক্ষতি হয় নিশ্চয়ই। শ্রমের সামাজিক বিভাজনের ফলে তার শ্রম হয় যেমন একপেশে তার অভাবগুলি হয় তেমন অনেক পেশে। আর ঠিক এই কারণেই তার শ্রমের ফল তার সেবায় লাগে কেবল বিনিময়-মূল্য হিসেবেই। কিন্তু অর্থে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তার শ্রম-ফল সমাজস্বীকৃত সর্বজনীন সমার্ঘরূপের গুণাবলী অর্জন করে না। কিন্তু সেই অর্থ থাকে অন্য কারো পকেটে। সেই পকেট থেকে তাকে প্রলুব্ধ করে বাইরে নিয়ে আসতে হলে আমাদের বন্ধুর পণ্যটিকে হতে হবে সব কিছুর উপরে ঐ অর্থের অধিকারীর কাছে ব্যবহার মূল্য ভূষিত। এই কারণে, উক্ত পণ্যে ব্যয়িত শ্রমকে হতে হবে এমন এক ধরনের যা সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয়, এমন এক ধরনের যা সামাজিক শ্রম-বিভাগেরই একটি শাখা স্বরূপ। কিন্তু শ্রম-বিভাগ হচ্ছে এমন একটি উৎপাদন-প্রণালী যা গড়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠতে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎপাদনকারীদের অজান্তে। বিনিময়ে পণ্যটি হয়তো এমন কোনো নতুন ধরনের শ্রম-ফলত হতে পারে যা নতুন করে উদ্ভূত কোনো অভাব বোধের পরিতৃপ্তি সাধনের কিংবা, এমন কি নতুন করে কোনো অভাব বোধের উদ্ভব ঘটানোর দাবি নিয়ে হাজির হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট পণ্য-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোন উৎপাদনকারীর পরিচালনায় পরিচালিত বহুবিধ উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি মাত্র প্রক্রিয়া হয়েও গতকালের কোনো একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া আজকে নিজেকে এই সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজেকে একটি স্বতন্ত্র শ্রম-শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং নিজেকে অসম্পূর্ণ উৎপন্ন-দ্রব্যটিকে একটি স্বতন্ত্র পণ্য হিসেবে বাজারে পাঠাতে পারে। অবস্থাবলী এই ধরনের বিচ্ছেদের পক্ষে পরিণত হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। আজই ঐ পণ্যটি সামাজিক অভাব-বোধের তৃপ্তি সাধন করছে। আগামীকাল অন্য কোনো যোগ্যতার উৎপন্ন-দ্রব্য অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ তার জায়গা দখল করে নিতে পারে। অধিকিন্তু যদিও আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটির শ্রম সমাজ স্বীকৃত শ্রম-বিভাগের একটি শাখা বলে পরিগণিত, তা সত্ত্বেও কিন্তু কেবল এই ঘটনা

কোন ক্রমেই তার ২০ গজ ছিট কাপড়ের উপযোগিতাকে নিশ্চয়ীকৃত করে না। অন্যান্য প্রত্যেকটি অভাবের মতো সমাজের কাছে ছিট কাপড়ের অভাবও সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণেই যদি প্রতিদ্বন্দ্বী তন্তুবায়দের উৎপন্ন ছিট-কাপড়ের সমাজের এই বিশেষ অভাবটি পুরোপুরি মিটে গিয়ে থাকে তা হলে আমাদের বন্ধুটির উৎপন্ন ছিট-কাপড় হয়ে পড়বে বাড়তি, ফালতু, এবং কাজেকাজেই অকেজো। একথা ঠিক যে মানুষ দানের ঘোড়াতে যাচাই করে নেয়না কিন্তু আমাদের বন্ধুটিত দান-খয়রাতের জন্য তার ছিট-কাপড় নিয়ে বাজারে আনাগোনা করে না। কিন্তু ধরুন, যদি তার উৎপন্নদ্রব্য একটি সত্যকার ব্যবহার মূল্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই হেতু অর্থকে আকর্ষণ করে? তখন প্রশ্ন জাগবে, কতটা অর্থ সে আকর্ষণ করবে? সন্দেহ নেই যে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির মূল্য আয়তনের মুখপাত্রস্বরূপ যে দাম সেই দামের মধ্যেই উত্তরটি আগেভাগেই ধরে নেওয়া হয়েছে। আমাদের বন্ধুটি অবশ্য তার দামের হিসেবে হঠাৎ কোন ভুলও করে বসতে পারে, সে ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল বাজারে গিয়ে অনতি বিলম্বেই সংশোধিত হয়ে যাবে; তাই এই ধরনের ভুলচুক আমরা আমাদের আলোচনার বাইরে রাখছি। আমরা ধরে নিচ্ছি যে সে তার উৎপন্ন দ্রব্যে কেবল ততটা পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয় করেছে, যতটা পরিমাণ শ্রম-সময় গড় হিসেবে সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয়। তা হলে, দাম হচ্ছে কেবল একটা অর্থ-নাম তার পণ্যটিতে যে-পরিমাণ সামাজিক শ্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তারই অর্থ-নাম। কিন্তু আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটির অনুমতি ব্যতিরেকেই তার অজ্ঞাতসারেই বয়নের পুরনো ধাঁচের পদ্ধতিটি বদলে গেল। সে ক্ষেত্রে গতকাল পর্যন্ত এক গজ ছিট-কাপড় বুনতে সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় যে-পরিমাণ শ্রম-সময়ের দরকার পড়ত, আজ থেকে তা আর দরকার পড়ে না। তখন আমাদের বন্ধুটির যারা প্রতিযোগী, তারা যে-দাম চাইছে, সেই দামের উল্লেখ করে অর্থের মালিক এই ঘটনাটা ব্যগ্র ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে। আমাদের বন্ধুটির দুর্ভাগ্য যে তন্তুবায়েরা সংখ্যায় অল্প নয় আর তারা দূরদূরান্তেও অবস্থান করে না। সর্বশেষে, ধরে নেওয়া যাক যে বাজারে উপস্থাপিত ছিট-কাপড়ের প্রত্যেকটি টুকরো যে-পরিমাণ শ্রম-সময় সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় তা থেকে মোটেই বেশী শ্রম-সময় ধারণ করছে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু ছিট-কাপড়ের এই সমস্ত টুকরোগুলির মোট পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রম-সময় ধারণ করে থাকতে পারে। গজ প্রতি ১ শিলিং এই স্বাভাবিক দামে বাজার যদি মোট-পরিমাণ ছিট-কাপড়কে উদরস্থ করতে না পারে তা হলে প্রমাণ হয়ে যায় যে সমাজের মোট শ্রমের অবাঞ্ছনীয় রকমের একটা বড় অংশ বয়নের আকারে ব্যয় করা হয়েছে। প্রত্যেকটি তন্তুবায় ব্যক্তিগত ভাবে যদি তার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় করত, তা হলে যে ফল হত, এক্ষেত্রেও ফল তা-ই হবে। জার্মান প্রবচনটির ভাষায়

এখানে আমরা বলতে পারি : এক সঙ্গে ধরা এক সঙ্গে মরা। বাজারে সমস্ত ছিট-কাপড় তখন গণ্য হয় বাণিজ্যের একটি মাত্র অখণ্ড সামগ্রী হিসাবে যার মধ্যে এক-একটি টুক্‌রো হচ্ছে এক-একটি খণ্ডাংশ মাত্র। আর বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেক গজ ছিট-কাপড়ের মূল্য হচ্ছে এক ও অভিন্ন সমজাতীয় মনুষ্য-শ্রমের সুনির্দিষ্ট, সামাজিক ভাবে স্থিরীকৃত পরিমাণের বাস্তবায়িত রূপ মাত্র।*

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পণ্যেরা অর্থের সঙ্গে প্রেমাসক্ত, কিন্তু "যথার্থ প্রেমের পথ কখনো মসৃণগতি নয়"। শ্রমের গুণগত বিভাজন যেভাবে সংঘটিত হয়, ঠিক সেই একই স্বতঃস্ফূর্ত ও আপতিক ভাবে সংঘটিত হয় শ্রমের মাত্রাগত বিভাজন। সুতরাং পণ্যসম্ভারের মালিকেরা আবিষ্কার করে, যে-শ্রমবিভাজন তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তিমালিকে পরিণত করে, ঠিক সেই একই শ্রমবিভাজন উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়াকে এবং সেই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ব্যক্তিগত উৎপাদন-কারীদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সেই উৎপাদনকারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে মুক্ত করে, এবং ব্যক্তি-মালিকদের আপাত-দৃশ্য পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মাধ্যমে বা সাহায্যে সাধারণ ও পারস্পরিক সাপেক্ষতার একটি প্রণালীর দ্বারা পরিপূরিত করে।

শ্রম-বিভাজন শ্রমজাত দ্রব্যকে পণ্যে পরিবর্তিত করে এবং এইভাবে তার অর্থে পরিবর্তনের পর্যায়টিকে আবশ্যিক করে তোলে। একই সময়ে আবার তা এই পর্যায়ান্তিক পরিবর্তনের সম্পাদনাকে আপতিক করে তোলে। এখানে অবশ্য আমরা কেবল তার অখণ্ডতার ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছি এবং সেই কারণেই তার পুরোগতিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছি। অধিকন্তু, এই পরিবর্তন যদি আদৌ ঘটে অর্থাৎ আলোচ্য পণ্যটি যদি একেবারেই অবিক্রেয় না হয়, তা হলে এই রূপান্তর অবশ্যই ঘটে— যদিও প্রাপ্ত দাম মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে বেশী বা অস্বাভাবিক কম হতে পারে।

বিক্রেতা তার পণ্যের বদলে পায় সোনা এবং ক্রেতা তার সোনার বদলে পায় একটি পণ্য। যে ঘটনাটি আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করছি, তা এই যে, একটি পণ্য এবং সোনার—২০ গজ ছিট কাপড় এবং ২ পাউণ্ড-এর—হাত বদল এবং জায়গা বদল হয়েছে, অর্থাৎ তাদের বিনিময় হয়েছে। কিন্তু কিসের সঙ্গে পণ্যটি বিনিমিত হল? তারই নিজের মূল্য যে আকার পরিগ্রহ করেছে, সেই আকারের সঙ্গে তথা সর্বজনীন

* এন. এফ. ড্যানিয়েলসন-এর কাছে লেখা তাঁর ২৮শে নভেম্বর, ১৮৭৮ তারিখের চিঠিতে মার্কস প্রস্তাব করেন যে তাঁর এই বাক্যটি এইভাবে পুনর্লিখিত করা হোক, 'আর বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেক গজ ছিট-কাপড়ের মূল্যও সমগ্র-সংখ্যক গজের উপরে ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের বাস্তবায়িত রূপের একটি অংশমাত্র'—রুশ সংস্করণ 'মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন ইনস্টিটিউট'-এর টীকা।

সমার্ঘটির সঙ্গে। এবং ঐ সোনা বিনিমিত হল কিসের সঙ্গে? বিনিমিত হল তার নিজেরই ব্যবহার মূল্যের একটি রূপের সঙ্গে। ছিট-কাপড়ের মুখোমুখি সোনা অর্থের রূপ ধারণ কেন? কারণ ছিট-কাপড়ের ২ পাউণ্ড দাম তথা অর্থ-রূপ তাকে এরই মধ্যে অর্থ-রূপে অভিব্যক্ত সোনার সঙ্গে সমীকৃত করে দিয়েছে। পরকীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যে মুহূর্তে তার ব্যবহার মূল্য সোনাকে আকৃষ্ট করে—যে সোনা এর আগে তার দামের মধ্যে বিধৃত ছিল কেবল ভাবগত ভাবে, সেই মুহূর্তে পণ্য তার মূল্যটিকে অর্থাৎ পণ্যরূপটিকে পরিহার করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কোনো পণ্যের দাম কিংবা তার মূল্যের ভাবগত রূপের বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই একই সঙ্গে অর্থের ভাবগত ব্যবহার মূল্যের বাস্তবায়ন; কোন পণ্যের অর্থে রূপ-পরিগ্রহণের মানে হল সেই একই সঙ্গে অর্থেরও পণ্যে রূপ-পরিগ্রহণ। বাহ্যতঃ যাকে মনে হয় একটিমাত্র একক প্রক্রিয়া বলে কার্যতঃ সেটি হচ্ছে একটি দ্বৈত প্রক্রিয়া। পণ্য মালিকের মেরু থেকে এটাকে বলা হয় 'বিক্রয়', অর্থ মালিকের বিপরীত মেরু থেকে এটা হচ্ছে 'ক্রয়'। ভাষান্তরে একটা বিক্রয় মানেই একটা ক্রয়। **প—অ** আবার **অ—প** ও বটে।[১]

এ পর্যন্ত আমরা মানুষদের বিবেচনা করেছি কেবল তাদের একটি মাত্র অর্থনৈতিক অবস্থানে, সেটা হল পণ্যসমূহের বিভিন্ন মালিকের অবস্থানে, যে অবস্থানে থেকে তারা অন্যদের শ্রম-ফলকে আত্মসাৎ করে এবং তা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের শ্রম থেকেই তাদেরকে পরকীকৃত করে। সুতরাং অর্থের অধিকারী এমন একজন মালিকের সঙ্গে যদি একজন পণ্য মালিককে সাক্ষাৎ করতে হয়, তা হলে যা দরকার হয় তা হচ্ছে এই: হয়, অর্থের অধিকারী ব্যক্তিটির তথা ক্রেতা ব্যক্তিটির শ্রমের ফল নিজেই হবে অর্থ, নিজেই হবে সোনা, মানে সেই সামগ্রী যা দিয়ে অর্থ তৈরী হয়; আর নয়তো, তার শ্রম ফল হবে এমনটি যা এরই মধ্যে তার আবরণ পাল্‌টে ফেলেছে এবং ব্যবহার্য (উপযোগী) জিনিসের মূল রূপটিকে পরিহার করেছে। যাতে করে সে অর্থের ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য সোনাকে অবশ্যই কোন-না কোন বিন্দুতে অথবা অন্যত্র বাজারে প্রবেশ লাভ করতে হবে। এই বিন্দুটি লক্ষ্য করা যায় সংশ্লিষ্ট ধাতুটির উৎপাদনের উৎসক্ষেত্রে যে জায়গায় সমান মূল্যের অন্য কোন উৎপন্নের সঙ্গে শ্রমের অব্যবহিত ফল হিসেবে সোনার বিনিময় সংঘটিত হয়। সেই মুহূর্ত থেকে তা সর্বদাই হয় কোন পণ্যের বাস্তবায়িত দামের প্রতিনিধি।[২] নিজের উৎপাদনের উৎসক্ষেত্রে

---

১. "Toute vente est achat". (ডঃ কেনে: "Dialogues sur le commerceet les Travaux des Artisans." Physiocrates ed. Daire I. Partie, Paris, 1846. p. 170) কিংবা যেমন ডঃ কেনে তাঁর "Maximes generales"-এ বলেন, "Vender est acheter."

২ "Le prix d'une marchandise ne pouvant etre paye que Par le prix d'une autre marchandise (Mercier de la Riviere L'Ordre

অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময় ছাড়াও, সোনা তা সে যারই হাতে থাক না কেন সোনা হচ্ছে মালিকের দ্বারা পরকীকৃত কোন পণ্যের রূপান্তরিত আকার ; এ হচ্ছে একটি বিক্রয়ের তথা **প—অ** এই রূপান্তরণের ফল।[১] অন্যান্য পণ্য যখন নিজ নিজ মূল্য সোনার অঙ্কে পরিমাপ করতে লাগল এইভাবে উপযোগী সামগ্রী হিসেবে তাদের স্বাভাবিক আকারের সঙ্গে ভাবগত ভাবে তার প্রতি তুলনা করতে থাকল আর এইভাবে তাকে তাদের মূল্যের আকারে পরিণত করল, তখনি সোনা হয়ে উঠল ভাবগত ভাবে অর্থ তথা মূল্য সমূহের পরিমাপ। পণ্যাবলীর সাধারণ পরকীকরণের মাধ্যমে, নিজ নিজ স্বাভাবিক আকার সহ-উপযোগী দ্রব্য হিসেবে তাদের স্থান-পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং এর ফলে বাস্তবে তাদের বিভিন্ন মূল্যের মূর্ত বিগ্রহে পরিণত হবার মাধ্যমেই সোনা বস্তুতই অর্থ হয়ে উঠল। পণ্যেরা যখন এই অর্থ-আকার ধারণ করে, তখন সমজাতীয় মনুষ্য-শ্রমের এক ও অভিন্ন সমাজ-স্বীকৃত মূর্ত বিগ্রহে নিজেদের রূপান্তরিত করার জন্য তারা তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার মূল্যের প্রত্যেকটি চিহ্ন থেকে এবং শ্রমের যে বিশেষ বিশেষ ধরন থেকে তাদের সৃষ্টি সেই সব ধরন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করে নেয়। কেবল একটা মুদ্রা দেখেই আমরা বলতে পারি না কোন বিশেষ পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময় হয়েছে। অর্থ-রূপের অধীনে সব পণ্যই একইরকম দেখায়। সুতরাং, অর্থ মাটিও হতে পারে, যদিও মাটি অর্থ নয়। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দুটি স্বর্ণখণ্ড যার বিনিময়ে আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটি তার ছিট কাপড হাতছাড়া করেছে সেই দুটি স্বর্ণ খণ্ড এক কোয়ার্টার গমের রূপান্তরিত আকার, ছিটকাপড়ের বিক্রয় **প—অ** আবার একই সঙ্গে তার ক্রয়ও বটে **অ—প**। কিন্তু বিক্রয় হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়া যার শেষ হয় বিপরীত প্রকৃতির একটি লেনদেনে যথা বাইবেল-এর ক্রয় ; অপর পক্ষে, ছিট কাপড়ের ক্রয়, যার শুরু হয়েছিল একটি বিপরীত প্রকৃতির ক্রিয়ায়, যথা গমের বিক্রয় **প—অ (ছিট কাপড়—পণ্য)**, যা হচ্ছে **প—অ—প (ছিট কাপড়—অর্থ—বাইবেল)** এর প্রথম পর্যায়, তা হচ্ছে আবার **অ—প (অর্থ—ছিট কাপড়)** ও, আরেকটি গতিক্রমের শেষ পর্যায় **প—অ—প (গম—অর্থ—ছিট কাপড়)**। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একটি পণ্যের প্রথম রূপান্তরণ, পণ্য থেকে অর্থে তার রূপ-পরিবর্তন আবার আবশ্যক ভাবেই একই অন্য কোন পণ্যের দ্বিতীয় রূপান্তরণ, তার অর্থ থেকে পণ্যে রূপ-পরিবর্তন।[২]

naturel et essentiel de societes politiques" Physiocrates ed. Daire II partie p. 554).

১. "Pour avoir cet argent, il faut avoir vendu" l.c. p. 543.

২. পূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, সোনা বা রূপার সত্যকার উৎপাদক একটি ব্যতিক্রম। প্রথমে বিক্রয় না করেই সে সরাসরি তার উৎপন্ন অন্য একটি পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করে।

অ—প কিংবা ক্রয়

পণ্যের দ্বিতীয় তথা সর্বশেষ রূপান্তরণ

যেহেতু অর্থ হচ্ছে বাকি সমস্ত পণ্যের রূপান্তরিত আকার, তাদের সাধারণ পরকীকরণের ফলশ্রুতি, সেহেতু সে নিজেই বিনা বাধায়, বিনা শর্তে পরকীকরণীয়। সে সমস্ত দামকেই পেছন দিক থেকে পড়ে, এবং এইভাবে, বলা যায় যে, বাকি সমস্ত পণ্যের দেহে নিজেকে এঁকে দেয়—যেসব পণ্য তাকে দেয় তার নিজের ব্যবহার মূল্য বাস্তবায়িত করার সামগ্রীটি। একই সময়ে, বিভিন্ন দাম তথা অর্থের প্রতি বিভিন্ন পণ্যের মনোহরণ কটাক্ষপাত, তার পরিমাণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তার রূপ-পরিবর্তনীয়তার সীমা নিরূপণ করে দেয়। যেহেতু প্রত্যেকটি পণ্যই অর্থে রূপায়িত হবার পরেই পণ্য হিসেবে অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেহেতু স্বয়ং অর্থ থেকে এটা বলা অসম্ভব যে কেমন করে সে তার মালিকের অধিকারে চলে গিয়েছিল অথবা কোন্ জিনিস তাতে পরিবর্তিত হয়েছিল। তা সে অর্থ যে উৎস থেকেই আসুক না কেন। এক দিকে সে যখন প্রতিনিধিত্ব করছে একটি বিক্রিত পণ্যের, অন্যদিকে সে তখন প্রতিনিধিত্ব করছে এমন একটি পণ্যের যেটা ক্রয় করা হবে।[১]

অ—প, একটি ক্রয়, আবার একই সঙ্গে **প—অ**, একটি বিক্রয়; একটি পণ্যের সর্বশেষ রূপান্তরণ হচ্ছে আরেকটি পণ্যের সর্বপ্রথম রূপান্তরণ। আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটির বেলায়, তার পণ্যের জীবনবৃত্ত শেষ হল বাইবেল এর সঙ্গে, যাতে সে পুনঃ-রূপ-পরিবর্তিত করেছে তার ২টি পাউণ্ডকে। কিন্তু ধরুন, তন্তুবায়ের দ্বারা বিমুক্ত পাউণ্ড ২টিকে যদি বাইবেল-এর বিক্রেতা মদে রূপ-পরিবর্তিত করে **অর্থ—প**, তা হলে **প—অ—প** (ছিট-কাপড়, অর্থ, বাইবেল)-এর সর্বশেষ পর্যায়টি হবে, আবার **প—অ** অর্থাৎ **প—অ—প** (বাইবেল, অর্থ, মদ্য)-এর প্রথম পর্যায়টিও। একটি বিশেষ পণ্যের উৎপাদনকারীর হাতে থাকে দেবার মতো সেই একটি জিনিসই, সেটাকেই সে বিক্রয় করে প্রায়ই বিরাট বিরাট পরিমাণে; কিন্তু তার বহু সংখ্যক ও বহুবিধ অভাব তাকে বাধ্য করে অসংখ্য ক্রয়ের মধ্যে তার আদায়ীকৃত দামকে, বিযুক্ত অর্থের মোট পরিমাণকে বিভক্ত করে দিতে। সুতরাং একটি বিক্রয়ের পরিণতি ঘটে বহুবিধ জিনিসের বহুসংখ্যক ক্রয়ে। একটি পণ্যের সর্বশেষ রূপান্তরণ এইভাবে সংঘটিত করে অন্যান্য বহুবিধ পণ্যের সর্বপ্রথম রূপান্তরণসমূহের একটি সামূহিক সমষ্টি।

এখন যদি আমরা একটি পণ্যের সম্পূর্ণীকৃত রূপান্তরণটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করি, তা হলে দেখতে পাই যে, প্রথমে, তা গঠিত হয় দুটি বিপরীত কিন্তু পরিপূরক গতিক্রমের দ্বারা **প—অ** এবং **অ—প**। পণ্যের এই দুটি বিপরীতমুখী আকার-

১. "Si l'argent repres ente, dans nos mains les choses que nous pouvons desirer d'acheter, il y represente aussi les choses que nous avons vendues pour cet argent" (Mercier de la Riviere" l.c. p. 586).

পরিবর্তন সংঘটিত হয় মালিকদের পক্ষ থেকে দুটি বিপরীত-মুখী সামাজিক ক্রিয়ার দ্বারা আর এই ক্রিয়াগুলি আবার তার দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ভূমিকার উপরে যথোচিত অর্থ নৈতিক অভিধায় ভূষিত করে দেয়। ব্যক্তি যখন বিক্রয় করে সে তখন বিক্রেতা ; আবার সে যখন ক্রয় করে, সে তখন ক্রেতা। কিন্তু যেমন যে-কোনো পণ্যের এই ধরণের প্রত্যেকটি আকার-পরিবর্তনের পরেই তার দুটি রূপ, পণ্যরূপ ও অর্থরূপ, যুগপৎ দৃশ্যমান হয়—অবশ্য দুটি বিপরীত মেরুতে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক বিক্রেতারই প্রতিপক্ষে থাকে একজন ক্রেতা এবং প্রত্যেক ক্রেতারই প্রতিপক্ষে থাকে একজন বিক্রেতা। যখন কোন বিশেষ একটি পণ্য পণ্যরূপ ও অর্থরূপ—তার দুটি রূপের মধ্য দিয়ে পরপর অতিক্রান্ত হয় তখন তার মালিকও পরপর অতিক্রান্ত হয় তার বিক্রেতারূপ ভূমিকা থেকে তার ক্রেতারূপ ভূমিকায়। সুতরাং বিক্রেতা এবং ক্রেতা হিসেবে এই যে বিভিন্ন চরিত্র তা স্থায়ী নয় , বরং পণ্য সঞ্চলনে যে বিভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে এই বিভিন্ন চরিত্র পালাক্রমে সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে লগ্ন হয়।

সরলতম রূপে একটি পণ্যের সম্পূর্ণ রূপান্তরের মধ্যে নিহিত থাকে চারটি চরম বিন্দু এবং তিনটি নাটকীয় চরিত্র। প্রথমে একটি পণ্য মুখোমুখি হয় অর্থের সঙ্গে , অর্থ হচ্ছে পণ্যটির মূল্যের দ্বারা পরিগৃহীত রূপ, এবং তা তার নিরেট বস্তুরূপে অবস্থান করে ক্রেতার পকেটে। পণ্যের মালিক এইভাবে আসে অর্থের মালিকের সংস্পর্শে। এখন যত তাড়াতাড়ি পণ্যটি অর্থে পরিবর্তিত হয় তত তাড়াতাড়ি অর্থ হয় তার ক্ষণস্থায়ী সমার্ঘ রূপ—যে সমার্ঘ রূপটির ব্যবহার মূল্য দৃশ্যমান হয় অন্যান্য পণ্যের দেহে। প্রথম আকার পরিবর্তনের অন্তিম সীমা হল অর্থ, আবার এই অর্থই হল দ্বিতীয় আকার পরিবর্তনের যাত্রা-বিন্দু। প্রথম লেনদেনে যে ব্যক্তিটি থাকে বিক্রেতা সেই ব্যক্তিটিই দ্বিতীয় লেনদেনে হয়ে পড়ে ক্রেতা ; আর এই দ্বিতীয় লেনদেনের মঞ্চে আবির্ভূত হয় তৃতীয় এক পণ্য মালিক।[১]

পরস্পরে বিপরীত এই যে দুটি পর্যায়—যা একটি পণ্যের রূপান্তর সম্পূর্ণায়িত করে—সেই পর্যায় মিলেই রচনা করে একটি গতিক্রম, একটি আবর্ত : পণ্য-রূপ, পণ্য রূপের পরিহার এবং আবার সেই পণ্য রূপে প্রত্যাবর্তন। সন্দেহ নেই যে পণ্যটি এখানে দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন দুটি চেহারায়। যাত্রা-বিন্দুতে সে তার মালিকের কাছে ব্যবহার-মূল্য থাকে না ; সমাপ্তি বিন্দুতে সে কিন্তু হয়ে যায় একটি ব্যবহার-মূল্য। একই রকমে অর্থ প্রথম পর্যায় দেখা দেয় মূল্যের একটি ঘনীভূত স্ফটিক হিসেবে—এমন একটি স্ফটিক যার মধ্যে পণ্যটি ব্যগ্রভাবে ঘনত্ব পরিগ্রহ করে, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তা আবার বিগলিত হয়ে পরিণত হয় এমন একটি ক্ষণস্থায়ী সমার্ঘরূপে—যার ভবিতব্য হচ্ছে একটি ব্যবহার-মূল্যের দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়া।

১. "Il y adonc····quatre termes et trois contractants dont l'un intervient deux fois (Le Trosne l.c. p. 909 ."

আবর্ত গঠনকারী এই যে দুটি আকার পরিবর্তন তা আবার একই সময়ে অন্য দুটি পণ্যের দুটি বিপরীতমুখী আংশিক রূপান্তরণ। এক ও অভিন্ন একটি পণ্য, এখানে ছিট-কাপড়, খুলে দেয় তার রূপান্তরণ-সমূহের একটি পর্যায়ক্রমে এবং পূর্ণ করে দেয় আরেকটি পণ্যের এখানে গমের রূপান্তরণ। প্রথম পর্যায়ে তথা বিক্রয়ে ছিট-কাপড় তার নিজের ব্যক্তিরূপেই এই দুটি ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু তারপর সোনায় পরিবর্তিত হয়ে সে তার নিজের দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত রূপান্তরণ সম্পূর্ণায়িত করে এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি পণ্যের প্রথম রূপান্তরণে সাহায্য করে। অতএব, নিজের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরণের গতিপথে একটি পণ্য যে আবর্ত সৃষ্টি করে তা অন্যান্য পণ্যের আবর্তসমূহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে ভাবে জড়িত। এই সমস্ত ও বিভিন্ন আবর্তের মোট যোগফলই হচ্ছে **পণ্যসমূহের সঞ্চলন**।

দ্রব্যের বদলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ লেনদেন (দ্রব্য-বিনিময়) ব্যবস্থা থেকে পণ্য সঞ্চলন ব্যবস্থা কেবল বহিঃরূপের দিক থেকেই নয় অন্তর্বস্তুর দিক থেকেও ভিন্নতর। ঘটনাবলীর গতিধারাটাই বিবেচনা করে দেখুন। কার্যতঃ তন্তুবায় তার ছিট-কাপড় বিনিময় করেছে বাইবেলের সঙ্গে অর্থাৎ তার নিজের পণ্য বিনিময় করেছে অন্য কারো পণ্যের সঙ্গে। কিন্তু এটা কেবল তত দূর পর্যন্তই সত্য, যত দূর পর্যন্ত সে নিজে সংশ্লিষ্ট। গমের সঙ্গে তার ছিট-কাপডটির বিনিময় ঘটেছে—এই ঘটনা সম্পর্কে আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটি যতটা অবহিত ছিল, বাইবেলের ক্রেতা ব্যক্তিটি, যে তার ভিতরটা গরম রাখবার জন্য কিছু চাইছে, সে-ও তার বাইবেলখানার বদলে ছিট-কাপড় বিনিময় করা সম্পর্কে তার চেয়ে বেশী আগ্রহান্বিত ছিল না। **খ**-এর পণ্য **ক**-এর পণ্যের জায়গা নেয় কিন্তু **ক** এবং **খ** পরস্পর এই দুটি পণ্যের বিনিময় করে না। এমন ঘটনা অবশ্য ঘটতে পারে যে **ক** এবং **খ** একজনের কাছ থেকে অন্যজন যুগপৎ ক্রয় করেছে কিন্তু এমন বিরল ব্যতিক্রমগুলি কোন ক্রমেই পণ্য সঞ্চলনের সাধারণ অবস্থাবলীর আবশ্যিক ফলশ্রুতি নয়। এখানে এক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পণ্যের বিনিময় কেমন করে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় প্রথার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সমস্ত স্থানগত ও ব্যক্তিগত সীমানাকে ভেদ করে এবং সামাজিক শ্রমের উৎপন্নসমূহের সঞ্চলনের বিকাশ ঘটায়, অন্য দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেমন করে তা স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সামাজিক সম্পর্কসমূহের একটি গোটা জালের বিকাশ ঘটায়। কৃষক তাঁর গম বিক্রয় করেছে বলেই তো তন্তুবায় তার কাপড় বিক্রয় করতে সক্ষম হয়, আবার তন্তুবায় তার কাপড় বিক্রয় করেছে বলেই তো আমাদের হট্‌স্‌পুর তার বাইবেল বিক্রয় করতে সক্ষম হয়, আর যেহেতু হট্‌স্‌পুর তাঁর অমৃত-জীবনের বারি বিক্রয় করেছে সেহেতু চোলাইকার তার 'সঞ্জীবনী সুধা' বিক্রয় করতে সক্ষম হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় প্রথার মতো পণ্য-সঞ্চলন, ব্যবহার-মূল্যসমূহের হাত ও জায়   ল সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। কোন পণ্যের রূপান্তরণের আবর্ত

থেকে খসে যাবার পরে অর্থের অন্তর্ধান ঘটে না। তা নিরন্তর সঞ্চলনের আঙিনায় অন্যান্য পণ্যের শূন্যস্থলে নতুন নতুন জায়গায় স্থান পায়। যেমন, ছিট কাপড়ের সম্পূর্ণায়িত রূপান্তরণে ছিট-কাপড় অর্থ—বাইবেল এই রূপান্তরণে ছিট কাপড় সবার আগে সঞ্চলনের বাইরে চলে যায় এবং অর্থ তার স্থান গ্রহণ করে। পরে বাইবেল চলে যায় সঞ্চলনের বাইরে, এবং অর্থ আবার তার স্থান গ্রহন করে। যখন একটি পণ্য আরেকটি পণ্যের স্থান গ্রহণ করে, তখন অর্থ সর্বদাই তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে লেগে থাকে।[১] সঞ্চলন অর্থের প্রত্যেকটি রন্ধ্র থেকে ঘাম ঝরিয়ে দেয়।

এমন একটা আপ্তবাক্য চালু আছে যে, যেহেতু প্রত্যেকটি বিক্রয়ই হচ্ছে একটি ক্রয়, আবার প্রত্যেকটি ক্রয়ও হচ্ছে একটি বিক্রয় সেহেতু পণ্য-সঞ্চলন আবশ্যিক ভাবেই বিক্রয় ও ক্রয়ের সাম্যাবস্থায় পরিণতি লাভ করে—এই ধরনের আপ্তবাক্য বালসুলভ সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি এর অর্থ হয় যে বাস্তব বিক্রয়ের সংখ্যা বাস্তব ক্রয়ের সংখ্যার সমান, তা হলে এটা হয়ে পড়ে নিরূক পুনরুক্তি। কিন্তু আসলে এর যা বক্তব্য তা হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে প্রত্যেক বিক্রেতাই তার সঙ্গে বাজারে একজন করে ক্রেতাকে নিয়ে আসে। তেমন কিছুই অবশ্য ঘটে না। বিক্রয় এবং ক্রয়—এই দুটি মিলে হয় একটি অভিন্ন ক্রিয়া—পণ্য মালিক এবং অর্থমালিকের মধ্যে একটি বিনিময়, একটি চুম্বকের দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুজন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়। যখন একক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন তারা হয় মেরুসদৃশ বিপরীত চরিত্রের দুটি সুস্পষ্ট ক্রিয়া! সুতরাং বিক্রয় এবং ক্রয়ের অভিন্নতার মানে দাঁড়ায় যে পণ্যটি উপযোগিতা-বিহীন, যদি তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সঞ্চলনের অরাসায়নিক বকযন্ত্রে, তা হলে তা অর্থের আকারে আর ফিরে আসে না; ভাষান্তরে বলা যায় যে তা তার মালিকের দ্বারা বিক্রীত হতে পারবে না—আর সেইজন্যেই অর্থের মালিকের দ্বারা ক্রীত হতে পারবে না। অভিন্নতার আরো মানে দাঁড়ায় যে বিনিময়—যদি তা ঘটেও থাকে—তা হলেও তা ঘটায় পণ্যের জীবনে একটা বিশ্রামের কাল, একটা অবকাশ—তা সে অল্পস্থায়ীই হোক আর দীর্ঘস্থায়ীই হোক। যেহেতু একটি পণ্যের প্রথম রূপান্তরণ একই সঙ্গে একটি বিক্রয় এবং ক্রয়, সেই হেতু এটা নিজেই একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। ক্রেতা পায় পণ্য আর বিক্রেতা পায় অর্থ তথা এমন একটি পণ্য যা যেকোনো সময়ে সঞ্চলনে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। কেউই বিক্রয় করতে পারে না—যদি অন্য কেউ ক্রয় না করে। কিন্তু যেহেতু সে বিক্রয় করেছে, সেইহেতুই কেউতো সঙ্গে সঙ্গেই ক্রয়ের জন্য বাধ্য থাকে না। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় প্রথা স্থান-কাল-ব্যক্তি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, সঞ্চলন ব্যবস্থা সে সব কিছুকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে যায়—এবং তা সে করে দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় একজনের নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের পরকীকরণ এবং

---

১. যদিও ব্যাপারটা স্বতঃস্পষ্ট তবু প্রায়শঃই এটা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের দৃষ্টিগোচর হয় না, বিশেষ করে "স্বাধীন ব্যবসায়ের ধ্বজাধারীদের।"

আরেকজনের উৎপন্ন দ্রব্যের আপনীকরণের মধ্যে যে অভিন্নতা থাকে, সেই অভিন্নতাকে বিক্রয় ও ক্রয়ের বৈপরীত্যে বিভিন্ন করে দিয়ে। এই দুটি স্বতন্ত্র এবং বিপরীতমুখী ক্রিয়ার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে, তা মূলতঃ একত্র কথা বলা, আর অন্তর্নিহিত একত্ব নিজেকে প্রকাশ করে একটি বাহ্যিক বৈপরীত্যের মধ্যে—এ কথা বলার মানে একই। একটি পণ্যের সম্পূর্ণ রূপান্তরণের দুটি পরিপূরক পর্যায়ের মধ্যবর্তী অবকাশ যদি খুব বেশী হয়, বিক্রয় এবং ক্রয়ের মধ্যকার বিচ্ছেদ যদি বেশী হয়, তা হলে তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সুযোগ, তাদের একত্ব, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে—সৃষ্টি ক'রে একটি সংকট। ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্যের এই যে বৈপরীত্য; প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যক্তিগত শ্রম বাধ্য, একটা বিশেষ ধরনের মূর্ত শ্রম যে নির্বিশেষ অমূর্ত মনুষ্য-শ্রমের রূপে চালু থকতে বাধ্য—এই যে সব দ্বন্দ্ব; বিষয়ের ব্যক্তিরূপ এবং ব্যক্তির দ্বারা বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব—এই যে দ্বন্দ্ব; এই সমস্ত বৈপরীত্য এবং দ্বন্দ্বই অন্তর্নিহিত থাকে পণ্যের অন্তরে এবং একটি পণ্যের রূপান্তরণের বৈপরীত্যসংকুল পর্যায়সমূহে সংঘটিত পণ্যের গতি প্রক্রিয়া। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়াগুলি আভাসিত করে সংকটের সম্ভাবনা—হ্যাঁ, কেবল, সম্ভাবনাই তার বেশী কিছু নয়। এই যে নিছক সম্ভাবনা তার বাস্তবে রূপায়ণ হচ্ছে এক দীর্ঘ সম্পর্ক-ক্রমের ফলশ্রুতি—কিন্তু সরল সঙ্কলনের বর্তমান বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আপাততঃ সে সম্পর্কক্রম আমাদের সামনে অনুপস্থিত।[১]

১. "Zur Kritik"-এ জেমস মিল প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৪-৭৬। এই বিষয়টি প্রসঙ্গে আমরা চাটুভাষী অর্থনীতির স্বভাবসূচক দুটি পদ্ধতি লক্ষ্য করতে পারি প্রথমটি হল পণ্য সঙ্কলন এবং প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের মধ্যেকার পার্থক্যগুলিকে সোজাসুজি সরিয়ে রেখে দুটিকে এক ও অভিন্ন হিসাবে গণ্য করা, দ্বিতীয়টি হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেকার সম্পর্ককে পণ্য-সঙ্কলন থেকে উদ্ভূত সহজ-সরল সম্পর্কে পর্যবসিত করে ঐ উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বন্দ্বগুলিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা। যাই হোক, পণ্যের উৎপাদন ও সঙ্কলন এমন দুটি ব্যাপার যা একেবারে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতিতেও কমবেশি অভিন্ন। এই সবরকমের উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে অভিন্ন সঙ্কলনের অমূর্ত বর্গগুলির সঙ্গে ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই যদি আমাদের পরিচয় না থাকে, তা হলে সম্ভবতঃ আমরা ঐ পদ্ধতিগুলির মধ্যেকার নির্দিষ্ট পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি না এবং সেগুলি সম্পর্কে কোনো মতামত দিতে পারি না। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ছাড়া আর কোনো বিজ্ঞানেই মামুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য নিয়ে হৈ চৈ করা হয় না। যেমন জে বি সে নিজেকে সংকটের বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করেন কেননা তিনি বাস্তবিকই জানেন যে পণ্য হল একটি উৎপন্ন দ্রব্য।

খ. অর্থের চলাচল*

প—অ—প-এর রূপ পরিবর্তনের ফলে, অর্থাৎ যার দ্বারা শ্রমজাত বস্তুগত দ্রব্যাদির সঞ্চলন সংঘটিত হয়, তার রূপ পরিবর্তনের ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে কোন একটি পণ্যের আকারে একটি নির্দিষ্ট মূল্য উক্ত প্রক্রিয়াটির সূচনা করবে এবং আবার, একটি পণ্যের আকারেই তার সমাপ্তি ঘটাবে। অতএব, একটি পণ্যের গতিক্রম হচ্ছে একটি আবর্তস্বরূপ। অন্যদিকে, এই গতিক্রমের রূপই এই রকম যে অর্থ এই আবর্ত সংঘটিত করতে পারে না। এর ফলে অর্থের প্রত্যাবর্তন ঘটে না, যা ঘটে তা হচ্ছে তার যাত্রাবিন্দু থেকে ক্রমেই আরো আরো দূরে তার অপসারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা তার অর্থের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে—যে অর্থ তার পণ্যেরই রূপ-পরিবর্তিত আকার, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পণ্যটি তার রূপান্তরণের প্রথম পর্যায়েই থেকে যায়—সে তখন তার গতিপথের কেবল অর্ধেকটা পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে ঐ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণায়িত করে ফেলে, যে মুহূর্তে সে তার বিক্রয়টিকে একটি ক্রয়ের দ্বারা অনুপূরণ করে, সেই মুহূর্তেই ঐ অর্থ তার হাত থেকে বেহাত হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে আমাদের তন্তুবায় বন্ধুটি যদি বাইবেলখানা কেনার পরে আরো ছিটকাপড় বিক্রয় করে, তা হলে তার অর্থ ফিরে আসে। কিন্তু অর্থের এই যে ফিরে আসাটা তা কিন্তু প্রথম ২০ গজ ছিটকাপড়ের সঞ্চলনের দরুণ নয়; ঐ সঞ্চলনের দরুণ নয়; ঐ সঞ্চলনের ফলে তো অর্থ চলে গিয়েছিল ঐ বাইবেলখানার বিক্রেতার হাতে। তন্তুবায় ব্যক্তিটির হাতে অর্থের প্রত্যাবর্তন সংঘটিত হয় কেবল তখনি, যখন একটি নতুন পণ্যের সঙ্গে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার পুনর্নবায়ন বা পুনরাবর্তন ঘটে—যে পুনর্বায়িত প্রক্রিয়াটিরও তার পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াটির মতো একই পরিণতিতে সমাপ্তি ঘটে। অত-এব, পণ্যদ্রব্যাদির সঞ্চলনের দ্বারা যে গতি অর্থে সঞ্চারিত হয়, তা তাকে—এক পণ্য-মালিকের হাত থেকে আরেক পণ্য-মালিকের হাতে যাবার যে গতিপথ, সেই গতিপথে—তার যাত্রাবিন্দু থেকে ক্রমাগত দূর থেকে আরো দূরে সরিয়ে নেবার একটি নিরন্তর গতির রূপ ধারণ করে। এই গতিপথই হচ্ছে তার চলাচলের পথক্রম (Cours de la monnaie)।

অর্থের চলাচল হচ্ছে একই প্রক্রিয়ার নিরন্তর ও একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। পণ্য সব সময়েই থাকে বিক্রেতার হাতে আর ক্রয়ের উপায় হিসেবে অর্থ সব সময়েই থাকে ক্রেতার হাতে। আর অর্থ যে ক্রয়ের উপায় হিসেবে কাজ করে, তা করে ঐ পণ্যটির দামকে বাস্তবায়িত ক'রেই। বাস্তবায়নের ফলে পণ্যটি বিক্রেতার হাত থেকে ক্রেতার হাতে স্থানান্তরিত হয়, এবং সেই সঙ্গে ক্রেতার হাতের অর্থও বিক্রেতার হাতে

* ইংরেজি অনুবাদকের টীকা—উপশিরোনাম: শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার মূল অর্থে—হাত থেকে হাতে যাবার জন্য অর্থ যে পথ অনুসরণ করে, সেটি বোঝাবার উদ্দেশ্য; এ পথটি কিন্তু সঞ্চলন থেকে ভিন্নতর।

স্থানান্তরিত হয়; সেখানে আবার তা আরেকটি পণ্যের সঙ্গে একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। অর্থের গতির এই যে একপেশে চরিত্র তার উদ্ভব ঘটে পণ্যের গতির একপেশে চরিত্র থেকেই কিন্তু এই ঘটনাটি থাকে অবগুণ্ঠিত। পণ্য-সঞ্চলনের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই, তার বিপরীত আকৃতির উদ্ভব ঘটে। একটি পণ্যের প্রথম রূপান্তরণ যে কেবল অর্থের গতিক্রমেই লক্ষ্য করা যায়, তা-ই নয়; খোদ পণ্যটির গতিক্রমেও তা লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রূপান্তরণে গতিক্রমটি আমাদের কাছে দেখা দেয় একমাত্র অর্থেরই গতিক্রম হিসেবে। পণ্য সঞ্চলনের প্রথম পর্যায়ে অর্থের সঙ্গে পণ্যেরও স্থানান্তর ঘটে। তার পরে, উপযোগপূর্ণ সামগ্রী হিসেবে পণ্যটি সঞ্চলন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পরিভোগের অন্তর্গত হয়।[১] তার জায়গায় আমরা পাই তার মূল্য-আকার—অর্থ। তার পরে পণ্যটি প্রবেশ করে তার সঞ্চলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে—নিজের স্বাভাবিক আকারে নয়, অর্থের আকারে। সুতরাং গতির নিরন্তরতা রক্ষিত হয় একমাত্র অর্থের দ্বারাই এবং যে গতিক্রম পণ্যের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে একটি বিপরীত-মুখী চরিত্রের দুটি প্রক্রিয়া হিসেবে, সেই একই গতিক্রম অর্থের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে নিত্য নতুন পণ্যের সমাগমে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিবর্তনের একটি নিরন্তর ধারার মতো। সুতরাং পণ্য-সঞ্চলনের ফলে এক পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্যের স্থলাভিষেকের আকারে যে ফলশ্রুতি সংঘটিত হয়, তা এমন একটি আকার ধারণ করে যে মনে হয় যেন পণ্যের রূপ-পরিবর্তনের মাধ্যমে তা ঘটেনি, বরং তা ঘটেছে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থ যে কাজ করে তারই মাধ্যমে, এমন একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে যা আপাত-দৃষ্টিতে গতিহীন পণ্যদ্রব্যাদিকে সঞ্চলিত করে এবং যে সব মানুষের কাছে তাদের কোন ব্যবহার-মূল্য নেই সেই সব মানুষের হাত থেকে তাদের স্থানান্তরিত করে এমন সব মানুষের হাতে যাদের কাছে তাদের ব্যবহার-মূল্য আছে —এবং সঞ্চলিত করে এমন একটি দিকে যা অর্থের দিকের বিপরীতমুখী। অর্থ নিরন্তর পণ্য দ্রব্যাদিকে সঞ্চলন থেকে তুলে নিচ্ছে এবং তাদের জায়গায় নিজে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং এই ভাবে সে নিরন্তর তার যাত্রাবিন্দু থেকে দূরে সরে সরে যাচ্ছে। অতএব যদিও অর্থের গতিক্রম পণ্য-সঞ্চলনের গতিক্রমেরই অভিব্যক্তি, তা হলেও যেন বিপরীতটাই ঘটনা হিসেবে প্রতীয়মান হয়; মনে হয় যেন পণ্যের সঞ্চলনই হচ্ছে অর্থের গতিক্রমের ফলশ্রুতি।[২]

অধিকন্তু, অর্থের মধ্যে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য সমূহের স্বতন্ত্র বাস্তবতা আছে বলেই অর্থ

১. এমনকি যখন কোন্ পণ্য বারংবার বিক্রীত হয়, তখনো শেষবারের মতো বিক্রীত হয়ে গেলে সঞ্চলন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়ে পরিভোগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; সেখানে তা জীবনধারণের উৎপাদনের উপায় হিসেবে কাজ করে।

২. "Il (l'argent) n'a d'autre mouvement que celui qui luiest imprime par les productions." (Le Trosne l.c. p. ৪85).

কাজ করে সঞ্চলনের উপায় হিসেবে। সুতরাং সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার যে গতিক্রম তা আসলে নিজ নিজ রূপ পরিবর্তনে নিরত পণ্যদ্রব্যাদিরই গতিক্রম মাত্র। এই ঘটনা অবশ্যই অর্থের চলাচল প্রক্রিয়ায় নিজেকে দৃশ্যমান করে তুলবে। যেমন* ছিট-কাপড় সর্বপ্রথমে তার পণ্যরূপকে পরিবর্তিত করে অর্থরূপে। তার প্রথম রূপান্তরণে দ্বিতীয় পর্যায়টি **প—ম,** তথা অর্থরূপটি তারপরে পরিণত হয় তার চূড়ান্ত রূপান্তরণের প্রথম পর্যায়ে, তথা বাইবেল-এ তার পুনঃ-রূপ-পরিবর্তনে। কিন্তু এই দুটি রূপ-পরিবর্তনে প্রত্যেকটিই সম্পাদিত হয় পণ্য এবং অর্থের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা, তাদের **পারস্পরিক স্থানচ্যুতির** দ্বারা। একই মুদ্রাগুলি বিক্রেতার হাতে আসে **উক্ত পণ্যের পরকীকৃত রূপ হিসেবে** এবং তাকে পরিত্যাগ করে **পণ্যটির চূড়ান্ত ভাবে পরকীকরণীয় রূপ হিসেবে।** তার স্থানচ্যুতি হয় দুবার। ছিটকাপড়ের প্রথম রূপান্তরণে ফলে ঐ মুদ্রাগুলি যায় তন্তুবায়ের পকেটে, দ্বিতীয় রূপান্তরণের ফলে সেগুলির নিষ্ক্রান্তি ঘটে সেখান থেকে। একই পণ্যের এই দুটি বিপরীতমুখী পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় একই মুদ্রা সমূহের দুবার, কিন্তু বিপরীত দিকে, পুনরাবৃত্ত স্থানচ্যুতিতে।

পক্ষান্তরে যদি রূপান্তরণের কেবল একটিমাত্র পর্যায় অতিক্রান্ত হয়, যদি কেবলমাত্র বিক্রয় কিংবা কেবলমাত্র ক্রয়ই সংঘটিত হয়, তা হলে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা কেবল একবার মাত্রই তার স্থান পরিবর্তন করে। তার দ্বিতীয় স্থান-পরিবর্তন সর্বদাই প্রকাশ করে পণ্যটির দ্বিতীয় রূপান্তরণ, অর্থ থেকে তার পুনঃপরিবর্তন। একই পণ্যসমূহের স্থানচ্যুতির ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি কেবল যে একটি পণ্য যে রূপান্তরণ ক্রমের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে তাই প্রতিফলিত করে, তা-ই নয়, তা সাধারণভাবে পণ্যজগতের অসংখ্য রূপান্তরণের পারস্পরিক গ্রন্থিবন্ধনকেও প্রতিফলিত করে থাকে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত কিছুই প্রযোজ্য কেবল পণ্যদ্রব্যাদির সরল সঞ্চলনের ক্ষেত্রে—বর্তমানে যে-রূপটি আমরা আলোচনা করছি একমাত্র তারই ক্ষেত্রে।

পণ্যমাত্রই যখন প্রথম সঞ্চলনে প্রবেশ করে এর প্রথম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সে তা করে আবার সঞ্চলনের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য, এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দ্বারা স্থানচ্যুত হবার জন্য। পক্ষান্তরে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থ কিন্তু নিরন্তর সঞ্চলনের পরিধির মধ্যেই থাকে এবং এই পরিধির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দেয়, কী পরিমাণ অর্থ এই পরিধির মধ্যে নিরন্তর আত্মভূত হয়?

কোন একটি দেশে প্রতিদিনই একই সময়ে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যাদির অগণিত একপেশে রূপান্তরণ ঘটে, অর্থাৎ, অগণিত বিক্রয় ও ক্রয় সংঘটিত হয়। কল্পনায় আগেভাগেই পণ্যদ্রব্যগুলি বিশেষ বিশেষ পরিমাণ অর্থের সঙ্গে সমীকৃত হয়। এবং

* এখানে ("যেমন ছিট কাপড়…থেকে সাধারণভাবে পণ্য" পৃঃ ৯১) চতুর্থ জার্মান সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ইংরেজি সংস্করণে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

যেহেতু, বর্তমানে আলোচনাধীন সঙ্কলন-রূপটিতে, অর্থ এবং পণ্যদ্রব্যাদি সর্বদাই সশরীরে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, একটি হয় ক্রয়ের ইতিবাচক মেরুটি থেকে আর অন্যটি বিক্রয়ের নেতিবাচক মেরুটি থেকে, সেইহেতু এটা স্পষ্ট যে সঙ্কলনের কত পরিমাণ উপায়ের দরকার হবে, সেটা আগেভাগেই নির্ধারিত হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত পণ্যদ্রব্য যোগফলের দ্বারা। বস্তুতঃ, অর্থ সেই পরিমাণ বা সেই অঙ্ক সোনারই প্রতিনিধিত্ব করে, যা আগে-ভাগেই ভাবগত ভাবে পণ্যদ্রব্যাদির দামসমূহের যোগফলের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যায়। সুতরাং এইদুটি পরিমাণের সমতা স্বতঃস্পষ্ট। আমরা অবশ্য জানি যে পণ্যাদির মূল্যসমূহ যদি স্থির থাকে, তা হলে তাদের দামগুলি সোনার (অর্থের বস্তুগত উপাদানের) মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায়—সোনার মূল্য যে হারে বাড়ে পণ্যের দাম সে হারে কমে, সোনার মূল্য যে হারে কমে পণ্যের দাম সে হারে বাড়ে। এখন, সোনার মূল্যে এই ধরনের ওঠা-নামার ফলে, পণ্যদ্রব্যগুলির দাম-সমূহের যোগফলে নামা-ওঠা ঘটে, তাহলে সঙ্কলনে প্রয়োজনীয় অর্থের সেই হারে নামা-ওঠা ঘটবে। এটা সত্য যে, এক্ষেত্রে সঙ্কলন-মাধ্যমের পরিমাণে এই যে পরিবর্তন তা সংঘটিত হয় স্বয়ং অর্থের দ্বারাই—কিন্তু এটা যে ঘটে তা তার সঙ্কলন-মাধ্যম হিসেবে যে ভূমিকা তার গুণে নয়, ঘটে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে তার যে ভূমিকা তার গুণে। প্রথমতঃ, পণ্যের দাম অর্থের মূল্যের বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয় আর অন্য দিকে সঙ্কলন মাধ্যমের পরিমাণ পণ্যের দামের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় সরাসরি ভাবে একই দিকে। ঠিক এই একই জিনিস ঘটত, যদি, ধরা যাক, সোনার মূল্যে হ্রাস না ঘটে সোনার আসল মূল্যের পরিমাপ হিসেবে রূপার প্রতিষ্ঠা ঘটত, কিংবা যদি রূপার মূল্য বৃদ্ধি না পেয়ে সোনা রূপাকে মূল্যের পরিমাপের আসন থেকে উৎখাত করে দিতে পারত। একটি ক্ষেত্রে, আগেকার চালু সোনার পরিমাণ থেকে অধিকতর পরিমাণ রূপা হত; অন্য ক্ষেত্রে, আগেকার চালু রূপার পরিমাণ থেকে অল্পতর পরিমাণ সোনা চালু হত। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থের বস্তুগত উপাদানটির অর্থাৎ যে-পণ্যটি মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, সেই পণ্যটির মূল্যে পরিবর্তন ঘটত এবং সেই কারণেই যে-সব পণ্য নিজেদের মূল্য অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করে সেই সব পণ্যের দামগুলিও পরিবর্তিত হত, পরিবর্তিত হত চালু অর্থের পরিমাণও—যার কাজই হচ্ছে ঐ দামগুলিকে বাস্তবায়িত করা। আমরা আগেই দেখেছি যে সঙ্কলনের পরিধির মধ্যে একটা ফাঁক আছে যার ভিতর দিয়ে সোনা (কিংবা সাধারণভাবে অর্থের বস্তুগত উপাদান) তার মধ্যে প্রবেশ করে—একটা নির্দিষ্ট মূল্যের পণ্য হিসেবে। সুতরাং অর্থ যখন মূল্যের পরিমাপ হিসেবে তার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যখন সে বিবিধ দাম প্রকাশ করে, তখন তার মূল্য ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি তার মূল্য পড়ে যায়, তা, হলে এই ঘটনা প্রথম প্রতিফলিত হয় সেই সব পণ্যের দাম পরিবর্তনের মধ্যে যেসব পণ্য মহার্ঘ ধাতুগুলির সঙ্গে সরাসরি পণ্য-বিনিময় প্রথায় বিনিমিত হয় সেই সব ধাতুর উৎপাদনের উৎসস্থলেই। অন্যান্য পণ্য-সামগ্রীর বৃহত্তর অংশ দীর্ঘকাল ধরে হিসেব করা হতে থাকে মূল্য পরিমাপের পূর্বতন প্রাচীন ও অলীক মূল্য রূপের দ্বারা—

বিশেষ করে সেই সব সমাজে যেগুলি রয়ে গিয়েছে সভ্যতার নিম্নতর বিভিন্ন পর্যায়ে। যাই হোক একটি পণ্য অন্য পণ্যকে তাদের অভিন্ন মূল্য-সম্পর্কের মাধ্যমে সংক্রামিত করে, যাতে করে তাদের সোনায় বা রূপায় প্রকাশিত দামগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের আপেক্ষিক মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থিতি লাভ করে—যে পর্যন্ত না সমস্ত পণ্যের মূল্যসমূহ চূড়ান্ত ভাবে অর্থরূপী ধাতুর নতুন মূল্যের অঙ্কে নির্ধারিত না হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মহার্ঘ ধাতুসমূহের পরিমাণে নিরন্তর বৃদ্ধি; এই বৃদ্ধি ঘটে, তার কারণ মহার্ঘ ধাতুগুলির উৎপাদনের উৎস সমূহেই দ্রব্য-বিনিময় প্রথা অনুসারে তাদের সঙ্গে বহুবিধ জিনিসের যে প্রত্যক্ষ বিনিময় ঘটে থাকে, তারই দরুন উক্ত জিনিস-গুলির জায়গায় ক্রমাগত ঐ ধাতুগুলির স্থানগ্রহণের ক্রমিক ফলশ্রুতি। অতএব যে-অনুপাতে পণ্যদ্রব্যাদি সাধারণ ভাবে তাদের সত্যকার দাম অর্জন করে, যে-অনুপাতে তাদের মূল্য মহার্ঘ ধাতুটির হ্রাস মূল্যের হিসেবে নিরূপিত হয়, সেই অনুপাতেই ঐ নতুন দামগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য ধাতুটির প্রয়োজনীয় পরিমাণেরও সংস্থান করা হয়। সোনা ও রূপার নতুন নতুন সরবরাহের আবিষ্কারের একদেশ-দর্শী পর্যবেক্ষণের ফলে সপ্তদশ শতকের এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ এই মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সঞ্চলনের উপায় হিসেবে সোনা ও রূপার পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলেই পণ্যদ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এখন থেকে সোনার মূল্যকে নির্দিষ্ট ধরে নিয়েই আমরা আলোচনায় এগোব; আর তা ছাড়া, বাস্তবিক পক্ষে, যখনি আমরা কোন পণ্যের দাম হিসেব করি সোনার মূল্য, অস্থায়ী ভাবে হলেও, নির্দিষ্টই থাকে।

এটা ধরে নিলে আমরা দেখি যে সঞ্চলনের মাধ্যমের পরিমাণ নির্ধারিত হয় বাস্তবায়িতব্য দামসমূহের যোগফলের দ্বারা। এখন যদি আমরা আরো একটু ধরে নিই যে, প্রত্যেকটি পণ্যের দামই নির্দিষ্ট, তা হলে এটা পরিষ্কার যে দামসমূহের যোগফল নির্ভর করে সঞ্চলনের অন্তর্গত পণ্যসমূহের মোট সম্ভারের উপরে। এটা বুঝতে খুব বেশী মাথা ঘামানোর দরকার পড়েনা যে এক কোয়ার্টার গমের জন্য যদি খরচ লাগে £২, তা হলে ১০০ কোয়ার্টার গমের জন্য খরচ লাগবে £২০০ এবং ২০০ কোয়ার্টারের জন্য £৪০০ ইত্যাদি ইত্যাদি আর এই কারণেই গম বিক্রীত হলে যে পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হয় তা-ও বিক্রীত গমের পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

যদি পণ্যের মোট সম্ভার স্থির থাকে, তা হলে সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় ঐ পণ্যগুলির দামসমূহে হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। দাম পরিবর্তনের ফলে দামসমূহের যোগফল বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণেও বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে। এই পরিণতি ঘটাবার জন্য এটা মোটেই আবশ্যিক নয় যে, সব পণ্যের সব দামই একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে হবে। কিছু কিছু প্রধান প্রধান সামগ্রীর দামে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাই সমস্ত পণ্যের দামের যোগফল, এক ক্ষেত্রে, বৃদ্ধি এবং অন্য ক্ষেত্রে, হ্রাস ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট এবং সেই কারণেই বেশী বা কম পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনশীল করার পক্ষে যথেষ্ট।

পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যে বস্তুতঃই যে পরিবর্তন ঘটে, দামের পরিবর্তন তার অনুরূপই হোক কিংবা দামের পরিবর্তন কেবল বাজারদামের ওঠা-নামার ফলশ্রুতিই হোক, সঙ্কলনের মাধ্যমের পরিমাণের উপর তার ফল একই হয়।

ধরে নেওয়া যাক যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিভিন্ন এলাকায় যুগপৎ বিক্রয় করা হবে কিংবা অংশতঃ রূপান্তরিত হবে : ১ কোয়ার্টার গম, ২০ গজ ছিট কাপড, একখানা বাইবেল এবং ৪ গ্যালন মদ। যদি প্রত্যেকটি জিনিসেরই দাম হয় ২ পাউণ্ড করে এবং ফলতঃ, বাস্তবায়িতব্য মোট দাম হয় ৮ পাউণ্ড, তা হলে এটা পরিষ্কার যে অর্থের অঙ্কে ৮ পাউণ্ড সঙ্কলনে যাবে। পক্ষান্তরে, এই একই জিনিসগুলি যদি নিম্নলিখিত রূপান্তরণ-শৃংখলের মধ্যে এক-একটি করে গ্রন্থিস্বরূপ হয় : ১ কোয়ার্টার গম—২ পাউণ্ড—২০ গজ ছিটকাপড়—২ পাউণ্ড—১ বাইবেল—২ পাউণ্ড—৪ গ্যালন মদ—২ পাউণ্ড, তা হলে ঐ পাউণ্ড দুটির বিভিন্ন পণ্যের একের পর এক সঙ্কলন ঘটায় এবং পর্যায়ক্রমে তাদের দামগুলিকে তথা ঐ দামগুলির যোগফলকে তথা ৮ পাউণ্ডকে বাস্তবায়িত করাবার পরে অবশেষে মদ-বিক্রেতার পকেটে এসে বিরাম লাভ করে। দেখা যাচ্ছে £২ (দুটি পাউণ্ড) চার বার নড়ল। অর্থের একই খণ্ডগুলির এই যে বারংবার স্থান-পরিবর্তন তা পণ্য-দ্রব্যাদির দু'বার রূপ পরিবর্তনের—সঙ্কলনের দুটি পর্যায়ের মারফৎ বিপরীত দিকে তাদের গতির—এবং বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্যের রূপান্তরণসমূহের মধ্যেকার গ্রন্থিবন্ধনের—অনুষঙ্গী।[১] এই যে বিপরীতমুখী অথচ পরস্পর পরিপূরক পর্যায়সমূহ—রূপান্তরণের প্রক্রিয়াটি যেগুলি দিয়ে গঠিত—সেগুলি যুগপৎ অতিক্রান্ত হয় না—অতিক্রান্ত হয় পরস্পরাক্রমে। সুতরাং সমগ্র ক্রমটির সম্পূর্ণায়নের জন্য সময় লাগে। সেই জন্যই অর্থের প্রচলন-বেগ পরিমাপ করা হয় একটি অর্থখণ্ড একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতবার স্থান বদল করেছে তার সংখ্যা দিয়ে। ধরুন, ৪টি জিনিসের সঙ্কলনে লাগে একটি দিন। ঐ দিনটিতে বাস্তবায়িত করতে হবে ৮ পাউণ্ড পরিমাণ মোট দাম, দুটি অর্থখণ্ডের স্থানবদলের সংখ্যা হচ্ছে চার এবং সঙ্কলনে চলনশীল অর্থ হচ্ছে ২ পাউণ্ড। সুতরাং সঙ্কলন চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আমরা পাই নিম্নলিখিত সম্পর্কটি : সঙ্কলন-মাধ্যম হিসেবে কার্যরত অর্থের পরিমাণ = পণ্যদ্রব্যগুলির দামসমূহের যোগফল ÷ একই নামের মুদ্রাসমূহের স্থান-বদলের সংখ্যা। সাধারণ ভাবে এই নিয়মটি সত্য।

একটি নির্দিষ্ট দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যসমূহের মোট সঙ্কলন একদিকে গঠিত হয় অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ও যুগপৎ-সংঘটিত আংশিক রূপান্তরণসমূহের দ্বারা, বিক্রয় যা একই

১. "Ce sont lés productions qui le (l'argent) mettent en mouvement et le font circuler...La celerite de son mouvement (sc. de l'argent) supplee a sa quatite. Lorsqu'il en est besoin, il ne fait que glisser d'une main dans l'autre sans s'arreter un instant." (Le Trosne l. c., pp. 915-916.)

সঙ্গে আবার ক্রয় তার দ্বারা, যাতে প্রত্যেকটি মুদ্রা কেবল একবার করেই স্থান বদল করে ; অন্যদিকে গঠিত হয় রূপান্তরণের অসংখ্য স্বতন্ত্র ক্রমের দ্বারা, যেগুলি অংশতঃ চলে পাশাপাশি, অংশত পরস্পরের সঙ্গে মেশামিশি, যেগুলির প্রত্যেকটি ক্রমে প্রত্যেকটি মুদ্রা কয়েকবার স্থান-বদল করে, অবস্থানুযায়ী স্থানবদলের সংখ্যা কখনো হয় বেশী, কখনো কম। একই নামের সমস্ত সঞ্চলনশীল মুদ্রার স্থানবদলের সংখ্যাকে নির্দিষ্ট ধরে নিলে, আমরা ঐ দামীয় একটি মুদ্রার স্থানবদলের গড় সংখ্যা বা অর্থের প্রচলন-বেগের গড় হার বের করতে পারি। প্রত্যেক দিনের শুরুতে যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়, তা অবশ্য নির্ধারিত হয় একই সঙ্গে পাশাপাশি সঞ্চলনশীল সমস্ত পণ্যের দামসমূহের যোগফলের দ্বারা। কিন্তু একবার সঞ্চলনে নামলে তারপরে, বলা যায় যে, মুদ্রাগুলি হয় পরস্পরের জন্য দায়িত্বশীল। একটি মুদ্রা যদি তার প্রচলন-বেগ বৃদ্ধি করে, তা হলে অন্যটি হয় তার নিজের প্রচলন-বেগ হ্রাস করে অথবা একেবারেই সঞ্চলনের বাইরে চলে যায় : কেননা সঞ্চলনে কেবল সেই পরিমাণ সোনাই আত্মভূত হতে পারে যা, একটি মাত্র মুদ্রা বা উপাদানের স্থানবদলের সংখ্যার গড়ের দ্বারা বিভক্ত হলে, হবে বাস্তবায়িতব্য মোট দামের সমান। সুতরাং আলাদা আলাদা খণ্ডগুলির স্থানবদলের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, তা হলে সঞ্চলনশীল ঐ খণ্ডগুলির মোট সংখ্যা হ্রাস পায়। যদি স্থানবদলের সংখ্যা হ্রাস পায়, তা হলে খণ্ডগুলির মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু সঞ্চলনে যত অর্থ আত্মভূত হতে পারে তার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট গড় প্রচলন-বেগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট, সেই হেতু সঞ্চলন থেকে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক 'সভরিন'কে নিষ্কষিত করতে হলে যা আবশ্যক তা হচ্ছে একই সংখ্যক এক পাউণ্ডের নোট সঞ্চলনে নিক্ষেপ করা, এ কৌশলটা সব ব্যাংক-ব্যবসায়ীর কাছেই সুবিদিত।

যেমন, সাধারণভাবে বললে, অর্থের প্রচলন পণ্যদ্রব্যটির সঞ্চলন কিংবা তাদের বিপরীতধর্মী রূপান্তরণসমূহের একটি প্রতিক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি অর্থ-প্রচলনের গতিবেগে পণ্যদ্রব্যাদির স্থানবদলের দ্রুততা এক প্রস্থ রূপান্তরণের আরেক প্রস্থ রূপান্তরণের সঙ্গে অব্যাহত গ্রন্থিবদ্ধতা, বস্তুর ক্ষিপ্রগতি সামাজিক আন্তঃপরিবর্তন, সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে পণ্যদ্রব্যাদির দ্রুত অন্তর্ধান এবং সমান দ্রুততার সঙ্গে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্যের দ্বারা তাদের স্থানগ্রহণ ইত্যাদির প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং অর্থ প্রচলনের গতিবেগের মধ্যে আমরা পাচ্ছি বিপরীতমুখী অথচ পরিপূরক পর্যায়গুলির স্বচ্ছন্দ ঐক্য, পণ্যদ্রব্যাদির উপযোগ গত দিকের মূল্যগত দিকে রূপ-পরিবর্তনের, এবং তাদের মূল্যগত দিকের পুনঃ উপযোগগত দিকে রূপ-পরিবর্তনের স্বচ্ছন্দ ঐক্য, কিংবা বিক্রয় ও ক্রয়ের দুটি প্রক্রিয়ার ঐক্য। অন্যদিকে, অর্থ-প্রচলনের গতিবেগে ব্যাহতাবস্থা প্রতিফলিত করে এই দুটি প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্ন বিপরীতধর্মী পর্যায়সমূহে পৃথগীভবন, প্রতিফলিত করে বস্তুর রূপ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং অতএব সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও, অচলাবস্থা। খোদ সঞ্চলন থেকেই অবশ্য এই অচলাবস্থার কি কারণ তার কোনো হদিশই পাওয়া যায় না ; সঞ্চলন কেবল

ব্যাপারটাকে গোচরীভূতই করে। জনসাধারণ, যারা অর্থের প্রচলনবেগের ব্যাহতাবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ প্রত্যক্ষ করে সঞ্চলনের পরিধিমধ্যে অর্থের আবির্ভাব ও তিরোভাবের গতিমন্থরতা, তারা স্বভাবতই এই ব্যাহতাবস্থার জন্য দায়ী করে সঙ্কলনী মাধ্যমটির পরিমাণগত স্বল্পতাকে।[১]

একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সঞ্চলনশীল মাধ্যম হিসেবে কার্যরত অর্থের মোট পরিমাণ নির্ধারিত হয়, এক দিকে, সঞ্চলনশীল পণ্যদ্রব্যাদির মোট দামের দ্বারা এবং অন্য দিকে,

১. "যেহেতু অর্থ হচ্ছে···ক্রয় ও বিক্রয়ের অভিন্ন পরিমাপ, সেই হেতু যারই কিছু বিক্রয়ের আছে এবং এর জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারে না, সেই চটপট ভেবে নেয় যে, রাজ্যে বা দেশে অর্থের অভাবই হচ্ছে তার জিনিস না বিক্রি হবার কারণ; সুতরাং অর্থের অভাবই হয়ে ওঠে সকলের অভিন্ন নালিশ; সেটা হচ্ছে একটা মস্ত বড় ভুল। এই লোকেরা কি চায়. কারা গলা ছেড়ে অর্থের দাবি জানায়? · কৃষকের অভিযোগ·· সে ভাবে দেশে যদি আরো অর্থ থাকত, তা হলে সে তার জিনিসের দাম পেত। তা হলে মনে হয় তার দাবি অর্থের জন্য নয়, তার ফসল ও গবাদি পশুর দামের জন্য, যা সে বিক্রি করতে চায় কিন্তু পারে না।·· (১) হয় দেশে তত বেশি ফসল ও গবাদি পশু আছে যে, যারাই বাজারে আসে, তারাই তার মত কেবল বিক্রি করতেই আসে, এবং খুব সামান্য লোকই আসে ক্রয় করতে। (২) অথবা সে খালি আছে পরিবহণের সাহায্যে বিদেশে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের মামুলি অব্যবস্থা (৩) অথবা পরিভোগ ব্যর্থ হয়, যখন মানুষ দারিদ্রের কারণে বাড়ির জন্য আর আগের মত খরচ করে না; অতএব, বিশেষ ভাবে অর্থের বৃদ্ধিই কৃষকের জিনিসগুলির সুরাহা করতে পারবে না, বরং এই যে তিনটি কারণ, যা বাজারকে দাবিয়ে রেখেছে, তার যে কোনো একটির অপসারণই পারে তার জিনিসগুলির সুরাহা করতে, বণিক এবং দোকানদার অর্থ চায় একই ভাবে, অর্থাৎ তারা চায় তাদের জিনিসগুলি বিক্রি করার একটি পথ, কারণ বাজারে মন্দা চলছে।" · [একটি জাতি "কখনো এর চেয়ে ভাল অবস্থার নাগাল পায় না, যখন টাকা-কড়ি হাত থেকে হাতে হস্তান্তরিত হয়।" (Sir Dudley North. "Discourses upon Trade", Lond, 1691 pp. II—15, passim.) হেরেনশোয়াণ্ড-এর কল্পনাশ্রয়ী ধারণাগুলির মানে দাঁড়ায় কেবল এই যে, বৈরতা, যার উৎস রয়েছে পণ্যের প্রকৃতির মধ্যে, এবং যা পুনরুৎপাদিত হয় পণ্যের সঞ্চলনে, তা অপসারিত করা যেতে পারে সঞ্চলন-মাধ্যমটিকে বৃদ্ধি করে। কিন্তু অন্যদিকে, উৎপাদন ও সঞ্চলনে অচলাবস্থার জন্য সঞ্চলন-মাধ্যমের অপ্রতুলতাকে দায়ী করা যদি হয় সাধারণ মানুষের বিভ্রম, এ থেকে এটা অনুসরণ করে না যে, অর্থের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আইন সভার গোলমেলে হস্তক্ষেপের দরুণ উদ্ভূত সঞ্চলন মাধ্যমের যথার্থ অপ্রতুলতা এই ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না।

কত দ্রুততার সঙ্গে রূপান্তরণসমূহের বিপরীতধর্মী পর্যায়গুলি একে অপরকে অনুসরণ করে, তার দ্বারা। এই দ্রুততার উপরে নির্ভর করে মোট দামের কত অনুপাতকে প্রত্যেকটি মুদ্রার দ্বারা গড়ে বাস্তবায়িত করা যায়। কিন্তু সঞ্চলনশীল পণ্যসমূহের মোট দাম নির্ভর করে ঐ পণ্যগুলির পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে সেগুলির দামসমূহেরও উপরে। অবশ্য, দামসমূহের পরিস্থিতি, সঞ্চলনশীল পণ্যগুলির পরিমাণ এবং অর্থের প্রচলন-বেগ—এই তিনটি বিষয়ই হচ্ছে অস্থিতিশীল। সুতরাং, বাস্তবায়িতব্য দামগুলির যোগফল এবং কাজে কাজেই, ঐ যোগফলের উপরে নির্ভরশীল সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমানও পরিবর্তিত হবে এই উপাদান-ত্রয়ীর অসংখ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে আমরা কেবল সেই পরিবর্তনগুলি নিয়েই আলোচনা করব ; দামের ইতিহাসে যে-পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করেছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

দামসমূহ যখন স্থির থাকে, তখন সঞ্চলনশীল পণ্যদ্রব্যাদির বৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে কিংবা অর্থের প্রচলন-বেগের হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে কিংবা এই দুইয়েরই সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে, পণ্যদ্রব্যাদির সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে কিংবা তাদের সঞ্চলন বৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।

পণ্যদ্রব্যাদির দামসমূহের সাধারণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটলেও সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ স্থিতিশীলই থাকবে—যদি পণ্য সংখ্যা স্থির থেকে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চলনশীল পণ্যদ্রব্যাদির সংখ্যা অনুপাতিক ভাবে হ্রাস পায় কিংবা দাম যে হারে বৃদ্ধি পায়, অর্থের প্রচলন-বেগও সেই হারে বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধির তুলনায় পণ্য সংখ্যা দ্রুততর ভাবে হ্রাস পেলে কিংবা অর্থের প্রচলন-বেগ দ্রুততর ভাবে বৃদ্ধি পেলে সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।

পণ্যদ্রব্যাদির দামসমূহের সাধারণ হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটলেও সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ স্থিতিশীলই থাকবে—যদি দাম হ্রাসের সঙ্গে সমান অনুপাতে পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিংবা ঐ একই অনুপাতে অর্থের প্রচলন-বেগ হ্রাস পায়। সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে—যদি দাম হ্রাস পাবার তুলনায় দ্রুততর ভাবে পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিংবা সঞ্চলনের গতিশীলতা দ্রুততর ভাবে হ্রাস পায়।

বিভিন্ন উপাদানের হ্রাসবৃদ্ধি পরস্পরকে নিরপেক্ষ করে দিতে পারে, যার ফলে তাদের নিরন্তর অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও, বাবায়িতব্য দামগুলির যোগফল এবং সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণ স্থির থাকতে পারে ; অতএব, বিশেষ করে যদি আমরা দীর্ঘ সময়কালের কথা বিবেচনা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে কোন দেশে অর্থের পরিমাণের গড় মাত্রা থেকে বিচ্যুতি আমাদের প্রাথমিক অনুমান থেকে অনেক অল্পতর—অবশ্য কিছুকাল অন্তর অন্তর শিল্পগত ও বাণিজ্যগত সংকটজনিত যে প্রচণ্ড আথালি-পাথালি দেখা দেয় কিংবা আরো কম ঘন ঘন অর্থের মূল্যে যে ওঠানামা ঘটে থাকে তা এ ক্ষেত্রে ধরা হয় নি।

সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ নির্ধারিত হয় সঞ্চলনশীল পণ্যগুলির দামসমূহের যোগফল এবং অর্থ-প্রচলনের গড় গতিবেগ[১] দ্বারা—এই যে নিয়ম, এটিকে এই ভাবেও বিবৃত করা যায়: পণ্যসমূহের মূল্যগুলি এবং তাদের রূপান্তরণসমূহের গড় গতিশীলতা নির্দিষ্ট থাকলে, অর্থ প্রচলিত মহার্ঘ ধাতুটির পরিমাণ নির্ভর করে ঐ মহার্ঘ ধাতুটিরই মূল্যের উপরে। দামসমূহই নির্ধারিত হয় সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির

---

১. 'কোন জাতির বাণিজ্য পরিচালনা করতে একটা বিশেষ পরিমাপ ও অনুপাত অর্থের প্রয়োজন হয়, যার বেশি বা কম হলে বাণিজ্য ব্যাহত হয়।'—ঠিক যেমন একটি ছোট খুচরো বাণিজ্যে রৌপ্যমুদ্রা ভাঙাতে এবং যেসব লেনদেনে ক্ষুদ্রতম রৌপমুদ্রা দিয়েও হিসাব মিলানো যায় না সেগুলি মিটাতে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে ফার্দিংএর প্রয়োজন হয়। এখন, যেমন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফার্দিং-এর অনুপাত গ্রহণ করতে হয় লোকজনের সংখ্যা, তাদের বিনিময়ের পৌনঃপুনিকতা থেকে এবং তদুপরি প্রধানতঃ ক্ষুদ্রতম রৌপ্য-মুদ্রাগুলির মূল্য থেকে, তেমনি অনুরূপ ভাবে, আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার) অনুপাত গ্রহণ করতে হবে যোগাযোগের পৌনঃপুনিকতা এবং প্রদেয় অর্থের পরিমাণ থেকে।" (উইলিয়ম্ পেটি, 'A Treatise of Taxes and cnntributions', Lnod 1667, p. 17)। জে· স্টুয়ার্ট এবং অন্যান্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে হিউম-এর 'থিয়োরি'-কে সমর্থন করেছিলেন আর্থার ইয়ং তাঁর 'Political Arithmetic' গ্রন্থে (১৭৭৪), ১১২ পৃষ্ঠায় যেখানে 'দাম নির্ভর করে অর্থের পরিমাণের উপরে' শীর্ষক একটি আলাদা অধ্যায় আছে। 'Zur Kritik & c.'-এ (পৃঃ ১৭৯) আমি বলেছি "তিনি (অ্যাডাম স্মিথ) সঞ্চলন-রত মুদ্রার পরিমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নটি কোনো মন্তব্য না করেই পার হয়ে গিয়েছেন, এবং অর্থকে খুবই ভুল ভাবে কেবল একটি পণ্য হিসাবেই গণ্য করেছেন।" এই মন্তব্যটি কেবল অ্যাডাম স্মিথের উল্লিখিত অর্থ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য, এখানে সেখানে, যেমন পূর্বতন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রণালীগুলি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনায় তিনি সঠিক বক্তব্যই রেখেছেন: "প্রত্যেক দেশেই অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় সেই পণ্য সমূহের মূল্যের দ্বারা, যে-পণ্যসমূহকে সঞ্চলিত করবে।… একটি দেশে বছরে যত করুক এবং তাদের সঠিক পরিভোক্তাদের মধ্যে তাদেরকে বণ্টন করে দিক, এবং আর বেশিক নিয়োগ করতে না পররাকে। সঞ্চলনের প্রণালীটি আবশ্যিক ভাবেই তার মধ্যে টেনে আনে এমন একটি পরিমাণ যা তাকে পূর্ণ করে দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং তার চেয়ে অধিকতর পরিমাণকে সে স্থান দেয় না।" ("Wealth of Notions", Bk. IV, ch. I)। অনুরূপ ভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থ শুরু করেন শ্রম-বিভাগের উপরে মহিমা আরোপ করে। পরে সর্বশেষ খণ্ডে, যেখানে সরকারি আয় সম্পর্কে আলেচনা রয়েছে, সেখানে তিনি তাঁর শিক্ষক এ-ফার্গুসন শ্রম-বিভাগের যে-নিন্দামন্দ করেছেন, প্রায়শঃই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

পরিমাণের দ্বারা এবং সঞ্চলনশীল মাধ্যমটির পরিমাণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের মহার্ঘ ধাতুগুলির পরিমাপের উপরে[১]—এই যে ভ্রান্ত মত, এর প্রবক্তারা একে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই অসম্ভব প্রকল্পের উপরে যে যখন তারা প্রথম সঞ্চলনে প্রবেশ করে তখন পণ্যদ্রব্যাদির কোন দাম থাকে না এবং অর্থেরও থাকে না কোন মূল্য এবং একবার সঞ্চলনে প্রবেশ করার পরেই কেবল পণ্যসম্ভারের একটি আজ্ঞেয় অংশ বিনিমিত হয় মহার্ঘ ধাতুস্তূপের একটি আজ্ঞেয় অংশের সঙ্গে।[২]

১. কোন জাতির জনগণের মধ্যে সোনা ও রূপা বৃদ্ধি পেলে জিনিসপত্রের দাম নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে, বিপরীত দিকে, সোনা ও রূপা হ্রাস পেলে তার সঙ্গে সমঅনুপাতে জিনিসপত্রের দামও হ্রাস পাবে।' [Jacob Vanderlint : 'Money Answers all Things', 1734, P. 5] এই বইটির সঙ্গে হিউমের "Essays"-এর সতর্ক তুলনার ফলে আমার ধারণা হয়েছে যে ভ্যাণ্ডারলিণ্ট-এর এই গুরুত্বপূর্ণ বইখানার সঙ্গে নিঃসন্দেহে হিউমের পরিচয় ছিল। জিনিসপত্রের দাম যে সঞ্চলনের মাধ্যমটির পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয় এই মতটি বার্বন এবং তাঁরও অনেক আগেকার লেখকেদের লেখায় পাওয়া যায়। ভ্যাণ্ডারলিণ্ট লিখেছেন, "নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যের ফলে অসুবিধা তো হবেই না, বরং বিপুল সুবিধাই হবে; কেননা এর ফলে যদি জাতির টাকা কমে যায়, যা নিবারণ করার জন্য বিধি-নিষেধ রচনা করা হয়, তা হলে যেসব জাতি ঐ টাকা পাবে, তারা দামের মধ্যে সবকিছু অগ্রগতি পেয়ে যাবে, কেননা তাদের মধ্যে টাকা বেড়ে যাবে। এবং·· আমাদের কারখানা-মালিকেরা, এবং বাকি সবকিছু, এমন ধীর-স্থির হয়ে উঠবে যে বাণিজ্যের ভারসাম্য আমাদের অনুকূলে চলে আসবে, এবং এই ভাবে ঐ টাকাটা আবার ফিরিয়ে আনবে।" (l. c. পৃঃ ৪৩, ৪৪) ।

২. প্রত্যেক এক ধরনের পণ্যের দামই যে সঞ্চলনের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের দাম সমূহের যোগফলের একটি অংশ, তা সুস্পষ্ট। কিন্তু কেমন করে ব্যবহার-মূল্য সমূহকে—যেগুলি পরস্পরের সম্পর্কে পরিমেয় নয় সেগুলিকে—সর্বসাকুল্যে অন্য কোন দেশের সোনা ও রূপার মোট পরিমাণের সঙ্গে বিনিময় করা যায়, তা অবোধ-গম্য। যদি আমরা এটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হই যে সমস্ত পণ্য মিলে একটামাত্র পণ্য, বাকি সব পণ্যই তার অংশবিশেষ, তা হলে আমরা এই সুন্দর সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হই: মোট পণ্যটি = 'x' cwt, স্বর্ণ; 'ক' পণ্য = মোট পণ্যটির অংশ-বিশেষ = 'x' cwt স্বর্ণের = একাংশ। মঁতাস্কু খুব গুরুগম্ভীরভাবে এই কথাটিই বলেছেন। "Si l'on compare la masse de l'or et de l'argent qui est dans le monde avec la somme des marchandises qui'y sont, il est certain que chaque denree ou marchandise, en particulier, pourra etre comparee a une certaine portion de la masse entiere. Supposons

গ. মুদ্রা এবং মূল্যের প্রতীকসমূহ

অর্থ যে মুদ্রার আকার নেয়, তা সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা থেকেই উদ্ভূত হয়। পণ্যদ্রব্যাদির দামসমূহ বা অর্থনামসমূহ কল্পনায় সোনার যে ওজনের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ওজনের সোনাকে সঞ্চলনের পরিধির মধ্যে অবশ্যই মুদ্রার আকারে বা নির্দিষ্ট নামের স্বর্ণখণ্ড বা রৌপ্যখণ্ডের আকারে ঐ পণ্যগুলির মুখোমুখি হতে হবে। দামসমূহের একটি নির্দিষ্ট মান প্রতিষ্ঠা করার মতো মুদ্রা চালু করাও হচ্ছে রাষ্ট্রের কাজ। স্বদেশের মধ্যে মুদ্রা হিসেবে সোনা ও রূপা যে বিভিন্ন জাতীয় পোশাক পরিধান করে এবং বিশ্বের বাজারে আবার তারা যেগুলি পরিহার করে, তা থেকেই বোঝা যায় পণ্যদ্রব্যাদির সঞ্চলনের আভ্যন্তরিক বা জাতীয় পরিধি এবং তাদের আন্তর্জাতিক পরিধির মধ্যকার বিচ্ছেদ।

---

qu'il n'y ait qu'une seule denree, ou marchandise dans le monde, ou qu'il n'y ait qu'une seule qui s'achete, et qu'elle se divise comme l'argent : Cette partie de cette marchandise repondra a une partie de la masee de l'argent ; la moitie du total de l'une a la moitie du total de l'autre, &c l'etablissement du prix des choses depend toujours fondamentalement de la raison du total des choses au total des signes." (Montesquieu, l.c. t. iii, pp. 17, 13). রিকার্ডো এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ জেমস মিল, লর্ড ওভারেস্টোনও অন্যান্যদের হাতে এই তত্ত্বটির আরো বিকাশপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে "Zur kritik &c" দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৪০-১৪৬ এবং ১৫০। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ পল্লবগ্রাহী যুক্তিবিদ্যা নিয়ে জানেন কিভাবে তাঁর পিতা জেমস মিল-এর মত এবং তাঁর বিপরীত মত একই সঙ্গে পোষণ করা যায়। তাঁর সংক্ষিপ্তসার "Principles of pol. Economy"-র মূল অংশের সঙ্গে যদি তার ভূমিকাটি তুলনা করা যায়, যে-ভূমিকাটিতে তিনি নিজেকে তাঁর যুগের অ্যাডাম স্মিথ বলে ঘোষণা করেছেন, তা হলে আমরা বুঝতে পারি না যে কার সরলতার আমরা প্রশংসা করব—ঐ ব্যক্তিটির, না জনসাধারণের যাঁরা সরল বিশ্বাসে তাঁকে তাঁর স্ব-ঘোষিত অ্যাডাম স্মিথ হিসাবেই মেনে নিয়েছেন, যদিও অ্যাডাম স্মিথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ধরুন, 'জেনারেল উইলিয়ম্‌স অব কার্স'-এর সঙ্গে 'ডিউক অব ওয়েলিংটন'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যেরই অনুরূপ। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে জেমস মিল-এর স্বকীয় গবেষণা ব্যাপকও নয়, গভীরও নয়, তা তাঁর "Some unsetlled Questions of political Economy" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকটির মধ্যেই সন্নিবিষ্ট, যা প্রকাশিত হয় ৮৩৪ সালে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যে অনস্তিত্ব এবং কেবল পরিমাণের দ্বারা তাদের মূল্য নির্ধারণের কথা লক (Locke) সরাসরি ঘোষণা করেন। "স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপরে একটি কল্পিত মূল্য আরোপ করতে মানবজাতি সম্মত হয়।·· এই ধাতুগুলির অন্তর্নিহিত মূল্য পরিমাণটি ছাড়া কিছুই নয়।" ("Some considerations" & c. 1691, Works, 1777, Vol. II, p. 15)।

অতএব, মুদ্রা এবং ধাতুপিণ্ডের মধ্যে যে পার্থক্য তা একমাত্র আকারের ক্ষেত্রে এবং সোনা যে-কোন সময়েই এক রূপ থেকে অন্য রূপে চলে যেতে পারে।[১] কিন্তু যে-মুহূর্তে মুদ্রা টাঁকশাল থেকে ছাড়া পায়, সেই মুহূর্তেই সে যাত্রা করে বিগলন-কটাহের অভিমুখে। প্রচলন-কালে মুদ্রাগুলি ক্ষয় পায়, কতকগুলি বেশী ভাবে, আবার কতকগুলি কম ভাবে। নামে এবং, বস্তুত, নামীয় ওজনে আর আসল ওজনে পার্থক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়। একই নামের মুদ্রাসমূহ ওজনগত পার্থক্যের দরুন মূল্যের দিক থেকে পৃথক হয়ে যায়। দামের মান হিসেবে স্থিরীকৃত সোনার ওজন সঞ্চলনশীল মাধ্যম হিসেবে তার যে ওজন, তা থেকে বিচ্যুত হয় এবং ফলতঃ, সঞ্চলনশীল মাধ্যমটি আর সেই সব পণ্যের—যে সবের মূল্য তা বাস্তবায়িত করে, সেই সব পণ্যের—সত্যকার সমার্ঘরূপ থাকে না। মধ্যযুগে এবং তখন থেকে শুরু করে আঠারো শতক পর্যন্ত মুদ্রা প্রচলনের ইতিহাস এই কারণটি থেকে উদ্ভূত এই পৌনঃ-পুনিক বিভ্রান্তির সাক্ষ্য বহন করে। সঞ্চলনের যেটা স্বাভাবিক প্রবণতা, তা হচ্ছে মুদ্রা নিজেকে যা বলে দাবি করে, তার নিছক রূপক-মাত্রে তাকে রূপান্তরিত করা; যতটা সোনা তা ধারণ করে বলে দাবি করে, তার প্রতীকমাত্রে তাকে পরিণত করা,—এই প্রবণতা বর্তমান রাষ্ট্রগুলিতে আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছে, আইনের স্থির করে দেওয়া হচ্ছে কতটা সোনা ক্ষয় পেয়ে গেলে স্বর্ণমুদ্রাটি আর মুদ্রা বলে পরিগণিত হবে না অর্থাৎ বৈধ মুদ্রার মর্যাদা পাবে না।

১. 'মিন্ট'-এর উপরে 'সেইনিয়োরেজ' ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যাপার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে অ্যাডাম মূলার যিনি মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করেছেন "মহান বদান্যতা" যাঁকে ইংরেজ সরকার অর্থ দ্বারা পুরস্কৃত করতেন তাঁর মতো ভাব-প্রবণ কর্তাভজাদের সুবিধার জন্য আমি ডাডলিনর্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "অন্যান্য পণ্যের মতো সোনা ও রূপারও জোয়ার-ভাঁটা হয়। স্পেন থেকে আনীত হবার পরে ... তা বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় টাওয়ারে, এবং সেখানে তাকে মুদ্রায়িত করা হয়। বেশি দিন যেতে না যেতেই আবার সেই ধাতু পিণ্ড রপ্তানির চাহিদা উঠবে। যদি রপ্তানি করার মতো ধাতুপিণ্ড না থেকে থাকে, সবই যদি মুদ্রায় পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কি হবে? সেই মুদ্রাকে আবার গলিয়ে ফেলতে হবে, তাতে কোনো লোকসান নেই কেননা মুদ্রায়িত করতে মালিকের কোনো খরচ নেই। এইভাবে জাতিকে প্রতারিত করা হয়, তাকে বাধ্য করা হয় গাধার খাওয়ার জন্য তা হলে খড় তৈরি করে দিতে। মালিককে যদি মুদ্রায়িত করার জন্য ব্যয় বহন করতে হত, সে না ভেবেচিন্তে মুদ্রায়িত করার জন্য টাওয়ারে রূপা পাঠাতো না; সেক্ষেত্রে মুদ্রায়িত অর্থের মূল্য অমুদ্রায়িত রৌপ্যের তুলনায় বেশি থেকে যেত।" (North l.c. p. 18) দ্বিতীয় চার্লসএর রাজত্বকালে নর্থ নিজেই একজন সর্বাগ্রবর্তী মালিক।

মুদ্রার প্রচলন নিজেই যে তার নামীয় ও আসল ওজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, এক দিকে নিছক সোনার টুকরো হিসেবে এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট ভূমিকা সহ মুদ্রা হিসেবে পার্থক্য সৃষ্টি করে—এই ঘটনাই আভাসিত করে যে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তুর তৈরী প্রতীকের প্রচলন, মুদ্রা হিসেবে অন্য কোন অভিজ্ঞানের প্রচলন সম্ভব। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ সোনা ও রূপাকে মুদ্রাকারে রূপ দিতে গিয়ে কার্যক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় সেই সব অসুবিধা এবং এই ঘটনা যে প্রথম দিকে অধিকতর মহার্ঘ ধাতুর পরিবর্তে অল্পতর মহার্ঘ ধাতুর মূল্যের পরিমাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন রূপার পরিবর্তে তামা, সোনার পরিবর্তে রূপা ইত্যাদি আর যে পর্যন্ত না অধিকতর মহার্ঘ ধাতুর দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয় সে পর্যন্ত অল্পতর মহার্ঘ ধাতুই অর্থ হিসেবে প্রচলিত থাকে—এই সব তথ্য থেকেই আমরা বুঝতে পারি সোনার মুদ্রার বিকল্প হিসেবে রূপা ও তামার প্রতীকগুলি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, সেই ভূমিকার তাৎপর্য। সঞ্চলনের সেই সব অঞ্চলেই সোনা ও রূপার প্রতীকগুলি সোনার স্থান দখল করে, যে সব অঞ্চলে মুদ্রার হাতবদল খুব ঘন ঘন হয় এবং সেই কারণেই তা সবচেয়ে বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেখানে নিরন্তর খুবই অল্প-স্বল্প আয়তনে বিক্রয় ও ক্রয় সংঘটিত হয়, সেখানেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। এই সব উপগ্রহ যাতে স্থায়ী ভাবে সোনার আসনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ না করতে পারে, সেই জন্য সোনার বদলে কতটা পরিমাণে এই সব মুদ্রা গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। প্রচলন ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রজাতির মুদ্রারা যে বিশেষ বিশেষ পথচারণা করে, সে পথগুলি স্বভাবতই পরস্পরের উপর দিয়ে চলে যায়। ক্ষুদ্রতম স্বর্ণমুদ্রার ভগ্নাংশিক অংশ প্রদানের জন্য প্রতীকগুলি সোনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে; এক দিকে, সোনা নিরন্তর খুচরো সঞ্চলনের মধ্যে স্রোতধারার মতো বয়ে আসে, এবং অন্য দিকে, তা-ই আবার প্রতীকে পরিবর্তিত হয়ে নিরন্তর সঞ্চলনের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।[১]

১ "ছোটখাটো ব্যয়ের জন্য যতটা দরকার, রূপা যদি কখনো তা থেকে বেশি না হত তা হলে বড় বড় ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা যেত না। … বড় বড় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সোনার ব্যবহার ছোটখাটো ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যবহারকে আভাসিত করে। ছোটখাটো ব্যয়ের জন্যও যারা সোনার মুদ্রা ব্যবহার করে এবং ক্রীত পণ্যের সঙ্গে পাওনা বাড়তিটা রূপা হিসাবে পায়, তারা উদ্বৃত্ত রূপাটাকে টেনে নেয় এবং সাধারণ সঞ্চলনে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু সোনা ছাড়াই ছোটখাটো ব্যয় মেটানোর জন্য যতটা রূপার দরকার, ঠিক ততটা রূপাই যদি থাকে, সেক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসায়ীর হাতেও রূপা সঞ্চিত হবে।" (David Buchanan, "Inquiry into the Taxation and Ccmmercial Policy of Great Britain". Edinburgh, 1844 pp. 248, 249)

রূপা ও তামার প্রতীকগুলিতে কতটা করে ধাতু থাকবে তা খুশিমতো আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যখন প্রচলনে থাকে, তখন তারা এমনকি সোনার মুদ্রা থেকেও বেশী তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায়। সুতরাং তারা যে যে কাজ করে, তা তাদের ওজন এবং, কাজে কাজেই, সমস্ত মূল্য থেকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ। মুদ্রা হিসেবে সোনার যে কাজ তা সোনার ধাতব মূল্য থেকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ হয়ে যায়। অতএব, যে সমস্ত জিনিস আপেক্ষিক ভাবে মূল্যহীন, যেমন কাগজের নোট ইত্যাদি, সেগুলি তার বদলে মুদ্রা হিসেবে কাজে করতে পারে। এই যে বিশুদ্ধ প্রতীকী চরিত্র তা কিছুটা পরিমাণে অবগুণ্ঠিত থাকে ধাতব প্রতীকগুলিতে। কাগজের নোটে এই চরিত্রটি বেরিয়ে আসে পরিষ্কার ভাবে। বাস্তবিক পক্ষে, ce n'est que le premier pas qui coute.

আমরা এখানে কেবল অরূপান্তরণীয় কাগুজে নোটের কথাই উল্লেখ করছি—যা রাষ্ট্রের দ্বারা ছাড়া হয় এবং বাধ্যতামূলক ভাবে চালু থাকে। ধাতব মুদ্রা থেকেই তার প্রত্যক্ষ উৎপত্তি। পক্ষান্তরে ক্রেডিট-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত যে অর্থ তা এমন সমস্ত অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা পণ্যদ্রব্যাদির সরল সঞ্চলনের দৃষ্টিকোণ থেকে এখনো আমাদের কাছে পুরোপুরি অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এখানে আমরা এ পর্যন্ত বলতে পারি যে, যেমন সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ভূমিকায় সত্যকার কাগুজে নোটের উদ্ভব ঘটে ঠিক তেমনি ক্রেডিট এর উপরে প্রতিষ্ঠিত অর্থেরও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্ভব ঘটে পরিপ্রদানের উপায় হিসেবে অর্থের ভূমিকায়।[১]

১. চীনের 'চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার' রাজপুরুষ ওয়ান-মাও-ইন-এর মাথায় একদিন এলো যে তিনি ঈশ্বর পুত্রের কাছে প্রস্তাবে রাখবেন গোপনে সাম্রাজ্যের কাগজে নোটকে (assignats) রূপান্তরযোগ্য ব্যাংক-নোটে পরিবর্তন করার। কাগুজে নোট কমিটি ১৮৫৪ সালে তার রিপোর্টে তাঁকে খুব জোর ধমক লাগালো। তাঁকে চিরাচরিত বাঁশ-ডলা দেওয়া হয়েছিল কিনা, তা বলা হয়নি। রিপোর্টের শেষ অংশটি ছিল এই রকম : কমিটি সযত্নে তাঁর প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে দেখেছে এবং দেখেছে যে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ ভাবেই বণিকদের স্বার্থে এবং সম্রাটের পক্ষে কোনো স্বার্থ ই সাধন করবে না।" ("Arbeiten der kaiserlich Russischen Gesandtschaft zu peking uber china." Aus dem Russischen von Dr. K. Abelund F. A. Mecklenburg. Erster Band. Berlin 1858 p. 47 sq) ব্যাংকআইন সংক্রান্ত লর্ড সভার কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর এক গভর্নর বলেন 'প্রত্যেক বছরই নোতুন এক শ্রেণীর 'সভরেইন' অতিরিক্ত হালকা হয়ে যায়। যে শ্রেণীটি এক বছর পুরো ওজন নিয়ে চালু থাকে, তাই আবার ক্ষয়-ক্ষতির ফলে পরের বছরে ওজন হারিয়ে নিজেকে হালকা করে ফেলে।" (House of Lords' Committee 1848 n. 429).

রাষ্ট্র টুকরো টুকরো কাগজ চালু করে ; সেই সব টুকরো কাগজগুলিতে ছাপিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন মুদ্রাংক যেমন £১, £৫, ইত্যাদি ইত্যাদি। যতদূর পর্যন্ত এই টুকরো বা কাগজগুলি কার্যক্ষেত্রে একই পরিমাণের সোনার স্থান গ্রহণ করে, তত দূর পর্যন্ত তাদের চলাচল, স্বয়ং অর্থের প্রচলন যে সব নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হয়, সেই সব নিয়মেরই অধীন থাকে। ঐ কাগুকে অর্থ যে অনুপাতে সোনার প্রতিনিধিত্ব করে, কেবল সেই অনুপাত থেকেই কাগুজে অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য কোন নিয়মের উদ্ভব ঘটতে পারে। এমন একটি নিয়ম রয়েছে, সহজ ভাবে বললে সেই নিয়মটি এই : প্রতীকের দ্বারা স্থানচ্যুত না হলে যে-পরিমাণ সোনা (বা রূপা) বস্তুতঃই সঞ্চলনে থাকে, কাগুজে অর্থের 'ইস্যু' অবশ্যই সেই পরিমাণের বেশি হবে না। এখন, সঞ্চলন যে-পরিমাণ সোনাকে আত্মভূত করে, তা নিরন্তর একটি বিশেষ মাত্রার কাছাকাছি ওঠা-নামা করে। তবু কোন দেশে সঞ্চলন-মাধ্যমটির মোট পরিমাণ কখনো একটি ন্যূনতম মাত্রার নীচে নেমে যায় না—যে ন্যূনতম মাত্রাটি অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই ন্যূনতম পরিমাণটির অন্তর্গত এককগুলিতে যে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে কিংবা সোনার টুকরোগুলি যে নতুন নতুন টুকরো দিয়ে স্থানচ্যুত হয়—এই ঘটনা কিন্তু সঞ্চলনের পরিমাণে বা নিরবচ্ছিন্নতায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না। সুতরাং তার বদলে কাগুজে প্রতীক চালু করা যায়। পক্ষান্তরে, সঞ্চলনের সমস্ত কয়টি নলই যদি তাদের আত্মভূত করার পূর্ণ ক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত কাগুজে অর্থে ভরাট করে দেওয়া হত, তা হলে আগামীকাল পণ্য-সঞ্চলনে পরিবর্তনের ফলে সেগুলি উপচে পড়তে পারত। সেক্ষেত্রে আর কোনো মানেরই অস্তিত্ব থাকত না। কাগুজে অর্থের যথোচিত সীমা হচ্ছে একই মুদ্রাংকের স্বর্ণ মুদ্রার সেই পরিমাণ যা সঞ্চলনে চালু হতে পারে ; কাগুজে অর্থ যদি তার যথোচিত সীমা ছাড়িয়ে যায় তা হলে যে কেবল সর্বসাধারণের আস্থা হারাবার বিপদে পড়বে তা-ই নয়, তা হলে তা প্রতিনিধিত্ব করবে কেবল সেই পরিমাণ সোনার পণ্য সঞ্চলনের নিয়মাবলী অনুযায়ী যে-পরিমাণটুকুর প্রয়োজন হবে এবং কেবল যে-পরিমাণটুকুই কাগজের প্রতিনিধিত্বের আওতায় আসতে পারে। যদি যতটা ছাড়া উচিত তার দ্বিগুণ কাগুজে অর্থ ছাড়া হয়, তা হলে বাস্তব ক্ষেত্রে £১ পাউণ্ড আর $\frac{1}{4}$ ভাগ আউন্স পরিমাণ সোনার অর্থ নাম থাকবে না, তা পরিণত হবে $\frac{1}{8}$ ভাগ আউন্স পরিমাণ সোনার অর্থনামে। দামের মান হিসেবে সোনার ভূমিকার অদলবদল হলে যে ফল হত, এক্ষেত্রেও সেই ফলই হবে। অতীতে যে মূল্য অভিব্যক্ত হত £১ পাউণ্ড দামের দ্বারা, এখন তা অভিব্যক্ত হবে £২ পাউণ্ড দামের দ্বারা।

কাগুজে অর্থ হচ্ছে সোনা বা অর্থের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক মাত্র। এর সঙ্গে পণ্য-মূল্যের সম্পর্ক এই পণ্যমূল্য ভাবগত ভাবে অভিব্যক্ত হয় একই পরিমাণ সোনার অঙ্কে যা প্রতীকগত ভাবে অভিব্যক্ত হয় কাগজের অঙ্কে। যে পর্যন্ত কাগুজে অর্থ

সোনার প্রতিনিধিত্ব করে, যার অন্যান্য সব পণ্যের মতই আছে মূল্য, সেই পর্যন্তই কাগুজে মুদ্রা হচ্ছে মূল্যের প্রতীক।[১]

সর্বশেষে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যেসব প্রতীকের নিজেদের কোনো মূল্য নেই, সেই সব প্রতীক কিভাবে সোনার স্থান গ্রহণ করে? কিন্তু যে কথা আমরা আগেই বলেছি, এই সব প্রতীক কেবল ততটা পর্যন্তই সোনার স্থান গ্রহণ করতে পারে, যতটা পর্যন্ত তা একান্ত ভাবেই মুদ্রা হিসেবে কিংবা সঞ্চলনী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, অন্য কোনো হিসেবে নয়। এখন, এ কাজটি ছাড়াও অর্থের আরো অনেক কাজ আছে এবং নিছক সঞ্চলনী মাধ্যম হিসেবে কাজ করার বিচ্ছিন্ন ভূমিকাটিই স্বর্ণ-মুদ্রার সঙ্গে আবশ্যিক ভাবেই সংলগ্ন একমাত্র ভূমিকা নয়—যদিও ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে যাওয়া যে মুদ্রাগুলি চালু থাকে, সেগুলির ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে একমাত্র ভূমিকা। যতক্ষণ পর্যন্ত তা চালু থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই প্রত্যেকটি মুদ্রা কেবল মুদ্রা বা সঞ্চলনী মাধ্যম। কিন্তু এটা কেবল সেই ন্যূনতম পরিমাণ সোনার ক্ষেত্রেই সত্য যার স্থান কাগজ গ্রহণ করতে পারে। সেই ন্যূনতম পরিমাণটি নিরন্তর সঞ্চলনের পরিধির মধ্যেই থাকে, নিরন্তর সঞ্চলনী মাধ্যম হিসেবেই কাজ করতে থাকে, এবং একান্ত ভাবে সেই কাজেই ব্যস্ত থাকে। অতএব, তার গতিক্রম **প—অ—প** রূপান্তরনটির বিপরীত পর্যায়গুলির—যে-পর্যায়গুলিতে পণ্যেরা তাদের মূলরূপসমূহের মুখোমুখি হয় কেবল অচিরাৎ অন্তর্হিত হয়ে যাবার জন্যই—সেই পর্যায়গুলির অব্যাহত পরম্পরা ছাড়া আর কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না। এক্ষেত্রে একটি পণ্যের বিনিময়-মূল্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব একটি ক্ষণস্থায়ী কায়াভাস মাত্র যার মাধ্যমে পণ্যটি অচিরাৎ অন্য একটি পণ্যের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। অতএব, এই

১. ফুলার্টন থেকে উদ্ধৃত এই অনুচ্ছেদটি থেকে বোঝা যায় অর্থ-বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের পর্যন্ত অর্থের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে ধারণা কত অস্পষ্ট ছিল: "এই ঘটনা অনস্বীকার্য যে আমাদের আভ্যন্তরীণ বিনিময় সমূহে অর্থ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, যেগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সাহায্যে করা হয়, সেই সবগুলিই করা যায় অ-রূপান্তর যোগ্য নোটের সাহায্যে, যার আইন-বলে আরোপিত প্রথাগত মূল্য ছাড়া আর কোনো মূল্য নেই। এই ধরনের মূল্যকে অন্তর্নিহিত মূল্যের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং এমনকি একটি 'মান'-এর আবশ্যকতা অতিক্রম করার জন্যও ব্যবহার করা যায়—একমাত্র যদি সেই নোট কত পরিমাণে ছাড়া (ইস্যু) হবে তা যথোচিত নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।' (ফুলার্টন: Regulation of currencies" লণ্ডন, ১৮৪৫, পৃ: ২১) যেহেতু যে পণ্যটি অর্থ হিসাবে কাজ করতে সক্ষম, তাকে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে কেবল মূল্যের প্রতীকসমূহের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়, সেই জন্য মূল্যের পরিমাপ ও মান হিসাবে তার কাজগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য বলে ঘোষিত করা হল!

যে প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অর্থ এক হাত থেকে অন্য হাতে অপসারিত হয়, এই প্রক্রিয়ায় অর্থের নিছক প্রতীকী অস্তিত্বই যথেষ্ট। বলা যায় যে তার কার্যগত অস্তিত্ব তার বস্তুগত অস্তিত্বকে আত্মভূত করে ফেলে। পণ্যের দামের ক্ষণস্থায়ী এবং বিষয়গত প্রতিক্ষেপণ হবার দরুন, এ কেবল কাজ করে নিজের প্রতীক হিসেবে এবং সেই কারণেই সে স্থানচ্যুত হতে পারে একটি প্রতীকের দ্বারা।[১] অবশ্য একটি জিনিস আবশ্যিক; এই প্রতীকটির অবশ্যই থাকতে হবে নিজস্ব একটি বিষয়গত সামাজিক সিদ্ধতা এবং এটা এই কাগুজে অর্থ অর্জন করে তার বাধ্যতামূলক প্রচলনের বলে। রাষ্ট্রের এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাটি কার্যকরী হতে পারে কেবল সঞ্চলনের সেই আভ্যন্তরিণ পরিধির মধ্যে যা তার রাষ্ট্রিক সীমানার সঙ্গে সমবিস্তৃত এবং কেবল এই মধ্যেই অর্থ সঞ্চলনী মাধ্যম হিসেবে তার ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে পালন করে অথবা মুদ্রা হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ অর্থ ॥

যে পণ্যটি নিজেই স্বশরীরে বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, সেই পণ্যটিই হচ্ছে অর্থ। অতএব সোনা (কিংবা রূপা) হচ্ছে অর্থ। একদিকে যখন তাকে নিজেকেই তার স্বর্ণময় স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হয়, তখন সে কাজ করে অর্থ হিসেবে। তখন সে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে, কিংবা সঞ্চলনী মাধ্যম হিসেবে অন্যের প্রতিনিধিত্বে উপস্থাপিত হতে সক্ষম ভাগবতরূপমাত্র নয়; তখন সে হচ্ছে অর্থপণ্য। অন্যদিকে সে অর্থ হিসেবেও কাজ করে, যখন সে নিজের কর্মগুণে—তা সে কর্ম স্বয়ং স্বশরীরে সম্পাদিত হোক বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমেই সম্পাদিত হোক—মূর্ত হয়ে ওঠে মূল্যের একমাত্র রূপ হিসেবে বাকি সমস্ত পণ্য যে-ব্যবহারমূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, তার বিপরীতে বিনিময়মূল্যের অস্তিত্বধারণের একমাত্র যথোপযোগী রূপ হিসেবে।

---

১. স্বর্ণ এবং রৌপ্য যখন মুদ্রা হিসাবে কিংবা একান্ত ভাবে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, তখন তারা হয় নিজেদের প্রতীক—এই ঘটনাটি থেকে নিকোলাস বার্বন সরকারের 'অর্থ উন্নীত করার' অধিকার অর্থাৎ যে-ওজনের রূপাকে শিলিং বলে অভিহিত করা তাকে বেশি ওজনের রূপার যেমন ক্রাউন-এর নামে অভিহিত করার অধিকার আছে বলে সিদ্ধান্ত করেন করেন; সুতরাং পাওনাদারদের সে ক্রাউনের বদলে শিলিং দিতে পারে। "অর্থ বারংবার গণনার ফলে ক্ষয় এবং হাল্কা হয়।··· সুতরাং দর দাম করার সময় মানুষ কেবল অর্থের অভিধা ও সচলতাই বিবেচনা করে, রূপার পরিমাণ বিবেচনা করে না। ধাতুর উপরে সরকারের কর্তৃত্বই তাকে অর্থে পরিণত করে।' (N. Barbon l c. পৃঃ ২৯, ৩০, ২৫)

ক. মওজুদ

রূপান্তরণের দুটি বিপরীতমুখী আবর্তের মধ্যে পণ্যসমূহের এই যে নিরন্তর আবর্তন কিংবা বিক্রয় ও ক্রয়ের এই যে বিরতিবিহীন পরম্পরা, তা প্রতিফলিত হয় অর্থের অবিরাম চলাচলে কিংবা সঙ্কলনের "*perpetuum mobile*" হিসেবে অর্থের যে ভূমিকা সেই ভূমিকায়। কিন্তু যে-মুহূর্তে রূপান্তরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, যে-মুহূর্তে বিক্রয় আর তৎপরবর্তী ক্রয়ের দ্বারা পরিপূরিত না হয়, সেই মুহূর্তেই অর্থও হয়ে পড়ে চমৎশক্তিরহিত; বয়িসগিলেবার্ট-এর ভাষায় বলা যায় যে সে রূপান্তরিত হয় "জঙ্গম" থেকে "স্থাবরে", সচল থেকে অচলে, মুদ্রা থেকে অর্থে।

পণ্যদ্রব্যাদির সঙ্কলনের সেই প্রথম পর্যায়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, বিকাশ লাভ করে প্রথম রূপান্তরণের ফলটিকে ধরে রাখবার আবশ্যিকতা ও উদগ্র কামনা। এই ফলটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পণ্যেরই পরিবর্তিত রূপ কিংবা তার 'স্বর্ণস্ফটিক'।[১] অতএব অন্যান্য পণ্য ক্রয় করার জন্য পণ্যাদি বিক্রয় করা হয় না; বিক্রয় করা হয় তাদের অর্থরূপকে তাদের পণ্যরূপের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য। কেবলমাত্র পণ্য সঙ্কলন সম্পাদন করার মাধ্যম হিসেবে না থেকে, এইরূপ পরিবর্তনই হয়ে ওঠে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এইভাবে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির পরিবর্তিত রূপটির বিরত রাখা হয় তার নিঃশর্তভাবে পরকীকরণীয় রূপ হিসেবে যে কাজ তথা তাঁর বিশুদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অর্থরূপ হিসেবে যে কাজ, সেই কাজটি সম্পাদন করা থেকে অর্থশিলীভূত হয় মওজুদের আকারে এবং বিক্রেতা পরিণত হয় অর্থের মওজুদদারে।

পণ্য-সঙ্কলনের গোড়ার যুগগুলিতে কেবল উদ্বৃত্ত ব্যবহার-মূল্যই রূপান্তরিত হত অর্থে। সুতরাং সোনা এবং রূপা নিজেরাই তখন দেখা দিত বাহুল্য বা ধনসমৃদ্ধির সামাজিক অভিব্যক্তি হিসেবে। যে সমস্ত সমাজে আভ্যন্তরীণ অভাবগুলি যোগাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ পরিমাণ দ্রব্যাদি চিরাচরিত উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারে উৎপন্ন হয়, সেইসব সমাজেই কেবল মওজুদের এই সরল রূপটি চালু থাকে। এশিয়া এবং বিশেষ করে, ইষ্ট ইণ্ডিজের জন জীবনে এই ঘটনাই ঘটেছে। ভাণ্ডারলিন মনে করেন যে, কোন দেশে দাম নির্ধারিত হয় সেই দেশে প্রাপ্ত সোনা ও রূপার পরিমাণের দ্বারা; তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন ভারতের পণ্যসামগ্রী এত সস্তা কেন। তার উত্তর এই: কারণ হিন্দুরা (ভারতীয়) তাদের অর্থ এই মাটির তলায় পুঁতে রাখে। ১৬০২ থেকে ১৭৩৪ সাল পর্যন্ত, তাঁর মন্তব্য অনুসারে, মাটির তলায় পুঁতে রাখা অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ১৫০ মিলিয়ন রৌপ্য নির্মিত পাউণ্ড স্টার্লিং··· যা শুরুতে এসেছিল

১. "Une richesse en argent n'est que·· ·····richesse en productions, converties en argent" (Mercier de la Riviere l.c.) Une valeur en productions n'a fait que changer de forme" (Id., p. 486)

আমেরিকা থেকে ইউরোপ।[১] ১৮৫৮ থেকে ১৯১৮ সালের এই দশ বছরে মধ্যে ইংল্যাণ্ড ভারতে এবং চীনে রূপার অঙ্কে রপ্তানী করে £১২০,০০০,০০০ পউণ্ড—যা পাওয়া গিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার সোনার বিনিময়ে। চীনে যে-পরিমাণ রূপা রপ্তানী করা হয়েছিল তার বেশির ভাগটাই ভারতে চলে যায়।

পণ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক উৎপাদনকারীই 'nexus rerum' বা সামাজিক অঙ্গীকারটি পম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করতে বাধ্য হয়েছিল।[২] তার অভাবগুলি নিরন্তর তাকে তাড়না করে এবং অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে পণ্যাদি ক্রয় করতে নিরন্তর বাধ্য করে, যখন তার নিজের পণ্য উৎপাদনে সময়ের প্রয়োজন পড়ে এবং নানাবিধ ঘটনারর উপরে নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে বিক্রয় না করেও ক্রয় করার জন্য, সে নিশ্চয়ই আগেভাগে ক্রয় না করেও বিক্র করে থাকবে। এই প্রক্রিয়া ব্যাপক আকারে চললে একটি দ্বন্দ্ব আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু মহর্ঘ ধাতুগুলি তাদের উৎপাদনের উৎসক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সরাসরি বিনিমিত হয়। এবং এখানে আমরা বিক্রয় প্রত্যক্ষ করি (পণ্য দ্রব্যাদি মালিকদের দ্বারা ক্রয় ব্যাতিরেকেই—(সোনা ও রূপার মালিকদের দ্বারা)[৩]। এবং অন্যান্য উৎপাদনকারীদের দ্বারা পরবর্তী বিক্রয়াদি—যে-বিক্রয়াদির পরে কোন ক্রয়াদি ঘটেনি—এমন বিক্রয়াদি কেবল সংঘটিত করে নতুন উৎপাদিত মাহার্ঘ ধাতুসমূহের বণ্টন—পণ্যদ্রব্যাদির সকল মালিকদের মধ্যে। এইভাবে আগাগোড়া বিনিময়ের ধারা ধরে বিভিন্ন পরিমাণের সোনা ও রূপার মওজুদ সঞ্চিত হতে থাকে। একটি বিশেষ পণ্যের আকারে বিনিময়-মূল্য ধরে রাখা ও সঞ্চিত করার এই সম্ভাব্যতার সঙ্গে সঙ্গে সোনার প্রতি লোলুপতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঙ্কলনের সম্প্রসারণ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থের ক্ষমতা—ব্যবহারের জন্য সদা-প্রস্তুত, ধনসম্পদের নিঃশর্ত সামাজিক রূপস্বরূপ যে অর্থ তার ক্ষমতা। "সোনা একটা আশ্চর্য জিনিস! যে-ই সোনার মালিক, সে তার সব চাওয়া-পাওয়ারও মালিক সোনার দৌলতে আত্মাগুলোকেও এমনকি স্বর্গে পর্যন্ত চালান করে দিতে পারে।" [কলাম্বাস-এ জামাইকা থেকে লেখা চিঠি, ১৫০৩] যেহেতু কোন্ জিনিসটা সোনার রূপাতি হয়েছে সেটা সে ফাঁস করে দেয়না, সেহেতু, পণ্য হোক, বা না হোক, সব কিছুই

---

১. "এই পদ্ধতির দ্বারাই তারা তাদের সমস্ত জিনিস ও শিল্পজাত দ্রব্যের এত নিচু হার বজায় রাখে।"—(Vanderlint l.c. পৃঃ ৯৫, ৯৬)

২. অর্থ···একটি অঙ্গীকার" (John Bellers: "Essays about the poor, Manufactures, Trade, plantations, and Immorality" Lond:, 1699 পৃঃ ১৩)।

৩. "যথার্থ"-বিচারে ক্রয় মানে এই যে সোনা এবং রূপা ইতিমধ্যেই পণ্য-দ্রব্যাদির পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে, কিংবা তা পরিণত হয়েছে বিক্রয়ের ফলশ্রুতিতে।

সোনায় রূপান্তরিত হতে পারে। সব কিছুই হয়ে ওঠে বিক্রয়যোগ্য এবং ক্রয়যোগ্য। সঞ্চলন পরিণত হয় এমন একটি বিরাট সামাজিক বকযন্ত্রে যার মধ্যে সব কিছুই নিক্ষিপ্ত হয় কেবল আবার স্বর্ণস্ফটিকের আকারে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য। এমনকি সাধুসন্তদের অস্থি পর্যন্ত এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনা, তা থেকে ঢের বেশী কমনীয় 'res sacrosanctae, extra commercium hominum'-এর বেলায় তো আত্মরক্ষার প্রশ্নই ওঠে না।[১] যেমন পণ্যদ্রব্যাদির প্রত্যেকটি গুণগত পার্থক্যই অর্থে নির্বাণ লাভ করে, ঠিক তেমনি অর্থও আবার আমূল সমতাবাদী হিসেবে তার যে ভূমিকা, সেই ভূমিকায় সমস্ত পার্থক্যকে সমান করে দেয়।[২] কিন্তু অর্থ নিজেও তো একটা পণ্য, একটা বাহ্য বিষয়—যা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে। এইভাবে সামাজিক ক্ষমতা পরিণত হয় ব্যক্তি-

১. ফ্রান্সের খ্রীষ্টীয় রাজা তৃতীয় হেনরি গীর্জাগুলি থেকে প্রত্ন দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে সেগুলিকে অর্থে রূপান্তরিত করেন। ফোসিয়ানদের দ্বারা ডেলফিক টেম্পল লুণ্ঠন গ্রীসের ইতিহাসে কী ভূমিকা নিয়েছিল তা সুপরিজ্ঞাত। প্রাচীনদের কাছে মন্দিরগুলি ছিল পণ্য দেবতাদের বাসস্থান। সেগুলি ছিল পবিত্র ব্যাংক'। ফিনীসীয়দের চোখে অর্থ ছিল সব কিছুর মূর্তায়িত রূপ। সুতরাং এতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না যে 'প্রেমের দেবী'র মহোৎসবে কুমারী মেয়েরা যখন আগন্তুকদের কাছে দেহ সমর্পণ করত তখন তার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ তারা দেবীকে দক্ষিণা দিত।

২. "সোনা, হলুদ চকচকে মহামূল্য সোনা !
তার এতটা কালোকে সাদা করে; মন্দকে ভালো;
অন্যায়কে ন্যায়; হীনকে মহান; বৃদ্ধকে তরুণ; ভীরুকে বীর।
·· দেবতারা, এটা কি, এটা কেন
যা পুরোহিত ও দাসদের তোমাদের পাশ থেকে টেনে নেয়;
শক্ত মানুষের বালিশ তার মাথার তলা থেকে কেড়ে নেয়।
এই হলদে গোলাম
ধর্মকে গড়ে এবং ভাঙে; ঘৃণাকে করে বরেণ্য
পলিত কুষ্ঠকে করে তোলো ইষ্ট; তস্করকে দেয় আসন।
দেয় উপাধি অবলম্বন ও মান্যতা,
দেয় প্রতীক্ষমান পরিষদবর্গ; এই সোনা
উদ্‌ভ্রান্ত বিধবাকে করে বিবাহে উদ্বুদ্ধ:
···এসো হে অভিশপ্ত বসুধা,
যদিও নিখিল মানুষের বারবনিতা।'

(শেকশিয়র, 'টাইমন অব এথেন্স')

মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতায়। এই জন্যই প্রাচীনেরা অর্থকে ধিক্কার জানিয়েছেন অর্থ নৈতিক ও নৈতিক বিধিব্যবস্থার পক্ষে বিপর্যয়কর বলে। আধুনিক সমাজ—যে সমাজ ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পরেই পৃথিবীর জঠর থেকে[১] প্লুটাসকে চুল ধরে টেনে তোলে—সেই সমাজ সোনাকে বন্দনা করে তার 'পবিত্র পাত্র' হিসেবে, তার নিজের জীবনের মৌল তত্ত্বের জ্যোতির্ময় বিগ্রহ হিসেবে।

ব্যবহার মূল্য হিসেবে একটি পণ্য একটি বিশেষ অভাবের তৃপ্তিবিধায়ক এবং বৈষয়িক ধনসম্পদেব একটি বিশেষ উপাদান। কিন্তু একটি পণ্যের মূল্য, বৈষয়িক ধনসম্পদের বাকি সমস্ত উপাদানের জন্য তার যে আকর্ষণ, তা পরিমাপ করে; সুতরাং তা তার মালিকের সামজিক ধনসম্পদও পরিমাপ করে। একজন বর্বরযুগীয় পণ্য মালিকের কাছে, এমনকি একজন পশ্চিম ইউরোপীয় কৃষকের কাছেও, মূল্য আর মূল্যরূপ এক ও অভিন্ন, অতএব তার কাছে সোনা ও রূপার মওজুদ বাড়ার মানে হচ্ছে মূল্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। এটা সত্য যে অর্থের মূল্য এক সময়ে পরিবর্তিত হয় তার নিজের মূল্যে পরিবর্তনের দরুণ এবং অন্য সময়ে পরিবর্তিত হয় পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যসমূহে পরিবর্তনের দরুন। কিন্তু তার ফলে একদিকে যেমন ২০০ আউন্স সোনার মূল্যে ১০০ আউন্স সোনার মূল্য থেকে কমে যায় না, অন্যদিকে তেমন বাকি সমস্ত পন্যের সমার্ঘ রূপ হিসেবে এবং সমস্ত মনুষ্য-শ্রমের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ হিসেবে চালু থাকা থেকে তা সরে যায় না। মওজুদের জন্য যে লালসা তার শেষ নেই। গুণগত দিক থেকে কিংবা আনুষ্ঠানিক দিক থেকে বিচার করলে, অর্থের কার্যকারিতার কোন সীমা নেই, কেননা অর্থ হচ্ছে বৈষয়িক ধনসম্পদের বিশ্বজনিক প্রতিনিধি অন্যান্য যে-কোনো পণ্যে তা প্রত্যক্ষভাবেই রূপান্তরণীয়। কিন্তু, সেই সঙ্গেই আবার, প্রত্যেকটি আসল অর্থের অঙ্কই কিন্তু পরিমাণে সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণেই ক্রয়ের উপায় হিসেবে তার কার্যকরিতাও সীমাবদ্ধ। অর্থের পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা এবং গুণগত সীমাহীনতার মধ্যে এই যে বৈপরীত্য, তা মওজুদদারের পক্ষে নিরন্তর কাজ করে তার সঞ্চয়সাধনার 'সিসিফাস'-সুলভ শ্রমের অনুপ্রেরণা হিসোব। যেমন, একজন বিজেতা এক একটি দেশ জয় করে নিজের রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় নিজের সাম্রাজ্যের নতুন এক সীমানা, তেমন একজন মওজুদদারও নিত্য নতুন মওজুদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় নতুন নতুন নিশানা।

যাতে করে সোনাকে অর্থ হিসেবে ধরে রাখা যায় এবং মওজুদ হিসেবে রেখে দেওয়া যায়, তার জন্য তাকে সঞ্চলন কিংবা ভোগের উপায় হিসেবে রূপায়িত হওয়া থেকে অবশ্যই নিবৃত্ত করতে হবে। সেই জন্যেই মওজুদদার তার রক্তমাংসের কামনা-

.. 'শেষ ভোজ'-এ যীশুখ্রীষ্ট কর্তৃক ব্যবহৃত এবং পরবর্তীকালে ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর রক্ত ধারণের জন্য ব্যবহৃত পাত্র—বাংলা অনুবাদক।

বাসনা বলি দেয় স্বর্ণপ্রতিমার বেদিমূলে। ভোগ-বৈরাগ্য প্রসঙ্গে শাস্ত্রে যে বিধান দেওয়া আছে, সেই বিধান সে ঐকান্তিক ভাবে মেনে চলে। পক্ষান্তরে, পণ্যের আকারে সে যতটা পরিমাণ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছে, তার বেশি পরিমাণ সে তুলে নিতে পারে না। যতই সে উৎপাদন বাড়ায়, ততই সে বেশী করে বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং কঠোর কর্মঠতা, সঞ্চয়লিপ্সা এবং অর্থলোলুপতা হয়ে ওঠে তার প্রধান গুণাবলী আর 'বেচে বেশি, কেনো কম'—এটাই হয়ে ওঠে তার রাষ্ট্রীয় অর্থ-শাস্ত্রের জপতপ।[১]

মওজুদের স্থূলরূপের পাশাপাশি আমরা প্রত্যক্ষ করি তার নান্দনিক রূপটিকেও —সোনা ও রূপার দ্রব্যসামগ্রীর উপরে স্বত্বাধিকারের আকারে। সভ্য সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এরও ঘটে অগ্রগতি "Soyons riches ou paraissons riches" (Diderot)। এইভাবে সৃষ্টি হয় একদিকে, অর্থ হিসেবে তাদের যেসব কাজ সেসবের সঙ্গে সম্পর্কহীন সোনা ও রূপার এক ক্রমসম্পসারণশীল বাজার ; অন্যদিকে, সরবরাহের একটি প্রচ্ছন্ন উৎস—প্রধানতঃ সংকট ও সামাজিক ঝড়ঝাপ্টার সময়ে যার শরণ নেওয়া হয়।

ধাতব সঞ্চলনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মওজুদ নানাবিধ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার চলাচল যে সব অবস্থার অধীন সেই সব অবস্থা থেকেই ঘটে তার প্রথম ভূমিকাটির উদ্ভব। আমরা দেখেছি কেমন করে পণ্য-দ্রব্যাদির দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থ প্রবাহের পরিমাণেও জোয়ার ভাঁটা দেখা দেয়। অতএব, অর্থের মোট পরিমাণকে হতে হবে সম্প্রসারণ-ক্ষম এবং সংকোচন-ক্ষম। এক সময়ে অর্থকে আকর্ষিত করতে হবে সঞ্চলনশীল মুদ্রার ভূমিকায় তার কাজ করতে ; অন্য সময়ে, তাকে বিকর্ষিত করতে হবে কম-বেশী চলচ্ছক্তিরহিত অর্থের ভূমিকা পালন করতে। যাতে করে, সত্যিই চালু আছে এমন অর্থের পরিমাণ সঞ্চলনের আত্মভূত করার ক্ষমতাকে নিরন্তর পরিপূরিত করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন যে, কোন দেশের সোনা ও রূপার পরিমাণ যেন, মুদ্রা হিসেবে কাজ করার জন্য যে পরিমাণ সোনা ও রূপার দরকার, তা থেকে তা বেশী হয়। অর্থ মওজুদের আকার ধারণ করলেই এই শর্তটি পূর্ণ হয়। সঞ্চলনের মধ্যে যোগান দেবার কিংবা তার বাইরে তুলে আনবার আগম-নিগম নল হিসেবে এই মওজুদ করে ; তার ফলে ব্যাংকগুলি কখনো উপচে পড়ে না।[২]

১. "Accrescere quanto piu si puo il numero de' venditori d'ogni merce, diminuere quanto piu si puo il numero dei compratori questi sono i cardini sui quali is raggiran › tutte le operazioni di economia politica.—(Verri l.c. p. 52)

২. "কোন দেশের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের

খ. প্রদানের উপায়

এই পর্যন্ত আমরা সঞ্চলনের যে সরল পদ্ধতি আলোচনা করেছি, তাতে আমরা দেখেছি যে একটি নির্দিষ্ট মূল্য আমাদের কাছে সব সময়েই উপস্থিত হয় এক দ্বৈত আকারে—এক মেরুতে পণ্য হিসেবে এবং অন্য মেরুটিতে অর্থ হিসেবে। সুতরাং ইতিমধ্যেই যা যা পরস্পরের সমার্থ হয়ে গিয়েছে, যথাক্রমে তার প্রতিনিধি হিসেবেই পণ্যমালিকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসতেন। কিন্তু সঞ্চলনের বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এমন সব অবস্থার উদ্ভব ঘটে যার অধীনে পণ্যদ্রব্যাদির পরকীকরণ একটা সময়ের ব্যবধানে, তাদের দামগুলির বাস্তবায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইসব অবস্থার মধ্যে যে অবস্থাটি সবচেয়ে সরল, এখানে কেবল সেটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট। একটা জিনিস উৎপাদন করতে দরকার হয় দীর্ঘতর সময়ের, আরেকটা উৎপাদন করতে হ্রস্বতর সময়ের। আবার, বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন নির্ভর করে বছরের বিভিন্ন ঋতুর উপরে। এক ধরনের পণ্য তার নিজের বাজারের জায়গাতেই ভূমিষ্ঠ হতে পারে, আরেক ধরনের পণ্যকে হয়তো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। সুতরাং এক নং পণ্যের মালিক যখন বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত, দুই নং পণ্যের মালিক তখন ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত না-ও হতে পারে। যখন একই লেনদেন একই ব্যক্তিদের মধ্যে নিরন্তর পুনরাবৃত্ত হয়, তখন বিক্রয়ের অবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদনের অবস্থাগুলির দ্বারা পক্ষান্তরে, একটি নির্দিষ্ট পণ্যের যেমন একটি বাড়ির, ব্যবহারকে বিক্রয় করা হল (চল্‌তি কথায় ভাড়া দেওয়া হ'ল) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এখানে কেবল সেই নির্দিষ্ট সময়টা অতিক্রান্ত

প্রয়োজন হয় ; ঘটনাবলীর দাবি অনুসারে তা কখনো বৃদ্ধি পায়, কখনো হ্রাস পায়। ....অর্থের এই জোয়ার-ভাঁটা রাষ্ট্রনীতিকদের সাহায্য ছাড়াই নিজেকে ব্যবস্থিত করে নেয়। অর্থ যখন কম পড়ে, তখন ধাতুপিণ্ড মুদ্রায়িত হয় আর যখন তা বেশি হয়ে পড়ে, তখন মুদ্রা বিগলিত হয়ে ধাতুপিণ্ড হয়।" (ডি. নর্থ, 'পোস্টস্ক্রিপ্ট', পৃঃ ৩)। জন স্টুয়ার্ট মিল, যিনি দীর্ঘকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন, জানান যে ভারতবর্ষে রূপার অলংকারাদি এখনো মওজুদ হিসাবে কাজ করে। যখন সুদের হার বেশি হয়, তখন রূপার অলংকারাদি বের করে আনা হয় এবং মুদ্রায়িত করা হয় ; আবার যখন সুদের হার কমে যায়, তখন তা আবার যথাস্থানে ফিরে যায়। (জে এস মিল-এর সাক্ষ্য, 'রিপোর্টস অন ব্যাংক অ্যাক্টস,' ১৮৫৭, ২০৮৪)। ভারতের সোনা ও রূপার আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে ১৮৬৪ সালের একটি পার্লামেন্ট-রিপোর্ট অনুসারে ১৮৬৩ সালে সোনা ও রূপার আমদানি রপ্তানির তুলনায় £১,৯৩,৬৭,৭৬৪ বেশি ছিল। ১৮৬৪ সালের ঠিক আগেকার আট বছরে মূল্যবান ধাতুগুলির রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল £১০,৯৬,৫২,৯১৭ বেশি। এই শতাব্দীতে £২০,০০,০০,০০০ পাউণ্ডের বেশি ভারতে মুদ্রায়িত হয়েছে।

হয়ে গেলেই ক্রেতা কার্যতঃ তার ক্রীত পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য পেয়ে থাকে। সুতরাং পণ্যটির জন্য কিছু দেবার আগেই সে সেটিকে ক্রয় করে থাকে। বিক্রয়কারী বিক্রয় করে একটি পণ্য যা বর্তমান, ক্রয়কারী তা ক্রয় করে অর্থের, কিংবা বলা উচিত যে যে অর্থ ভবিষ্যতে প্রদেয়, সেই অর্থের প্রতিনিধি হিসেবে। বিক্রয়কারী এখানে হয় ঋণদাতা এবং ক্রেতা হয় ঋণগ্রহীতা। যেহেতু পণ্যদ্রব্যাদির রূপান্তরণ সমূহ, কিংবা তাদের মূল্যরূপের বিকাশপ্রাপ্তি এখানে দেখা দেয় এক নতুন চেহারায়, সেহেতু অর্থও এখানে অর্জন করে নতুন এক ভূমিকা: অর্থ পরিণত হয় প্রদানের উপায়ে।

ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার চরিত্র এখানে সরল সঞ্চলনের ফলশ্রুতি মাত্র। উক্ত সঞ্চলনের রূপ পরিবর্তনই এখানে বিক্রেতা ও ক্রেতাকে নতুন রঙে রঞ্জিত করে। সুতরাং গোড়ার দিকে এই নতুন ভূমিকাদুটি বিক্রেতা এবং ক্রেতার দ্বারা অভিনীত ভূমিকাদুটির মতই ক্ষণস্থায়ী এবং পরস্পর-পরবর্তী এবং পালাক্রমে একই অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি চরিত্রের অবস্থানের বৈপরীত্য আদৌ প্রীতিকর নয় এবং ঢের বেশী সংহতি-সক্ষম।[১] অবশ্য, পণ্য-সঞ্চলন থেকে নিরপেক্ষ ভাবেও এই দুটি চরিত্র অভিনীত হতে পারে। প্রাচীন জগতের শ্রেণীসংগ্রামগুলি প্রধানতঃ এই ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতাদের মধ্যে সংঘাতের আকারই পরিগ্রহ করত—রোমে যার পরিণতি ঘটল প্লীবীয় ঋণগ্রহীতাদের সর্বনাশে। তারা ক্রীতদাসের দ্বারা স্থানচ্যুত হল। মধ্যযুগে এই সংঘাত সমাপ্ত হল সামন্ততান্ত্রিক ঋণগ্রহীতাদের সর্বনাশে; তারা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাও হারালো এবং সেই ক্ষমতার অর্থ নৈতিক ক্ষমতা, তা-ও হারালো। যাই হোক না কেন, ঐ দুই যুগে ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা—এই দুয়ের মধ্যে যে অর্থ-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা ছিল কেবল সংশ্লিষ্ট শ্রেণীদুটির অস্তিত্বের সাধারণ অর্থ নৈতিক অবস্থাবলীর মধ্যে গভীরতর বিরোধেরই প্রতিফলন।

আবার পণ্যসঞ্চলনের ব্যাপারটিতে ফিরে যাওয়া যাক। পণ্য এবং অর্থ—এই দুটি সমার্ঘ সামগ্রীর দুই মেরুতে আবির্ভাব এখন যুগপৎ ঘটা থেকে বিরত হয়েছে। অর্থ এখন কাজ করে প্রথমত, বিক্রীত পণ্যের দাম-নির্ধারণে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে, চুক্তির মাধ্যমে স্থিরীকৃত দাম পরিমাপ করে দেনাদারের বাধ্যবাধকতা তথা একটি নির্দিষ্ট তারিখে সে যে-পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকবে তার পরিমাণ। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ কাজ করে ক্রয়ের হিসেবে ভাবগত উপায়ে। যদিও তার অস্তিত্ব থাকে কেবল ক্রেতা কর্তৃক প্রদানের অঙ্গীকারের মধ্যেই, তবু তারই বলে ঘটে পণ্যের হাতবদল।

১. ১৮ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ বণিকদের মধ্যে যে দেনাদার-পাওনাদার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার পরিচয় এখানে (এই বইতে) দেখা যাবে। "এখানে এই ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে এমন একটা নিষ্ঠুরতার মনোভাব বিরাজ করে যা অন্য কোনো লোক-সমাজে বা জগতের অন্য কোনো রাজ্যে দেখা যাবে না।" ("An Essay on Credit and the Bankrupt Act, Lond. 1707, p. 2.)

প্রদানের জন্য যে তারিখটি ধার্য থাকে, তার আগে অর্থ কার্যতঃ সঞ্চলনে প্রবেশ করেনা, বিক্রেতার হাতে যাবার জন্য ক্রেতার হাত পরিত্যাগ করেনা। সঞ্চলনশীল মাধ্যমটি পরিণত হয়েছিল মওজুদে, কেননা প্রথম পর্যায়ের পরেই প্রক্রিয়াটি মাঝ পথেই থেমে গিয়েছিল, কেননা পণ্যের রূপান্তরিত আকারটিকে অর্থাৎ অর্থকে সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। প্রদানের উপায়টি সঞ্চলনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা করে কেবল তখনি যখন পণ্যটি সেখান থেকে প্রস্থান করেছে। অর্থ নামক উপায়টির মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি আর সংঘটিত হয় না। বিনিময় মূল্যের অস্তিত্বের অনপেক্ষ রূপ হিসেবে কিংবা বিশ্বজনিক পণ্য হিসেবে পদক্ষেপ করে অর্থ কেবল উক্ত প্রক্রিয়াটির পরিসমাপ্তি ঘটায়। কোন-না-কোন অভাব পরিতৃপ্ত করবার জন্য বিক্রেতা তার পণ্যকে অর্থে পরিণত করেছিল ; পণ্যকে অর্থের আকারে রক্ষা করবার জন্য মওজুদদারও ঐ একই কাজ করেছিল। এবং দেনাদারও তার দেনাপরিশোধের জন্য করেছিল সেই একই কাজ, কেননা সে যদি পরিশোধ না করে তা হলে শেরিফ তার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে দেবে। এখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেবল পণ্যের মূল্যরূপ অর্থাৎ অর্থ ; স্বয়ং-সঞ্চলন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই পরিণতি।

পণ্যকে অর্থে পরিবর্তিত করার আগে ক্রেতা অর্থকে পুনরায় পণ্যে পরিবর্তিত করে, অন্যভাবে বলা যায়, প্রথম রূপান্তরণটির আগেই সে দ্বিতীয় রূপান্তরণটি ঘটিয়ে ফেলে। বিক্রেতার পণ্য সঞ্চলিত হয় এবং তার দামকে বাস্তবায়িত করে কিন্তু তা করে কেবল অর্থের উপরে একটি আইনগত দাবির আকারেই। অর্থে রূপান্তরিত হবার আগে তা রূপান্তরিত হয় ব্যবহার মূল্যে। তার প্রথম রূপান্তরণের সম্পূর্ণায়ন ঘটে কেবল পরবর্তী কোনো সময়ে।[১]

একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতা পরিপূরণীয় হয়ে ওঠে, সেগুলি পণ্যদ্রব্যাদির দামসমূহের যোগফলের প্রতিনিধিত্ব করে ; এই পণ্যদ্রব্যাদির

১. ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত আমার বইটির নিম্নোধৃত অনুচ্ছেদটি থেকে দেখা যাবে কেন আমি মূল অংশে একটি বিপরীত রূপের উল্লেখ করিনি : 'বিপরীত ভাবে, অ—প প্রক্রিয়াটিতে ক্রয়ের একটি বাস্তব উপায় হিসাবে অর্থকে পরকীকৃত করা যায়, এবং এই ভাবে উক্ত অর্থের ব্যবহার মূল্যটি বাস্তবায়িত হবার আগেই এবং পণ্যটি সত্য সত্যই হস্তান্তরিত করার আগেই উক্ত পণ্যের দামটি বাস্তবায়িত করা যায়। আগাম দাম দেবার দৈনন্দিন রীতি অনুসারে এটা নিরন্তর ঘটে। এই রীতি অনুসারেই ইংরেজ সরকার ভারতের রায়তদের কাছ থেকে আফিম ক্রয় করে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অর্থ সর্বদাই ক্রয়ের উপকরণ হিসাবে কাজ করে। অবশ্য, মূলধনও আগাম দেওয়া হয় অর্থের আকারে।…যাই হোক, এই বিষয়টি সরল সঞ্চলনের দিগ্বলয়ের মধ্যে পড়ে না।' Zur Kritik & C.", pp. 119-120.

বিক্রয় থেকেই ঐসব বাধ্যবাধকতার উদ্ভব ঘটেছিল। এই মোট দামকে বাস্তবায়িত করতে যে-পরিমাণ সোনার প্রয়োজন তা নির্ভর করে, প্রথমতঃ, প্রদানের উপায়টির সঞ্চলন-বেগের উপরে। এই পরিমাণ দুটি ঘটনার দ্বারা শর্তায়িত: প্রথমতঃ, দেনাদার আর পাওনাদারদের মধ্যকার সম্পর্কসমূহ এমন একটি শেকল রচনা করে যে যখন 'ক' তার দেনাদার 'খ'-এর কাছে থেকে অর্থ পায়, তখন সে তা সোজাসুজি তুলে দেয় তার পাওনাদার 'গ'-এর হাতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয়, ঘটনাটি হল বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপূরণের বিভিন্ন দিনের মধ্যে কালগত ব্যবধান। প্রদানের নিরবচ্ছিন্ন ধারা কিংবা ব্যাহত গতি প্রথম রূপান্তরণসমূহের নিরবচ্ছিন্ন ধারা মূলতঃ রূপান্তরণ ক্রমসমূহের পারস্পরিক গ্রন্থিবন্ধন থেকে—যে পারস্পরিক গ্রন্থিবন্ধন সম্পর্কে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি—তা থেকে বিভিন্ন। সঞ্চলনশীল মাধ্যমের দ্বারা ক্রেতাদের এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা কেবল অভিব্যক্তই হয়না, সঞ্চলনের দ্বারাই এই সম্পর্কের উদ্ভব সংঘটিত হয় এবং সঞ্চলনের মধ্যেই এই সম্পর্ক অস্তিত্ব ধারণ করে। প্রতি-তুলনাগত ভাবে, প্রদানের উপায়টির গতিশীলতা অভিব্যক্ত করে একটি সামাজিক সম্পর্ক—দীর্ঘকাল আগেই যার অস্তিত্ব ছিল।

অনেকগুলি বিক্রয় একই সময়ে এবং পাশাপাশি সংঘটিত হয়—এই যে ঘটনা, তা মুদ্রা কি মাত্রায় প্রচলন-বেগের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, সেটা নির্ধারণ করে দেয়। পক্ষান্তরে, এই ঘটনা প্রদানের উপায়টির ব্যবহার-সংকোচনের পক্ষে একটি সক্রিয় হেতু হিসেবে কাজ করে। যে অনুপাতে প্রদানের সংখ্যা একই স্থানে সংকেন্দ্রীভূত হয়, সেই অনুপাতে তাদের শোধবোধ ঘটাবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। মধ্যযুগে 'লায়ন্স-এ '*virements*'-গুলি এই রকমের প্রতিষ্ঠানই ছিল। 'ক'-এর কাছে 'খ'-এর যা দেনা, 'খ'-এর কাছে 'গ'-এর যা দেনা, 'গ'-এর কাছে 'ক'-এর যা দেনা ইত্যাদি ইত্যাদি এই রকমের আরো সব দেনাকে পরস্পরের মুখোমুখি হতে হবে—যাতে করে ইতিবাচক রাশি এবং নেতিবাচক রাশি যেমন পরস্পরকে কাটাকাটি করে তেমনি এই দেনা-পাওনাগুলি পরস্পরের শোধবোধ করে দেয়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত থেকে যায় প্রদানের মতো একটি মাত্র অঙ্ক। যত বেশী সংখ্যায় এই প্রদানের সংকেন্দ্রীভবন ঘটে আপেক্ষিক হিসেবে এই প্রদেয় অঙ্ক তত কম পরিমাণ হয় এবং সঞ্চলনে প্রদানের উপায়টির অঙ্কও তত কম পরিমাণ হয়।

প্রদানের উপায় হিসেবে অর্থের যে ভূমিকা তার মধ্যে নিহিত থাকে একটি নিরবশেষ দ্বন্দ্ব। যেখানে দেনা-পাওনার লেনদেন। পরস্পরের সমান হওয়া যায়, সেখানে অর্থ কাজ করে কেবল ভাবগত ভাবে হিসেব রাখার অর্থ হিসেবে, মূল্যের পরিমাপ হিসেবে। যেখানে কার্যতঃই অর্থ প্রদান করতে হবে সেখানে কিন্তু অর্থ সঞ্চলনী মাধ্যম হিসেবে দ্রব্যাদির লেনদেনে ক্ষণকালীন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেনা, যেখানে সে কাজ করে সামাজিক শ্রমের মূর্তরূপ হিসেবে, বিনিময়-মূল্যের অস্তিত্বের স্বতন্ত্র রূপ হিসেবে, সর্বজনিক পণ্য হিসেবে। শিল্পগত ও বাণিজ্যগত

সংকটসমূহের যেসব পর্যায়কে অর্থগত সংকট বলা হয়, সেইসব পর্যায়ে এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।[১] এই ধরনের সংকট কেবল তখনি ঘটে যখন প্রদানের ক্রমদীর্ঘতর শেকলটি এবং তাদের শোধবোধের একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। যখনি এই প্রণালীটিতে কোনো সাধারণ ও ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটে—তা সে ব্যাঘাতের কারণ যাই হোক না কেন, তখনি অর্থ অকস্মাৎ ও অচিরাৎ তার নিছক হিসেবী অর্থের ভাবগত আকার থেকে রূপান্তরিত হয় নগদ টাকায়। অপবিত্র পণ্যসমূহ আর তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। পণ্যদ্রব্যাদির ব্যবহার-মূল্য হয়ে পড়ে মূল্যহীন এবং তাদের নিজেদেরই স্বতন্ত্র রূপের সামনে তাদের মূল্য অন্তর্হিত হয়ে যায়। সংকটের প্রাক্কালে বুর্জোয়া, তার উন্মাদনাকর ঐশ্বর্য থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণতার বলে ঘোষণা করে যে, অর্থ হচ্ছে একটি অলীক কল্পনা মাত্র। কেবল পণ্যই হচ্ছে অর্থ। কিন্তু আজ একই আওয়াজ শোনা যায় সর্বত্র: একমাত্র অর্থই হচ্ছে পণ্য! যেমন হরিণ ছুটে বেড়ায় জলের সন্ধানে, ঠিক তেমনি তার আত্মাও ছুটে বেড়ায় একমাত্র ধন যে-অর্থ সেই অর্থের সন্ধানে।[২] সংকটের কালে পণ্য এবং তার প্রতিপক্ষ মূল্যরূপ, তথা অর্থ, একটি চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে উন্নীত হয়। এই জন্যই, এই ধরনের ঘটনাবলীতে, যে-রূপের অধীনে অর্থের আবির্ভাব ঘটে, তার কোনো গুরুত্ব নেই। দেনা-পাওনা সোনা দিয়েই মেটাতে হোক বা ব্যাংক নোটের মতো ক্রেডিট-অর্থেই মেটাতে হোক, অর্থের দুর্ভিক্ষ চলতেই থাকে।[৩]

১. উল্লিখিত অর্থগত সংকট সব সংকটেরই একটি পর্যায় কিন্তু অর্থগত সংকট বলেই কথিত অন্য এক সংকট থেকে তার পার্থক্য করতে হবে, যা নিজেই একটি স্বতন্ত্র সংকট হিসেবে ঘটতে পারে—ঘটতে পারে এমন ভাবে যাতে শিল্প বাণিজ্যের উপরে কেবল পরোক্ষ প্রভাবই পড়ে। এই ধরনের সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অর্থরূপী মূলধন আর সেই কারণেই তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় মূলধনের ক্ষেত্রে, যেমন, আমানত, শেয়ার বাজার ও অর্থ।

২. 'ক্রেডিট-ব্যবস্থা থেকে নগদ টাকার ব্যবস্থায় আকস্মিক প্রত্যাবর্তন বাস্তব আতংকের উপরে তত্ত্বগত আশংকা চাপিয়ে দেয়; এবং যেসব কারবারীর মাধ্যমে সঞ্চলন ব্যাহত হয়, তারা, তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ যার মধ্যে বিধৃত, সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের সামনে কাঁপতে থাকে। (কার্ল মার্কস, l.c. পৃ: 126)। 'গরিবেরা থমকে দাঁড়ায়, কেননা ধনীদের তাদের নিয়োগ করার মত অর্থ নেই, যদিও তাদের খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান করার মত জমি ও হাত আগেও যেমন ছিল, এখনো তেমন আছে যে-জমি ও হাতই হল জাতির আসল ধনসম্পদ, অর্থ নয়। (জন বেলার্স: "Proposals for Raising a College of Industry", London 1696, p. 3.)

৩. নিচেকার নমুনাটি থেকে বোঝা যাবে কিভাবে "amis du commerce" এই ধরনের সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে। 'একবার (১৮৩৯) একজন বৃদ্ধ ব্যাংকার

এখন যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে চালু অর্থের মোট যোগফল বিবেচনা করে দেখি আমরা দেখতে পাব যে, সঙ্কলনী মাধ্যমটির এবং প্রদানের উপায়টির প্রচলন-বেগ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে এই মোট যোগফল হবে: বাস্তবায়িতব্য দামসমূহের মোট **যোগ** দেয় প্রদানসমূহের মোট **বিয়োগ**, পরস্পরের সঙ্গে সমান হয়ে যাওয়া দেনা পাওনা সমূহ, **বিয়োগ** সঙ্কলন ও প্রদানের উপায় হিসেবে পালাক্রমে একই মুদ্রাখণ্ড যতটা আবর্তকার্য সমাধা করে। অতএব, এমনকি যখন দাম, অর্থের প্রচলনবেগ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে নিত্যব্যবহারের মাত্রা নির্দিষ্টও থাকে, তখনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন একটি নির্দিষ্ট দিনে, চালু অর্থের পরিমাণ এবং পণ্যের পরিমাণ—এই দুয়ের মধ্যে আর কোনো সঙ্গতি থাকে না। যে-সমস্ত পণ্যকে অনেক আগেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, সেই সব পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে যে-অর্থ, সেই অর্থ কিন্তু চালু থেকে যায়। এমন সব পণ্যও আবার চালু থেকে যায়, যাদের সমার্ঘরূপ যে অর্থ, একটি ভবিষ্যৎ দিবসের আগে তার দেখা পাওয়া যাবে না। অধিকন্তু, প্রতিদিন যে সমস্ত দেনা-পাওনার চুক্তি হচ্ছে, এবং একই দিনে যে-সমস্ত দেনা-পাওনার শোধবোধের তারিখ পড়েছে—এই দুটি রাশি সম্পূর্ণ অমেয়।[১]

(শহরে) তার নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে যে-ডেস্কটির উপরে বসে ছিল তার ঢাকনাটা তুলল এবং তার বন্ধুকে দেখালো তাড়া তাড়া ব্যাংক-নোট এবং বলল, মোট £৬,০০,০০০ পাউণ্ড রয়েছে, এই নোটগুলিকে ধরে রাখা হয়েছে টাকার বাজারকে 'টাইট' করার জন্য এবং ঐ দিনই বেলা ৩টা সময় ওগুলিকে ছাড়া হবে। ("The Theory of Exchanges. The Bank Charter Act of 1844" London, 1864, p. 81,) 'অবজার্ভার নামে একটি আধা-সরকারি মুখপত্রের ২৪শে এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখের সংখ্যায় এই অনুচ্ছেদটি প্রকাশিত হয়: "ব্যাংক-নোটের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে নানাবিধ কৌতূহলকর জনরব শোনা যাচ্ছে।· এই ধরনের কোনো কৌশল গ্রহণ করা হবে সেটা ধরে নেওয়া যদিও প্রশ্নসাপেক্ষ তা হলেও এই রিপোর্টটা এত সর্বজনীন যে তা উল্লেখ করা আবশ্যক।'

১. কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পাদিত বিক্রয় বা চুক্তির পরিমাণ ঐ বিশেষ দিনটিতে চালু অর্থের পরিমাণটিকে প্রভাবিত করে না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই চুক্তিগুলি নিজেদেরকে পর্যবসিত করে পরবর্তী বিভিন্ন কাছের বা দূরের তারিখে যে-পরিমাণ অর্থ চালু হতে পারে, তার উপর বহুবিধ দাবি ড্রাফ্‌ট হিসাবে।··· আজ যে সব 'বিল' মঞ্জুর বা 'ক্রেডিট' খোলা হল, আগামীকাল বা পরশু যেসব 'বিল' বা 'ক্রেডিট' মঞ্জুর বা খোলা হবে, সেগুলির সঙ্গে সে-সবের কোন সাদৃশ্য থাকার দরকার পড়ে না—না পরিমাণের দিক থেকে, না স্থিতিকালের দিক থেকে; এমনকি আজকের অনেক 'বিল' ও 'ক্রেডিট' যখন 'দেয়' ('ডিউ') হবে তখন সেগুলি

প্রদানের উপায় হিসেবে অর্থের যে, ভূমিকা, তা থেকেই ক্রেডিট-অর্থের উদ্ভব ঘটে। ক্রীত পণ্যের জন্য পরিশোধ্য ঋণের 'সার্টিফিকেট'গুলি অন্যান্যের কাঁধে স্থানান্তরিত হবার জন্য চালু থাকে। পক্ষান্তরে, যে-মাত্রায় ক্রেডিট-প্রথার বিস্তার ঘটে, সেই মাত্রাতেই প্রদানের উপায় হিসেবে অর্থের ভূমিকারও বিস্তার ঘটে। এই চরিত্র অভিনয়-কালে অর্থ নানা স্ব-বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, যে সব রূপে বিরাট বিরাট বাণিজ্যিক লেনদেন তা অনায়াসে ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে, সোনা ও রূপার মুদ্রাকে প্রধানতঃ ঠেলে দেওয়া হয় খুচরো ব্যবসার গণ্ডীতে।[১]

যখন পণ্যোৎপাদন যথেষ্ট ভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তখন পণ্য সঙ্কলনের পরিধির বাইরেও অর্থ প্রদানের উপায় হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। অর্থ তখন হয়ে ওঠে, সমস্ত চুক্তির যে বিশ্বজনিক বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তুটিতে, সেই

এমন এক গাদা 'দায়'-এর ('লায়াবিলিটি'-র) সঙ্গে একত্রে পড়বে, যেগুলির সূচনা ১২, ৬, ৩ বা ১ মাস আগেকার বিভিন্ন সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট তারিখ জুড়ে রয়েছে—যেগুলি এক সঙ্গে পরিণত হবে কোনো একটি বিশেষ দিনের মোট দায়ে।' ("The currency Theory Reviewed p-139 in a letter to the scottish people. by a Bankers in England 139 Edinburgh 1845 pp. 29, 30 passim.)

১. সত্যকার বাণিজ্যিক কারবারে কার্যত কত কম টাকার দরকার হয় তা বোঝাবার জন্য আমি লণ্ডনের একটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক আয় ব্যয়ের হিসেব এখানে তুলে দিচ্ছি : ১৮৫৬ সালের হিসেব : আয় ব্যয় বহু মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং এ ঘটেছিল। বহু মিলিয়নকে এক মিলিয়ন হিসেবে দেখান হল।

Receipts [আয়]		Payments [ব্যয়]	
Bankers' and Merchants' Bills payable after date	£533,590	Bills payable after date	£ 302,674
Cheques on Bankers & c Payable on demand	£357, 715	Cheques on London Bankers	£ 663,672
Country notes	£9,627	Bank of England notes :	£ 22743
Bank of England notes	£ 68,554	Gold :	£ 9,427
Gold	£28,089	Silver and Copper	£ 1,484
Silver and Copper :	£1, 486		
Post office Order	£933		
Total :	£1,000,000	Total :	£1,000,000

রিপোর্টস ফ্রম দি সিলেক্ট কমিটি অন দি ব্যাঙ্ক এ্যাক্টস, জুলাই ১৮৫৮ p lxxi

পণ্যটিতে।[১] খাজনা, কর এবং এই ধরনের অন্যান্য সব প্রদান, দ্রব্য-রূপে প্রদান থেকে, রূপান্তরিত হয় অর্থ-রূপে প্রদানে। এই রূপান্তর কী পরিমাণে উৎপাদনের সাধারণ অবস্থাবলীর উপরে নির্ভর করে, তা বোঝা যায় যখন আমরা এই ঘটনাটির কথা স্মরণ করি যে রোম সাম্রাজ্য তার সমস্ত খাজনা, কর ইত্যাদি অর্থের অঙ্কে আদায় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফরাসী দেশের কৃষিজীবী জনগণ যে অবর্ণনীয় দুর্দশার কবলে পড়েছিল—যে দুর্দশাকে বয়িস-গিলবার্ট; মার্শাল ভবাঁ প্রমুখ এত সোচ্চারে নিন্দা করেছিলেন—সে দুর্দশার কারণ কেবল করের গুরুভারই নয়, সেই সঙ্গে তার কারণ ছিল দ্রব্যের অঙ্কে কর দানের ব্যবস্থাকে অর্থের অঙ্কে দেবার ব্যবস্থায় রূপান্তরণও।[২] অন্যদিকে রাশিয়ায় রাষ্ট্রের কর ইত্যাদি দিতে হ'ত দ্রব্যের আকারে খাজনার মাধ্যমে—এই যে ঘটনা তা নির্ভর করত উৎপাদনের এমন সমস্ত অবস্থার উপরে যা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়মিকতার সঙ্গে ওত্‌প্রোতভাবে সংঘটিত হত। আর এই প্রদান পদ্ধতির দরুণই প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধতি সেখানে টিকে থেকে যায়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়িত্বের গোপন কারণগুলির মধ্যে এটা একটি। ইউরোপীয়রা জাপানের উপরে যে বৈদেশিক বাণিজ্য চাপিয়ে দিয়েছিল, তা যদি দ্রব্যের আকারে দেয় খাজনার বদলে অর্থের আকারে দেয় খাজনার প্রবর্তন ঘটাত, তা হলে সেখানকার দৃষ্টান্ত স্থানীয় কৃষিকার্যের অন্তিম কাল ঘনিয়ে আনত। যে-সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর মধ্যে সেই কৃষিকর্ম পরিচালিত হয়, তা ভেসে যেত।

প্রত্যেক দেশেই, বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন অভ্যাসবশে বড় বড় এবং পৌনঃপুনিক দেনা-পাওনা শোধবোধের দিন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। পুনরুৎপাদনের চক্রটিতে অন্যান্য যেসব আবর্তন ঘটে, সেই সব আবর্তন ছাড়াও, এই তারিখগুলি প্রধানতঃ ভাবে নির্ভর করে ঋতু পরিবর্তনের সময়গুলির উপরে। কর, খাজনা ইত্যাদির মতো যেসব প্রদানের পণ্য সঞ্চলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই, সেই সব প্রদানও নিয়মিত হয় এইসব ঋতুপরিবর্তনের সময়গুলির দ্বারা। সারা দেশ জুড়ে ঐ দিনগুলিতে যাবতীয় লেনদেনের শোধবোধ করতে যে-পরিমাণ অর্থের

১. 'দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময়ের জায়গায় ক্রয়-বিক্রয় চালু হওয়ায় এখন দাম প্রকাশ করা হয় অর্থের অঙ্কে'—('An Essay up on Public Credit.' 3rd. Edn. Lond. 1710 p. 8)

২. "L'argent···est devenu le bourreau de toutes choses." Finance is the "alambic, qui a fait evaporer une quantite efforyable de biens et de denrees pour faire ce fatal precis." "L'argent declare la guerre a tout le genre humain." (Boisguillebert : "Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs." Edit Daire Economistes financiers. Paris, 1843, t. i. pp. 413, 417, 419.)

প্রয়োজন হয় তার ফলে প্রদানের মাধ্যমটির ব্যবহার-পরিমিতি ক্ষেত্রে ঋতুক্রমিক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, যদিও তা ভাসা-ভাসা।[১]

প্রদানের উপায়টির প্রচলন-বেগের নিয়মটি থেকে আমরা পাই যে, নির্দিষ্ট সময়-কাল অন্তর অন্তর যে-সব প্রদান সম্পন্ন করতে হয়—তা তার কারণ যা-ই হোক না কেন—(বিপরীতে)[২] তার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণটি সংশ্লিষ্ট সময়কালে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে অনুপাতে সম্পর্কিত।[৩]

প্রদানের উপায় হিসেবে অর্থের পরিণতি লাভের ফলে প্রয়োজন হয় প্রদানের দিনগুলির জন্য অর্থ সঞ্চয় করে রাখবার। সভ্য সমাজের অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে যখন বিত্ত অর্জনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে মওজুদীকরণের তিরোধান ঘটে, তখন কিন্তু জমানো অর্থের তহবিল ('রিজার্ভ') গড়ে তোলার প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১. ১৮২৪ সালে 'হুইটসুনটাইড' উপলক্ষে এডিনবার ব্যাংকগুলোর উপরে নোটের জন্য এমন চাপ পড়ল যে বেলা ১১টার মধ্যে ব্যাংকের সমস্ত নোট নিঃশেষ হয়ে গেল। তারা তখন বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে লোক পাঠালো নোট ধার দেবার জন্য কিন্তু ধার পেল না এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেনা-পাওনা মেটানো হল কেবল কাগজের 'স্লিপ'-এর সাহায্যে। কিন্তু বেলা ৩টা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল যে যে ব্যাংক থেকে সেগুলি 'ইস্যু' করা হয়েছিল, সব নোটগুলোই আবার সেই ব্যাংকগুলিতেই ফেরৎ চলে এসেছে! এটা ছিল কেবল হাত থেকে হাতে স্থানান্তর। "যদিও অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাংক-নোটের গড় কার্যকর সঞ্চলন ৩০ লক্ষ স্টার্লিং-এর কম ছিল, তবু বছরের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ লেনদেনের দিনে, ব্যাংকারদের অধিকারাধীন প্রায় £ ৭০,০০,০০০ পাউণ্ডের প্রত্যেকটি নোটকে ক্রিয়াশীল করতে হয়। এই দিনগুলিতে এই সব নোটের একটিমাত্র নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে হয় এবং যখনি সেই কাজটি হয়ে যায়, তখনি সেগুলি, যেসব ব্যাংক তাদের ইস্যু করেছিল, সেই সব ব্যাংকেই আবার ফিরে যায়। (জন ফুলার্টন, Regulation of Currencies, Lond. 1845, p. 86.) ব্যাখ্যার জন্য এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফুলার্টনের কার্য কালে স্কটল্যাণ্ডে আমানত তোলার জন্য চেকের পরিবর্তে নোট হত।

২. আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা ভুল। যখন লেখা হয়েছে 'বিপরীত', লেখক তখন বুঝিয়েছেন 'সরাসরি'—রাশিয়ান সংস্করণের টীকা 'ইনস্টিটিউট অব মার্ক্সিজম-লেনিনিজম।

৩. "যদি বার্ষিক ৪০ মিলিয়ন তুলবার মত উপলক্ষ্য দেখা দিত, তা হলে ঐ একই ৬ মিলিয়ন (সোনা) বাণিজ্যের প্রয়োজনমত এই প্রকারের আবর্তন ও সঞ্চলনের পক্ষে যথেষ্ট হত কিনা"—এই প্রশ্নের উত্তরে পেটি তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে বলেন "আমার জবাব, হ্যাঁ, কারণ ব্যয়ের পরিমাণ ৪০ মিলিয়ন থাকলে, যদি এই

গ. বিশ্বজনিক অর্থ

অর্থ যখন সঞ্চলনের স্বদেশগত সীমানা অতিক্রম করে, সে তখন তার পরিহিত দাম-মান, মুদ্রা প্রতীক, মূল্য-প্রতিভূ ইত্যাদির স্বদেশী পোশাক-আশাক পরিত্যাগ করে এবং তার আদিরূপে—ধাতুপিণ্ডরূপে—প্রত্যাবর্তন করে। বিশ্বের বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের, পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য এমন ভাবে অভিব্যক্ত হয়, যাতে করে তা বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পায়। সুতরাং, এই সব ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র মূল্যরূপও বিশ্বজনীন অর্থের আকারে তাদের মুখোমুখি হয়। কেবল বিশ্বের বাজারগুলিতেই অর্থ পূর্ণ মাত্রায় সেই পণ্যটির রূপধারণ করে, যার দেহগত রূপ অমূর্ত মনুষ্যশ্রমের প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক প্রমূর্তরূপ হিসেবে দেখা দেয়। এই আকারে তার বস্তুগত অস্তিত্ব ধারণের পদ্ধতিটি উপযুক্তভাবে তার ভাগবত ধারণাটির সঙ্গে সঙ্গতি লাভ করে।

স্বদেশের সঞ্চলন পরিধির মধ্যে, এমন একটি মাত্র পণ্যই থাকতে পারে, যা মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, অর্থ হয়ে ওঠে। বিশ্বের বাজারে কিন্তু মূল্যের দ্বৈত মান গোচরে আসে—স্বর্ণ ও রৌপ্য।[১]

পরিবর্তনগুলি হয় সাপ্তাহিক আবর্তনের মত স্বল্পকালীন—গরিব কারিগর ও মজুরদের বেলায়, যারা মজুরি প্রায় প্রতি শনিবার, তাদের বেলায় যা হয়ে থাকে—তা হলে ১ মিলিয়ন অর্থের ৪/৫২ ভাগ এই প্রয়োজন মেটাবে, কিন্তু আমাদের খাজনা ও কর দেবার প্রথা অনুযায়ী আই আবর্তন গুলি যদি হয় ত্রৈমাসিক, তা হলে লাগবে ১০ মিলিয়ন। অতএব, যদি ধরে নেওয়া যায় মজুরি-বেতন প্রভৃতি সাপ্তাহিক থেকে ত্রৈমাসিক নানান ভিত্তিতে দেওয়া হয়, তা হলে ৪/৫২ ভাগের সঙ্গে যোগ করুন ১০ মিলিয়ন, যার অর্ধেক দাঁড়াবে ৫½, যার ফলে আমাদের হাতে যদি থাকে ৫½ মিলিয়ন, তা হলেই যথেষ্ট।" (Wiliam Petty, 'Political Anatomy of Ireland.' 1672 Edit. London 1691, pp. 13, 14.

১. কোন দেশের ব্যাংকগুলি কেবল সেই মূল্যবান ধাতুটিরই 'রিজার্ভ' গঠন করবে, যে ধাতুটি দেশের অভ্যন্তরে চালু থাকে—যে নিয়মটি এই ব্যবস্থার বিধান দেয়, সেই নিয়মটি এই কারণেই অবাস্তব। 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড' এই ভাবে যেসব স্বয়ংসৃষ্ট 'মনোরম সমস্যাবলী'-র উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তা সুপরিজ্ঞাত। সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধির ইতিহাসে বড় বড় পর্বগুলির জন্য দেখুন কার্ল মার্কস Zur Kritik, p. 136। রবার্ট স্যার পীল তাঁর ১৮৪৪ ব্যাঙ্ক সালের আইনটির সাহায্যে এই সমস্যাটি অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছিলেন: রূপার রিজার্ভ সোনার রিজার্ভের এক-চতুর্থাংশের বেশি হবে না—এই শর্তে তিনি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডকে রূপার পিণ্ডের পালটা নোট ইস্যু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে

বিশ্বের অর্থ কাজ করে প্রদানের বিশ্বজনীন মাধ্যম হিসেবে, ক্রয়ের বিশ্বজনীন উপায় হিসেবে এবং সমস্ত ধন-সম্পদের বিশ্ব-স্বীকৃত মূর্ত বিগ্রহ হিসাবে। এই

রূপার মূল্য ধরা হয়েছিল লণ্ডনের বাজারে তার তৎকালীন দাম অনুসারে। [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত—সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের একটি সময়কালে আবার আমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছি, প্রায় ২৫ বছর আগে সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যের পরিচায়ক অনুপাতটি ছিল ১৫½ : ১ ; এখন তা প্রায় ২২ : ১ , এবং এখনো সোনার তুলনায় রূপা কমে যাচ্ছে। এটা মূলতঃ ঘটেছে দুটি ধাতুরই উৎপাদনের পদ্ধতি বিপ্লবের ফলে। আগে সোনা সংগ্রহ করা হত প্রায় একান্ত ভাবেই স্বর্ণবাহী পলি-সঞ্চয় ধৌত করে, যা ছিল স্বর্ণ-শিলা থেকে উৎপন্ন। এখন এই পদ্ধতিটি অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় পিছিয়ে পড়েছে এবং তার বদলে সামনে এসেছে 'কোয়াৎস্-লোড-প্রসেসিং' পদ্ধতি, যে পদ্ধতিটি প্রাচীন কাল থেকে জানা থাকলেও, এত দিন ছিল গৌণ। (Diodorus, III, 12-14) [Diodor's v. Sicilien 'Historische Bibliothek', book III 12-14, Stuttgart 1828, pp, 258-261] তা ছাড়া, 'রকি মাউন্টেন্স'-এর পশ্চিমাংশে কেবল বিপুল পরিমাণ রৌপ্য-সঞ্চয় আবিষ্কার হয়নি এইগুলিতে এবং সেই সঙ্গে মেক্সিকোর রূপার খনিগুলিতে রেললাইন পেতে তা সংগ্রহের কাজও শুরু করে দেওয়া হয়েছিল ; রেল-লাইন পাতার ফলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হওয়ায় অল্প খরচে বেশি রূপা খুঁড়ে তোলা গিয়েছিল। অবশ্য স্বর্ণ-শিরায় ('কোয়াৎ'স লোড্স'-এ) যেভাবে সোনা ও রূপা দুটি ধাতু থাকে, তাতে পার্থক্য আছে। সোনাটা স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান, কিন্তু গোটা শিরাটা জুড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা হিসাবে ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং, গোটা শিরাটাকে চূর্ণ করে তাকে ধৌত করে সোনাটা বার করতে হয় অথবা পারদের সাহায্যে তা নিষ্কষিত করতে হয়। প্রায়ই ১০,০০,০০০ গ্রাম আকর থেকে ১-৩ বা কদাচিৎ ৩০-৬০ গ্রাম সোনা পাওয়া যায়। রূপা খুবই বিরল, যাই হোক, বিশেষ বিশেষ আকর-পিণ্ডে তা পাওয়া যায়, তারপরে সেই আকরকে শিরা থেকে অপেক্ষাকৃত সহজেই আলাদা করে ৪০-৯০ শতাংশ রূপা পাওয়া যায় ; কিংবা তামা, সীসা ও অন্যান্য আকরের সঙ্গেও কণা-কণা রূপা পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, সোনার বাবদে ব্যয়িত শ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্য দিকে রূপার বাবদে ব্যয়িত শ্রম হ্রাস পাচ্ছে এবং এরই ফলে রূপার দাম কমে যাচ্ছে। এই দাম আরো কমে যেত যদি না কৃত্রিম উপায়ে তা বেঁধে রাখা না হত। কিন্তু আমেরিকার বিপুল রৌপ্য-সম্পদ এখনো খুব সামান্যই আহরণ করা হয়েছে ; সুতরাং ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল ধরে রূপার দাম যে আরো কমতে থাকবে তা বোঝা যায়। এই দাম পড়ে যাবার আরেকটা কারণ এই যে, 'প্লেটিং'-করা জিনিস-পত্র, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি রূপার স্থান গ্রহণ করায় সাধারণ ব্যবহার ও বিলাসের দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য রূপার

জন্যই বাণিজ্য-বাদীদের মন্ত্র হয়ে ওঠে 'বাণিজ্যের ভারসাম্য' (Balance of Trade)[১] যে-সব সময়ে বিভিন্ন জাতির উৎপন্ন দ্রব্যাদি আদান-প্রদানে প্রথাগত ভারসাম্য হঠাৎ ব্যাহত হয়, প্রধানতঃ ও আবশ্যিক ভাবে সে-সব সময়ে সোনা ও রূপা কাজ করে ক্রয়ের আন্তর্জাতিক উপায় হিসেবে। এবং সর্বশেষে, যখনি প্রশ্নটি দেখা দেয় ক্রয়ের ও বিক্রয়ের প্রশ্ন হিসেবে নয়, দেখা দেয় এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরণের প্রশ্ন হিসেবে এবং যখনি ঘটনাচক্রে অথবা উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রয়োজনবশে

চাহিদা কমে গিয়েছে। বাধ্যতামূলক ভাবে আন্তর্জাতিক দাম বেঁধে দিলেই সোনা ও রূপার মধ্যেকার পুরনো মূল্য-অনুপাত (১ : ১৫½) ফিরিয়ে আনা যাবে—এই দ্বি-ধাতুবাদী ধারণা যে কত অসার এ থেকেই তা বোঝা যায়। বরং এটাই বেশি সম্ভব যে রূপা বিশ্বের বাজারে তার অর্থ হিসাবে কাজ করার ভূমিকা ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলবে।—এফ. ই.

১. বাণিজ্যবাদী ব্যবস্থার বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লক্ষ্য হচ্ছে সোনা ও রূপার সাহায্যে দেনা-পাওনার গরমিলের শোধবোধ, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদীরা নিজেরা কিন্তু বিশ্বজনিক অর্থের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করতেন। রিকার্ডোর দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি দেখিয়েছি সঞ্চলনী মাধ্যমের পরিমাণ কি কি নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হয় সেই সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা মহার্ঘ ধাতুসমূহে আন্তর্জাতিক চলাচল সম্পর্কিত ধারণার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। (l.c. pp. 150 sq.) "বাড়তি মুদ্রা-সরবরাহ ছাড়া বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রতিকূল হয় না। মুদ্রার রপ্তানির কারণ তার মূল্য হ্রাস এবং এই রপ্তানি প্রতিকূল ভারসাম্যের ফল নয়, কারণ"—তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা বার্বন-এর লেখায় আগেই দেখা যায়। "বাণিজ্যিক ভার-সাম্য বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে তা দেশ থেকে অর্থ বাইরে পাঠিয়ে দেবার কারণ নয়; পরন্তু তা উদ্ভূত হয় প্রত্যেক দেশে ধাতু-পিণ্ডের (সোনা বা রূপার) মূল্যের পার্থক্য থেকে।" (N. Barbon, l.c. pp. 59, 60)। "The Literature of Political Economy, a classified catalogue, London, 1845-এ ম্যাককুলক বার্বনকে তাঁর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির জন্য প্রশংসা করেছেন, কিন্তু যেসব সাদামাটা আবরণে বার্বন তাঁর 'মুদ্রা-নীতি'-র ভিত্তিস্থানীয় ধারণাটিকে আবৃত করেছেন, তাকে বিজ্ঞভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন। ঐ 'ক্যাটাগল'-এ সত্যকার সমালোচনার, এমনকি সততার কত অভাব, তার পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যায় অর্থের তত্ত্বের ইতিহাস-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলিতে; তার কারণ এই যে বইটির ঐ অংশে ম্যাককুলক লর্ড ওভারস্টোন-এর চাটুকারিতা করেছেন, যাঁকে তিনি অভিহিত করেছেন, 'facile princeps argentariorum' বলে।

পণ্যের আকারে স্থানান্তরণ হয়ে পড়ে অসম্ভব, তখনি বিশ্বের অর্থ কাজ করে সামাজিক ধনের বিশ্বস্বীকৃত বিগ্রহ হিসেবে।[১]

যেমন অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনের জন্য প্রত্যেক দেশেরই অর্থের জমানো তহবিল ('রিজার্ভ') থাকা আবশ্যক, ঠিক তেমনি দেশের বাইরেকার বাজারে সঞ্চলনের জন্যও তার থাকা আবশ্যক একটি 'রিজার্ভ'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চলন ও দেনা-পাওনা নিরসনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের যে ভূমিকা, অংশতঃ সেই ভূমিকাটি থেকে, এবং বিশ্বের অর্থ হিসেবে অর্থের যে ভূমিকা, অংশতঃ সেই ভূমিকাটি থেকেই মওজুদের ভূমিকার উদ্ভব।[২] দ্বিতীয়োক্ত ভূমিকাটির জন্য, সত্যকার অর্থ-পণ্য—সোনা ও রূপা—আবশ্যক। তাদের কি শুদ্ধ আঞ্চলিক রূপ থেকে তাদেরকে আলাদাভাবে বিশেষিত করার জন্য স্যার জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট সোনা ও রূপাকে নামকরণ করেছেন "বিশ্বের অর্থ" বলে।

সোনা ও রূপার স্রোতটি দ্বিমুখী। একদিকে, বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চলনের বিভিন্ন জাতীয় ক্ষেত্রগুলিতে আত্মভূত হবার উদ্দেশ্য, প্রচলনের নলগুলিকে ভরাট করবার উদ্দেশ্যে, ঘষা ও ক্ষয়ে-যাওয়া সোনা ও রূপার স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে, বিলাস দ্রব্যটির উপাদান সরবরাহের উদ্দেশ্যে এবং মওজুদ হিসেবে শিলীভূত হবার উদ্দেশ্য তা তার উৎসমূহ থেকে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে।[৩] এই প্রথম স্রোতটি

---

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুদান, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ঋণ, নগদ টাকায় দাবি মেটানোর জন্য ব্যাংকের প্রয়োজন ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূল্যের একমাত্র অর্থ-রূপেরই দরকার হয়, অন্য কোনো রূপেরই নয়।

২. 'একটি বিধ্বংসী বৈদেশিক আক্রমণের আঘাতের পরে মাত্র সাতাশ মাসের মধ্যে যেমন অনায়াসে ফ্রান্স, তার অভ্যন্তরীণ মুদ্রাব্যবস্থায় লক্ষণীয় কোনো সংকোচন বা বিশৃংখলা না ঘটিয়ে, এমনকি তার বিনিময়ে কোনো আশংকাজনক উত্থান-পতন না ঘটিয়ে, তার উপরে মিত্রশক্তির দ্বারা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া প্রায় ২০ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করল, তাও আবার অনেকটাই ধাতু-মুদ্রায়, তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহায্য ছাড়াই আন্তর্জাতিক লেনদেন মেটাবার প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনে ধাতু-মুদ্রা-প্রদানকারী দেশগুলিতে মওজুদ ব্যবস্থাটির সুদক্ষতার, অন্য কোনো জোরদার সাক্ষ্য আমি চাই না।" (Fullarton l.c p. 141. [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত: ১৮৭১-৭৩ সালে ফ্রান্স যেমন অনায় এই বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণেরও ১০ গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করল, তাও আবার অনুরূপ ভাবে অনেকটাই ধাতু-মুদ্রায়, সেটাও একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য।

৩. L'argent se partage entre les nations relativement au besoin qu'elles en ont···etant toujours attire par les prodnctions. (Le Trosne

শুরু হয় সেই দেশগুলি থেকে, যারা পণ্যসম্ভারে বাস্তবায়িত তাদের শ্রমকে বিনিময় করে সোনা ও রূপা উৎপাদনকারী দেশগুলির মাহার্ঘ ধাতুসমূহে মূর্তিপ্রাপ্ত শ্রমের সঙ্গে। অন্যদিকে, সঞ্চলনের বিভিন্ন জাতীয় ক্ষেত্রফলগুলির মধ্যে, সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে, নিরন্তর চলতে থাকে সোনা ও রূপার প্রবাহ—এমন একটা স্রোত যার গতি নির্ভর করে বিনিময়ের ঘটনাক্রমে অবিরাম ওঠা-নামার উপরে।[১]

যেসব দেশে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি কিছু পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, সে-সব দেশ, বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য তাদের ব্যাংকগুলি 'স্ট্রং-রুমে' যে মওজুদ কেন্দ্রীভূত করে রাখে, তার পরিমাণ ন্যূনতম সীমায় বেঁধে রাখে।[২] যখনি এই মওজুদের পরিমাণ গড় মাত্রার বেশী উপরে উঠে যায়, তখনি অবশ্য, কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, বোঝা যায় যে পণ্যের সঞ্চলনে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, তাদের রূপান্তরণের সাবলীল ধারায় বাধা সৃষ্টি হয়েছে।[৩]

L.c.p. 916) "যে খনিগুলি নিরন্তর সোনা ও রূপার যোগান দিচ্ছে, সেগুলি প্রত্যেকটি জাতিকেই তার এই প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত ধাতুপিণ্ড পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করে থাকে। (জে, ভ্যাণ্ডারলিণ্ট, পৃঃ ৪০)

১. প্রত্যেক সপ্তাহেই বিনিয়োগের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে এবং বিশেষ বছরের কিছু সময় একটি জাতির বিরুদ্ধে উর্দ্ধগতি ধারণ করে, আবার অন্য সময় বিপরীতগামীও হয়। (এন, বারবন l.c. পৃঃ ৩৯)

২. যখনি সোনা ও রূপাকে ব্যাংক-নোট রূপান্তরনের তহবিল হিসাবে কাজ করতে হয়, তখনি এই নানাবিধ কাজগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিপজ্জনক সংঘাতে আসে।

৩. 'অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজন ছাড়া অর্থ 'অকেজো তহবিল ···যে দেশে তা থাকে, তাকে তা কোনো মুনাফা দেয়না।' (John Bellers, 'Essays', p. 13) যদি 'আমাদের অতিরিক্ত মুদ্রা থাকে, কি হয়? আমরা তাকে গলিয়ে তা দিয়ে সোনা বা রূপার পাত্র, বাসন ইত্যাদি বানাতে পারি অথবা যে দেশে তার দরকার পড়ে, সেখানে পণ্য হিসাবে পাঠাতে পারি কিংবা যেখানে সুদের হার বেশি, সেখানে খাটাতে পারি।' (W. Petty : 'Quantulumcunque', p. 39) "অর্থ রাষ্ট্রদেহের চর্বি ছাড়া কিছু নয়, যার বাড়তি হলে তৎপরতা হ্রাস পায়, কমতি হলে অসুস্থতা দেখা যায়।·······চর্বি যেমন পেশীর গতিকে তৈলাক্ত করে, পুষ্টির ঘাটতি পুষিয়ে দেয়, অসমান কোষগুলিকে ভরাট করে রাখে এবং শরীরকে শ্রীমণ্ডিত করে, ঠিক তেমনি অর্থ রাষ্ট্রের তৎপরতা বৃদ্ধি করে, স্বদেশে টান পড়লে বিদেশ থেকে রসদ নিয়ে এসে পুষ্টির সংস্থান করে, হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দেয় এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে সুষমামণ্ডিত করে।" উইলিয়ম পেটি : Political Anatomy of Ireland P. 14.

দ্বিতীয় বিভাগ

অর্থের মূলধনে রূপান্তর

চতুর্থ অধ্যায়

॥ মূলধনের জন্য সাধারণ সূত্র ॥

মূলধনের যাত্রা শুরু হয় পণ্যদ্রব্যাদির সঞ্চলন থেকে। পণ্যের উৎপাদন, তাদের সঞ্চলন এবং 'বাণিজ্য' নামে অভিহিত তাদের সঞ্চলনের অধিকতর বিকশিত রূপ— এই ঘটনাগুলিই মূলধন উদ্ভবের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি রচনা করে দেয়। ষোড়শ শতকে যে বিশ্ব-ব্যাপী বাণিজ্য ও বিশ্বব্যাপী বাজারের সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই মূলধনের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা।

পণ্য-সঞ্চলনের বস্তু-সত্ত্ব থেকে তথা বহুবিধ ব্যবহার মূল্যের বিনিময় থেকে যদি আমরা নিষ্কর্ষিত করে নিই এবং কেবল সঞ্চলনের এই প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন রূপগুলিকেই বিবেচনার মধ্যে ধরি, আমরা তার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসেবে যা পাই তা হচ্ছে 'অর্থ': পণ্য-সঞ্চলের এই যে চূড়ান্ত রূপ, এই রূপেই ঘটে মূলধনের প্রথম আবির্ভাব।

ইতিহাসের বিচারে, ভূ-সম্পত্তির পাল্টা হিসেবে মূলধন অনিবার্য ভাবেই ধারণ করে অর্থের রূপ ; বণিক এবং কুসীদজীবীর মূলধন হিসেবে তা দেখা দেয় অর্থরূপী ধন হিসেবে।[১] কিন্তু মূলধনের প্রথম আবির্ভাব যে অর্থ-রূপেই হয়েছিল তা প্রমাণ করবার জন্য মূলধনের উৎস পর্যন্ত যাবার দরকার পড়ে না। প্রত্যহই আমরা আমাদের চোখের উপরেই দেখি যে অর্থ-রূপেই মূলধনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এমনকি আমাদের দিনেও সমস্ত নতুন মূলধন রঙ্গমঞ্চে, তথা বাজারে—তা সে

১. কর্তৃত্ব ও দাসত্বের ব্যক্তিক সম্পর্কের উপরের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা আসে ভূমি সম্পত্তি থেকে ; নৈর্ব্যক্তিক ক্ষমতা আসে অর্থের অধিকার থেকে। এই দু'ধরনের ক্ষমতার মধ্যে প্রতিতুলনা দুটি ফরাসী প্রচলনে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, "Nulle terre sans seigneur," এবং "L' argent n'a pas de maitre"

পণ্যের বাজার, শ্রমের বাজার বা টাকার বাজার যা-ই হোক না কেন সব বাজারেই সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হয় অর্থের আকারেই, যা ক্রমে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হল মূলধনে।

নিছক অর্থ হিসেবেই যে অর্থ এবং মূলধন হিসেবে যে অর্থ এই দুয়ের মধ্যে প্রথমে যে পার্থক্যটি আমাদের চোখে পড়ে, তা তাদের সঞ্চলনের রূপে পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নন।

পণ্য সঞ্চলনের সরলতম রূপ হচ্ছে **প অ প**, পণ্যের অর্থে রূপান্তর, এবং পুনরায় অর্থের পণ্যে পরিবর্তন, অর্থাৎ ক্রয়ের জন্য বিক্রয়। কিন্তু এই রূপটির পাশাপাশিই আমরা প্রত্যক্ষ করি স্পষ্ট ভাবেই ভিন্নতর আরেকটি রূপ : **অ প অ** ; অর্থের পণ্যে রূপান্তর, এবং পুনরায় পণ্যের অর্থে পরিবর্তন ; তথা বিক্রয়ের জন্য ক্রয়। এই শেষোক্ত প্রণালী, যে-অর্থ সঞ্চলন করে তাই হচ্ছে সম্ভাব্য মূলধন এবং পরিণত হয় মূলধনে।

এখন, **অ প অ** আবর্তটিকে আরো একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। অন্য আবর্তটির মতো এটিও দুটি বিপরীতমুখী পর্যায়ের সমষ্টি। প্রথম পর্যায়টিতে, অ প, তথা ক্রয়-এর পর্যায়টিতে, অর্থ পরিবর্তিত হয় পণ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়টিতে, প—অ, তথা বিক্রয়-এর পর্যায়টিতে পণ্য পুনরায় পরিবর্তিত হয় অর্থে। এই দুটি পর্যায় সম্মিলিত হয়ে রচনা করে একটি এ.ক গতিক্রম, যার প্রক্রিয়ায় অর্থের বিনিময় ঘটে পণ্যের সঙ্গে ঐ একই পণ্যের পুনরায় বিনিময় ঘটে অর্থের সঙ্গে ; যার প্রক্রিয়ায় একটি পণ্যকে ক্রয় করা হয় আবার তাকে বিক্রয় করার জন্য কিংবা, ক্রয় ও বিক্রয়ের রূপটিকে যদি উপেক্ষা করি, তা হলে বলা যায় যে, একটি পণ্যকে ক্রয় করা হয় অর্থের সাহায্যে এবং তারপরে অর্থকে ক্রয় করা হয় পণ্যের সাহায্যে।[১] এই যে ফলশ্রুতি, যার মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট অখণ্ড প্রক্রিয়াটির খণ্ড খণ্ড পর্যায় দুটি অন্তর্হিত হয়ে যায়, তার-রূপ দাঁড়ায় অর্থের পরিবর্তে অর্থের বিনিময় : **অ—অ**। আমি যদি £১০০ পাউণ্ড দিয়ে £২০০০ পাউণ্ড তুলা ক্রয় করি এবং তার পরে ঐ ২০০০ পাউণ্ড তুলাকে আবার £১১০ পাউণ্ড পেয়ে বিক্রয় করি, তা হলে আমি কার্যত যা করে থাকি, তা হল £১০০ পাউণ্ডের সঙ্গে £১১০ পাউণ্ডের বিনিময়, অর্থের সঙ্গে অর্থের বিনিময়।

এখন এটা সুস্পষ্ট যে **অ—প—অ** আবর্তটি হয়ে পড়ত অসম্ভব এবং অর্থহীন, যদি এই আবর্তটির সাহায্যে কেবল দুটি সমান অঙ্কের অর্থকেই £১০০ পাউণ্ডের সঙ্গে £১০০ পাউণ্ডেরই, বিনিময় ঘটানোর উদ্দেশ্য থাকত। কৃপণের পরিকল্পনা হত

---

১. "Avec de l'argent on achete des marchandises et avec des marchandises on achete de l'argent." (Mercier dela Riviere : "L'ordre naturel et essentiel des societes politiques". p. 543).

ঢের বেশী সরল ও সুনিশ্চিত; সঙ্কলনের ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে সে তার £১০০ পাউণ্ডকেই আঁকড়ে থাকত। এবং তথাপি যে-ব্যবসায়ী তার তুলোর জন্য £১০০ পাউণ্ড দিয়েছে, সে তার সেই তুলোকে £১১০ পাউণ্ডের জন্য বিক্রয় করে দেয়, এমন কি £১০০ কিংবা £৫০ পাউণ্ডের জন্যও বিক্রয় করে দেয়, তা হলেও সমস্ত ক্ষেত্রেই তার অর্থ এমন একটি বিশিষ্ট ও মৌলিক গতিক্রমের মধ্য দিয়ে পার হয়, যা, যে কৃষক ফসল বিক্রয় করে এবং এইভাবে হস্তগত অর্থের সাহায্যে কাপড়-চোপড় ক্রয় করে তার হাত দিয়ে অর্থ যে-গতিক্রমের মধ্য দিয়ে পার হয়, তা থেকে চরিত্রগত ভাবেই ভিন্নতর। সুতরাং আমাদের শুরুতেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে **অ—প—অ** এবং **প—অ—প**—এই দুটি আবর্তের পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং তা করলেই নিছক রূপগত পার্থক্যের অন্তরালে যে আসল পার্থক্যটি আছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়বে।

প্রথমে দেখা যাক, দুটি রূপের মধ্যে অভিন্ন কি কি আছে।

দুই আবর্তকেই দুটি অভিন্ন বিপরীতমুখী পর্যায়ে পর্যবসিত করা যায়: **প—অ** এবং **অ—প**, যথাক্রমে বিক্রয় এবং ক্রয়। এই দুটি পর্যায়ের প্রত্যেকটি পর্যায়েই একই বস্তুগত উপাদানসমূহ যেমন পণ্য এবং অর্থ এবং একই নাটকীয় চরিত্রসমূহ, যেমন ক্রেতা এবং বিক্রেতা, পরস্পরের মুখোমুখি হয়। প্রত্যেকটি আবর্তই দুটি একই বিপরীত মুখী পর্যায়ের ঐক্য, এবং প্রত্যেকটি পর্যায়েই এই ঐক্য সংঘটিত হয় তিনটি চুক্তিবদ্ধ পক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে, যাদের মধ্যে একটি পক্ষ কেবল বিক্রয় করে, আরেকটি কেবল ক্রয় করে, আর বাকি পক্ষটি বিক্রয় এবং ক্রয় দুই-ই করে।

কিন্তু **প—অ—প** এবং **অ—প—অ** এই দুটি আবর্তের মধ্যে প্রথম ও প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে দুটি পর্যায়ের বিপরীত পরম্পরা। সরল পণ্য সঙ্কলন শুরু হয় বিক্রয় দিয়ে, শেষ হয় ক্রয়ে আর, অন্য দিকে, মূলধন হিসেবে অর্থের সঙ্কলন শুরু হয় ক্রয় দিয়ে, শেষ হয় বিক্রয়ে। একটি ক্ষেত্রে যাত্রাবিন্দু এবং গন্তব্য বিন্দু দুই-ই হচ্ছে পণ্য, অন্য ক্ষেত্রটিতে, অর্থ। প্রথম রূপটিতে গতিক্রম সংঘটিত হয় অর্থের হস্তক্ষেপে, দ্বিতীয়টিতে পণ্যের।

প—অ—প সঙ্কলনে, অর্থ শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় পণ্যে, যা কাজ করে ব্যবহার মূল্য হিসেবে। পক্ষান্তরে **অ—প—অ**—এই বিপরীত রূপটিতে ক্রেতা অর্থ বিনিয়োগ করে যাতে করে বিক্রেতা হিসেবে সে আবার অর্থ ফেরৎ পায়। তার পণ্য ক্রয়ের দ্বারা সে অর্থ ছুঁড়ে দেয় সঙ্কলনে, যাতে করে আবার ঐ একই পণ্যের বিক্রয়ের দ্বারা সে সেই অর্থ তুলে নিতে পারে। সে অর্থকে হাতছাড়া করে কেবল এই ধূর্ত অভিসন্ধি নিয়েই যে ঐ অর্থ আবার তারই হাতে ঘুরে আসবে। সুতরাং যথার্থ ভাবে বললে, এ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা হয়না, কেবল মাত্র আগাম দেওয়া হয়।[১]

১. "যখন কোন জিনিস আবার বিক্রীত হবার উদ্দেশ্যে ক্রীত হয়, তখন যে অর্থ নিযুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় আগাম; যখন বিক্রীত হবার উদ্দেশ্যে ক্রীত

প—অ—প—এই আবর্তে একই অর্থখণ্ড দুবার তার স্থান পরিবর্তন করে। বিক্রেতা অর্থখণ্ডটি পায় ক্রেতার কাছ থেকে এবং দিয়ে দেয় আরেকজন বিক্রেতার কাছে। সম্পূর্ণ সঞ্চলনটি যার শুরু হয় পণ্যের জন্য অর্থের আদানে আর শেষ হয় তার প্রদানে **অ—প—অ** আবর্তটিতে কিন্তু যা ঘটে তা ঠিক এর বিপরীত। এখানে অর্থখণ্ডটি দুবার স্থান পরিবর্তন ক'রে না, এখানে দুবার স্থান পরিবর্তন করে পণ্যটি। ক্রেতা পণ্যটিকে নেয় বিক্রেতার হাত থেকে এবং চালিয়ে দেয় আরেকজন ক্রেতার হাতে। ঠিক যেমন পণ্যের সরল সঞ্চলন একই অর্থখণ্ডের দুবার স্থান পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত হয় তার এক হাতে অন্য হাতে স্থানান্তরণ ঠিক তেমনি এখানে একই পণ্যের দুবার স্থান পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত হয় অর্থের যাত্রা বিন্দুতে প্রত্যাবর্তন।

যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছিল, তা থেকে বেশী পরিমাণ অর্থে তার বিক্রয়ের উপরে এই প্রত্যাবর্তন নির্ভরশীল নয়। এই ঘটনা কেবল যে-পরিমাণ অর্থ ফিরে আসে, সেটাকেই প্রভাবিত করে। যে মুহূর্তে ক্রীত পণ্যটি পুনরায় বিক্রিত হয়, অর্থাৎ, যে-মুহূর্তে **অ—প—অ** আবর্তটি সম্পূর্ণায়িত হয়, সেই মুহূর্তেই প্রত্যাবর্তন ঘটে যায়। অতএব, এখানেই আমরা মূলধন হিসেবে অর্থের সঞ্চলন এবং নিছক অর্থ হিসেবে অর্থের সঞ্চলন—এই দুয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করি।

যে-মুহূর্তে একটি পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থকে আবার আরেকটি পণ্যের বিক্রয়ের দ্বারা নিষ্কশিত করা হয়, সেই মুহূর্তেই **প—অ—প** আবর্তটির সমাপ্তি ঘটে।

যা-ই হোক, যদি তার যাত্রা বিন্দুতেই অর্থের প্রত্যাবর্তন ঘটে থাকে, তা হলে সেটা ঘটে থাকতে পারে কেবল প্রক্রিয়াটির পুনর্ঘটন বা পুনরাবৃত্তির ফলেই। যদি আমি এক কোয়ার্টার শস্য £৩ পাউণ্ডের বিনিময় বিক্রয় করি এবং এই £৩ পাউণ্ডের সাহায্যে কাপড়-চোপড় ক্রয় করি, তা হলে, আমার সঙ্গে যতটা সম্পর্ক, অর্থটা ব্যয় হয়ে গেল, কাজ চুকে গেল। অর্থটির মালিক হল কাপড় ব্যবসায়ী। এখন যদি আমি দ্বিতীয় আর এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রয় করি, তা হলে বাস্তবিকই অর্থ আমার কাছে ফিরে আসে, কিন্তু তা যে আসে সেটা প্রথম লেন-দেনের জের হিসেবে নয়, আসে তার পুনর্ঘটনের দরুন। যে-মুহূর্তে আমি একটি নতুন ক্রয়ের দ্বারা দ্বিতীয় লেনদেন-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণায়িত করি, অর্থ আবার তখনি আমাকে ছেড়ে চলে যায়। সুতরাং **প—অ—প** আবর্তটিতে, অর্থের ব্যয়ের সঙ্গে তার প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে **অ—প—অ** আবর্তটিতে, অর্থের প্রত্যাবর্তন তার ব্যয়ের পদ্ধতিটির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রত্যাবর্তন ছাড়া, প্রক্রিয়াটি তার পরিপূরক

হয় না, সেই অর্থকে ধরা যায় ব্যয় বলে। (James Steuart : 'Works,' &c Edited by Gen. Sir James Steuart, his son. London 1805, V.I.p, 274)

পর্যায়টিকে তথা বিক্রয়ের ঘটনাটিকে ঘটাতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে যায় কিংবা তা ব্যাহত হয়, অসম্পূর্ণ থাকে।

প—অ—প আবর্তটি শুরু হয় একটি পণ্য দিয়ে এবং শেষ হয় আরেকটি পণ্য দিয়ে —যা সঞ্চলন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পরিভোগের কাজে লাগে। পরিভোগই অভাবের পরিতৃপ্তি, এক কথায়, ব্যবহার-মূল্যই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে **অ—প—অ** আবর্তটি শুরু হয় অর্থ দিয়ে, শেষও হয় অর্থ দিয়ে। এর প্রধান উদ্দেশ্য—এবং যে লক্ষ্যটি একে আকৃষ্ট করে, তা হচ্ছে কেবল বিনিময় মূল্য।

সরল পণ্য সঞ্চলনে, আবর্তটির দুটি চরম বিন্দুরই থাকে অর্থনৈতিক রূপ তারা উভয়ই হচ্ছে পণ্য—এবং একই মূল্যের পণ্য। কিন্তু তারা আবার ব্যবহার মূল্যও বটে—তবে ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন, যেমন শস্য এবং কাপড়চোপড। সমাজের শ্রম যে-যে সামগ্রীতে মূর্ত তাদের মধ্যে বিনিময় তথা উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়ই এখানে রচনা করে গতিক্রমটির ভিত্তি। কিন্তু **অ—প—অ** আবর্তটিতে ব্যাপারটি ভিন্ন ধরনের; আপাত দৃষ্টিতে **অ—প—অ** মনে হয় যেন নিরর্থক, কেননা দ্বিরুক্তিবাচক। দুটি চরম বিন্দুরই থাকে একই অর্থনৈতিক রূপ। দুটিই হচ্ছে অর্থ; সুতরাং তারা গুণগত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার মূল্য নয়; কেননা অর্থ হচ্ছে পণ্যসমূহেরই রূপান্তরিত রূপ, যে-রূপে তাদের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার মূল্যগুলি অন্তর্হিত হয়ে যায়। তুলোর জন্য £১০০ পাউণ্ড বিনিময় করা এবং তারপর আবার £১০০ পাউণ্ডের জন্য সেই তুলোকে বিনিময় করা হচ্ছে কেবল অর্থের জন্য অর্থকে একই দ্রব্যের জন্য একই দ্রব্যকে বিনিময়ের ঘোরানো পদ্ধতি মাত্র; মনে হয় যেন গোটা ব্যাপারটাই যেমন নিরর্থক, তেমনি আজগুবি।[১] একটা টাকার অঙ্কের সঙ্গে

১. "On n'echange pas de l'argent contre de l'argent", বাণিজ্য বাদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন Mercier de la Riviere (l. c. p. 486)। 'বাণিজ্য' ও 'ফটকা' নিয়ে আলোচনা বলে বর্ণিত একটি বই-এ এই অনুচ্ছেদটি রয়েছে: সমস্ত বাণিজ্যই হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদির মধ্যে বিনিময় এবং এই বিভিন্নতা থেকেই সুবিধার উদ্ভব ঘটে (বণিকেরই কাছে?)। এক পাউণ্ড রুটির সঙ্গে এক পাউণ্ড রুটির বিনিময় হলে কোনো সুবিধারই উদ্ভব ঘটত না। এই কারণেই বাণিজ্যকে সঠিক ভাবে জুয়ার সঙ্গে পার্থক্য করা হয়, যা হচ্ছে কেবল অর্থের সঙ্গে অর্থের বিনিময়। (Th. corbet, "An Inquiry into the Causes and Modes of the wealth of Individuals; or the principles of Trade and speculation Explained," London, 1841, p. 5)। যদিও কর্বেট দেখতে পান না যে **অ—অ** অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে অর্থের বিনিময় কেবল বণিক-মূলধনেরই নয়, সমস্ত মূলধনেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তবু তিনি স্বীকার করেন যে এই রূপটি জুয়ার

আরেকটা টাকার অঙ্কের পার্থক্য কেবল পরিমাণে। সুতরাং **অ—প—অ** প্রক্রিয়াটির প্রকৃতি ও প্রবণতা তার চরম বিন্দুটির মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য থেকে উদ্ভূত নয়, কারণ দুই-ই হচ্ছে অর্থ ; পার্থক্যটা পুরোপুরি তাদের পরিমাণগত ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত। শুরুতে যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনে ছোঁড়া হয়েছিল, শেষে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ তুলে নেওয়া হয়। যে-তুলো কেনা হয়েছিল £১০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে, সেটা আবার বেচে দেওয়া হল হয়তো £১০০+£১০=£১১০ পাউণ্ডের বিনিময়ে। এই প্রক্রিয়াটির যথাযথ রূপ দাঁড়ায় **অ—প—অ′**, যেখানে **অ′**=**অ**+ △**অ**=গোড়ায় আগাম দেওয়া অঙ্ক+বর্ধিত অংশ। এই বর্ধিত অংশ অর্থাৎ গোড়ায় আগাম দেওয়া মূল্যটির সঙ্গে যে বাড়তিটুকু যোগ হল, তাকে আমি বলছি **"উদ্বৃত্ত মূল্য"**। অতএব, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার গোড়ায় আগাম দেওয়া মূল্যটি যে কেবল অটুটই থাকে, তাই নয়, তা নিজেকে বর্ধিত করে তথা নিজের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্য যুক্ত করে। এই গতিক্রমই তাকে মূলধনে রূপান্তরিত করে।

অবশ্য, এটাও সম্ভব যে **প—অ—প** আবর্তে দুটি চরম বিন্দু **প—প**, ধরা যাক শস্য এবং কাপড়, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের মূল্যেরও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কৃষক তার শস্য মূল্যের চেয়ে বেশিতে বিক্রয় করতে পারে কিংবা কাপড় ক্রয় করতে পারে মূল্যের চেয়ে কমে। আবার কাপড় ব্যবসায়ীর হাতে সে "চোট"-ও খেতে পারে। কিন্তু উপস্থিত আমরা সঞ্চলনের যে-রূপটি নিয়ে আলোচনা করছি, মূল্য এই ধরনের পার্থক্য একেবারেই আপতিক। শস্য এবং কাপড় যে সমার্ঘ, তাতে এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক হয়ে যায় না, যেমন হয়ে যায় **অ—প—অ** আবর্তটির ক্ষেত্রে। বরং তাদের মূল্যের সমার্ঘতাই হচ্ছে তার স্বাভাবিক গতিক্রমের একটি আবশ্যিক শর্ত।

ক্রয়ের উদ্দেশ্য বিক্রয়ের পুনর্ঘটন বা পুনরাবৃত্তি স্বরূপ যে ক্রিয়া তা তার যে উদ্দেশ্যে তার দ্বারাই সীমাবদ্ধ থাকে ; সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে পরিভোগ যা নির্দিষ্ট

সঙ্গে এবং এক ধরনের বাণিজ্যের—ফট্‌কার—সঙ্গে অভিন্ন ; কিন্তু তার পরেই আসেন ম্যাক-কুলক এবং আবিষ্কার করেন যে বিক্রয় করার জন্য ক্রয় করাও হচ্ছে ফটকাবাজি এবং এইভাবে বাণিজ্য এবং ফটকাবাজির মধ্যে পার্থক্যটা অন্তর্হিত হয়ে যায় : "এমন প্রত্যেকটি লেন-দেন যাতে কোন ব্যক্তি উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে আবার তা বিক্রি করার জন্য, তাই হল ফটকা" (Mac Culloch : "A Dictionary Practical &c of Commerce", London, 1847, p. 1009)। আরো সরলতা সহকারে আমস্টার্ডাম স্টক-এক্সচেঞ্জ-এর পাণ্ডা পিন্টো বলেন, "Le commerce est un jeu (taken from Locke) et ce n'est pas avec des gueux qu'on peut gagner. Si l'on gagnait longsemps en tout avec tous, il faudrait rendre de bon accord les plus grandes parties du profit pour recommencer le jeu." (Pinto, "Traite de la Circulation et du credit," Amsterdam, 1771, p. 231)

অভাবের পরিতৃপ্তি সাধন—এমনি একটি উদ্দেশ্য যা পুরোপুরিই সঞ্চলনের পরিধির বহির্ভূত। কিন্তু, পক্ষান্তরে, আমরা যখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি, আমরা যে-জিনিস দিয়ে শুরু করি সেই জিনিসেই শেষ করি সেটি হচ্ছে অর্থ বা বিনিময় মূল্য ; আর তার ফলে গতিক্রমটি হয় সীমাহীন। সন্দেহ নেই যে, অ হয়ে ওঠে অ+Δঅ, £১০০ হয়ে ওঠে £১১০ পাউণ্ড। কিন্তু যখন একমাত্র গুণগত দিক থেকেই তাদের দেখা হয় তখন £১০০ পাউণ্ড আর £১১০ পাউণ্ড তা একই অর্থাৎ অর্থ ; আর যদি পরিমাণগত ভাবে দেখা হয়, তা হলে £১০০ পাউণ্ড £১০০ পাউণ্ডের মতোই একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অঙ্কের মূল্য। এখন যদি £১১০ পাউণ্ডকে অর্থ হিসাবে ব্যয় করা হয়, তা হলে তা আর তার ভূমিকা পালন করতে পারে না। তা আর মূলধন নয়। সঞ্চলন থেকে প্রত্যাহৃত হয়, তা শিলীভূত হয় মওজুদের আকার আর যদি শেষ বিচারের দিন পর্যন্তও তা সেখানে থাকে, তা হলেও একটি ফার্দিংও তার সঙ্গে যুক্ত হবে না। তা হলে, মূল্যের সম্প্রসারণই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে £১০০ পাউণ্ডের মূল্য বিবর্ধনে ও যা প্রেরণা হিসাবে কাজ করে, £১১০ পাউণ্ডের বেলায়ও তা-ই, কেননা উভয়ই হচ্ছে বিনিময়-মূল্যের সীমাবদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র ; সুতরাং উভয়েই সংবর্ধনার পথ একই—পরিমাণগত বৃদ্ধির মাধ্যমে পরমতম ধনবৃদ্ধির নিকটতম হওয়া। গোড়ায় আগাম দেওয়া মূল্যটি থেকে £১০০ পাউণ্ড থেকে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় তার সঙ্গে যে উদ্বৃত্ত মূল্য £১০ পাউণ্ড সংযুক্ত হল, সেই উদ্বৃত্ত মূল্যটিকে কেবল স্বল্পকালে জন্যই পার্থক্য করা যায় ; অতি অল্প কালের মধ্যেই এই পার্থক্য অন্তর্হিত হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটির প্রান্তে উপনীত হয়ে এমনটি ঘটতে যে আমরা একহাতে পেলাম মূল £১০০ পাউণ্ড আর আরেক হাতে উদ্বৃত্ত £১০ পাউণ্ড। আমরা পাই কেবল £১১০ পাউণ্ডের একটি মূল্য, অবস্থার দিক থেকে এবং যোগ্যতার দিক থেকে সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে মূল্য £১০০ পাউণ্ডেরও যে অবস্থা ও যোগ্যতা ছিল, এই £১১০ পাউণ্ডেরও তা আছে। অর্থ গতিক্রমের সূচনা করে কেবল তাকে আবার সমাপ্ত করার জন্যই।[১] অতএব প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আবর্তের এমন একটি আবর্ত যাতে একটি ক্রয় ও তদনুসারী একটি বিক্রয় সম্পূর্ণায়িত হয়েছে তেমন একটি আবর্তনের চূড়ান্ত ফল তার নিজের মধ্যে থেকেই গড়ে দেয় নতুন আরেকটি আবর্তের বীজ। বিক্রয়ের জন্য ক্রয়—এই যে সরল পণ্য-সঞ্চলন, এটা হচ্ছে এমন একটি উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, সঞ্চলনের সঙ্গে যার

১. মূলধন বিভাজ্য, "মূল অংশে এবং মুনাফা বা মূলধনে সংযোজিত অংশে····· কার্যতঃ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত হয় মূলধনে এবং গতিশীল হয় মূল মূলধনের সঙ্গে।" (F. Engels "Umrisse zu einer Kritik der National-okonomie, in Deutsch-Franzosische Jahrbucher, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx", Paris, 1844, p. 99)

সংযোগ নেই, যথা ব্যবহার মূল্যের পরিভোগ, অভাবের পরিতৃপ্তি। পক্ষান্তরে, মূলধন হিসেবে অর্থের যে সঞ্চলন তা ইচ্ছে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, কেননা কেবল নিরন্তর পুনর্ঘটিত গতিক্রমের মধ্যেই ঘটতে পারে মূল্যের সম্প্রসারণ। সুতরাং মূলধনের সঞ্চলনের কোনো সীমা নেই।[১]

১. অ্যারিস্ততল 'ক্রেমাটিস্টি'ক-এর পাল্টা হিসেবে স্থাপন করেন 'ইকনমিক'-কে। তিনি শুরু করেন 'ইকনমিক' থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে জীবিকা অর্জনের উপায়, ততক্ষণ তা কেবল সেই সব দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে যেগুলি জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এবং গার্হস্থ্য কিংবা রাষ্ট্রকার্যের জন্য প্রয়োজনীয়। "এই ধরনের ব্যবহার-মূল্যগুলিই হল যথার্থ ধন; কেননা জীবনকে সুখকর করতে পারে এই ধরনের বিষয়-সম্পদের পরিমাণ সীমাহীন নয়। কিন্তু দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ আরো একটি উপায় আছে, যে উপায়টিকে আমরা পছন্দমত ও সঠিক ভাবে 'ক্রেমাটিস্টিক' বলে অভিহিত করতে পারি এবং এ ক্ষেত্রে ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বাণিজ্য (আক্ষরিক অর্থে খুচরো বাণিজ্য এবং অ্যারিস্ততল এটাই ধরেছেন কেননা একে ব্যবহার-মূল্যেরই প্রাধান্য) 'ক্রেমাটিস্টিক'-এর অন্তর্গত নয় কারণ এখানে বিনিময় কেবল তাদের নিজেদের (ক্রেতা ও বিক্রেতার) পক্ষে যা যা প্রয়োজনীয়, তার সঙ্গেই সম্পর্কিত। অতএব, যা তিনি দেখিয়েছেন, বাণিজ্যের মূল রূপ ছিল দ্রব্য-বিনিময়, কিন্তু দ্রব্য-বিনিময়ের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের আবশ্যকতা দেখা দিল। অর্থের আবিষ্কারের পরে দ্রব্য-বিনিময় স্বতঃই বিকাশ লাভ করল পণ্য নিয়ে বাণিজ্যে এবং তা আবার মূল প্রবণতার পরিপন্থী 'ক্রেমাটিস্টিক'-এ, অর্থ অর্জনের উপায়ে, পরিণত হল। এখন, 'ইকনমিক' থেকে 'ক্রেমাটিস্টিক'-কে এই ভাবে পার্থক্য করা যায় যে, "ক্রেমাটিস্টিক'-এর ক্ষেত্রে সঞ্চলনই হচ্ছে ঐশ্বর্যর উৎস। এবং তা প্রতিভাত হয় একটা অর্থ-কেন্দ্রিক ব্যাপারে, হিসাবে, কারণ অর্থ ই হচ্ছে এই বিনিময়ের শুরু এবং শেষে। সুতরাং, যে ঐশ্বর্যের জন্য 'ক্রেমাটিস্টিক' চেষ্টা করে, সেই ঐশ্বর্যও সীমাহীন। ঠিক যেমন প্রত্যেকটি উপায়, যা কোনো উপলক্ষ্য নয়, নিজেই একটি লক্ষ্যস্বরূপ। তার উদ্দেশ্যের কোনো মাত্রা নেই, কেননা তা সব সময়েই সেই সব উপায় যেগুলি লক্ষ্যের দিকে উদ্দিষ্ট, সেগুলি সীমাহীন নয় কেননা নির্দিষ্ট লক্ষ্যটিই কতকগুলি সীমা আরোপ করে দেয়, ঠিক তেমন ক্রেমাটিস্টিক-এর ক্ষেত্রেও তার লক্ষ্যের কোনো মাত্রা নেই, সেই লক্ষ্য হল চূড়ান্ত ধন-সম্পদ; ইকনমিকের সীমা আছে, ক্রেমাটিস্টিকের নেই। ··· ইকনমিকের লক্ষ্য অর্থ ছাড়া অন্য কিছু, ক্রেমাটিস্টিকের লক্ষ্য অর্থের বৃদ্ধি সাধন।······এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলে কিছু লোক সীমাহীন ভাবে অর্থের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধনকেই ইকনমিকের লক্ষ্য হিসাবে

এই গতিক্রমের সচেতন প্রতিনিধি হিসেবে অর্থের মালিক পরিণত হয় মূলধনিকে (পুঁজিবাদীর—অনুঃ) তাঁর দেহ, বরং বলা উচিত তাঁর পকেট, পরিণত হয় সেই বিন্দুতে যেখান থেকে শুরু হয় অর্থের যাত্রা এবং যেখানে সারা হয় অর্থের প্রত্যাবর্তন। **অ—প—অ** সঞ্চলনের বিষয়গত ভিত্তি তথা উৎসমুখ হচ্ছে মূল্যের সম্প্রসারণ; আর এই মূল্যের সম্প্রসারণই হয়ে ওঠে পুঁজিপতির বিষয়ীগত লক্ষ্য; এবং যে-মাত্রায় তার কাজ কারবারের একমাত্র লক্ষ্য থাকে নিষ্কর্ষিত আকার আরো এবং আরো ধনের আয়ত্তীকরণ, সেই মাত্রায় তার ভূমিকা হচ্ছে পুঁজিবাদীর ভূমিকা তথা, চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে রূপায়িত মূলধনের ভূমিকা। সুতরাং ব্যবহার মূল্যকে কখনো পুঁজিবাদীর আসল লক্ষ্য বলে গণ্য করলে চলবেনা।[১] কোন একটি মাত্র লেনদেন থেকে পাওয়া মুনাফাকেও না। যা তার লক্ষ্য তা হচ্ছে মুনাফা সংগ্রহের এক বিরামহীন বিরতিহীন প্রক্রিয়া।[২] ঐশ্বর্যের প্রতি এই সীমাহীন লোলুপতা, বিনিময়মূল্যের আসক্তিতে এই উন্মাদনাপূর্ণ পশ্চাদ্ধাবন[৩]—এটা পুঁজিবাদী এবং কৃপণ উভয়ের মধ্যেই লক্ষণীয় কিন্তু যেখানে কৃপণ ব্যক্তি হচ্ছে পাগল হয়ে যাওয়া পুঁজিবাদী সেখানে পুঁজিবাদী ব্যক্তিটি হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেচনা-সম্পন্ন কৃপণ। সঞ্চলন থেকে নিজের অর্থকে তুলে নিয়ে বিনিময়-মূল্যের সীমাহীন সংবর্ধনই হচ্ছে কৃপণের

দেখে থাকেন।" (Aristotle, "De Rep." edit. Bekker. lib. I.c. 8,9 Passim.)

১. 'পণ্যদ্রব্যাদি (এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যবহার মূল্য হিসাবে) কখনো ব্যবসায়ী-পুঁজিপতির শেষ বিষয় নয়, তার শেষ বিষয় হচ্ছে অর্থ' (Th. Chalmers 'On pol. Econ.' 2nd Edn. Glasgow 1832, p. 165, 166).

২. "Il mercante non conta quasi per niente il lucro fatto, ma mira sempre al futuro.' (A. Genovesi, Lezioni di Economia Civile 1765 custodi's edit of Italian Economists parte Moderna t VIII P. 139.)

৩ 'লাভের লালসায় এক অনির্বাপনীয় উন্মাদনা সর্বদাই পুঁজিপতিদের তাড়া করে বেড়াবে।' (Mac Culloch. 'Principles of Polit. Econ. Lond 1830 P-179). অবশ্য যখন ম্যাক-কুলক এবং তাঁর ধাতের লোকেরা অতি-উৎপাদনের প্রশ্ন ইত্যাদির মততত্ত্বগত অসুবিধার পড়েন, তখন এই মত তাঁদের নিরস্ত করেনা এই একই পুঁজিপতিকে এমন একজন নীতিবাস নাগরিকে রূপান্তরিত করতে, যার একমাত্র আগ্রহ হচ্ছে ব্যবহার মূল্যের প্রতি এবং যে এমনকি জুতো, টুপি, ডিম, ক্যালিকো এবং অন্যান্য অত্যন্ত পরিচিত ধরনের ব্যবহার-মূল্যগুলির জন্যও তৃপ্তিহীন ক্ষুধা অনুভব করে।

একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু পুঁজিবাদী[১] সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে বারংবার তার অর্থকে সঞ্চলনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে।[২]

সরল সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য যে স্বতন্ত্র রূপ—অর্থরূপ—পরিগ্রহ করে, তা কেবল একটি উদ্দেশ্যেই কাজ করে; সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে তাদের বিনিময়; গতিক্রমের চূড়ান্ত পরিণতিতে তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে **অ—প—অ** সঞ্চলনে, অর্থ এবং পণ্য দুই-ই খোদ মূল্যেরই অস্তিত্ব ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতির, সাধারণ রূপে অর্থের এবং প্রচ্ছন্ন রূপে পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।[৩] তা নিরন্তর একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় কিন্তু হারিয়ে যায় না, এবং এই ভাবে তা আপনা আপনিই সক্রিয় চরিত্র ধারণ করে। নিজের জীবনক্রমে স্বয়ং-সম্প্রসারণশীল মূল্য পরম্পরাগত ভাবে যে দুটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেগুলিকে যদি আমরা পালাক্রমে আলোচনা করি, তা হলে আমরা এই দুটি প্রবক্তব্যে উপনীত হই: মূলধন হচ্ছে অর্থ: মূলধন হচ্ছে পণ্য।[৪] আসলে কিন্তু, মূল্য হচ্ছে এখানে এমন একটি প্রক্রিয়ার একটি সক্রিয় উপাদান, যে প্রক্রিয়াটিতে তা, পালাক্রমে ক্রমাগত অর্থ এবং পণ্যের রূপ পরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ আয়তনের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়, নিজের মধ্য থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যকে উৎক্ষিপ্ত করে নিজেকে পৃথগায়িত করে; ভাষান্তরে বলা যায়, মূল মূল্যটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেকে সম্প্রসারিত করে। কেননা যে গতিক্রমের পথে সে উদ্বৃত্ত মূল্য সংযুক্ত করে তা তার নিজেরই গতিক্রম। সুতরাং তার সম্প্রসারণ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ। যেহেতু সে হচ্ছে মূল্য, সেহেতু নিজের সঙ্গে মূল্য সংযুক্ত করার গূঢ় গুণটি সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। সে জন্ম দেয় জীবন্ত সন্তান, কিংবা অন্ততঃ প্রসব করে স্বর্ণ ডিম্ব।

যেহেতু এই প্রক্রিয়ার সক্রিয় উপাদানটি হচ্ছে মূল্য এবং সে একসময়ে ধারণ করে অর্থের রূপ, অন্য সময়ে পণ্যের, কিন্তু সব সময়ে সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করে

১. ···মওজুদের জন্য গ্রীক বর্ণনার একটি চরিত্র। তেমনি ইংরেজদেরও সঞ্চয়ের দুটি অর্থ: Sauver ও epargner.

২. "Questo infinito che le cose non hanno in progresso, hanno in giro" (Galiani).

৩. 'Ce n'est pas la matiere qui fait le capital, mais la valeur de ces matieres.' (J. B. Say : "Traite d'Econ. polit." 3 eme ed Paris 1817 tii P 429).

৪. "দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত 'কারেন্সি'-কে (!) বলা হয় 'মূলধন'। (ম্যাকলিয়ড, 'থিয়োরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস অফ ব্যাংকিং' লণ্ডন ১৮৫৫ পৃঃ ৫৫)।' 'মূলধন হচ্ছে পণ্যদ্রব্য'। (জেমস্ মিল, 'এলিমেণ্টস অব পল ইকন' লণ্ডন ১৮২১, পৃঃ ৭৪)।

নিজেকে, সেহেতু তার আবশ্যক হয় একটি স্বতন্ত্র রূপের—যার সাহায্যে যে কোনো সময়ে তার স্বপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং এই যে রূপ, সেটি সে ধারণ করে কেবল অর্থের আকারেই। অর্থ রূপের অধীনেই মূল্যের প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় প্রজনন ক্রিয়ার শুরু এবং শেষ—এবং আবার শুরু। তার শুরু হয়েছিল £১০০ পাউণ্ড হিসেবে, এখন তা হয়েছে £১১০ পাউণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অর্থ নিজে হচ্ছে মূল্যের দুটি রূপের একটি মাত্র। যদি তা কোন পণ্যের রূপ ধারণ না করে, তা হলে তা মূলধন হয়ে ওঠে না। মওজুদের ক্ষেত্রে যেমন অর্থ এবং পণ্যের মধ্যে বিরোধ থাকে, এক্ষেত্রে অবশ্য তেমন কোন বিরোধ নেই। পুঁজিবাদী জানে যে সমস্ত পণ্যই—তা তাদের চেহারা যত কুৎসিৎই হোক না কেন কিংবা তাদের গন্ধ যতই উৎকটই হোক না কেন, তা হচ্ছে মনপ্রাণে অর্থ তথা ভিতরে ভিতরে সুন্নৎ করা ইহুদী এবং তার চেয়েও বেশী, একটা বিস্ময়কর উপায় যার সাহায্যে অর্থ থেকে আরো বেশী অর্থ তৈরী করা যায়।

প—অ—প সরল সঞ্চলনে পণ্য-মূল্য বড় জোর উপনীত হয় পণ্যের ব্যবহার মূল্য থেকে নিরপেক্ষ একটি রূপে—তথা অর্থ রূপে, কিন্তু সেই একই মূল্য এখন **অ—প—অ** সঞ্চলনে তথা মূলধন সঞ্চলনে, অকস্মাৎ নিজেকে উপস্থাপিত করে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে—এমন একটি স্বতন্ত্র সত্তা যার আছে নিজস্ব গতিবেগ, যা অতিক্রান্ত হয় নিজস্ব এমন একটি জীবন বৃত্তের মধ্য দিয়ে যাতে অর্থ এবং মুদ্রার ভূমিকা কেবল দুটি রূপ হিসেবে, যে-রূপ দুটি সে পালাক্রমে পরিগ্রহ করে এবং পরিত্যাগ করে। না, তার চেয়েও বেশি : কেবলমাত্র পণ্যদ্রব্যাদির সম্পর্ক সমূহর প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে, সে এখন প্রবেশ করে নিজের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সমূহের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে। নিজের মধ্যেই সে পৃথগায়িত করে মূল মূল্য রূপে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য রূপে, যেমন জনক নিজেকে পৃথগায়িত করে তার জাতক থেকে—যদিও উভয়ই একবয়সী বা সমবয়সী ; কেননা কেবলমাত্র £১০ পাউণ্ডের উদ্বৃত্ত মূল্যের দ্বারাই গোড়ায় আগাম দেওয়া £১০০ পাউণ্ড মূলধন হয়ে ওঠে এবং যে মুহূর্তে এটা ঘটে যায় সেই মুহূর্তেই জাতকের, এবং জাতকের মাধ্যমে জনকের, জন্ম ঘটে এবং তাদের পার্থক্যও হয় তিরোহিত এবং তারা পরিণত হয় £ ১০ পাউণ্ডে।

এইভাবে মূল্য এখন পরিণত হয় প্রক্রিয়াশীল মূল্যে, প্রক্রিয়াশীল অর্থে তথা মূলধনে। তা সঞ্চলন থেকে বেরিয়ে আসে। আবার ঢুকে যায় তারই মধ্যে, তার আবর্তের মধ্যে নিজেকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করে, সম্প্রসারিত আয়তন নিয়ে তা থেকে বেরিয়ে ফিরে আসে, এবং আবার নতুন করে একই পরিক্রমণ শুরু করে।[১]

---

১. Capital : 'protion fructifiante de la richesse accumulee… … valeur permanente, multipliante' (Sismondi Nouveaux "Principes d' Econ-Polit, p. 88, 89).

অ—অ´ অর্থ ই অর্থের জন্ম দেয়—, এটাই হচ্ছে 'মূলধন'-এর বর্ণনা যা আমরা পেয়েছি তার প্রথম ভাষ্যকারদের কাছ থেকে, বাণিজ্যবাদীদের কাজ থেকে।

বিক্রয়ের জন্য ক্রয়, কিংবা ঠিক ভাবে বললে মহার্ঘতর বিনিময়ে বিক্রয়ের জন্য ক্রয়, **অ—প—অ´** নিশ্চিত ভাবে দেখা দেয় এমন একটি রূপে যা কেবল এক ধরনের মূলধনেরই বৈশিষ্ট্য—বাণিজ্য-মূলধনের। কিন্তু শিল্প-মূলধনও হচ্ছে অর্থ, যা পরিবর্তিত হয় পণ্যদ্রব্যাদিতে এবং সেই পণ্যদ্রব্যাদির বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনঃরূপান্তরিত হয় অধিকতর পরিমাণ অর্থে। বিক্রয় এবং ক্রয়ের অন্তর্বর্তী অবকাশ, সঞ্চলনের বাইরে যেসব ঘটনা ঘটে, তা তার গতিক্রমকে ক্ষুণ্ণ করে না। সর্বশেষে, সুদ-প্রজনক মূলধনের ক্ষেত্রে, **অ—প—অ´** সঞ্চলনটি সংক্ষেপিত বলে প্রতীয়মান হয়। মধ্যবর্তী স্তরটি ডিঙিয়েই তার ফলশ্রুতি আমরা পেয়ে যাই **অ—অ´**-এর রূপে "en style lapidaire," অর্থ যা বেশী অর্থের সমান, মূল্য যা নিজের চেয়ে বেশী।

সুতরাং, বাস্তবিক পক্ষে,—**অ—প—অ´**—হচ্ছে মূলধনের সাধারণ সূত্র, সঞ্চলনের পরিধিতে যা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে দেখা দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ মূলধনের সাধারণ সূত্রে স্ববিরোধসমূহ ॥

অর্থ যখন মূলধনে পরিণত হয় তখন তা যে-রূপ ধারণ করে, সে রূপটি—আমরা এ পর্যন্ত পণ্যের প্রকৃতি, মূল্য ও অর্থ, এবং এমনকি স্বয়ং সঞ্চলনের উপরে কোনো প্রভাব আছে, এমন যত নিয়মাবলী পর্যালোচনা করেছি—সেই সব নিয়মাবলীরই বিপরীত-রূপী। পণ্যের সরল সঞ্চলনের রূপ থেকে যে-ব্যাপারে এই রূপটির পার্থক্য তা হচ্ছে দুটি বিপরীতমুখী পর্যায়ের—বিক্রয় এবং ক্রয়ের—ক্রমাগত পারম্পর্যের বিপরীতমুখী সংঘটন। এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার নিছক রূপগত এই যে পার্থক্য তা তাদের চরিত্রে, যেন ঠিক ভোজবাজির মতো, এই পরিবর্তন ঘটাতে পারে কেমন করে?

কিন্তু সেখানেই সবটা শেষ হয়ে য'চ্ছে না। যে তিনজন ব্যক্তি একত্রে এই কারবারটি সম্পাদন করে, তাদের মধ্যে তিনজনের কাছেই এই বিপরীতমুখী পারম্পর্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। পুঁজিবাদী হিসেবে আমি **ক**-এর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করি এবং সেই পণ্যকে আবার **খ**-এর কাছে বিক্রয় করি, কিন্তু পণ্যের সরল মালিক হিসেবে আমি সেই পণ্য **খ**-এর কাছে বিক্রয় করে আবার **ক**-এর কাছ থেকে নতুন পণ্য ক্রয় করি। এই দু ধরনের কারবারের মধ্যে **ক** এবং **খ** কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। তারা কেবল ক্রেতা বা বিক্রেতা। এবং প্রত্যেকটি উপলক্ষেই আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি হয় অর্থের মালিক হিসেবে, নয় পণ্যের মালিক হিসেবে, ক্রেতা হিসেবে কিংবা বিক্রেতা হিসেবে; এবং তার চেয়েও বড় কথা দুটি কারবারই আমি **ক**-এর বিপরীতে দাঁড়াই কেবল ক্রেতা হিসেবে এবং **খ**-এর বিপরীতে দাঁড়াই কেবল বিক্রেতা হিসেবে: একজনের কাছে কেবল অর্থ হিসেবে এবং অন্যজনের কাছে কেবল পণ্য হিসেবে—কিন্তু কারো বিপরীতেই দাঁড়াই না মূলধন হিসেবে তথা পুঁজিবাদী হিসেবে কিংবা এমন কোন কিছুর প্রতিনিধি হিসেবে যা অর্থ বা পণ্যের থেকে বেশী কিছু, কিংবা যা অর্থ এবং পণ্য যা উৎপাদন করতে পারে তার চেয়ে বেশী কিছু উৎপাদন করতে পারে। আমার কাছে **ক**-এর কাছ থেকে ক্রয় এবং **খ**-এর কাছে বিক্রয় একটি ক্রমিক প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। কিন্তু দুটি ক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ তা কেবল আমার কাছেই অস্তিত্বশীল। **খ**-এর সঙ্গে আমার যে কারবার তা নিয়ে **ক** মাথা ঘামায় না। আবার **ক**-এর সঙ্গে আমার যে কারবার **খ**-ও তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর পরম্পরাগত ঘটনাক্রমের বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটাবার

ব্যাপারে আমার ভূমিকার মাহাত্ম্য আমি যদি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে যাই, তা হলে তারা হয়তো আমাকে দেখিয়ে দেবে যে পারম্পর্য সম্পর্কে আমার যে ধারণা, আসলে সেটাই ছিল ভুল এবং কারবারের গোটা প্রক্রিয়াটির শুরু এবং শেষ যথাক্রমে ক্রয় ও বিক্রয় দিয়েই ঘটেনি, বরং ঘটেছিল ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে অর্থাৎ শুরু হয়েছিল বিক্রয়ে এবং শেষ হয়েছিল ক্রয়ে। বস্তুতঃ পক্ষে, **ক**-এর দৃষ্টিতে আমার প্রথম কাজটি তথা ক্রয়ের কাজটি হচ্ছে 'বিক্রয়' এবং **খ**-এর দৃষ্টিতে আমার দ্বিতীয় কাজটি তথা বিক্রয়ের কাজটি হচ্ছে 'ক্রয়'। সেখানেই সন্তুষ্ট না থেকে **ক** এবং **খ** ঘোষণা করবে যে গোটা ক্রমিক প্রক্রিয়াটি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য মাত্র, একটা উল্‌টো-পাল্‌টা ব্যাপার; তারা ঘোষণা করবে যে ভবিষ্যতে **ক** সরাসরি ক্রয় করবে **খ**-এর কাছ থেকে, এবং **খ** সরাসরি বিক্রয় করবে **ক**-এর কাছে। এই ভাবে গোটা ক্রমিক প্রক্রিয়াটি পর্যবসিত হবে একটি মাত্র ক্রিয়ায়, পণ্যের মামুলি আবর্তের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন অ-পরিপূরিত পর্যায়ে, **ক**-এর দৃষ্টিতে নিছক একটি বিক্রয়ে এবং **খ**-এর দৃষ্টিতে নিছক একটি ক্রয়ে। সুতরাং ক্রমিক পরম্পরার বিপরীতায়নের ফলে আমরা সরল পণ্য-সঞ্চলনের পরিধির বাইরে চলে যাই না; আমাদের বরং দেখা উচিত যে এই সরল সঞ্চলনে এমন কিছু আছে কিনা যা সঞ্চলনে অনুপ্রবেশকারী মূল্যের সম্প্রসারণে তথা উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃজনে সাহায্য করে।

যে রূপের আকারে পণ্যের সরল ও সরাসরি বিনিময় নিজেকে উপস্থিত করে সেই রূপের আকারেই সঞ্চলন প্রক্রিয়াটিকে আলোচনা করে দেখা যাক। যখন পণ্যদ্রব্যাদির দুজন মালিক পরস্পরের কাছ থেকে ক্রয় করে, এবং হিসেবে নিকেশের নির্দিষ্ট দিনে পরস্পরের কাছে দেনা-পাওনার পরিমাণ সমান হওয়ায় তা পরস্পরকে বাতিল করে দেয়, তখন সব সময়েই এমন ঘটনাই ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে হিসেব রাখার অর্থ এবং তা কাজ করে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যকে দামসমূহের মাধ্যমে প্রকাশ করতে, অথচ নিজে কিন্তু সে নগদ টাকার আকারে না থেকেও পণ্যদ্রব্যাদির মুখোমুখি হয়। এটা সুস্পষ্ট যে ব্যবহার মূল্যের দিক থেকে দেখলে দুটি পক্ষই কিছু সুবিধা পেতে পারে! দুজনেই নিজ নিজ পণ্য হাতছাড়া করে যে যে পণ্যের ব্যবহার মূল্য তাদের নিজের নিজের কাছে নেই এবং হাতে পায় এমন এমন পণ্য যার যার ব্যবহার মূল্য তার তার কাছে আছে। তা ছাড়া, আরো একটি সুবিধাও পাওয়া যেতে পারে। **ক** বিক্রয় করে মদ এবং ক্রয় করে শস্য; সে সম্ভবতঃ **খ** নামক কৃষকের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ে বেশী পরিমাণ মদ উৎপাদন করতে পারে, অন্য দিকে আবার **খ** সম্ভবতঃ **ক** নামক মদ প্রস্তুত-কারকের তুলনায় পারে বেশী পরিমাণ শস্য উৎপাদন করতে। সুতরাং, নিজে নিজে নিজের জন্য শস্য ও মদ উৎপাদন করে তারা যে যে পরিমাণ পেত, তার তুলনায় একই বিনিময় মূল্যে **ক** পেতে পারে অধিকতর পরিমাণে শস্য এবং **খ**

অধিকতর পরিমাণে মদ। সুতরাং ব্যবহার মূল্যের দিক থেকে এ কথা বলার পেছনে বেশ ভালো যুক্তি আছে যে, "বিনিময় হচ্ছে এমন একটি লেনদেন যার ফলে দু পক্ষই লাভবান হয়।"[১] বিনিময়-মূল্যের দিক থেকে কিন্তু ব্যাপারটি অন্য ধরনের। "প্রচুর মদ আছে কিন্তু কোনো শস্য নেই এমন একজন ব্যক্তি কারবার করে এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে যার প্রচুর শস্য আছে কিন্তু কোনো মদ নেই, তাদের মধ্যে বিনিময় ঘটে ৫০ মূল্যের শস্যের সঙ্গে ঐ একই মূল্যের মদের। এই লেনদেনের ফলে বিনিময়-মূল্য কোনো বৃদ্ধিই ঘটেনা—না কারো পক্ষেই না, কেননা লেনদেনের মাধ্যমে যে যা মূল্য পেল তার আগেও তার সেই মূল্যই ছিল।[২]" ফলে কোনো পরিবর্তন ঘটেনা বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থকে চালু করলে এবং বিক্রয় ও ক্রয়কে স্বতন্ত্র ক্রিয়ার পরিণত করলে,[৩] সঞ্চলনে যাবার আগে পণ্যের মূল্য অভিব্যক্ত হয় দামের মাধ্যমে; সুতরাং এটা হল সঞ্চলনের একটি পূর্ব-শর্ত, তার ফল নয়।[৪]

বিশ্লিষ্ট ভাবে বিবেচনা করলে অর্থাৎ সরল পণ্য-সঞ্চলনের নিয়মগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত নয় এমন সব ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিবেচনা করলে, যা দেখি তা একটি বিনিময় মাত্র, যা সংশ্লিষ্ট পণ্যটির রূপে একটি নিছক পরিবর্তন; একটি রূপান্তরণ ছাড়া আর কিছু নয় (অবশ্য, যদি আমরা একটি ব্যবহার-মূল্যের বদলে আরেকটি ব্যবহার-মূল্যের স্থান-গ্রহণের ঘটনাটিকে বাদ দিয়ে ধরি)। পণ্যের মালিকটির হাতে আগা গোড়াই থেকে যায় একই বিনিময়-মূল্য অর্থাৎ একই পরিমাণ বিধৃত সামাজিক শ্রম—প্রথমে তার নিজেরই পণ্যের আকারে এবং শেষে, ঐ অর্থের সাহায্যে সে যে পণ্য ক্রয় করে, তার আকারে। রূপগত পরিবর্তন মানে আয়তনগত পরিবর্তন নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে পণ্যটির মূল্য যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পার হয়, তা তার অর্থ রূপে পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই রূপটি বিদ্যমান হয় প্রথমে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত পণ্যটির

১. "L'echange est une transaction admirable dans laquelle les deux contractants gagnent-toujours (!)." (Destutt de Tracy : 'Traite de la Volonte et de ses effets, Paris, 1826, p. 68.) পরবর্তীকালে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল এই নামে : "Traite d'Econ, Polit.

২. 'Mercier de la Riviere', l.c. p. 544.

৩. "Que l'une de ces deux valeurs soit argent, ou qu'elles soient toutes deux marchandises usuelles, rien de plus indifferent en soi." ("Mercier de la Riviere." l.c. p. 543)

৪. "Ce ne sont pas les contractants que prononcent sur la valeur ; elle est deeidee avant la convention." (Le Trosne, p. 906)

দাম হিসেবে ; পরে সত্যকার অর্থের একটি পরিমাপ হিসেবে—যা অবশ্য আগেভাগেই অভিব্যক্তি পেয়েছিল দাম হিসেবে, এবং শেষে একটি সমার্ঘ পণ্যে দাম হিসেবে। £৫ পাউণ্ডের একটি নোটকে যদি 'সভরিন' 'হাফ সভরিন' ও শিলিং এ পরিবর্তন করা হয়, তা হলে যতটা পরিবর্তন সূচিত হয়, এক্ষেত্রেও রূপগত পরিবর্তন ঠিক ততটাই মূল্যগত পরিবর্তন সূচিত করে। সুতরাং পণ্য-সঞ্চলন যতটা পর্যন্ত কেবল পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যসমূহেই একটি পরিবর্তন ঘটায় এবং ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী প্রভাবাদি থাকে মুক্ত থেকে ততটা পর্যন্ত তা আবশ্যিক ভাবেই হবে সমানে সমানে বিনিময়। মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে যেহেতু 'হাতুড়ে অর্থশাস্ত্র' প্রায় কিছুই জানেনা সেই হেতু যখনি তা সঞ্চলন ঘটনাবলীকে তাদের বিশুদ্ধ স্বরূপে বিবেচনা করতে চায়, তখনি তা ধরে নেয় যে যোগান আর চাহিদা পরস্পরের সমান—যার মানে দাঁড়ায় এই যে তাদের ফলশ্রুতি হচ্ছে শূন্য। সুতরাং যদি বিনিমিত ব্যবহার-মূল্যসমূহের ক্ষেত্রে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই সম্ভবতঃ কিছু লাভ হয়, তথাপি সেটা কিন্তু বিনিময়-মূল্যের ক্ষেত্রে খাটেনা। এখানে বরং আমাদের বলতে হবে, "যেখানে সমতা উপস্থিত সেখানে লাভালাভ অনুপস্থিত।"[১] একথা সত্য যে, মূল্য থেকে বিচ্যুত হয়ে হয়ে ভিন্নতর দামে পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রীত হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের বিচ্যুতিগুলিকে গণ্য করতে হবে পণ্য-বিনিময়ের নিয়মাবলীর লঙ্ঘন হিসাবে,[২] যা তার স্বাভাবিক অবস্থায় হচ্ছে সমার্ঘ দ্রব্যাদির বিনিময় এবং কাজে কাজেই, তা কোন ক্রমেই মূল্যের বৃদ্ধি সাধনের পন্থা নয়।[৩]

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পণ্য-দ্রব্যাদির সঞ্চলনকে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি উৎস হিসেবে দেখানোর সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু যা ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে একটি আদান-প্রদানের, ব্যাপার ব্যবহার মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের একটি সংমিশ্রণ। যেমন, কঁদিলাক বলেন, "একথা সত্য নয় যে বিনিময়ের বেলায় আমরা মূল্যের বদলে মূল্য দিয়ে থাকি উলটো, চুক্তিবদ্ধ দুটি পক্ষের প্রত্যেকটি পক্ষই

১, 'Dove e egualita non e lucro' (Galiani 'Della Moneta. in Custodi, Parte Moderna t. iv p. 244.)

২. "L'echange devient desavantageux pour l'une des parties, lorsque quelque chose etrangere viexd diminuer ou exagerer le pridx alors l'egalite est blesscee, mais la lesion procede de cette cause et non de l'echange" (Le Trosne, l.c. p. 904).

৩. "L'echange est de sa nature un contrat degalite qui se fait de valeui-pour valeur egale. Il nest done pas un moyeu de s'enrichir, puisque liou donne autant que l'on recoit." (Le Trosne, l.c. p. 903)

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বৃহত্তর মূল্যের বদলে ক্ষুদ্রতর মূল্য দিয়ে থাকে।··· আমরা যদি সত্য সত্যই সমান সমান মূল্যের বিনিময় করতাম তা হলে কোনো পক্ষেই কোনো মুনাফা করতে পারত না। কিন্তু তবু তো তারা দু পক্ষই লাভ করে কিংবা তাদের দু পক্ষেরই লাভ করা উচিত। কেন? কোন জিনিসের মূল্যের অস্তিত্ব একমাত্র আমাদের অভাববোধেরই পরিপ্রেক্ষিতে। একজনের কাছে যা অধিকতর, অন্যজনের কাছে তা-ই অল্পতর এবং এর উল্টোটাও সত্য। · এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে আমাদের পরিভোগের জন্য যে দ্রব্যসামগ্রী দরকার সেগুলিকে আমরা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করি ··· একটি উপযোগিতা-বিহীন দ্রব্যই আমরা হস্তান্তরিত করতে চাই যাতে করে যে দ্রব্যটি আমাদের কাছে উপযোগিতা-সম্পন্ন সেটি আমরা পেতে পারি; আমরা বেশির জন্য কম দিতে চাই।···যখন বিনিমিত প্রত্যেকটি দ্রব্যই ছিল একই পরিমাণ সোনার সঙ্গে সমমূল্য, তখন এটা ভাবা স্বাভাবিক ছিল যে একটি বিনিময় মূল্যের বদলে মূল্যই দেওয়া হচ্ছে। · কিন্তু আমাদের হিসেবে আরো একটি বিষয় ধরা উচিত। তা এই যে আমরা দুজনেই প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর অন্য অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু দিয়ে দিচ্ছি কিনা।"[১] এই অনুচ্ছেদটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে কঁদিলাক কেবল ব্যবহার মূল্যের সঙ্গে বিনিময়-মূল্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন, কেবল তাই নয় আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি, কেমন করে একেবারে বালখিল্যের মতো তিনি ধরে নিয়েছেন যে, যে-সমাজের পণ্য-উৎপাদন বেশ সুপরিণত তেমন একটি সমাজে প্রত্যেক উৎপাদনকারীই উৎপাদন করছে তার নিজের জীবন ধারণের উপকরণাদি আর সঞ্চলনে ছুঁড়ে দিচ্ছে যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেবল তা-ই।[২] তবু কিন্তু কঁদিলাকের এই যুক্তিই হামেশা কাজে লাগান আধুনিক অর্থনীতি-বিদরা—বিশেষ করে তখন, যখন তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, পণ্যদ্রব্যাদির বিনিময় তার পরিণত পর্যায়ে তথা বাণিজ্যের পর্যায়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্ম দেয়। দৃষ্টান্ত

---

১. Condillac: "Le Commerce et la Gouvernement' (1776) Edit, Daire et Molinari in the "Melanges d' Econ. Polit.", Paris 1847, pp 267, 291.

২. লে ত্রসনি তাঁর বন্ধু কঁদিলাক-এর উত্তরে সঠিক ভাবেই বলেন, সেই সঙ্গে একটু বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তিনি মন্তব্য করেন, "যদি যে-দুজন ব্যক্তি বিনিময় করে তাদের প্রত্যেকেই একটি সমান পরিমাণের বাবদে বেশি পায় এবং একটি সমান পরিমাণের বাবদে কম দেয়, তা হলে তারা দুজনে একই পায়।" যে-হেতু বিনিময়-মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে কঁদিলাক-এর সামান্যতম ধারণাও নেই, সেই হেতু মান্যবর অধ্যাপক রুশার তাঁকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর নিজের বালসুলভ ধারণাগুলির সারবত্তা প্রমাণের জন্য সঠিক ব্যক্তি হিসাবে। দ্রষ্টব্য: Roscher's Die Grundlagen der Notionalokonomie, Dritte Auflage.'' 1858।

হিসেবে উধৃত করা যায়: "বাণিজ্য ·····উৎপাদিত দ্রব্যসমূহে মূল্য সংযোজিত করে, কেননা ঐ একই দ্রব্যাদি যখন থাকে উৎপাদকদের হাতে তখন তাদের যা মূল্য থাকে, তার চেয়ে তাদের মূল্য বেশী হয় যখন তারা আসে পরিভোক্তাদের হাতে এবং এই ব্যাপারটিকে যথাযথ ভাবে দেখলে উৎপাদনের ক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করা উচিত।"[১] কিন্তু পণ্যদ্রব্যাদির জন্য তো দু-দুবার দাম দেওয়া হয়না—একবার তাদের ব্যবহার-মূল্যের জন্য এবং দ্বিতীয় বার তাদের মূল্যের জন্য। এবং যদিও একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য তার বিক্রেতার তুলনায় তার ক্রেতার কাছে বেশী কাজে লাগে, তার অর্থরূপ কিন্তু তার বিক্রেতার কাছেই বেশী কাজের জিনিস। তা না হলে কি সে তা বিক্রয় করত? সুতরাং আমরা ঐ একই যুক্তিতে বলতে পারি যে ক্রেতার কাজটিকেও "যথাযথ ভাবে দেখলে উৎপাদনের ক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করা উচিত," কেননা সে ধরা যাক, মোজাগুলিকে রূপান্তরিত করে অর্থে।

যদি সমান বিনিময়-মূল্যের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য কিংবা পণ্যদ্রব্য ও অর্থ, এবং কাজে কাজেই সমার্ঘ সামগ্রী-সমূহ বিনিমিত হয়, তা হলে এটা তো পরিষ্কার যে সঞ্চলনে যে-পরিমাণ মূল্য কেউ নিক্ষেপ করে থাকে, তা থেকে বেশী মূল্য সে তুলে নিতে পারে না। কোনো উদ্বৃত্ত মূল্যেরই সৃষ্টি এখানে হয় না এবং তার স্বাভাবিক রূপে পণ্য-সঞ্চলন যা দাবি করে, তা হচ্ছে সমার্ঘ সামগ্রীর বিনিময়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটির স্বাভাবিক রূপ বজায় থাকে। সুতরাং অ-সমার্ঘ সামগ্রী-সমূহের বিনিময়ের প্রশ্নটি বিচার করা যাক।

যাই হোক না কেন পণ্যের বাজারে কেবল পণ্যের মালিকদেরই ঘন ঘন যাতায়াত থাকে এবং এই সব ব্যক্তিরা পরস্পরের উপর যে ক্ষমতা বিস্তার করে তা তাদের পণ্যাদির ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়,। এই সব পণ্যসামগ্রীর বস্তুগত বিভিন্নতাই নানাবিধ বিনিময় ক্রিয়ার বৈষয়িক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল করে, কেননা তাদের মধ্যে কেউই তার নিজের অভাব মেটাবার মতো সামগ্রীটির মালিক নয় এবং প্রত্যেকেরই মালিকানায় আছে অন্য কারো অভাব মেটানোর মতো সমাগ্রী। তাদের নিজ নিজ ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে এই বস্তুগত বিভিন্নতা সত্বেও, পণ্যে কেবল আর একটি মাত্র পার্থক্য আছে; সে পার্থক্যটি হল তাদের অবয়বগত রূপ এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে তারা যে রূপটিতে রূপান্তরিত হবে সেই রূপ—পণ্য এবং অর্থের মধ্যেকার পার্থক্য। এবং কাজে কাজেই পণ্যের মালিকদের পার্থক্য করা যায় কেবল বিক্রেতা হিসেবে এবং ক্রেতা হিসেবে—যথাক্রমে যারা পণ্যের মালিক এবং যারা অর্থের মালিক, সেই হিসেবে।

১. S. P. Newman, 'Elements of pollit. Econ. Andover and New York, 1835, p. 175.

ধরা যাক, ব্যাখ্যার অতীত কোন বিশেষ অধিকার বলে বিক্রেতা তার পণ্য-সমূহকে তাদের মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রয় করতে সক্ষম হল, যেমন ১০০-র জায়গায় ১১০-এ যে ক্ষেত্রে দাম নামীয় ভাবে বর্ধিত হল শতকরা ১০ ভাগ। সুতরাং বিক্রেতার পকেটে এল ১০ সংখ্যক উদ্বৃত্ত মূল্য। কিন্তু বিক্রয় করে দেবার পরে সে পরিণত হয় ক্রেতায়। তখন এক তৃতীয় পণ্য-মালিক তার কাছে আসে বিক্রেতা হিসেবে; সে-ও তার ক্ষমতা বলে ভোগ করে তার পণ্যসামগ্রীকে শতকরা ১০ ভাগ বেশিতে বিক্রয় করবার অধিকার। আমাদের বন্ধুটি বিক্রেতা হিসেবে যে বাড়তি ১০ হাত করেছিল, ক্রেতা হিসেবেই সেটাই তার হাত-ছাড়া হয়ে গেল।[১] নীট ফল এই দাঁড়ায় যে সমস্ত পণ্য-মালিকেরাই তাদের দ্রব্যসামগ্রী পরস্পরের কাছে বিক্রয় করে মূল্যের উপরে শতকরা ১০ ভাগ বেশিতে, যার মানে দাঁড়ায় ঠিক এই জিনিসটিই যে তারা যেন তাদের দ্রব্যসামগ্রীকে তাদের যথার্থ মূল্যেই বিক্রয় করেছে। দামের এমন সাধারণ ও নামীয় বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফল যা ঘটে তা হচ্ছে যেন সোনার ওজনে প্রকাশিত না হয়ে রূপার ওজনে মূল্য প্রকাশিত হবার মতো। পণ্যদ্রব্যাদির দাম নামীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তাদের মূল্যসমূহের মধ্যকার আসল সম্পর্ক অ-পরিবর্তিতই থেকে যাবে।

এবারে একটি উলটো ব্যাপার ধরে নেওয়া যাক। ধরা যাক যে ক্রেতা একটি বিশেষ অধিকারবলে পণ্যদ্রব্যাদিকে তাদের মূল্যের কমে ক্রয় করার সুযোগ পেল। এ ক্ষেত্রে এটা মনে রাখার দরকার নেই যে সে আবার পালাক্রমে বিক্রেতায় পরিণত হবে, ক্রেতা হবার আগে সে বিক্রেতাই ছিল; ক্রেতা হিসাবে শতকরা ১০ ভাগ লাভ করার আগেই সে বিক্রেতা হিসেবে ১০% ভাগ লোকসান দিয়েছে।[২] সব কিছুই যেমন ছিল, তেমনি আছে।

অতএব পণ্যদ্রব্যাদি তাদের মূল্যের বেশিতে বিক্রী হয় কিংবা কমে ক্রীত হয়—এ দুটির কোনটা ধরে নিয়েই উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না।[৩]

১. "উৎপন্ন দ্রব্যের নামীয় মূল্যবৃদ্ধিতে বিক্রেতারা ধনবান হয় না···কেননা বিক্রেতা হিসেবে তারা যা পায়, ক্রেতা হিসেবে তা-ই আবার তারা হারায়।" ("The Essential Principles of the Wealth of Nations." 1797, p. 66.)

২. Si l'on est force de donner pour 18 livers une quantite de de telle preduction qui en valait 24, lorsqu'on employera ce meme argent a acheter, on aura egalement pour 18 l. ce que l'on payait 24." (Le Trosne l.c. p· 897).

৩. "Chaque vendeur ne peut donc parvenir a rencherir habituellement ses marchandises, qu'en se soumettan aussi a payer habituellement plus cher les marchandises des autres vendeurs, et par la meme

কর্নেল টরেন্স যেমন করেছেন তেমন ভাবে অবান্তর ব্যাপারগুলি টেনে এনেও সমস্যাটাকে সরল করে ফেলা সম্ভব হয় না। টরেন্স লিখেছেন, "পণ্যদ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় তাদের জন্য, সরাসরি বা ঘোরালো দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যম মূলধনের বৃহত্তম অংশ প্রদানের ব্যাপারে পরিভোগকারীদের যে সক্ষমতা ও প্রবণতা (!), তা থেকেই ফলপ্রসূ চাহিদার উদ্ভব ঘটে।"[১] সঙ্কলনের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনকারী এবং পরিভোগকারীদের সাক্ষাৎকার ঘটে কেবল ক্রেতা এবং বিক্রিতা হিসেবেই। উৎপাদনকারীর দ্বারা অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্য উদ্ভূত হয় এই ঘটনা থেকে যে পরিভোগকারীরা পণ্যদ্রব্যাদির জন্য তাদের মূল্যের অতিরিক্ত কিছু দিয়ে থাকে—একথা বলার যা মানে দাঁড়ায় তা এই : বিক্রেতা হিসেবে পণ্য-মালিক মূল্যের বেশিতে বিক্রয় করবার বিশেষ অধিকার ভোগ করে। বিক্রেতা নিজেই তার পণ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন করেছে কিংবা উক্ত পণ্যদ্রব্যাদির উৎপাদনকারীর প্রতিনিধিত্ব করছে, কিন্তু ক্রেতাও তো তার সমভাবেই অর্থের আকারে পণ্যদ্রব্যাদির উৎপাদন করেছে কিংবা তার উৎপাদনকারীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে একজন ক্রয় করে, অন্যজন বিক্রয় করে। উৎপাদকের অভিধায় অভিহিত হয়ে পণ্যের মালিক তার পণ্য বিক্রয় করে তার মূল্যের অতিরিক্ত কিছুতে এবং পরিভোক্তার অভিধায় অভিহিত হয়ে সে-ই আবার দিয়ে থাকে পণ্যের মূল্যের অতিরিক্ত কিছু—এই ঘটনা আমাদের এক পা-ও এগিয়ে নিয়ে যায় না।[২]

দামের নামীয় বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে কিংবা মূল্যের বেশিতে বিক্রয় করার যে বিশেষ অধিকার বিক্রেতার রয়েছে সেই অধিকারভোগের বলে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপত্তি—এই প্রতারণাটির যাঁরা ধ্বজাধারী, তাঁরা যদি সুসঙ্গতভাবে তাঁদের বক্তব্য রাখতে চান, না হলে ধরে নিতে হবে যে এমন একটি শ্রেণী আছে, যে শ্রেণী কেবল পরিভোগই করে, কিন্তু কিছু উ-পাদন করে না। এই পর্যন্ত আমরা যে অবস্থানে—যে সরল সঙ্কলনের অবস্থানে—এসে পৌঁছেছি, তাতে এই ধরনের একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব আমাদের ব্যাখ্যার অতীত। কিন্তু এমন একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব আগে থেকেই ধরে নেওয়া যাক। এই ধরনের একটি শ্রেণী যে অর্থের সাহায্যে নিরন্তর কারবারের ক্রয়গুলি

raison, chaque consommateur ne peut payer habituellement moins cher ce qu'il achete, qu'en se soumettant aussi a une diminution semblance sur le prix des choses qu'il" vend.• (Mercier de la Riviere, l. c. p. 555.)

১. R. Trrens, "An Essay on the Production of wealth," Lond 1821, p. 349.

২. "পরিভোগকারীরা মুনাফা দেয়—এই ধারণা নিশ্চিতভাবেই আজগুবি। পরিভোগকারী কারা ? " (G. Ramsay, "An Essay on the Distribution of Wealth," Edinburgh, 1836, p. 183)

চালিয়ে যাচ্ছে, সেই অর্থ পণ্য-মালিকদের পকেট থেকে—বিনিময় ব্যাতিরেকে, প্রতিদান ছাড়াই, পরাক্রম বা অধিকারের জোরে—নিশ্চয়ই নিরন্তর তার পকেটে অনবরত বয়ে আসছে। এমন একটি শ্রেণীর কাছে মূল্যের বেশিতে পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করার মানে হচ্ছে এই যে, সেই শ্রেণীটিকে আগেভাগেই যে অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারই একটা অংশ ফেরৎ হাতিয়ে নেওয়া।[১] এশিয়া মাইনর-এর শহরগুলি এইভাবে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের কাছে একটি বার্ষিক কর দিত। এই অর্থের সাহায্যে রোম তাদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করত এবং ক্রয় করতো মূল্যের তুলনায় ঢের বেশিতে। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির অধিবাসীরা এইভাবে রোমানদের প্রতারণা করতো এবং এইভাবে তাদের বিজেতাদের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদেরই দেওয়া করের একটা অংশ ফেরৎ নিয়ে আসত। কিন্তু সব সত্ত্বেও আসলে বিজিতরাই হত প্রতারিত। তাদের দ্রব্যসামগ্রীর দাম দেওয়া হত তাদেরই কাছ থেকে নেওয়া অর্থেই। এ পথে ধনবানও হওয়া যায় না, উদ্বৃত্ত মূল্যও সৃষ্টি করা যায় না।

অতএব আমরা আমাদের নিজেদেরকে বিনিময়ের সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ রাখব যেখানে বিক্রেতারা আবার ক্রেতাও এবং ক্রেতারা বিক্রেতাও। সম্ভবতঃ অভিনেতাদের ব্যক্তি হিসেবে না দেখে আমরা তাদের বিগ্রহ হিসেবে দেখেছি বলেই আমাদের এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

খ কিংবা **গ**-কে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ না দিয়েই হয়তো **ক** তাদের কাছে থেকে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। **ক** বিক্রয় করল **খ** এর কাছে £৪০ পাউণ্ডের মদ এবং বিনিময় তার কাছ থেকে পেল £৫০ পাউণ্ডের শস্য। **ক** তার £৪০ পাউণ্ডকে রূপান্তরিত করে নিলে £৫০ পাউণ্ডে, কম অর্থ থেকে করে নিল বেশী অর্থ এবং তার পণ্যসম্ভারকে রূপান্তরিত করে ফেলল মূলধনে। আরো একটু গভীর ভাবে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। বিনিময়টি ঘটবার আগে **ক**-এর হাতে ছিল £৪০ পাউণ্ড মূল্যের মদ এবং **খ**-এর হাতে ছিল £৫০ পাউণ্ড মূল্যের শস্য—দুজনের মিলিয়ে মোট £৯০ পাউণ্ড। সঙ্কলনের মূল্য বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি

১. "যখন কোন মানুষের কোন একটি চাহিদার অভাব, তখন কি মিঃ ম্যালথাস তাকে সুপারিশ করবেন যে সে অন্য কাউকে পয়সা দিক, যাতে সে তার জিনিসগুলি নিয়ে যায়?"—রিকার্ডোর এক ক্রুদ্ধ শিষ্য ম্যালথাসকে একটি প্রশ্নটি করেছিলেন, যে-ম্যালথাস তাঁর শিষ্য পার্সন চ্যামার্স-এর মত এই সরল ক্রেতা-বিক্রেতাদের শ্রেণীটির অর্থনৈতিক ভাবে প্রশস্তি গান করেন। (দ্রষ্টব্য: "An Inquiry into those Principles Respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malthus," &c., London, 1821, p. 55)

তা কেবল বণ্টিত হয়েছে ভিন্নতর ভাবে **ক** এবং **খ**-এর মধ্যে। খ-এর কাছে যতটা মূল্য হ্রাস **ক**-এর কাছে ততটা মূল্য উদ্বৃত্ত; একজনের কাছে থেকে যা হল "বিয়োগ", অন্যজনের কাছে তা-ই হল "যোগ"। এই একই পরিবর্তন সংঘটিত হত যদি, বিনিময়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে না গিয়ে **ক** সরাসরি **খ**-এর কাছ থেকে £১০ পউণ্ড চুরি করে নিত। জনৈক ইহুদী যদি রানী অ্যানের ফার্দি এক গিনিতে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে যেমন সেই দেশের মোট মহার্ঘ ধাতু সম্ভারের বৃদ্ধি ঘটে না, ঠিক তেমনি মূল্যসমূহের পুনর্বণ্টনের ফলেও কোন দেশের সঙ্কলনশীল মোট মূল্য-সম্ভারের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। সমগ্রভাবে কোনো দেশের পুঁজিবাদী শ্রেণীই নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।[১]

যতই বাঁকানো মোচড়ানো যাক না কেন, ঘটনা যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। সমান সমান মূল্যের বিনিময় থেকে কোনো উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে না।[২] সঙ্কলন, কিংবা পণ্য-বিনিময় কোনো মূল্যের জন্ম দেয় না।[৩]

সুতরাং এখন কারণটা পরিষ্কার যে কেন মূলধনের প্রমাণ-রূপটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, যে রূপে তা আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠটিকে নির্ধারিত করে সেই রূপটি

১. Destutt de Tracy কিন্তু Institute-এর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, বা হওয়ার জন্যেই, বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, শিল্প ধনিকেরা মুনাফা করে, কারণ "তারা সকলেই উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় বেশিতে বিক্রয় করে এবং তারা কাদের কাছে বিক্রী করে? প্রথমেই তাদের পরস্পরের কাছে।" (l c. p. 239)

২. "L'echange qui se fait de deux valeurs egales n'augmente ni ne diminue la masse des valeurs subsistantes dans la societe L'echange de deux valeurs inegals·· ne change rien non plus a la somme des valeurs sociales, bien qu'il ajoute a la fortune de l'un ce qu'il ote, de la fortune de l'autre." (J. B. say, l. c. t, ii, pp. 443, 444.) এই বিবৃতির ফলাফল কি হতে পারে সেই সম্পর্কে মোটেই মাথা না ঘামিয়ে সে (say) এটাকে প্রায় হুবহু ফিজিওক্র্যাটদের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। নিচেকার দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যায় কিভাবে মঁশিয়ে সে' তাঁর কালে ভুলে যাওয়া ফিজিওক্র্যাটদের লেখাগুলি কাজে লাগিয়ে তাঁর নিজের "মূল্য" সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি "On n'achete des produits qu'avec des produits" (l. c. t. ii, p. 441) ফিজিওক্র্যাটদের লেখায় ছিল এই মূল-রূপে : Les productions ne se paient qu'avec des productions" (Le Trosne, l. c. P. 899)

৩. "বিনিময় উৎপন্ন দ্রব্যে আদৌ কোনো মূল্য সংযোজিত করে না" (F. Wayland : The Elements of Pol. Econ. Boston 1845, p. 169.)

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, আমরা আমাদের বিবেচনা থেকে তার সবচেয়ে জনপরিচিত তথা তার মান্ধাতার আমলের রূপগুলিকে—বণিক-পুঁজি এবং মহাজন-পুঁজিকে—পুরোপুরি বাদ দিয়ে রেখেছিলাম।

অ—প—অ আবর্তটি, বেশিতে বিক্রয়ের জন্য ক্রয়ের ব্যাপারটি, সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় বণিক-পুঁজির ক্ষেত্রে, কিন্তু গতিক্রমটি সংঘটিত হয় পুরোপুরি সঞ্চলন পরিধির অভ্যন্তরে। যাই হোক, যেহেতু কেবল সঞ্চলন দ্বারাই অর্থের মূলধনে রূপান্তরণকে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের গঠন-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেই হেতু প্রতীয়মান হবে যে, যত দিন পর্যন্ত সমার্ঘ সামগ্রীসমূহের বিনিময় হবে, ততদিন পর্যন্ত বণিক পুঁজির উদ্ভব অসম্ভব,[১] প্রতীয়মান হবে বণিক নিজেকে পরগাছার মতো বিক্রয়কারী এবং ক্রয়কারী উৎপাদকে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দুজনেরই মাথায় হাত বুলিয়ে যে দ্বিবিধ লাভ হাতিয়ে নেয়, তা থেকেই তার উদ্ভব। এই অর্থেই ফ্রাঙ্কলিন বলেন "যুদ্ধ হচ্ছে লুণ্ঠনবৃত্তি, সাধারণ ভাবে বাণিজ্য হচ্ছে প্রতারণা।"[২] উৎপাদকের নিছক প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া ছাড়া বণিকের অর্থের মূলধনে রূপান্তরণকে যদি অন্য কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, তা হলে মধ্যবর্তী পর্যায়াদির এক সুদীর্ঘ ধারাক্রমের প্রয়োজন হবে, যা বর্তমানে যখন সরল পণ্য সঞ্চলনের বিষয়টিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, তখন পুরোপুরি অনুপস্থিত।

বণিক পুঁজির বেলায় আমরা যা বলেছি তা আরো বেশী করে খাটে মহাজনী পুঁজির বেলায়। বণিক পুঁজির বেলায় দুটি চরম বিন্দু, বাজার যে অর্থ ছুঁড়ে দেওয়া হয় এবং বর্দ্ধিত যে অর্থ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়, এই দুটি অন্তত: ক্রয় ও বিক্রয়ের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, অন্যভাবে বলা যায় যে সঞ্চলয়নর গতিক্রম দ্বারা সংযুক্ত। মহাজনী পুঁজির বেলায় **অ—প—অ** এই রূপটি পর্যবসিত হয় **অ—অ** রূপে তথা মধ্যবর্তী পর্যায়টি ছাড়া দুটি চরম বিন্দুতে, অর্থ বিনিমিত হয় অধিকতর অর্থের জন্য; এটা এমনি একটা রূপ, অর্থের প্রকৃতির সঙ্গে যা সঙ্গতিবিহীন এবং সেই কারণেই থেকে

১. অপরিবর্তনী সমার্ঘসমূহের নিয়মের অধীনে বাণিজ্য হত অসম্ভব। (G. Wpdyke : "A Treatise on Polit. Economy," New York, 1851, pp.66-69) "আসল মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের পার্থক্য এই ঘটনাটির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে কোন জিনিসের মূল্য বাণিজ্য মাধ্যমে প্রাপ্ত তথাকথিত সমার্ঘ থেকে আলাদা অর্থাৎ সমার্ঘ আদৌ কোরো সমার্ঘই নয়।" (F. Engels, l.c. p. 96.)

২. Benjamin Franklin : Works, Vol. ii edit. Sparks in "Positions to be examined concerning National Wealth." p. 376.

যায় পণ্য-সঞ্চলনের প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার বাইরে। এই জন্যই অ্যারিস্ততল বলেছেন, "যেহেতু 'ক্রেমাটিস্টিক একটি দ্বৈত বিজ্ঞান যার এক অংশ বাণিজ্যের অঙ্গীভূত এবং অপরাংশ অর্থতত্ত্বের, আর যেহেতু বাণিজ্য হচ্ছে সঞ্চলনের উপরে ভিত্তিশীল এবং ন্যায্যতই অনুমোদিত, কেননা তা প্রকৃতির উপরে ভিত্তিশীল নয় এবং অর্থতত্ত্ব হচ্ছে প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় সেই হেতু কুসীদজীবীকে খুব সঠিক ভাবেই ঘৃণা করা হয়, কেননা স্বয়ং অর্থই হচ্ছে তার লাভের উৎস—যে উদ্দেশ্যে অর্থের উদ্ভাবন ঘটেছিল, সেই উদ্দেশ্যে সে তা ব্যবহার করে না। কেননা এর উদ্ভব হয়েছিল পণ্যের বিনিময়ের জন্য, কিন্তু সুদ অর্থ থেকেই অধিকতর অর্থের প্রসব ঘটায়। এই জন্য তার গ্রীক নামের অর্থ সুদ এবং সন্তান। কেননা সন্তান তাদেরই মতো, যারা তাকে জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু সুদ হচ্ছে অর্থজাত অর্থ সুতরাং জীবন ধারণের সকল প্রকার বৃত্তির মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।[১]

আমাদের অনুসন্ধান-ক্রমে আমরা দেখতে পাব যে বণিক-পুঁজি আর *সুদ-দায়িনী* পুঁজি দুই-ই হচ্ছে পরোৎপন্ন রূপ এবং সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে কেন ইতিহাসে মূলধনের আধুনিক প্রমাণ-রূপের আগেই এই দুটি রূপের আবির্ভাব ঘটেছিল।

আমরা দেখিয়েছি যে সঞ্চলনের দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না এবং সেই কারণেই তার গঠন-প্রক্রিয়ার পটভূমিকায় কিছু ঘটতেই হবে, যা প্রকাশ্য সঞ্চলনে প্রকাশমান নয়। কিন্তু সঞ্চলন ছাড়া অন্য কোথাও কি উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপত্তির কোনো সম্ভাবনা আছে—যে সঞ্চলন হচ্ছে পণ্য-মালিকদের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের মোট যোগফল, যতদূর পর্যন্ত সেই সম্পর্কসমূহ পণ্যদ্রব্যাদির দ্বারা নির্ধারিত—ততদূর পর্যন্ত? সঞ্চলন ব্যতিরেকে, পণ্যমালিক কেবল তার পণ্যের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। মূল্যের ক্ষেত্রে, এই সম্পর্ক এখানেই সীমাবদ্ধ যে, পণ্যটি তার নিজের শ্রমের একটি পরিমাণ ধারণ করে আছে, যে পরিমাণটি একটি নির্দিষ্ট সমাজিক মনের সাহায্যে পরিমেয়। এই পরিমাণটি অভিব্যক্ত হয় উক্ত পণ্যের মূল্যের দ্বারা এবং যেহেতু মূল্যের হিসেব হয় হিসেব রাখার অর্থে, সেইহেতু এই পরিমাণটিও অভিব্যক্ত হয় দামের দ্বারা, যা আমরা ধরে নিচ্ছি £১০ বলে। কিন্তু উক্ত পণ্যটির মূল্য এবং সেই মূল্যের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য—এই উভয়েই তার শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; ১০-এর দাম, যা এখানে আবার ১১-এরও দাম, সেই দাম কিংবা এমন একটি মূল্য, যা আবার নিজের মূল্য, থেকেও

১. অ্যারিস্ততল, 'রিপব্লিক'।

২. বাজারের স্বাভাবিক অবস্থায় বিনিময় মুনাফা সৃষ্টি করে না। আগে থেকেই যদি তা থেকে না থাকে তা হলে লেনদেনের পরেও তার উদ্ভব ঘটতে পারে না;" (Ramsay, l.c. p. 184)

বৃহত্তর সেই মূল্য তার শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। পণ্যের মালিক মূল্য সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু স্বয়ংসম্প্রসারণশীল মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না। নতুন শ্রম যুক্ত করে, তথা হাতে যে মূল্য আছে তার সঙ্গে নতুন মূল্য যুক্ত করে, সে তার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে, যেমন চামড়া থেকে জুতো তৈরি করে। সেই একই বস্তুর এখন হল অধিকতর মূল্য, কেননা এখন তা ধারণ করছে অধিকতর পরিমাণ শ্রম। সুতরাং চামড়া থেকে জুতো এখন অধিকতর মূল্যবান তবে চামড়ার মূল্য কিন্তু আগের মত সমানই রয়ে গিয়েছে; তা নিজেকে সম্প্রসারিত করে না, জুতো তৈরির প্রণালীতে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে না। অতএব, এটা অসম্ভব যে সঞ্চলন-পরিধির, একজন পণ্য উৎপাদনকারী, অন্যান্য পণ্য মালিকদের সংস্পর্শে না এসে, মূল্য সম্প্রসারিত করতে পারে এবং কাজে কাজেই অর্থ বা পণ্যকে মূলধনে রূপান্তরিত করতে পারে;

সুতরাং সঞ্চলনের দ্বারা মূলধনের সৃষ্টি অসম্ভব, আবার সঞ্চলন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মূলধনের উৎপত্তিও সমান অসম্ভব। সঞ্চলনের মধ্যে এবং সঞ্চলনের বাইরে উভয়তঃই তার উদ্ভব হতে হবে।

অতএব আমরা পাচ্ছি একটি দ্বৈত ফলশ্রুতি।

অর্থের মূলধনে রূপান্তরণকে ব্যাখ্যা করতে হবে পণ্য-বিনিময়ে নিয়ামক নিয়মাবলীর সাহায্যে—ব্যাখা করতে হবে এমনভাবে যে সমার্ঘ-সামগ্রীসমূহের বিনিময়ই হবে যাত্রাবিন্দু।[১] আমাদের বন্ধু 'শ্রীটাকাভর থলিওয়ালা' যে এখনো একজন ভ্রূণাবস্থায়

---

১. পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে এই বিবৃতিটির অর্থ কেবল এই যে কোন পণ্যের দাম এবং মূল্য একই হলেও মূলধনের গঠন সম্ভব, কেননা দাম বা মূল্য থেকে কোনো বিচ্যুতিকে মূলধন গঠনের কারণ হিসাবে নির্দেশ করা যায় না। দাম যদি সত্য সত্যই মূল্য থেকে আলাদা হয়, তা হলে সবার আগে আমাদের দামকে পর্যবসিত করতে হবে মূল্যে, অর্থাৎ পার্থক্যটিকে গণ্য করতে হবে আপতিক হিসাবে যাতে করে ব্যাপারগুলিকে দেখা যায় তাদের স্বরূপে এবং আমাদের অনুসন্ধান যেন ব্যাহত না হয় এমন সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনার দ্বারা যাদের কোনো সম্পর্ক নেই আলোচ্য প্রক্রিয়াটির সঙ্গে। তা ছাড়া, আমরা জানি যে এই ভাবে পর্যবসিত করণ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই নয়, দামের ঘন-ঘন পরিবর্তন, তাদের বৃদ্ধি ও হ্রাস পরস্পরের ক্ষতিপূরণ করে এবং তাদেরকে একটি গড়-পড়তা দামে পর্যবসিত করে, যে দামটি হচ্ছে তাদের প্রচ্ছন্ন নিয়ামক। যে সব উদ্যোগ সময়-সাপেক্ষ, সে সবের ক্ষেত্রে বণিক ও শিল্প-মালিকেরা এই দামটিকেই পথ-প্রদর্শক নক্ষত্র হিসাবে গণ্য করে। সে জানে, যখন কোন পণ্যের দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়, তখন তা তার গড়-পড়তা দামেই বিক্রি হয়, বেশিতেও নয়, কমেও নয়। সুতরাং সে যদি সমস্যাটিতে একটুও মাথা ঘামাত,

পুঁজিবাদী, সেই 'শ্রীটাকাভর থলিয়ালা'কে তার পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করতে হবে তাদের মূল্যেই, বিক্রয় করতে হবে তাদের মূল্যেই, কিন্তু তবু তাকে সঞ্চলন থেকে তুলে নিতে হবে সূচনায় সে যতটা মূল্য সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল, তার তুলনায় অধিকতর মূল্য। পূর্ণ-পরিণত পুঁজিবাদী হিসেবে তার বিকাশ অবশ্যই ঘটবে সঞ্চলনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয়তঃই। এই হচ্ছে সমস্যাটির পরিস্থিতি। **Hic Rhodus, hic salta!**

তা হলে সে মূলধনের গঠনকে এই ভাবে সূত্রায়িত করত : গড়-পড়তা দামের দ্বারা শেষ পর্যন্ত পণ্যের মূল্যের দ্বারা দাম নির্দ্ধারিত হয়—এটা ধরে নিলে মূলধনের উৎপত্তিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? আমি বলছি "শেষ পর্যন্ত" কেননা গড়-পড়তা দাম প্রত্যক্ষ ভাবে পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সম-সংঘটিত হয় না যদিও অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা তাই বিশ্বাস করতেন। *

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় ॥

মূলধনে রূপান্তরণের জন্য উদ্দিষ্ট অর্থের ক্ষেত্রে মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তন অর্থের নিজের মধ্যে ঘটতে পারে না, কেননা, ক্রয় ও প্রদানের উপায় হিসেবে তার যে ভূমিকা, তা তার সাহায্যে ক্রীত পণ্যটির দামকে বাস্তবায়িত করার বেশি কিছু করে না ; এবং নগদ টাকা হিসেবে তা হচ্ছে শিলীভূত মূল্য, যা কখনো পরিবর্তনশীল নয়।[1] সঞ্চলনের দ্বিতীয় ক্রিয়াটিতেও, উক্ত পণ্যটির পুনঃবিক্রয়ের ক্রিয়াটিতেও, তা কিছুর উদ্ভব ঘটাতে পারে না, কেননা এক্ষেত্রেও তা পণ্যটির দেহগত রূপটিকে পুনরায় তার অর্থরূপে রূপায়িত করা ছাড়া আর কিছু করে না। সুতরাং পরিবর্তন যা ঘটে, তা অবশ্যই ঘটে পণ্যটির মধ্যে এবং তা ঘটে প্রথম ক্রিয়াটিতে, **অ—প** পর্যায়টিতে ; কিন্তু তার মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, কেননা বিনিময় ঘটে সমান-সমানের মধ্যে এবং পণ্যটির পূর্ণ মূল্যই তার জন্য যা দেয় তা দেওয়া হয়। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হই যে পরিবর্তনের সূচনা হয় পণ্যটির ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে অর্থাৎ তার পরিভোগের মধ্যে। কোন পণ্যের পরিভোগ থেকে মূল্য নিষ্কর্ষিত করতে হলে, আমাদের বন্ধু 'শ্রীটাকাভর থলিওয়ালা'কে এমন ভাগ্য করতে হবে যে, সঞ্চলনের পরিধির মধ্যেই তথা, বাজারেই, তাকে খুঁজে পেতে হবে একটি পণ্য, যার ব্যবহার-মূল্যের রয়েছে এই স্ববিশিষ্ট ক্ষমতা যে তা হবে মূল্যের একটি উৎসস্বরূপ, যে পণ্যটির পরিভোগ-ক্রিয়াটি নিজেই হচ্ছে শ্রমের একটি মূর্তরূপ এবং, সেই কারণেই মূল্যের সৃষ্টি। অর্থের অধিকারী ব্যক্তিটি অবশ্য বাজারে শ্রমক্ষমতা বা শ্রম-শক্তির মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট পণ্যের সাক্ষাৎ পায়।

শ্রমশক্তি বা শ্রমক্ষমতা বলতে বুঝতে হবে কোন মানুষের মধ্যে যে সব মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা থাকে, যে ক্ষমতাসমূহকে সে যে-কোন ধরনের ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করতে গেলেই প্রয়োগ করে—সেই সব ক্ষমতার মোট সমষ্টিকে।

কিন্তু যাতে করে আমাদের টাকাওয়ালা ব্যক্তিটি পণ্য হিসাবে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত শ্রমের সাক্ষাৎ পায়, সেজন্য চাই নানাবিধ শর্তের পরিপূরণ। পণ্য বিনিময়ের নিজের প্রকৃতি থেকে যে-সব পরাপেক্ষিতার সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে, সেই সম্পর্কসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কই স্বয়ং পণ্য-বিনিময় আভাসিত করে না।

---

১. "অর্থের আকারে……মূলধন কোন মুনাফা উৎপাদন করে না" (রিকার্ডো, ….'পলিটিক্যাল ইকোনমি' পৃঃ ২৬৭)

যদি এটা ধরে নেওয়া হয় তা হলে বাজারের শ্রমশক্তি পণ্য হিসেবে কেবল তখনি এবং ততটা পরিমাণেই আবির্ভূত হতে পারে, যখন এবং যতটা পরিমাণে তার অধিকারী অর্থাৎ সেই ব্যক্তিটি যে সেই শ্রমশক্তির ধারক তার সেই শক্তিকে বিক্রয়ের জন্য তথা পণ্য হিসেবে উপস্থাপিত করে। যাতে করে সে তা করতে পারে সেইজন্য তাকে হতে হবে তার নিজের শ্রমক্ষমতার তথা নিজের ব্যক্তিসত্তার নিঃশত মালিক।[১] সে এবং টাকাওয়ালা ব্যক্তিটি পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাজারে এবং পরস্পরের সঙ্গে সমান অধিকারের ভিত্তিতে; পার্থক্য থাকে কেবল এই যে একজন হচ্ছে ক্রেতা এবং অন্যজন বিক্রেতা; আইনের চোখে দুজনেই সমান। এই যে সম্পর্ক, তার ধারাবাহিকতা দাবি করে যে শ্রমশক্তির মালিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করবে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই, কারণ সে যদি তা বিক্রয় করে দেয় সব কিছু সমেত সর্বকালের জন্য, তা হলে সে তো নিজেকেই বিক্রয় করে দেবে এবং স্বাধীন মানুষ থেকে পর্যবসিত হবে ক্রীতদাসে, পণ্যের মালিক থেকে নিছক একটা পণ্যে। তাকে নিরন্তর তার শ্রমশক্তিকে গণ্য করতে হবে তার সম্পত্তি হিসেবে, পণ্য হিসেবে এবং তা সে কেবল তখনি পারবে যখনি সে তার শ্রমশক্তিকে ক্রেতার অধীনে রাখে কেবল সাময়িক ভাবেই, একটা নির্দিষ্ট সময়কালের শর্তেই। কেবল এই ভাবেই সে পারে তার শ্রমশক্তির উপরে তার যে অধিকার, সেই অধিকার পরিত্যাগের ঘটনাকে পরিহার করতে।[২]

১. চিরায়ত পুরাতথ্যের বিশ্বকোষগুলিতে আমরা এই ধরনের উদ্ভট উক্তি লক্ষ্য করি: "স্বাধীন শ্রমিক এবং ক্রেডিট প্রথা না থাকলেও" প্রাচীন জগতে মূলধন কিন্তু পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ছিল। মমসেন-ও তাঁর 'রোমের ইতিহাস'-এ এ ধরনের ভুলের পরে ভুল করেছেন।

২. এই কারণেই বিভিন্ন দেশের আইনই শ্রম-চুক্তির ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেয়। যেখানে স্বাধীন শ্রমই রেওয়াজ, সেখানেই আইন চুক্তি ছেদ করার বিবিধ পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কতকগুলি রাষ্ট্রে, বিশেষ করে মেক্সিকোতে (আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের পূর্বে, যে-ভূখণ্ডগুলি মেক্সিকো থেকে নেওয়া হয়েছিল, সেইগুলিতেও এবং কুসা কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব অবধি ড্যানুবিয়ার প্রদেশগুলিতেও) 'পিওনেজ'-এর আকারে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচ্ছন্ন ছিল। শ্রমের সাহায্যে পরিশোধ্য—এই শর্তে অগ্রিম দিয়ে কেবল ব্যক্তি-শ্রমিককে নয়, তার পরিবারকেও বংশানুক্রমিক ভাবে কার্যতঃ অগ্রিম-দাতার ও তার পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত করা হত। জুয়াবেজ এই 'পিওনেজ'-প্রথার অবসাদ ঘটান। তথাকথিত সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান আবার এক অধ্যাদেশ জারি করে এই প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যে-অধ্যাদেশটিতে ওয়াশিংটনের 'প্রতিনিধি-সভা'-য় মেক্সিকোতে ক্রীতদাস-প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলে সঠিক ভাবেই নিন্দা করা হয়। "আমার বিশেষ বিশেষ দৈহিক ও মানসিক শক্তি

টাকাওয়ালা ব্যক্তিটি যাতে বাজারে শ্রমশক্তির সাক্ষাৎ পায় তার জন্য দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্তটি হচ্ছে এই : যে পণ্যসামগ্রীতে তার শ্রম বিধৃত সেই পণ্যসামগ্রী সে নিজেই বিক্রয় করবে, এমন অবস্থানে না থেকে শ্রমিককে থাকতে হবে এমন এক অবস্থানে যে সে তার শ্রমশক্তিকেই পণ্য হিসেবে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়—যে শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব তার জীবন্ত সত্তায়।

যাতে করে কোন লোক শ্রমশক্তি ছাড়া অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করতে পারে তার জন্য তার অবশ্যই থাকা চাই কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের উপায় ও উপকরণ। চামড়া ছাড়া জুতো তৈরী করা যায় না। তা ছাড়া, তার থাকা চাই প্রাণধারণের উপায়-উপকরণ। কোনো লোকই—এমনকি 'ভাবষ্যত্যের গীতিকারও' —বেঁচে থাকতে পারে না ভবিষ্যতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি পরিভোগ করে অর্থাৎ অসম্পূর্ণায়িত অবস্থার ব্যবহার-মূল্যাদি পরিভোগ করে ; এবং বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে তার সেই প্রথম আবির্ভাব থেকে মানুষ সব সময়েই হয়ে এসেছে এবং সব সময়েই থাকবে পরভোগকারী—উৎপাদনে ব্রতী হবার আগেও এবং উৎপাদন যখন চলতে থাকে তখনও। এমন এক সমাজে যেখানে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যই ধারণ করে পণ্যরূপ, সেখানে উৎপাদিত হবার পরে পণ্যগুলিকে বিক্রয় করতেই হবে ; বিক্রয়ের পরেই কেবল তারা পারে তাদের উৎপাদনকারীর প্রয়োজন মিটাতে। তাদের উৎপাদনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হয় তার সঙ্গে উপরি-যুক্ত হয় তাদের বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

অতএব, তার অর্থকে মূলধনে রূপান্তরিত করার জন্য অর্থের মালিককে সাক্ষাৎ করতে হবে বাজারস্থিত মুক্ত শ্রমিকের সঙ্গে, মুক্ত দুটি অর্থে—মুক্ত এই হিসেবে যে সে তার শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করতে পারে তার পণ্য হিসেবে, এবং পক্ষান্তরে মুক্ত এই হিসেবে যে বিক্রয় করার মতো আর কোনো পণ্যই তার নেই ; সংক্ষেপে, তার শ্রমশক্তিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যা কিছু আবশ্যক সেই সব কিছুর মালিকানা থেকেই সে মুক্ত।

এই স্বাধীন শ্রমিকটি কেন বাজারে তার মুখোমুখি হয়—সে প্রশ্নে অর্থ-মালিকের কোনো আগ্রহ নেই ; তার কাছে শ্রমের বাজার সাধারণ পণ্য বাজারেরই অংশবিশেষ। আর এই মুহূর্তে এই প্রশ্নটিতে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই।

ও সক্ষমতাগুলির ব্যবহারকে আমি সীমিত সময়ের জন্য অন্যের হাতে তুলে দিতে পারি ; কেননা এই নিয়ন্ত্রণের ফলে সেগুলির উপরে সমগ্র ভাবে আমি থেকে পরকীকৃত একটি চরিত্রের ছাপ পড়ে যায়। কিন্তু আমার সমস্ত শ্রম-সময় এবং আমার সমগ্র কাজের পরকীকরণের আমি স্বয়ং সত্তাটিকেই, অর্থাৎ, আমার সার্বিক সক্রিয়তা ও বাস্তবতাকেই, আমার ব্যক্তি সত্তাকেই রূপান্তরিত করি অপরের সম্পত্তিতে।" (Hegel, "Philosophie des Rechts." Berlin, 1840, p. 104 ,$)

আমরা ঘটনাটির সঙ্গে লেগে থাকি তত্ত্বগতভাবে, যেমন সে লেগে থাকে কার্যগত ভাবে। যাই হোক, একটা জিনিস পরিষ্কার—প্রকৃতি এক পাশে অর্থ কিংবা পণ্য-সামগ্রী এবং আরেক পাশে, নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই, এমন মানুষদের উৎপাদন করে না। এই সম্পর্কটির কোনো প্রাকৃতিক ভিত্তি নেই। এমনকি সমস্ত ঐতিহাসিক যুগেই অভিন্ন এমন কোনো সামাজিক ভিত্তিও তার নেই। স্পষ্টতঃই এটা হচ্ছে অতীতকালের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতি, অনেক অর্থনৈতিক বিপ্লবের তথা সামাজিক উৎপাদনের প্রাচীনতর রূপান্তরের একটি সমগ্র ধারাক্রমের অবলুপ্তির পরিণতি।

যে সমস্ত অর্থনৈতিক বর্গগুলি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেগুলিও বহন করে ইতিহাসের ছাপ। একটি উৎপন্ন দ্রব্য যাতে পণ্য হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য চাই বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার উপস্থিতি। উৎপাদনকারীর প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে; তা পণ্য হবে না। আমরা যদি আরো কিছুটা এগিয়ে যেতাম এবং জানতে চাইতাম কোন্ কোন্ অবস্থায় যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্য কিংবা এমনকি তাদের মধ্যে বেশির ভাগ দ্রব্য পণ্যের রূপ ধারণ করে, তা হলে আমরা দেখতে পারি যে কেবল একটা নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদনের অবস্থাতেই অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদনের অবস্থাতেই তা ঘটতে পারে।

পণ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন অনুসন্ধিৎসা হত এক অনভ্যস্ত ব্যাপার। যদিও তাদের উৎপাদনকারীদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পরিপূরণের জন্যই সুবিপুল সামগ্রীসম্ভার উৎপাদিত ও উদ্দিষ্ট হয় বলে সেগুলি পণ্যে পরিবর্তিত হয় না এবং সেই কারণে সামাজিক উৎপাদন তখনো পর্যন্ত কালগত দৈর্ঘ ও বিস্তারগত ব্যপকতার বিচারে বিনিময়-মূল্যের দ্বারা খুব বেশী অধিপ্রভাবিত নয়, তবু কিন্তু পণ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং সঞ্চলন সংঘটিত হতে পারে। উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পণ্যরূপে আবির্ভাবের পূর্বশর্ত হল শ্রমের সামাজিক বিভাগের এমন মাত্রায় বিকাশলাভ, যাতে ব্যবহার-মূল্য আর বিনিময়-মূল্যের মধ্যে বিচ্ছেদ—দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থাতেই ঘটেছিল যার সূচনা, সেই বিচ্ছেদ—ইতিমধ্যেই সুসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিকাশের এমন একটি মাত্রা এমন অনেক সামাজিক রূপের মধ্যেই অভিন্ন চেহারায় লক্ষ্য করা যায়, এগুলি অন্যান্য দিক থেকে সবচেয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট সমৃদ্ধ। পক্ষান্তরে, আমরা যদি অর্থের বিষয় বিবেচনা করি, তা হলে দেখতে পাই যে পণ্যবিময়ের একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়েই তার অস্তিত্ব সম্ভব। পণ্যের সমার্ঘ সামগ্রী হিসেবেই হোক, কিংবা সঞ্চলনের উপায় হিসেবেই হোক, কিংবা মজুদ হিসেবেই হোক কিংবা বিশ্বজনিক অর্থ হিসেবেই হোক, অর্থ যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ কাজ করে থাকে, সে সমস্ত কাজের এক একটি প্রাধান্য সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়কে সূচিত করে। অথচ আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে আপেক্ষিকভাবে আদিম এক পণ্য-সঞ্চলন ব্যবস্থাই এই বহুবিধ

রূপের উদ্ভব ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। মূলধনের বেলায় ব্যাপারটি ভিন্নতর। মূলধনের অস্তিত্বের জন্য যে সব ঐতিহাসিক অবস্থার প্রয়োজন, সেগুলি কিন্তু কেবল অর্থ এবং পণ্য সামগ্রীর সঞ্চলনের সঙ্গে কোনক্রমেই সহগামী নয়। যখন উৎপাদন-উপায়ের এবং জীবনধারণের উপকরণের মালিক বাজারে নিজস্ব শ্রমশক্তির বিক্রয়কারী স্বাধীন শ্রমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কেবল তখনি তার প্রাণ সঞ্চার ঘটে। আর এই একটিমাত্র ঐতিহাসিক শর্ত একটা গোটা দুনিয়ার ইতিহাসকে জুড়ে আছে। অতএব, নিজের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মূলধন ঘোষণা করে সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় নূতন এক যুগের সূচনা।[১]

আমরা এখন আরো ঘনিষ্টভাবে শ্রমশক্তি, নামধেয় এই পণ্যটিকে পরীক্ষা করে দেখব। বাকি সকল পণ্যের মতো শ্রমশক্তিরও আছে মূল্য।[২] এই মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়?

অন্যান্য প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্যের মতো শ্রমশক্তির মূল্যও নির্ধারিত হয় এই বিশেষ সামগ্রীটির উৎপাদনের জন্য এবং স্বভাবতঃই পুনঃউৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা। শ্রমশক্তির যখন মূল্য আছে, তখন সমাজের গড় শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যা সেই পরিমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, তার বেশি হতে পারে না। শ্রমশক্তির অস্তিত্ব কেবল জীবিত ব্যক্তির ক্ষমতা বা শক্তি হিসেবেই শ্রমশক্তির উৎপাদনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবিত শ্রমিকের অস্তিত্ব। ব্যক্তিটি যদি থাকে, তা হলে শ্রমশক্তির উৎপাদন মানে দাঁড়ায় তার নিজস্ব অস্তিতের পুনরুৎপাদন বা তার নিজের ভরণপোষণ। তার ভরণপোষণের জন্য তার চাই জীবনধারণের উপকরণসম্ভারের একটি নির্দিষ্ট পরিমান। সুতরাং শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় পর্যবসিত হয় ঐ পরিমাণ জীবনধারণের উপকরণাদি উৎপাদনে যে শ্রম-সময়ের প্রয়োজন হয়, তা-ই। অন্যভাবে বলা যায় যে শ্রমশক্তির মূল্য হচ্ছে শ্রমিকের ভরণশোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়-উপকরণের মূল্য। শ্রমশক্তি অবশ্য বাস্তব হয়ে ওঠে কেবল তার সক্রিয়তার দ্বারা, কেবল কাজের মাধ্যমেই তা নিজেকে গতিশীল করে তোলে। কিন্তু তার ফলে মানুষের পেশী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক ইত্যাদির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই ক্ষয়ের পরিপূরণ করতে হবে। এই বর্ধিত ব্যয়ের

১. সুতরাং পুঁজিতন্ত্রের যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রমিকের নিজের চোখেও শ্রম-শক্তি পণ্যের রূপ ধারণ করে; এই শ্রম-শক্তিই তার পণ্য এবং স্বভাবতই তা হয় মজুরি শ্রম। পক্ষান্তরে, কেবল 'সেই মুহূর্ত থেকেই শ্রমের ফল সার্বজনীনভাবে পরিণত হয় পণ্যে।

২. "কোন মানুষের মূল্য বা অর্থ হচ্ছে তার দাম—অর্থাৎ যা তার শক্তি ব্যবহারের জন্য দেওয়া হবে।" (টমাস হব্‌স্‌, 'লেভিয়াথান,' পৃঃ ৭৬)

জন্য চাই বর্ধিত আয়।[১] শ্রমশক্তির মালিক যদি আজকে কাজ করে, তা হলে স্বাস্থ্য ও বলের একই অবস্থায় থেকে কালকে আবার তাকে সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সুতরাং তার জীবনধারণের উপায়-উপকরণকে এমন যথেষ্ট হতে হবে যাতে করে শ্রমকারী ব্যক্তি হিসাবে সে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ও বলে অটুট থাকে। খাদ্য, বস্ত্র ইন্ধন ও বাসস্থানের মতো স্বাভাবিক অভাবগুলি তার দেশের আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে, তথাকথিত আবশ্যিক অভাবসমূহের এবং সেই সঙ্গে সেগুলি পরিতৃপ্ত করার ধরণধারণগুলির সংখ্যা ও মাত্রা নিজেরাই হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকাশধারার ফলশ্রুতি এবং সেই কারণেই দেশের সভ্যতার মাত্রার উপরে অনেকটা নির্ভরশীল, বিশেষ করে নির্ভরশীল সেই অবস্থাবলীর উপরে যার মধ্যে স্বাধীন শ্রমিকদের শ্রেণীটি গড়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই যেসকল অভ্যাস ও আরামে অভ্যস্ত হয়েছে।[২] সুতরাং অন্যান্য পণ্যসাগ্রীর শ্রেণী থেকে শ্রমশক্তি নামধেয় পণ্যটির যেটা পার্থক্য, তা এই যে শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণের মধ্যে প্রবেশলাভ করে একটি ঐতিহাসিক ও নৈতিক উপাদান। যাই হোক, একটি নির্দিষ্ট দেশে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের উপায় উপকরণের গড় পরিমাণ কার্যত: সুপরিজ্ঞাত।

শ্রমশক্তির মালিক মরণশীল। সুতরাং বাজারে তার আবির্ভাবকে যদি অবিচ্ছিন্ন রখেতে হয়—এবং অর্থের মূলধনে অবিচ্ছিন্ন রূপান্তরণের পূর্বশর্তও তাই—তা হলে শ্রমশক্তির বিক্রেতাকে অবশ্যই নিজেকে করতে হবে চিরন্তন, "যেভাবে প্রত্যেকটি জীবন্ত ব্যক্তি নিজেকে চিরন্তন, করে, তেমনিভাব অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে।"[৩] ক্ষয়ে যাওয়া, জীর্ণ হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া ইত্যাদির ফলে যে শ্রমশক্তি বাজার থেকে অপসারিত হয়, তার শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য অন্তত: পক্ষে সেই পরিমাণ শ্রমশক্তি ক্রমাগত বাজারে হাজির করতে হবে। সুতরাং যারা শ্রমিকের স্থান গ্রহণ করবে তাদের অর্থাৎ তার সন্তানদের ভরণপোষণের উপায় উপকরণও শ্রমশক্তির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায় উপকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়; যাতে করে পণ্য-মালিকদের এই বিশিষ্ট বংশটি বাজারে তার আবির্ভাবকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়।[৪]

১. ভূমি-দানের তদারককারী হিসেবে রোমের 'ভিলিকাস' "কর্মবিযুক্ত দাসদের থেকে স্বল্পতর পারিশ্রমিক পেত, কারণ তার কাজ ছিল লঘুতর।" (Jh. Mommesen, Rom Geschichte, 1856, p. 810)

২. দ্রষ্টব্য: থর্নটন, 'ওভার পপুলেশন অ্যাণ্ড ইটস রেমিডি', লণ্ডন ১৮৪৬।

৩. পেটি (Petty)।

৪. 'শ্রমের স্বাভাবিক দাম···· ···গঠিত হয় সেই সব আবশ্যিক ও আরামিক দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা, যেগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের জলবায়ুতে এবং প্রচলিত আচার-আচরণে

যাতে করে সে শিল্পের একটি বিশেষ শাখায় দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করতে পারে এবং বিশেষ ধরনের শ্রমশক্তি হয়ে উঠতে পারে তার জন্য মানুষের দেহযন্ত্রটিকে অভিযোজিত করে নিতে হয় আর তার জন্য আবশ্যক হয় বিশেষ ধরনের শিক্ষার বা প্রশিক্ষনের; তাতে অল্পাধিক পরিমাণ পণ্যাদির অঙ্কে তার সমমূল্য-পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এই শিক্ষাজনিত ব্যয় (মামুলি শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে যা অতি সামান্য) শ্রমশক্তি-উৎপাদনের মোট ব্যয়ে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রমশক্তির মূল্য পর্যবসিত হয় জীবনসাধণের উপায়-উপকরণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে। সুতরাং এই উপায়-উপকরণের মূল্য পরিবর্তন কিংবা সেগুলির উৎপাদনে ব্যয়তিব্য শ্রমের পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির মূল্যও পরিবর্তীত হয়।

খাদ্য ও ইন্ধনের মতো কতকগুলি জীবন-ধারণের উপকরণ প্রত্যহই পরিভুক্ত হয়; সুতরাং প্রত্যহই এগুলির সরবরাহের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদির মতো উপকরণগুলি অবশ্য দীর্ঘতর কাল টেকে; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়কাল অন্তব অন্তর সেগুলির বদ্‌লি-সংস্থানের ব্যবস্থা করলেই চলে। কোন জিনিস কিনতে হয় তথা দামের বদলে নিতে হয় রোজই, কোন জিনিস সপ্তাহে সপ্তাহে, কোনটা তিন মাসে একবার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যেভাবেই এই ব্যয়গুলি সারা বছর জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, সেগুলির একটি দিনের সঙ্গে আরেকটি দিনকে হিসেবে ধরে গড় আয়ের দ্বারা পরিশোধ্য হওয়া চাই। শ্রমশক্তি উৎপাদনের জন্য প্রত্যহ প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের মোট যদি হয় **ক**, সপ্তাহে প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের মোট যদি হয় **খ**, এবং ত্রৈমাসিক প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের মোট যদি হয় **গ** ইত্যাদি ইত্যাদি, তা হলে এই পণ্যদ্রব্যাদির প্রত্যহিক গড় দাঁড়ায় $= \frac{\text{৩৬৫ক} + \text{৫২খ} + \text{৪গ ইত্যাদি।}}{\text{৩৬৫}}$। ধরা যাক, গড় দিবসের জন্য প্রয়োজনীয় এই পণ্যসম্ভারে বিধৃত আছে ৬ ঘণ্টা সমাজিক শ্রম; তা হলে শ্রমশক্তিতে প্রতিদিন অন্তর্ভুক্ত হয় অর্ধদিনের গড় সামাজিক শ্রম; অন্য ভাবে বলা যায় যে শ্রমশক্তির প্রাত্যহিক উৎপাদনের জন্য চাই অর্ধদিনের শ্রম। এই পরিমাণ শ্রমই হচ্ছে এক দিনের শ্রমশক্তির মূল্য বা প্রত্যহ পুনরুৎপাদিত শ্রমশক্তির মূল্য। যদি অর্ধদিনের গড় সমাজিক শ্রম বিধৃত হয় তিনটি শিলিং-এ, তা হলে এক দিনের শ্রমশক্তির মূল্য অনুরূপ দাম-এ। সুতরাং যদি এই শ্রমশক্তির মালিক রোজ তিন শিলিং হারে তার শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করার জন্য হাজির করে তা হলে তার বিক্রয়-

শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য এবং যাতে করে বাজারে শ্রমের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকে সেইহেতু তার পরিবার পরিপোষণের জন্য আবশ্যক হয়।' (আর. টরেন্স, "অ্যান এসে অন দি এক্সটার্নাল কর্ন ট্রেড," ১৮১৫, পৃঃ ৬২)। শ্রম কথাটিকে এখানে ভুল করে শ্রম-শক্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল্য হয় তার দামের সমান; এবং আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, আমদের বন্ধু 'শ্রীটাকাভার থলিয়ালা', যে তার তিন শিলিংকে মূলধনের রূপান্তরিত করতে উন্মুখ, সে এই মূল্য প্রদান করে।

শ্রমশক্তির মূল্যের নিম্নতম মাত্রা নির্ধারিত হয় সেই সব পণ্যদ্রব্যর মূল্যের দ্বারা, যে সবের প্রাত্যহিক সরবরাহ ছাড়া শ্রমিক তার প্রাণশক্তি নবীকৃত করতে পারে না; অন্য ভাবে বলা যায় যে শ্রমশক্তির মূল্যের নিম্নতম মাত্রা নির্ধারিত হয় সেই সব জীবনধারণী উপায়-উপকরনের দ্বারা, যেগুলি দৈহিক দিক থেকে অপরিহার্য। শ্রম-শক্তির দাম যদি এই নিম্নতম মাত্রায় পড়ে যায়, তা হলে পড়ে যায় তার মূল্যেরও নীচে, কেননা এই পরিস্থিতিতে শ্রমশক্তিকে ভরণপোষণ ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে কেবল এক পঙ্গু অবস্থায়। কিন্তু প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্যই নির্ধারিত হয় সেই পরিমাণ শ্রমসময়ের দ্বারা, যা তার স্বাভাবিক গুণমানে কর্মক্ষম রাখবার পক্ষে আবশ্যক।

এ কথা বলা যে, শ্রমশক্তির মূল্যের এই পদ্ধতিতে নির্ধারণ হচ্ছে একটা পাশবিক পদ্ধতি, একটা সস্তা ভাবাবেগের প্রাকাশমাত্র, কেননা এই পদ্ধতিটিই ঘটনার প্রকৃতি দ্বারাই ব্যবস্থিত; কিংবা রসি'র সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাহাকার করে এ কথা বলাও একটা সস্তা ভাবাবেগের প্রকাশমাত্র যে, "উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলাকালীন শ্রমিকদের জীবনধারণী উপায়-উপকরণ থেকে আমরা যে বিয়োজন করি, সেই একই সময়ে শ্রমের ক্ষমতাকে (Puissance de travail) উপলব্ধি করা হচ্ছে একটি মায়ামূর্তিকে (etre de raison) উপলব্ধি করা। আমরা যখন শ্রম বা শ্রম-ক্ষমতার কথা বলি, তখন সেই 'সঙ্গেই আমরা বলি শ্রমিকের এবং তার জীবনধারণী উপায়-উপকরণের কথা শ্রমিকের এবং তার মজুরির কথা।"[১] যখন আমরা শ্রম-ক্ষমতার কথা বলি, আমরা তখন শ্রমের কথা বলি না, যেমন যখন আমরা পরিপাকের কথা বলি তখন আমরা পরিপাকের ক্ষমতার কথা বলি না। পরিপাক-প্রক্রিয়ায় একটি সুস্থ পাকস্থলী ছাড়াও আরো কিছু প্রয়োজন হয়। যখন আমরা শ্রম-ক্ষমতার কথা বলি তখন আমরা জীবনধারনের আবশ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে বিয়োজন করি না। উল্টো, ঐ উপায়-উপকরণের মূল্যই প্রকাশিত হয় শ্রম-ক্ষমতার মূল্যের মধ্যে। যদি তার শ্রম-ক্ষমতা অবিক্রীত থাকে, তা হলে শ্রমিক তা থেকে কোনো সুবিধা পায় না; বরং সে অনুভব করবে যে এটা হচ্ছে প্রকৃতি-আরোপিত একটা নিষ্ঠুর আবশ্যিকতা যে, এই ক্ষমতার দরুন ব্যয় করতে হয়েছে জীবনধারণী উপায়-উপকরণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং এই ক্ষমতার পুনরুৎপাদনের দরুন এই ব্যয় ক্রমাগত করেই যেতে হবে। তখন সে সিসমঁদি'র সঙ্গে একমত হবে যে 'শ্রমের ক্ষমতা কিছুই না…যদি তা বিক্রয় না হয়।'[২]

---

১. Rossi, "Cours d'Econ. Polit" Bruzelles, 1842. p. 370.

২. Sismondi: 'Nouv. Princ. etc.' t. I. p. 112

পণ্য হিসেবে শ্রমশক্তির স্ববিশিষ্ট প্রকৃতির একটি ফলশ্রুতি এই যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি হয়ে যাবার পরে তার ব্যবহার-মূল্য সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রেতার হাতে চলে যায় না। অন্যান্য প্রত্যেকটি পণ্যের মতই এরও মূল্য সঞ্চলনে যাবার আগেই স্থিরীকৃত হয়ে যায়, কেননা সামাজিক শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এর উপর ব্যায়িত হয়েছে; কিন্তু এর ব্যবহার-মূল্য বিধৃত হয় পরবর্তীকালে এর শক্তির অনুশীলনে। শ্রমশক্তির পরকীকরণ এবং ক্রেতা কর্তৃক বাস্তবে তার প্রয়োগীকরণ, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে এর নিয়োজন—একটি সময়গত ব্যবধানের দ্বারা পৃথগীকৃত। কিন্তু যে-সমস্ত ক্ষেত্রে একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের বিক্রয়ের দ্বারা আনুষ্ঠানিক পরকীকরণ তার ক্রেতার হাতে বাস্তবে হস্তান্তরণের সঙ্গে যুগপৎ সংঘটিত হয় না, সে ক্ষেত্রে ক্রেতার অর্থ সচরাচর পরিপ্রদানের উপায় হিসেবে কাজ করে।[১] যেসব দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির রাজত্ব, তাদের প্রত্যেকটিতেই প্রচলিত প্রথা, এই যে চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত সময়কাল জুড়ে শ্রমশক্তি প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, যেমন সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, শ্রমশক্তির জন্য কিছু না ব্যয় করা। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই শ্রমশক্তির ব্যবহার-মূল্যে পুঁজিবাদীকে আগাম দেওয়া হয়: দাম পাবার আগেই শ্রমিক তা মালিককে ভোগ করতে দেয়, সর্বত্রই সে পুঁজিবাদীকে ঋণ দেয়। এই ঋণদান যে কোন অলীক কল্পনা মাত্র নয় তা দেখা যায় যখন কখনো কখনো পুঁজিবাদী মালিকটি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং শ্রমিকদের মজুরি মারা যায়।[২] কেবল তাই নয়, আরো দীর্ঘস্থায়ী ফলাফলের মধ্যেও তা দেখা যায়।[৩] যাই হোক,

---

১. "শ্রম সমাপ্ত হবার পরেই শ্রমের প্রাপ্য দেওয়া হয়।" (An Inquiry into those Principles Respecting the Nature of Demand." &c., p. 104) Le credit commercial a du commencer au moment ou l'ouvrier, premier artisan de la production, a pu, au moyen de ses economies, attendre le salaire de son travail jusqu'a la fin de la semaine, de la quinzaine, du mois, du trtmestre, &c." (Ch. Ganilh : "Des Systemes d'Econ. Polit." 2eme edit. Paris, 1821, t. II, p. 150)

২. "L'ouvrier prete son industrie," কিন্তু স্টর্চ সকৌতুকে এই মন্তব্যটি জুড়ে দেন, "কিন্তু তিনি কোনো ঝুঁকিই নেননা।" কেবলমাত্র "de perdre son salaire……l'ouvriers ne transmet rien de materiel." (Storch : "Cours d'Econ. Polit." Petersbourg, 1815, t. II., p. 37)

৩. যেমন, লণ্ডনে দু'ধরনের রুটি তৈরীকারক আছেন—"পুরে-দামী', যারা পূর্ণ মূল্যে রুটি বিক্রি করে এবং "কম দামী", যারা তার কমে তা বিক্রি। মোট রুটি প্রস্তুতকারকদের মধ্যে "কম-দামী"-রাই চার ভাগের তিন ভাগ। কম-দামীরা

অর্থ ক্রয়ের উপায় হিসাবেই কাজ করুক আর প্রদানের উপায় হিসেবেই কাজ করুক, তার দরুণ পণ্যদ্রব্যাদির বিনিময়ের প্রকৃতিতে কোন অদলবদল হয় না। শ্রম-শক্তির দাম চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত, যদিও বাড়ির ভাড়ার মতো পরবর্তী সময়ের আগে তা আদায় করা যায় না। শ্রমশক্তি বিক্রয় করে দেওয়া হয়, যদিও তার বাবদে যা পাওনা তা পাওয়া যায় পরে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সম্পর্ক সঠিক ভাবে বুঝতে হলে, সাময়িক ভাবে ধরে নেওয়া সুবিধাজনক যে, প্রত্যেকটি বিক্রয় উপলক্ষেই শ্রমশক্তির মালিক সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তিগত হারে তার প্রাপ্য দাম পেয়ে যাচ্ছে।

সকলেই বিক্রি করে ফটকিরি সাবান, ছাই, চক, ডারবিশায়ারের পাথর চূর্ণ ও মেশানর উপযোগী ও অনুপযোগী ভেজাল-মেশানো রুটি। ১৮৫৫ সালের কমিটি কাছে জন গর্ডন বর্ণনা করেছেন যে ভেজাল মেশানর ফলে যে গরিব মানুষরা তা খায়, যারা মাত্র দু পাউণ্ড রুটিতে জীবন ধারণ করে, তারা চার ভাগের এক ভাগ পুষ্টিকর উপাদানও পায় না; তার উপরে, স্বাস্থ্যের উপর ভেজালের প্রতিক্রিয়া তো রয়েছেই। এই ভেজাল মেশানর ফল ত্রিমেনজর বর্ণনা করেছেন শ্রমিকদের বেশির ভাগ যদিও জানে এবং কখনই ফটকিরি ও পাথর চূর্ণকে তাদের ক্রয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে চায় না তবুও যেহেতু সপ্তাহ না পার হলে তারা মজুরি পায় না সেহেতু বাধ্য হয়েই গরিব মানুষেরা এই ভেজাল রুটি কিনে থাকে। ইংল্যাণ্ডের, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডের অনেক কৃষি-অঞ্চলে মজুরি দেওয়া হয় ১৪ দিন পর পর, কোথাও কোথাও আবার গোটা মাসের শেষে। "এই সময়ের জন্য মালিকরা তাদের দোকান থেকে বাকিতে বেশি দামে জিনিস নিতে শ্রমিকদের বাধ্য করে।" সপ্তাহ শেষের আগে তারা মজুরী পায় না বলে সপ্তাহের মধ্যে তাদের পরিবারবর্গ যে রুটি গ্রহণ করে তার দাম সপ্তাহ শেষ না হলে তারা পরিশোধ করতে পারে না। সাক্ষীর এই সাক্ষ্যের সঙ্গে টরমনহের যুক্ত করেন, "এটা সর্বজনবিদিত যে ঐসব ভেজালমিশ্রিত রুটি এমনি করে বিশেষভাবে বিক্রয়ের জন্য তৈরী হয়। এখনও বহু ইংরেজ ও স্কচ কৃষিজেলায় মজুরি দেওয়া হয় পক্ষ হিসেবে, মাসিক হিসেবেও। মজুরী পাওয়ার এই দীর্ঘ ব্যবধানের জন্য কৃষকরা ধারে ক্রয় করতে বাধ্য হয়……এজন্য তাকে অবশ্যই বেশী দাম দিতে হয় এবং বস্তুতঃপক্ষে তাকে যে দোকানে ধারে দেয় তার কাছে বাঁধাধরা থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ উইলটের হরনিংহামের কথা বলা যায় যেখানে মাসিক মজুরীর ব্যবস্থা আছে। এখানে স্টোন প্রতি ১০ পেন্স দরের ময়দা ধারে কেনার জন্য শ্রমিকদের দিতে হয় ২ শিঃ ৪ পেন্স (জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রিভিকাউন্সিলের মেডিকেল অফিসারের "ষষ্ঠ রিপোর্ট ১৮৬৪ পৃঃ ২৬৪)। পেসলীর ব্লক মুদ্রক এবং কিলমারনক ধর্মঘটের ফলে মাসিক মজুরির পরিবর্তে পাক্ষিক মজুরি দিতে বাধ্য হয় (কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১ অক্টোবর ১৮৫৩ পৃঃ ৩৪)। কিন্তু অন্যপথে শ্রমিক ঐ প্রাপ্ত

আমরা এখন জানি যে শ্রমশক্তি নামধেয় স্ববিশিষ্ট পণ্যটির মালিককে ঐ পণ্যের ক্রেতাব্যক্তিটি যে মূল্য দেয় তা কিভাবে নির্ধারিত হয়। বিনিময়ে ক্রেতা যে ব্যবহার মূল্য পায়, তা আত্মপ্রকাশ করে কেবল বাস্তব ব্যবহারে শ্রমশক্তির পরিভোগ-কালে এই উদ্দেশ্যে যা কিছু প্রয়োজন সেই সবই, যেমন কাঁচামাল, মালিক বাজার থেকে ক্রয় করে, এবং সেসব কিছুর জন্য পূর্ণ মূল্য দিয়ে থাকে। শ্রম-শক্তির পরিভোগ একই সময়ে পণ্যদ্রব্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন। যেমন অন্য প্রত্যেকটি পণ্যের ক্ষেত্রে তেমন শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও পরিভোগ সম্পূর্ণায়িত হয় বাজারে সীমানার বাইরে তথা সঞ্চলনের পরিধির বাইরে। অতঃপর শ্রী টাকাভর থলিওয়ালা এবং শ্রমশক্তির অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কিছু কালের জন্য গোলমেলে পরিধির বাইরে চলে যাই, যে পরিধিতে সব কিছুই ঘটে প্রকাশ্যে সকল লোকের চোখের সামনে। এদের দুজনেরই সঙ্গে আমরা চলে যাই উৎপাদনের প্রচ্ছন্ন আবাসে, যার চৌকাঠের উপরে কড়া স্বরে নির্দেশ রয়েছে, 'বিনা কাজে প্রবেশ নিষেধ।' সেখানে আমরা দেখতে পাব কিভাবে মূলধন উৎপাদন করে এবং কেবল তা-ই নয়, আরো দেখতে পাব কিভাবে মূলধন উৎপাদিত হয়। সর্বশেষে আমরা সকলে জেনে নেব মুনাফা সংগ্রহের গোপন রহস্যটি।

এই যে পরিধি আমরা পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছি, যে পরিধিটির মধ্যে শ্রমশক্তির বিক্রয় এবং ক্রয় সংঘটিত হয়, সেই পরিধিটির বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মানুষের সহজাত অধিকারসমূহের 'নন্দন কানন'। একমাত্র সেখানেই রাজত্ব করে স্বাধীনতা, সমতা, সম্পত্তি এবং বেস্থাম। স্বাধীনতা, কেননা কোন পণ্যের, ধরা যাক শ্রমশক্তির, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এখানে কেবল তাদের নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন কর্তৃত্ববলে তারা চুক্তিবদ্ধ হয় এবং যে চুক্তিটিতে তারা আবদ্ধ হয়, সেটি তাদের দুজনের অভিন্ন ইচ্ছার আইনগত অভিব্যক্তিরই রূপ। সমতা, কেননা যেমন একজন পণ্যদ্রব্যাদির সরল স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে ঠিক তেমনি এখানেও তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে প্রবেশ করে, এবং তারা সমার্ঘ সামগ্রীর সঙ্গে সমার্ঘ সামগ্রীর বিনিময় করে।

অর্থ ধনী আমানতকারীর কাছে পুনরায় জমা দিতে বাধ্য হয়। বহু ইংরেজ কয়লাখনির এই প্রচলিত পদ্ধতি আমরা তুলে ধরতে পারি—যেখানে মাস শেষ হওয়ার আগে শ্রমিক কোন মজুরি পায় না, এই সময়ে ধনিকের কাছ থেকে সে টাকা ধার নেয়—কখনও কখনও দ্রব্যের মাধ্যমে—যার মূল্য তাকে দিতে হয় বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। (পণ্য বিনিময় পদ্ধতি) মাসে একবার মজুরীদান স্থানীয় মালিকদের একটা সাধারণ অভ্যাস। এরা তাদের শ্রমিকদের অগ্রিম দেয় প্রতি দু সপ্তাহ শেষে। ঐ নগদ অর্থ দিতে হয় দোকানে (অর্থাৎ মালিকের মজুরীর পরিবর্তে খাবারের দোকানে)। শ্রমিকেরা একদিকে যা নেয় অন্যদিকে তাই দিয়ে দেয়। (শিশু নিয়োগ কমিশন, তৃতীয় রিপোর্ট লণ্ডন, ১৮৬৪ পৃঃ ৩৪)।

সম্পত্তি, কেননা প্রত্যেকেই লেনদেন করে যা তার নিজস্ব কেবল তা-ই। একমাত্র যে-শক্তিটি তাদের দুজনকে একত্রিত করে, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে, তা হচ্ছে স্বার্থপরতা, দুজনেরই লাভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। প্রত্যেকেই ভাবে নিজের কথা, অন্যেরটা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না এবং যেহেতু তারা এরূপ করে, ঠিক সেহেতুই তারা সব কিছুই করে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত এক বিশ্ববিধান অনুসারে কিংবা বিশ্ববুদ্ধিমান এক বিধাতার তত্ত্বাবধানে ; তারা কাজ করে পরস্পরের সুবিধার জন্য, সাধারণ কল্যাণের জন্য, সকলের স্বার্থের জন্য।

সরল সঞ্চলনের তথা পণ্যবিনিময়ের এই যে পরিধি, যা থেকে "স্বাধীন বাণিজ্যের ধ্বজাধারী" আহরণ করে তার ধ্যানধারণা ও মতামত, আহরণ করে মূলধন ও মজুরির উপরে প্রতিষ্ঠিত এক সমাজের বিচার-বিশ্লেষণে তার মানদণ্ড, এই পরিধিটি পরিত্যাগ করলে, আমাদের মনে হয়, আমরা আমাদের নাটকীয় চরিত্রটির শারীরবৃত্তে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি। আমাদের নাটকীয় চরিত্রটি আগে ছিল মহাজন, এখন সে সামনে এসে দাঁড়ায় একজন পুঁজিবাদী হিসেবে, তার পেছনে আসে শ্রম-শক্তির স্বত্বাধিকারী তথা শ্রমিক। একজন রাশভারি চালে চাপা-পড়ে হাসে, ব্যবসা করতে চনমন করে ; অন্যজন আসে ত্রস্ত পায়ে, দ্বিধাগ্রস্ত মনে—কেউ যদি তার নিজের চামড়া নিয়ে আসে বাজারে কিন্তু বিনিময়ে প্রত্যাশা করে না কিছুই এক চাবুকের মার খাওয়া ছাড়া, ঠিক তার মতো--সংকুচিত ও দ্বিধাগ্রস্ত।

তৃতীয় বিভাগ

অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন

সপ্তম অধ্যায়

শ্রম-প্রক্রিয়া এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে উৎপাদনের প্রক্রিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রম-প্রক্রিয়া তথা ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া ॥

ধনিক শ্রম-শক্তি ক্রয় করে তা ব্যবহার করার জন্য; এবং ব্যবহারে নিযুক্ত শ্রম-শক্তিই হচ্ছে স্বয়ং শ্রম। শ্রম-শক্তির বিক্রেতাকে কাজে নিযুক্ত করেই শ্রম-শক্তির ক্রেতা তা পরিভোগ করে। আগে সে ছিল সম্ভাব্য শ্রমিক কিন্তু কাজ করার মাধ্যমে সে হয়ে ওঠে বস্তুতঃই সক্রিয় শ্রম-শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক। যাতে করে তার শ্রম একটি পণ্যে পুনরাবির্ভূত হতে পারে, সেই জন্য তাকে সবার আগে তার শ্রম-শক্তিকে ব্যয় করতে হবে এমন কিছুর উপরে যার আছে উপযোগিতা, যা কোন এক রকমের অভাব পূরণে সক্ষম। অতএব, ধনিক শ্রমিককে যা করবার জন্য প্রবৃত্ত করে, তা হল একটি বিশেষ ব্যবহার-মূল্য, একটি নির্দিষ্ট জিনিস। ব্যবহার-মূল্য তথা দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন সম্পাদিত হয় কোন ধনিকের নিয়ন্ত্রণে বা তার পক্ষে—এই যে ঘটনা, তা উৎপাদনের সাধারণ চরিত্রকে পরিবর্তিত করে না। সুতরাং, বিশেষ বিশেষ সামাজিক অবস্থাবলীতে শ্রম-প্রক্রিয়া যে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে আমরা শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমতঃ, শ্রম হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই অংশ গ্রহণ করে, এবং যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় তার নিজের এবং প্রকৃতির মধ্যেকার বাস্তব প্রতিক্রিয়াগুলি সূচনা করে, নির্ধারণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির উৎপাদন-সমূহকে তার বিবিধ অভাবের সঙ্গে উপযোজিত আকারে আত্মীকৃত করার উদ্দেশ্যে সে নিজেকে প্রকৃতির বিপরীতে স্থাপন করে প্রকৃতিরই অন্যতম শক্তি হিসাবে। এই ভাবে বাহ্য জগতের উপরে কাজ করে এবং তাকে পরিবর্তিত করে, সে সেই সঙ্গে তার নিজের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটায়। সে তার সুপ্ত শক্তিগুলিকে বিকশিত করে এবং সেগুলিকে

বাধ্য করে তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে। শ্রমের যেসব আদিম প্রবৃত্তিজাত রূপ আমাদের কেবল পশুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, এখন আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করছি না। মনুষ্য-শ্রম যখন ছিল তার প্রবৃত্তিগত পর্যায়ে সেই অবস্থা যে-অবস্থায় মানুষ তার শ্রম-শক্তিকে বাজারে নিয়ে আসে তা পণ্য হিসাবে বিক্রি করার জন্য—এই দুই অবস্থার মধ্যে রয়েছে অপরিমেয় কালের ব্যবধান। শ্রমকে আমরা ধরে নিচ্ছি এমন একটি রূপে, যার উপরে একান্ত ভাবেই মনুষ্য-শ্রমের অভিধা মুদ্রিত। একটা মাকড়সা এমন অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করে, যেগুলি একজন তন্তুবায়ের দ্বারা সম্পাদিত বিবিধ ক্রিয়ার অনুরূপ, এবং মৌচাক নির্মাণের কাজে একটা মৌমাছি একজন স্থপতিকেও লজ্জা দেয়। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ স্থপতি এবং সবচেয়ে ভাল মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্থপতি তার ইমারতটি বাস্তবে গড়ে তোলার আগে সেটাকে গড়ে তোলে তার কল্পনায়। প্রত্যেকটি শ্রম-প্রক্রিয়ার শেষে আমরা পাই এমন একটি ফল, যেটি ঐ প্রক্রিয়াটির শুরুতেই ছিল শ্রমিকটির কল্পনায়। যে-সামগ্রীটির উপরে সে কাজ করে, সে কেবল তার রূপেরই পরিবর্তন ঘটায় না, সে তার মধ্যে রূপায়িত করে তার নিজেরই একটি উদ্দেশ্য, যা তার কর্ম-প্রণালীটিকে করে একটি নিয়মের অনুসারী, যে-নিয়মটির কাছে তার নিজের অভিপ্রায়ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য। এবং এই বশ্যতা কোনো ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নয়। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুশীলন ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটি দাবি করে যে, সমগ্র কর্মকাণ্ডটি জুড়ে কর্মী-মানুষটির অভিপ্রায় তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অবিচল ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলবে। এর মানে হল ঘনিষ্ঠ মনঃসংযোগ। কাজের প্রকৃতি এবং যে-পদ্ধতিতে তা সম্পাদিত হয় সেই পদ্ধতি যত কম আকর্ষণীয় হয়, এবং, সেই কারণে, তার দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির স্ফূর্তির পক্ষে তা যত কম উপভোগ্য হয়, ততই সে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ মনঃসংযোগ করতে বাধ্য হয়।

শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উপাদানগুলি হচ্ছে: (১) মানুষের ব্যক্তিগত সক্রিয়তা, অর্থাৎ খোদ কাজ, (২) ঐ কাজটির বিষয় এবং (৩) তার উপকরণ।

ভূমি (এবং অর্থনীতিতে জলও তার অন্তর্ভুক্ত), কুমারী অবস্থায় যা মানুষকে যোগায়[১] প্রাণ-ধারণের আবশ্যিক দ্রব্য-সামগ্রী বা উপায়সমূহ—সেই ভূমির অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ এবং তা মনুষ্য-শ্রম-প্রয়োগের সর্বজনীন বিষয়। সেই যাবতীয় সামগ্রী, যেগুলিকে শ্রম কেবল পরিবেশের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে—সেই যাবতীয় সামগ্রীই হচ্ছে প্রকৃতির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রদত্ত শ্রম-প্রয়োগের

১. "পৃথিবীর স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদনসমূহ পরিমাণে অল্প এবং মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এই কারণে মনে হয় যেমন কোন যুবককে কিছু অর্থ দেওয়া হয় যাতে সে কোন একরকমের শ্রম-শিল্পে ব্যাপৃত হয়ে তার ভাগ্য গড়ে নিতে পারে যেন তেমন ভাবেই প্রকৃতি এগুলিকে দিয়েছে।" (James Steuart: "Principles of polit. Econ." edit. Dublin, 1770, v. I. p. 116)

বিষয়। যেমন মাছ, যা আমরা ধরি এবং জল থেকে তুলে নিই; কাঠ, যা আমরা বন থেকে কেটে আনি এবং আকর, যা আমরা খনি থেকে তুলে আনি। অপর পক্ষে, শ্রমের বিষয়টি যদি হয়, বলা যায়, পূর্ব-কৃত শ্রমের মাধ্যমে পরিস্রুত, তা হলে তাকে আমরা বলি কাঁচামাল; যেমন, ইতিপূর্বে তুলে আনা আকর, যাকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ধৌত করার জন্য। সমস্ত কাঁচামালই শ্রম-প্রয়োগের বিষয় কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রম-প্রয়োগের বিষয়ই কাঁচামাল নয়; তা কাঁচামালে পরিণত হয় শ্রমের মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তিত হবার পরে।

শ্রমের উপকরণ হচ্ছে এমন একটি জিনিস বা একাধিক জিনিসের সংখ্যাবিন্যাস ('কমপ্লেক্স'), যাকে শ্রমিক স্থাপন করে তার নিজের এবং তার শ্রম-প্রয়োগের বিষয়ের মধ্যস্থলে এবং যা কাজ করে তার সক্রিয়তার পরিবাহী হিসাবে। অন্যান্য বস্তুকে তার উদ্দেশ্যের বশবর্তী করার জন্য সে ব্যবহার করে কিছু বস্তুর যান্ত্রিক, দৈহিক ও রাসায়নিক গুণাবলীকে।[১] গাছের ফলের মত প্রাণ-ধারণের এমন তৈরি জিনিস ইত্যাদিকে, যেগুলি সংগ্রহ করতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কাজ করে শ্রমের উপকরণ হিসাবে, সেগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখলে, যে জিনিসটিকে মানুষ সর্বপ্রথম করায়ত্ত করে, সেটি তার শ্রমের বিষয় নয়, শ্রমের উপকরণ। এই ভাবে প্রকৃতি পরিণত হয় তার একটি কর্মেন্দ্রিয়ে, যাকে সে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে যুক্ত করে নেয় এবং এই ভাবে, বাইবেল-এর বাণী সত্ত্বেও, নিজের উচ্চতাকে বৃদ্ধি করে নেয়। যেমন পৃথিবীই হচ্ছে মানুষের প্রথম ভাঁড়ার ঘর, তেমনি পৃথিবীই হচ্ছে তার প্রথম হাতিয়ারখানা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পৃথিবী তাকে যোগায় পাথর, যা সে ব্যবহার করে ছোঁড়ার জন্য, পেষার জন্য, চাপ দেবার জন্য, কাটবার জন্য। পৃথিবী নিজেই শ্রমের একটি উপকরণ, কিন্তু যখন সে কৃষিকর্মে এই ভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রয়োজন হয় গোটা এক প্রস্থ উপকরণের এবং শ্রমের অপেক্ষাকৃত উচ্চ-বিকশিত মানের।[২] শ্রমের ন্যূনতম

---

১. "যুক্তি-বুদ্ধি যেমন শক্তিশালী, তেমন সুকৌশল। তার এই সুকৌশলী দিকটি প্রকাশ পায় প্রধানতঃ তার মধ্যস্থতার ভূমিকায়, যা বিভিন্ন জিনিসকে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পরস্পরের উপরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ দিয়ে, এবং এইভাবে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করেই, যুক্তি-বুদ্ধির অভিপ্রায়কে কার্যকরী করে।" (Hegel : "Enzyklopadie, Erster Theil, Die Logik", Berlin, 1840, p. 382).

২. ("Theorie de l' Econ. Polit." Paris, 1815) নামক তাঁর গ্রন্থটি অন্যদিক থেকে শোচনীয় হলেও, গ্যানিল 'ফিজিওক্র্যাট'-দের বিরোধিতা করে এক দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করেছেন, যাতে তিনি আশ্চর্যজনক ভাবে দেখিয়েছেন, সঠিক ভাবে যাকে কৃষিকার্য বলা যায়, তার সূচনার জন্য কতগুলি প্রক্রিয়া পার হওয়া আবশ্যক

বিকাশ ঘটলেই তার আবশ্যক হয় বিশেষ ভাবে তৈরি-করা উপকরণসমূহের। এই কারণেই প্রাচীনতম গুহাগুলির মধ্যে আমরা পাই পাথরের উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র। মানুষের ইতিহাসের আদিতম যুগে গৃহ-পালিত জন্তুগুলি অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্যেই যেগুলি প্রতিপালিত এবং শ্রমের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, সেই জন্তুগুলি এবং তাদের সঙ্গে বিশেষ তৈরি-করা পাথর, কাঠ, হাড ও খোলকগুলি শ্রমের উপকরণ হিসাবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।[১] শ্রমের উপকরণের ব্যবহার ও নির্মাণ, যদিও কোন কোন প্রজাতির জন্তুর মধ্যে বীজাকারে বর্তমান ছিল, তা হলেও সেগুলিই হচ্ছে মানুষের শ্রম-প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এবং সেই কারণেই ফ্র্যাংকলিন মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন হাতিয়ার-নির্মাণকারী জন্তু হিসাবে। জন্তু-জানোয়ারের লুপ্ত প্রজাতিসমূহের নির্ধারণে জীবাশ্মের যে-গুরুত্ব সমাজের লুপ্ত অর্থনৈতিক রূপগুলির সন্ধানকার্যে অতীত-কালের শ্রম-উপকরণগুলিরও সেই একই গুরুত্ব। কি কি জিনিস তৈরি হল, তা নয়, কিভাবে সেগুলি তৈরি হল, কোন্ কোন্ হাতিয়ার দিয়ে সেগুলি তৈরি হল, সেগুলিই আমাদের সক্ষম করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগকে নির্ণয় করতে।[২] মনুষ্য-শ্রম বিকাশের কোন্ মাত্রায় পৌঁছেছে, তা বুঝাবার জন্য শ্রমের উপকরণসমূহ আমাদের কেবল একটা মানদণ্ডই যোগায় না, সেই সঙ্গে সেই শ্রম যে-সামাজিক অবস্থায় সম্পাদিত হয়েছিল, তার একটা নির্দেশক হিসাবেও কাজ করে। পাইপ, টব, ঝুড়ি, কলসী ইত্যাদি যেগুলি লাগে কেবল শ্রমের মাল-মশলা ধারণ করতে এবং যেগুলিকে আমরা সাধারণ ভাবে বলতে পারি উৎপাদনের 'সংবহন-প্রণালী', সেগুলির তুলনায় শ্রমের উপকরণসমূহের মধ্যে যেগুলি যান্ত্রিক প্রকৃতির, যেগুলিকে আমরা বলতে পারি 'উৎপাদনের অস্থি ও পেশী' সেগুলি আমাদের যোগায় উৎপাদনের একটি বিশেষ যুগের চরিত্র-নির্ণয়ের ঢের বেশি নিশ্চয়াত্মক বৈশিষ্ট্যসমূহ। পাইপ, টব ইত্যাদিগুলি প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে রাসায়নিক শিল্পসমূহে।

১. তুর্গো তাঁর "Reflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses" (1766) নামক বইয়ে সভ্যতার শৈশবে গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের গুরুত্বের কথা বিবৃত করেছেন।

২. উৎপাদনের বিভিন্ন যুগের মধ্যে কৃৎকৌশলগত তুলনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হচ্ছে যাকে যথাযথ ভাবে বলা যায় 'বিলাস-দ্রব্য'। সমগ্র সমাজ-জীবনের, অতএব, সমগ্র বাস্তব জীবনের ভিত্তিই হচ্ছে বস্তুগত উৎপাদনের বিকাশ; এতাবৎকাল আমাদের লিখিত ইতিহাসগুলি বস্তুগত উৎপাদনের বিকাশ সম্পর্কে যত সামান্যই লিখুক না কেন, তবু প্রাগৈতিহাসিক আমলকে কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে তথাকথিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলাফল অনুসারে নয়, বরং বস্তুগত অনুসন্ধানের ফলাফল অনুসারেই। যে যুগে সে সামগ্রী দিয়ে উপকরণ ও হাতিয়ার তৈরি হত, সেই অনুসারেই হয়েছে তার নামকরণ, যেমন প্রস্তর-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ ও লৌহ-যুগ।

যে-সমস্ত জিনিস শ্রমকে তার বিষয়টিতে প্রত্যক্ষ ভাবে স্থানান্তরিত করতে ব্যবহৃত হয় এবং যেগুলি সেই কারণে কোন-না-কোন ভাবে সক্রিয়তার পরিবাহী হিসাবে কাজ করে, সেই সমস্ত জিনিস ছাড়াও, ব্যাপকতর অর্থে আমরা শ্রমের উপকরণসমূহের মধ্যে ধরতে পারি এমন যাবতীয় বিষয় শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যেগুলির প্রয়োজন হয়। এগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে না, কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়ে শ্রম-প্রক্রিয়া আদৌ সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব কিংবা যদি সম্ভবও হয়, তা হলেও কেবল আংশিক মাত্রায়। আরো একবার আমরা পৃথিবীকে দেখি এই ধরনের একটি সর্বজনীন উপকরণ হিসাবে, কেননা তা শ্রমিককে দেয় দাঁড়াবার ঠাঁই এবং তার কাজের জন্য নিয়োগ-ক্ষেত্র। যেসব উপকরণ পূর্ব-কৃত শ্রমের ফল এবং সেই সঙ্গে আবার এই শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির মধ্যে আমরা দেখি কর্মশালা, খাল, সড়ক ইত্যাদি।

সুতরাং শ্রম-প্রক্রিয়ায় মানুষের সক্রিয়তা, শ্রম-উপকরণের সহায়তায়, শ্রমের সামগ্রীর উপরে সংঘটিত করে এমন একটি পরিবর্তন, যা শুরু থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটি উৎপাদিত দ্রব্যটির মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়; দ্রব্যটি হয় একটি ব্যবহার-মূল্য—প্রকৃতির সামগ্রী, যাকে পরিবর্তনের মাধ্যমে উপযোজিত করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে। শ্রম নিজেকে তার বিষয়টির মধ্যে অঙ্গীভূত করেছে; শ্রম হয়েছে বাস্তবায়িত এবং বিষয়টি হয়েছে রূপান্তরিত। যা শ্রমিকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল গতিশীল সক্রিয়তা হিসাবে, উৎপাদিত দ্রব্যটিতে তাই এখন দেখা যায় গতিহীন অব্যয় গুণ হিসাবে। কর্মকার (গরম নরম লোহাকে) কোন আকার দেবার জন্য হাতুড়ি চালায়; যা উৎপন্ন হয়, তা একটি নির্দিষ্ট আকার (আকার-প্রাপ্ত সামগ্রী)।

আমরা যদি গোটা প্রক্রিয়াটিকে তার ফলের দিক থেকে, উৎপন্ন দ্রব্যটির দিক থেকে বিচার করি, তা হলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় শ্রমের উপকরণ এবং শ্রমের বিষয়—উভয়ই হল উৎপাদনের উপায়,[১] এবং শ্রম নিজেই হল উৎপাদনশীল শ্রম।[২]

যদিও শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় একটি দ্রব্যের আকারে একটি ব্যবহার-মূল্য, তা হলেও পূর্ব-কৃত শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের উপায় হিসাবে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। একই ব্যবহার-মূল্য একই সঙ্গে পূর্ববর্তী একটি প্রক্রিয়ার উৎপন্ন ফল এবং পরবর্তী একটি প্রক্রিয়ার উৎপাদনের উপায়। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্য কেবল ফলই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমের আবশ্যিক শর্তও বটে।

আহরণমূলক শিল্পগুলি ছাড়া, যেখানে প্রকৃতিই সাক্ষাৎভাবে শ্রমের সামগ্রী যোগায়,

১. এটা আপাত-বিরোধী বলে মনে হয় যে মাছ ধরা পড়েনা, তাই হল মৎস্য-শিল্পে উৎপাদনের অন্যতম উপায়। কিন্তু যে জলে মাছ নেই, সেই জলে মাছ ধরার কৌশলটি কেউই আবিষ্কার করেনি।

২. উৎপাদনশীল শ্রম কি একমাত্র শ্রম-প্রক্রিয়া থেকেই তা নির্ধারণ করার পদ্ধতিটি কোন ক্রমেই উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

যেমন খনি-খনন, শিকার, মাছ-ধরা ও কৃষিকাজ, (যখন তা কুমারী মাটি চাষ করার ব্যাপার),—এগুলি ছাড়া, শিল্পের বাকি সকল শাখাই কাজ করে কাঁচামাল নিয়ে, শ্রমের মাধ্যমে পরিস্রুত সামগ্রী নিয়ে, শ্রম-জাত দ্রব্যাদি নিয়ে। কৃষিকার্যে যেমন বীজ। জীবজন্তু এবং গাছপালা, যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির উৎপাদন বলে ভাবতে অভ্যস্ত, সেগুলি তাদের বর্তমান রূপে কেবল, ধরুন, গত বছরেরই শ্রমের ফল নয়, সেগুলি মানুষের তত্ত্বাবধানে এবং মানুষের শ্রমের মাধ্যমে বহু প্রজন্ম-ব্যাপী অব্যাহত ক্রমিক রূপান্তরের ফল। কিন্তু বিপুলতর সংখ্যক ক্ষেত্রেই এমনকি খুব ভাসা-ভাসা দর্শকের চোখেও শ্রমের উপকরণসমূহের মধ্যে ধরা পড়ে বিভিন্ন অতীত যুগের চিহ্ন।

কাঁচামাল গঠন করতে পারে কোন উৎপন্ন দ্রব্যের প্রধান উপাদান, নয়তো, তার গঠনে প্রবেশ করতে পারে একটি সহায়ক সামগ্রী হিসাবে। সহায়ক সামগ্রী পরিভুক্ত হতে পারে শ্রমের উপকরণসমূহের দ্বারা, যেমন বয়লার-এর নিচেকার কয়লা, তেল পরিভুক্ত হয় চাকার দ্বারা, খড় চাষের ঘোড়ার দ্বারা; কিংবা কোন কাঁচামালে কিছু পরিবর্তন ঘটাবার জন্য তাকে মেশানো যেতে পারে সেই কাঁচামালটির সঙ্গে, যেমন কোরা কাপড়ে ক্লোরিন, লোহার সঙ্গে কয়লা, উলের সঙ্গে রঙ; কিংবা তা সাহায্য করতে পারে খোদ কাজটিকেই সম্পাদন করতে, যেমন কর্মশালায় তাপ ও আলোর ব্যবস্থা করবার জন্য জিনিসগুলি। প্রধান উপাদান এবং সহায়ক সামগ্রীর মধ্যেকার পার্থক্য খাঁটি রাসায়নিক শিল্পগুলিতে অন্তর্হিত হয়ে যায়, কেননা তার মূল গঠনে উৎপন্ন দ্রব্যটির সত্তায় কাঁচামালের কোনটিরই পুনরাবির্ভাব ঘটে না।[1]

প্রত্যেক বিষয়েরই থাকে বিবিধ গুণ এবং সেই জন্য প্রয়োগ করা যায় বিভিন্ন ব্যবহারে। সুতরাং একই অভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল হিসাবে কাজ করতে পারে। যেমন, দানা-শস্য; ঘানি-ওয়ালা, শ্বেতসার-প্রস্তুতকারক, মদ-চোলাইকারী এবং গো-পালক—সকলের কাছেই তা কাঁচামাল। তা তার নিজের উৎপাদনেও বীজের আকারে কাঁচামাল হিসাবে প্রবেশ করে, কয়লাও কয়লা-খননের শিল্পের একই সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপকরণ।

আবার, একটি বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য একই অভিন্ন প্রক্রিয়ায় শ্রমের উপকরণ এবং কাঁচামাল উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ধরুন, গো-মেদ-বর্ধন, যেখানে জন্তুটি একই সঙ্গে কাঁচামাল এবং সার-উৎপাদনের একটি উপকরণ।

একটি উৎপন্ন দ্রব্য, পরিভোগের জন্য প্রস্তুত থাকা সত্বেও, অন্য একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল হতে পারে, যেমন আঙুর ফল, যখন তা ব্যবহৃত হয় মদ তৈরি করার জন্য। অপর পক্ষে, শ্রম তার উৎপন্ন দ্রব্য এমন এক রূপে আমাদের দিতে পারে,

১. সত্যকার কাঁচামালকে এবং সহায়ক সামগ্রীকে স্টর্চ অভিহিত করেন যথাক্রমে "Matieres" এবং "Materiaux" বলে। সহায়ক সামগ্রীকে Cherbuliez বলেন "Matieres instrumentales".

যাতে আমরা তাকে কেবল কাঁচামাল হিসাবেই ব্যবহার করতে পারি, যেমন তুলো, সুতো ইত্যাদি। এমন একটি কাঁচামাল, যা নিজে একটি উৎপন্ন দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও, যেতে পারে গোটা এক প্রস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে: যে সব প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটিতে আবার তা নিরন্তর পরিবর্তনশীল রূপে কাজ করে কাঁচামাল হিসাবে, যে পর্যন্ত ঐ প্রস্থটির সর্বশেষ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার পরে তা পরিণত হয় একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্যে—যা ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্যও প্রস্তুত, শ্রমের উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের জন্যও প্রস্তুত।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি ব্যবহার মূল্য কিভাবে গণ্য হবে, কাঁচামাল হিসাবে, না শ্রম-উপকরণ হিসাবে, না উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকার দ্বারা, সেখানে তা অবস্থানে থাকে তার দ্বারা; তা যখন বদলে যায়, তার চরিত্রও তখন বদলে যায়।

সুতরাং যখনি একটি উৎপন্ন দ্রব্য একটি নোতুন শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে উৎপাদনের উপায় হিসাবে, তখনি তা তার দ্বারা তার উৎপন্ন দ্রব্যের চরিত্রটি হারায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে একটি উপাদান-মাত্রে পরিণত হয়। একজন সুতো-কাটুনী তার টাকুগুলিকে দেখে কেবল সুতো কাটার উপকরণ হিসাবে, শনকে দেখে কেবল সুতো কাটার কাঁচামাল হিসাবে। অবশ্য, কাঁচামাল আর টাকু ছাড়া সুতো কাটা অসম্ভব; সুতরাং সুতো কাটার কাজটি আরম্ভ করার সময়ে উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলির অস্তিত্ব ধরে নিতে হবে: কিন্তু এই জিনিসগুলি যে পূর্বকৃত শ্রমের ফল, খোদ এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে সম্পূর্ণ ভাবেই গুরুত্বহীন ব্যাপার; যেমন রুটিটা কৃষকের, ঘানি-ওয়ালার, না যে সেটা স্যাঁকে তার পূর্বকৃত শ্রমের ফল—পরিপাক-প্রক্রিয়ায় তার কোনো গুরুত্ব নেই। উলটো, সাধারণতঃ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে তাদের বিভিন্ন ত্রুটির দ্বারাই কোনো প্রক্রিয়ার অন্তর্গত উৎপাদন উপকরণ-সমূহ নিজেদেরকে প্রকাশ করে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির চরিত্রে। একটি ভোঁতা ছুরি কিংবা ভঙ্গুর সুতো জোর করেই আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় ছুরি-নির্মাতা শ্রী ক-এর কথা, সুতো-কাটুনী শ্রী খ-এর কথা। তৈরি জিনিসটিতে, যে-শ্রমের মাধ্যমে সেটা তার উপযোগিতা পূর্ণ গুণগুলি পেয়েছে, সেই শ্রম দৃষ্টিগোচর নয়, বাহ্যতঃ তা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

যে মেশিন শ্রমের উদ্দেশ্য সাধন করেনা, তা অকেজো। উপরন্তু, তা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিধ্বংসী প্রভাবের কবলে পড়ে। লোহায় মরচে ধরে, কাঠ পচে যায়। যে সুতো দিয়ে আমরা সেলাইও করি না, বয়নও করি না, তা তুলোর অপচয় মাত্র। জীবন্ত শ্রম এদেরকে আয়ত্তে আনবে, মরণ-ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে, নিছক সম্ভাব্য ব্যবহার মূল্য থেকে এদের পরিবর্তিত করবে বাস্তব ও কার্যকর ব্যবহার-মূল্যে। শ্রমের অনলে অভিষিক্ত হয়ে, শ্রমের দেহযন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়ে এবং যেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে নিজেদের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের জন্য সঞ্জীবিত হয়ে, এরা বাস্তবিক পক্ষে পরিভুক্ত হয়,

কিন্তু পরিভুক্ত হয় একটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী—নোতুন নোতুন ব্যবহার-মূল্যের নোতুন নোতুন উৎপন্ন দ্রব্যের, বিবিধ প্রাথমিক উপাদান হিসাবে, যে-মূল্যগুলি তথা দ্রব্যগুলি প্রাণ-ধারণের উপায় হিসাবে ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য, উৎপাদনের উপায় হিসাবে কোন নোতুন শ্রম, প্রক্রিয়ার জন্য সদা-প্রস্তুত।

সুতরাং, একদিকে, তৈরি-জিনিস সমূহ যদি শ্রম-প্রক্রিয়ার কেবল ফলই না হয়, সেই সঙ্গে শ্রম-প্রক্রিয়ার আবশ্যিক শর্তও হয়, তা হলে, অন্যদিকে, উক্ত প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্তি তথা জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শই হবে একমাত্র উপায়, যার দ্বারা ব্যবহার-মূল্য হিসাবে তাদের চরিত্র রক্ষা করা যায়, তাদেরকে কাজে লাগানো যায়।

শ্রম তার বস্তুগত উপাদানগুলিকে, তার বিষয়-সামগ্রীকে এবং তার উপকরণসমূহকে ব্যবহারে লাগায়, সেগুলিকে পরিভোগ করে এবং সেই কারণে শ্রম একটি পরিভোগেরও প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত পরিভোগ এবং এই ধরণের উৎপাদনশীল পরিভোগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি উৎপন্ন-দ্রব্যকে ব্যবহারে লাগায় জীবিত ব্যক্তির প্রাণধারণের উপকরণ হিসাবে; দ্বিতীয়টি তা ব্যবহারে লাগায় উপায় হিসাবে, একমাত্র যে-হিসাবে জীবিত ব্যক্তির শ্রমকে তথা শ্রম-শক্তিকে সক্রিয় হতে সক্ষম করা যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত পরিভোগের উৎপন্ন ফল হচ্ছে পরিভোক্তা নিজেই, অন্যদিকে, উৎপাদনশীল পরিভোগের ফল কিন্তু এমন একটি উৎপন্ন দ্রব্য সেটি পরিভোক্তা থেকে স্বতন্ত্র।

সুতরাং, শ্রমের উপকরণসমূহ ও বিষয়-সামগ্রী যে-পর্যন্ত নিজেরাই হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্য, সে পর্যন্ত (দেখা যায়), শ্রম উৎপন্ন দ্রব্য পরিভোগ করে পুনরায় উৎপন্ন দ্রব্য সৃষ্টি করার জন্যই অর্থাৎ এক প্রস্তু দ্রব্য পরিভোগ করার মাধ্যমে সেগুলিকে পরিণত করে আরেক প্রস্তু দ্রব্যে। কিন্তু ঠিক যেমন শুরুতে শ্রম-প্রক্রিয়ার শরিক ছিল কেবল মানুষ এবং পৃথিবী, যার অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, ঠিক তেমন এখনো আমরা শ্রম-প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করি উৎপাদনের এমন অনেক উপায়, যেগুলি পাওয়া যায় সরাসরি প্রকৃতির কাছ থেকে, যেগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয় না মানুষের শ্রমের সঙ্গে প্রাকৃতিক বস্তু-সামগ্রীর কোনো সম্মিলিন।

উপরে যেমন করা হয়েছে, তেমনিভাবে শ্রম-প্রক্রিয়াকে যদি তার বিবিধ প্রাথমিক উপাদানে পর্যবসিত করা হয়, তা হলে সেটা হয় ব্যবহার মূল্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মানুষের সক্রিয়তা, মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাকৃতিক বস্তু-সামগ্রীর উপযোজন, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর বিনিময় ঘটাবার জন্য এটা একটা আবশ্যিক শর্ত; মানুষের পক্ষে এটা হচ্ছে প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত একটা চিরন্তন শর্ত এবং স্বভাবতই সেই অস্তিত্বের প্রত্যেকটি সামাজিক পর্যায় থেকে নিরপেক্ষ অথবা, বরং বলা যায়, এমন প্রত্যেকটি পর্যায়ের ক্ষেত্রেই সমাপেক্ষ ('কমন')। সুতরাং, অন্যান্য শ্রমিকের সঙ্গে সংযোগে আমাদের শ্রমিককে উপস্থাপিত করার আবশ্যক হয়নি; একদিকে মানুষ আর তার শ্রম এবং অন্যদিকে প্রকৃতি ও তার বস্তু-সামগ্রীই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যেমন 'পরিজ'-এর স্বাদ থেকে বোঝা যায় না কে 'ওট' উৎপাদন করেছিল,

তেমনি এই সরল প্রক্রিয়াটি নিজে থেকে আপনাকে বলে দেয়না কি সেই সামাজিক অবস্থাবলী, যার অধীনে সেটি সংঘটিত হচ্ছে ; দাস-মালিকের পাশবিক চাবুকের তলায় নাকি, ধনিকের ব্যগ্র চোখের নীচে, সিন্‌সিন্নাটাস তার ছোট্ট ক্ষেতটি চাষ করার সময়ে নাকি একজন বন্য মানুষ পাথর দিয়ে বুনো জানোয়ার মারার সময়ে।[১]

এখন আমাদের ভাবী ধনিকটির কাছে ফিরে যাওয়া যাক। আমরা তাকে ছেড়ে এসেছিলাম ঠিক তখন, যখন সে সবে, খোলা বাজারে, শ্রম-প্রক্রিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ক্রয় করেছিল—শ্রম-প্রক্রিয়ার বিষয়গত উপাদানগুলি অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং সেই সঙ্গে তার বিষয়ীগত উপাদানগুলিও অর্থাৎ শ্রম-শক্তিও। একজন বিশেষজ্ঞের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বাছাই করে নিয়েছে তার বিশেষ শিল্পটির পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী উৎপাদনের উপায় এবং বিশেষ ধরণের শ্রম-শক্তি—তা সেই শিল্প সুতো কাটাই হোক, জুতো তৈরিই হোক বা অন্য কিছুই হোক। তার পরে সে অগ্রসর হয় ঐ পণ্যটিকে, তার সদ্য-ক্রীত শ্রম-শক্তিকে পরিভোগ করতে ; তা করতে গিয়ে সে শ্রমিককে দিয়ে, শ্রম-শক্তির ব্যক্তি-মূর্তিটিকে দিয়ে, তার শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনের উপায়গুলিকে পরিভোগ করায়। এটা স্পষ্ট যে শ্রম-প্রক্রিয়ার সাধারণ চরিত্রটি এই ঘটনার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না যে, শ্রমিক তার নিজের জন্য কাজ না করে, কাজ করে ধনিকের জন্য , অধিকন্তু, জুতো-তৈরি বা সুতো-কাটায় যে যে বিশেষ পদ্ধতি ও প্রণালী নিয়োগ করা হয়, ধনিকের এই প্রবেশের ফলে তা সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়ে যায় না। বাজারে শ্রম-শক্তি যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই তাকে নিয়ে ধনিককে কাজ শুরু করতে হয় ; সুতরাং, ধনিকদের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত প্রাক্কালে যে-ধরণের শ্রম পাওয়া যায়, তাই নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মূলধনের কাছে শ্রমের বশ্যতা-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন শুরু হতে পারে কেবল পরবর্তী এক কালে ; সুতরাং তা নিয়ে আলোচনাও করা হবে পরবর্তী কোন পরিচ্ছেদে।

যে-প্রক্রিয়ায় ধনিক শ্রম-শক্তিকে পরিভোগ করে, সেই প্রক্রিয়াতে পরিণত হলে শ্রম-প্রক্রিয়ায় দুটি বৈশিষ্ট্য-সূচক ব্যাপার সূচিত হয় প্রথমতঃ, শ্রমিক কাজ করে তার শ্রমের যে মালিক, সেই ধনিকের নিয়ন্ত্রণে ; যাতে করে কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন

১. যুক্তিবিদ্যার অদ্ভুত কেরামতি দেখিয়ে কর্নেল টরেন্স বন্য মানুষের এই পাথরের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন মূলধনের উৎপত্তি। "বন্য মানুষে বন্য পশুকে তাড়া করে প্রথম যে-পাথরটি ছুঁড়ল, নাগালের বাইরে কোন ফল পাড়বার জন্য প্রথম যে-লগুড়টি হাতে নিল, তারি মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি আরেকটি জিনিস সংগ্রহে সাহায্যের জন্য একটি জিনিসের ব্যবহার, তারি মধ্যে লক্ষ্য করি মূলধনের উৎপত্তি।" (R. Torrens : "An Essay on the production of Wealth. &c. pp. 70-71)।

হয়, উৎপাদনের উপায়গুলি বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, কোনো কাঁচামালের অপচয় না ঘটে, কাজ চলাকালে স্বাভাবিকভাবে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয় তার চেয়ে বেশি যাতে না হয়, সেই সবের জন্য ধনিক ভাল রকম তদারকি করে।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপন্ন দ্রব্যটি হয় ধনিকের সম্পত্তি, শ্রমিকের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর নয়। ধরুন, একজন ধনিক একদিনের শ্রম-শক্তি তার মূল্য অনুযায়ী ক্রয় করল; তা হলে একদিনের জন্য সেই শ্রম-শক্তি ব্যবহারের অধিকার সে আয়ত্ত করে যেমন এক দিনের জন্য একটি ঘোড়া ভাড়া করলে, সে দিনের জন্য সেটি ব্যবহারের অধিকার সে পায়; অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও যা হয়। শ্রম-শক্তি ক্রয় করে ধনিক সেই শ্রমকে প্রাণের দ্যোতনা হিসাবে একীভূত করে উৎপাদ্য দ্রব্যটির নিষ্প্রাণ উপাদানগুলির সঙ্গে। তার দিক থেকে, শ্রম-প্রক্রিয়া তার ক্রীত পণ্যের তথা শ্রম-শক্তির পরিভোগের চেয়ে বেশি কিছু নয়; কিন্তু উৎপাদনের উপায়সমূহ দিয়ে শ্রম-শক্তিকে সমন্বিত না করে এই পরিভোগ সম্পন্ন করা যায় না। যে সমস্ত জিনিস ধনিক ক্রয় করেছে, যে সমস্ত জিনিস তার সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যেকার প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে শ্রম-প্রক্রিয়া। যেমন তার কুঠরির মধ্যে গাঁজিয়ে তোলার প্রক্রিয়ার ফলে যে-মদ উৎপন্ন হয়, সেই মদের সে মালিক, ঠিক তেমনি উল্লিখিত শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যেরও সে মালিক।[১]

১. "উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূলধনে রূপান্তরিত হবার আগেই দখলভুক্ত হয়, এই রূপান্তরণ তাদের এই দখলভুক্ত হওয়া থেকে নিরাপত্তা দেয়না।" (Cherbuliez : "Richesse ou pauvrete" edit. paris, 1841, p. 54)। "প্রাণ-ধারণের আবশ্যিক সামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে তার শ্রম বিক্রি করে দিয়ে 'প্রোলেতারিয়ান' উৎপন্ন দ্রব্যে কোন অংশ প্রাপ্তির দাবি ছেড়ে দেয়। উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভোগ-দখলের পদ্ধতি আগের মতই থেকে যায়; উল্লিখিত ক্রয়-বিক্রয়ের দরুণ তাতে কোনো রদ-বদল ঘটেনা। উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের মালিকানা থাকে একান্ত ভাবেই সেই ধনিকের দখলভুক্ত, যে কাঁচামাল ও প্রাণ-ধারণের সামগ্রী সরবরাহ করে, এবং এটা হল ভোগ-দখলের (আত্মীকরণের) নিয়মটির—সুকঠোর পরিণাম; অথচ যে-নিয়মটির মৌল নীতিটি ছিল ঠিক বিপরীত: শ্রমিক যা উৎপাদন করে, তার মালিকানা একান্ত ভাবে তারই।" (l.c. p. 58) "যখন শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের জন্য মজুরি পায়····· তখন ধনিক কেবল সেই মূলধনেরই মালিক থাকে না", (তিনি বোঝাতে চাইছেন "উৎপাদনের উপায়-উপকরণ") "শ্রমেরও মালিক হয়। যদি মজুরি হিসাবে যা দেওয়া হয়, তা মূলধনের মধ্যে ধরা হয়, যা সাধারণতঃ করা হয়, তা হলে মূলধন থেকে শ্রমকে আলাদা বলে ধরা অসম্ভব। এই ভাবে ব্যবহৃত 'মূলধন' শব্দটির মধ্যে দুটোই অন্তর্ভুক্ত—শ্রম এবং মূলধন।" (James Mill : Elements of pol. Econ." &c., Ed. 1821, pp. 70, 71)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন ॥

ধনিকের দ্বারা আত্মীকৃত উৎপন্ন দ্রব্যটি হল একটি ব্যবহার মূল্য, যেমন সুতো, বা জুতো। কিন্তু যদিও জুতো হচ্ছে এক অর্থে সমস্ত সামাজিক প্রগতির ভিত্তি, এবং আমাদের ধনিক-ব্যক্তিটি নিঃসংশয়ে একজন "প্রগতিবাদী", কিন্তু তা হলেও সে জুতোর জন্যই জুতো তৈরি করে না। পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহার মূল্য কোনো ক্রমেই তার মূল্য লক্ষ্য নয়। ধনিক ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করে কেবল এই কারণে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তা বিনিময়-মূল্যের বস্তুগত ভিত্তি, তার আধার। আমাদের ধনিক-ব্যক্তিটির চোখের সামনে আছে দুটি উদ্দেশ্য : প্রথমতঃ, সে চায় এমন একটি ব্যবহার মূল্য উৎপাদন করতে যার বিনিময়-মূল্যও আছে অর্থাৎ সে চায় এমন একটি জিনিস উৎপাদন করতে যেটি বিক্রির জন্য পূর্ব-নির্ধারিত, তার মানে একটি পণ্য; এবং, দ্বিতীয়তঃ, সে চায় এমন একটি পণ্য উৎপাদন করতে যার মূল্য হবে উক্ত পণ্যটি উৎপাদন করতে যে সব পণ্য ব্যবহার করা হয়েছে, সে সব পণ্যের মোট মূল্যের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ খোলা বাজার থেকে তার সাধের টাকা দিয়ে সে যে-উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এবং শ্রম-শক্তি ক্রয় করেছিল, সেগুলি মোট মূল্যের চেয়ে বেশি। তার লক্ষ্য কেবল ব্যবহার-মূল্যই উৎপাদন করা নয়, মূল্যও উৎপাদন করা; কেবল মূল্যই নয়, সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যও।

মনে রাখতে হবে যে আমরা এখন পণ্যোৎপাদন নিয়ে আলোচনা করছি এবং এই পর্যন্ত আমরা কেবল উক্ত প্রক্রিয়ার একটি মাত্র দিক নিয়ে বিবেচনা করেছি। ঠিক যেমন পণ্যদ্রব্যগুলি একই সঙ্গে ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য, তেমনি সেগুলির উৎপাদনের প্রক্রিয়াও অবশ্যই হবে একটি শ্রম-প্রক্রিয়া এবং সেই একই সঙ্গে আবার মূল্য-সৃজনের প্রক্রিয়াও।[১]

আমরা এখন উৎপাদনকে পরীক্ষা করব মূল্যের সৃজন হিসাবে।

আমরা জানি, প্রত্যেক পণ্যেরই মূল্য নির্ধারিত হয় তার উপরে ব্যয়িত এবং তার

---

১. যে কথা পূর্ববর্তী একটি টীকায় বলা হয়েছে শ্রমের এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিকের জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে : সরল শ্রম-প্রক্রিয়ায়, ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, তা হচ্ছে 'ওয়ার্ক' (কাজ); মূল্য সৃজনের প্রক্রিয়ায়, তা হচ্ছে 'লেবর' (শ্রম)—কথাটিকে এখানে ধরা হচ্ছে তার যথাযথ অর্থনৈতিক অর্থে। —এফ. এঙ্গেলস।

মধ্যে বাস্তবায়িত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা, বিশেষ সামাজিক অবস্থার মধ্যে তার উৎপাদনের জন্য আবশ্যক কর্ম-কালের দ্বারা। আমাদের ধনিক ব্যক্তিটির জন্য সম্পাদিত শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে তার হাতে যে উৎপন্ন দ্রব্য আসে, সেই তার ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। যদি ধরে নেওয়া যায়, এই উৎপন্ন দ্রব্যটি হল ১০ পাউণ্ড সুতো আমাদের পদক্ষেপ হবে তার মধ্যে রূপায়িত শ্রমের পরিমাণটি হিসাব করা।

সুতো কাটার জন্য কাঁচামাল লাগে; ধরা যাক, এ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ১০ পাউণ্ড তুলো। বর্তমানে আমাদের এই তুলোর মূল্য হিসাব করার কোনো দরকার নেই, কেননা আমরা ধরে নেব আমাদের ধনিক-ব্যক্তিটি তা ক্রয় করেছে তার পূর্ণ মূল্যে, ধরা যাক, দশ শিলিং মূল্যে। তুলোর উৎপাদনের জন্য যে-শ্রম লেগেছিল সেটা এই দামের মধ্যে সমাজের গড় শ্রমের হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আরো ধরে নেব যে আমাদের টাকুর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, যে টাকু আমাদের উপস্থিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিনিধিত্ব করছে বিনিয়োজিত সমস্ত শ্রম-উপকরণের, সেই টাকুর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ২ শিলিং পরিমাণ মূল্য। তা হলে, যদি ২৪ ঘণ্টার শ্রম কিংবা দুটি শ্রম-দিবসের প্রয়োজন হয় ১২ শিলিং দ্বারা প্রকাশিত সোনার পরিমাণ উৎপাদন করতে, তা হলে আমরা শুরুতেই পাই ইতিমধ্যেই সুতোর মধ্যে অঙ্গীভূত দুদিনের শ্রম।

আমরা যেন এই ঘটনার দ্বারা বিভ্রান্ত না হই যে যখন টাকুটির উপাদান ব্যবহারের ফলে কিছু মাত্রায় ক্ষয় পেয়েছে, তখন তুলোটা একটা নোতুন আকার ধারণ করেছে। মূল্যের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, যদি ৪০ পাউণ্ড সুতোর মূল্য হয় = ৪০ পাউণ্ড তুলো + একটি গোটা টাকুর মূল্য অর্থাৎ যদি এই সমীকরণের উভয় দিকের পণ্য-সমূহ উৎপাদন করতে একই কাজের সময়ের প্রয়োজন হয়, তা হলে ১০ পাউণ্ড সুতো হবে একটি টাকুর এক-চতুর্থাংশ সমেত ১০ পাউণ্ড তুলোর সমার্ঘ। আলোচ্য ক্ষেত্রটিতে একই কাজের সময় একদিকে বাস্তবায়িত হয় ১০ পাউণ্ড সুতোয়, অন্য দিকে ১০ পাউণ্ড তুলো এবং একটি টাকুর ভগ্নাংশে। সুতরাং মূল্য তুলোয়, টাকুতে বা সুতোয় যাতেই আবির্ভূত হোক, তাতে মূল্যের পরিমাণে কোনো পার্থক্য ঘটেনা। টাকু এবং সুতো পাশাপাশি শান্তভাবে অবস্থান না করে, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে এক সঙ্গে যুক্ত হয়, তাদের রূপ পাল্টে যায় এবং তারা পরিবর্তিত হয় সুতোয়; কিন্তু তারা যদি কেবল তাদের সমার্ঘ সুতোর সঙ্গে বিনিমিত হত তার তুলনায় এই ঘটনার দ্বারা তাদের মূল্য বেশি প্রভাবিত হয় না।

তুলোর উৎপাদনের জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, সুতোর জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, তা সুতো উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অংশ এবং সেই কারণেই সুতোর মধ্যে বিধৃত। এই একই কথা টাকুর মধ্যে বিধৃত শ্রমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে-টাকুর ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া তুলো থেকে সুতো কাটা যেত না।

অতএব, সুতোর মূল্য বা তা উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রম-সময়ের মূল্য-নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে যত বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পাদনের

প্রয়োজন হয়েছে, যেমন, প্রথমতঃ তুলো এবং টাকুর অপচিত অংশটি উৎপাদনের জন্য সম্পাদিত প্রক্রিয়া এবং তারপরে ঐ তুলোও টাকু দিয়ে সুতো কাটার জন্য সম্পাদিত প্রক্রিয়া, এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিকে একটি অভিন্ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ও পরম্পরাগত পর্যায় হিসাবে গণ্য করা যায় সুতোর মধ্যে বিধৃত গোটা শ্রমটাই হল অতীত শ্রম; এবং এটা মোটেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যে, তার সংগঠনী উপাদানগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডগুলি সম্পাদিত হয়েছিল এমন এমন সময়ে, যা আজকের এই সুতো কাটার চূড়ান্ত কর্মকাণ্ডটির চেয়ে অনেক পূর্ববর্তী। যদি একটি বাড়ি নির্মাণ করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম; ধরা যাক, ত্রিশ দিন লাগে তা হলে তার মধ্যে বিধৃত মোট শ্রমের পরিমাণ এই ঘটনার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না যে, প্রথম দিনের চেয়ে উনত্রিশ দিন পরে সম্পাদিত হয়, শেষ দিনের কাজটি। সুতরাং কাঁচামাল ও শ্রম-উপকরণ সমূহের মধ্যে বিধৃত শ্রমকে গণ্য করা যায় যেন তা এমন শ্রম যা ব্যয়িত হয়েছিল সুতো কাটার প্রক্রিয়ার গোড়ার দিকের একটি পর্যায়ে, যথার্থ অর্থে সুতো কাটার শ্রম যখনো শুরু হয়নি।

উৎপাদনের উপায়সমূহের, অর্থাৎ তুলো ও টাকুর, মূল্যগুলি, যা প্রকাশিত হয় বারো শিলিং দামের মধ্যে সেগুলি স্বভাবতই সুতোর মূল্যের কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়, উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যের সংগঠনী উপাদান।

যাই হোক, দুটি শর্তকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। প্রথমতঃ, ঐ তুলো ও সুতোকে সংযুক্ত হয়ে অবশ্যই একটি ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করতে হবে; বর্তমান ক্ষেত্রে এই দুটিকে মিলিত হয়ে হতে হবে সুতো। যে-বিশেষ ব্যবহার মূল্যটি তাকে ধারণ করে, তা থেকে মূল্য সেটি থেকে নিরপেক্ষ, কিন্তু তাকে কোন-না-কোন প্রকারের ব্যবহার মূল্যের মধ্যে অবশ্যই মূর্ত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের কাজে শ্রম যে সময় লাগায় তা উপস্থিত সামাজিক অবস্থায় যতটা সময় বস্তুতই প্রয়োজন, তার চেয়ে কিছুতেই বেশি হওয়া চলবে না। সুতরাং, ১ পাউণ্ড সুতো কাটতে যদি ১ পাউণ্ডের চেয়ে বেশি তুলো না লাগে, তা হলে ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ১ পাউণ্ড সুতো উৎপাদনে ১ পাউণ্ডের চেয়ে বেশি তুলো পরিভুক্ত না হয় অনুরূপ ভাবে, টাকু সম্পর্কেও ঐ একই কথা। যদি ধনিক-ব্যক্তিটির সখ থাকে এবং সে ইস্পাতের টাকুর বদলে সোনার টাকু ব্যবহার করে, তা হলেও সুতোর মূল্যের যে-কোনো ব্যাপারে একমাত্র যে-মূল্যটি গণ্য হয়, তা হল ইস্পাতের টাকু তৈরি করতে যে-শ্রম লাগে, কেবল সেই শ্রম, কেননা উপস্থিত সামাজিক অবস্থায় তার চেয়ে বিশি কিছুর প্রয়োজন নেই।

আমরা এখন জানি সুতোর মূল্যের কতটা অংশ তুলো এবং টাকু থেকে সঞ্জাত। তার পরিমাণ দাঁড়ায় বারো শিলিং কিংবা দু দিনের কাজ। আমাদের আলোচনার পরবর্তী বিষয়টি হল: সুতোর মূল্যের কতটা অংশ কাটুনীর শ্রমের দ্বারা তুলোয় সংযোতিত্ব হয়।

এই শ্রমকে আমাদের এখন দেখতে হবে এমন একটি আকারে যা শ্রম-প্রক্রিয়া

চলা কালে সে যে আকার নিয়েছিল ; তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ; শ্রম-প্রক্রিয়ায় তাকে আমরা দেখে ছিলাম একান্ত ভাবে মানুষের সক্রিয়তার এমন একটি বিশেষ আকারে যা তুলোকে পরিবর্তিত করে সুতোয় ; সেখানে বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে শ্রম যতই সেই কাজের পক্ষে উপযুক্ত হয় ততই সুতো উৎকৃষ্ট হয়। কাটুনীর শ্রমকে তখন দেখা হয়েছিল অন্যান্য প্রকারের উৎপাদনশীল শ্রম থেকে নির্দিষ্ট ভাবে পৃথক আকারে—একদিকে পৃথক তার বিশেষ উদ্দেশ্যের বিচারে, যা ছিল সুতো কাটা ; অন্য দিকে, পৃথক তার কর্মকাণ্ডের বিশেষ চরিত্রের, তার উৎপাদনী উপায় উপকরণের বিশেষ প্রকৃতির এবং তার উৎপন্ন দ্রব্যটির বিশেষ ব্যবহার মূল্যটির বিচারে। সুতো কাটার কর্ম কাণ্ডটির জন্য তুলো এবং টাকু অপরিহার্য প্রয়োজন, কিন্তু কামান তৈরির কাজে সেগুলো কোনো কাজেই লাগে না। উলটো দিকে এখানে আমরা কাটুনীর শ্রমকে দেখি কেবল মূল্য সৃজন কারী হিসাবে অর্থাৎ মূল্যের একটি উৎস হিসাবে এবং এই বিচারে তার শ্রম কোনো ভাবেই যে লোকটি কামানের নল ছেঁদা করে তার শ্রম থেকে কিংবা (আরো কাছের উদাহরণ নিলে) উৎপাদনের উপায় উপকরণের মধ্যে বিধৃত তুলো উৎপাদন কারী ও টাকু-প্রস্তুত কারীর যে শ্রম তা থেকে ভিন্ন নয়। একমাত্র এই অভিন্নতার কারণেই তুলো-আবাদ টাকু তৈরি এবং সুতো-কাটা একটি সমগ্রের অর্থাৎ সুতোর মূল্যের উপাদানগত বিবিধ অংশ হতে পারে, যে-অংশগুলি পরস্পর থেকে কেবল পরিমাণগত ভাবেই বিভিন্ন। এখানে শ্রমের গুণ, প্রকৃতি এবং বিশেষ চরিত্র নিয়ে আমাদের কোনো কিছু বিবেচ্য নেই আমাদের বিবেচ্য একমাত্র তার পরিমাণ। এবং সেটা সহজেই হিসাব করে ফেলা যায়। আমরা এটা ধরে নিচ্ছি যে সুতো কাটা হচ্ছে সরল অদক্ষ শ্রম, সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থার গড় শ্রম। এর পর আমরা দেখতে পাব, বিপরীত কিছু ধরে নিলেও কোনো পার্থক্য ঘটে না।

শ্রমিক যখন কাজে থাকে, তখন তার শ্রম নিরন্তর একটা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায় প্রথমে সে থাকে গতি পরে সে হয় গতিহীন একটা বিষয় ; প্রথমে থাকে কর্মরত শ্রমিক, পরে হয় উৎপাদিত জিনিস। এক ঘণ্টা সুতো কাটার শেষে, সেই কাজটি প্রতিফলিত হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতোয় ; অন্য ভাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম যেমন এক মাসের শ্রম, মূর্তি পরিগ্রহ করেছে ঐ তুলোয়। আমরা বলি শ্রম অর্থাৎ কাটুনী কর্তৃক তার প্রাণশক্তির ব্যয় ; আমরা বলি না সুতো কাটার শ্রম কেননা সুতো কাটার জন্য যে বিশেষ ধরনের শ্রম তা এখানে গণ্য হয় কেবল ততটা পর্যন্তই যতটা তা নির্বিশেষ শ্রম শক্তির ব্যয়, কাটুনীর বিশেষ ধরনের কাজ হিসাবে নয়।

আমরা এখন যে প্রক্রিয়াটি নিয়ে আলোচনা করছি তাতে এটা চরম গুরুত্বপূর্ণ যে, **নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় তুলোকে সুতোয় রূপান্তরিত করতে যতটা সময় আবশ্যক হয়, যাতে তার চেয়ে বেশি সময় পরিভুক্ত না হয়। স্বাভাবিক অর্থাৎ উৎপাদনের গড় অবস্থায় যদি 'ক' পাউণ্ড তুলোকে 'খ' পাউণ্ড সুতোয় রূপান্তরিত করতে লাগে, এক**

ঘণ্টার শ্রম, তা হলে ১২ 'ক' পাউণ্ড তুলোকে ১২ 'খ' পাউণ্ড সুতোয় পরিণত না করলে এক দিনের শ্রমকে ১২ ঘণ্টার শ্রম বলে গণ্য করা হয়না। কেননা মূল্যর সৃজনের ক্ষেত্রে একমাত্র সামাজিক ভাবে আবশ্যিক শ্রমকেই হিসাবে ধরা হয়।

কেবল শ্রমই নয়, সেই সঙ্গে কাঁচামাল এবং উৎপন্ন দ্রব্যটিও এখন প্রতিভাত হয় সম্পূর্ণ নোতুন আলোয়—সাদামাটা শ্রম প্রক্রিয়ায় আমরা তাদেরকে যে আলোয় দেখে ছিলাম, তা থেকে সম্পূর্ণই আলাদা এক আলোয়। কাঁচামাল এখন কাজ করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের নিছক বিশেষক হিসাবে। এই বিশেষণের মাধ্যমেই বস্তুতঃ পক্ষে, কাঁচামাল পরিবর্তিত হয়, কেননা তা দিয়ে সুতো কাটা হয়, কেননা সুতো কাটার রূপে শ্রম শক্তি তার সঙ্গে যুক্ত হয়; কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যটি অর্থাৎ ঐ সুতো এখন আর তুলোর দ্বারা বিশেষিত শ্রমের একটা পরিমাপ ছাড়া আর কিছু নয়। যদি এক ঘণ্টায় ১⅔ পাউণ্ড তুলো দিয়ে ১⅔ পাউণ্ড সুতো কাটা যায়, তা হলে ১০ পাউণ্ড সুতো নির্দেশ করে ৬ ঘণ্টা শ্রমের বিশেষণ। উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ—এই পরিমাণগুলি নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা—এখন প্রতিনিধিত্ব করে কেবল বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্রমের, বিভিন্ন নির্দিষ্ট আয়তনের স্ফটিকায়িত শ্রম-সময়ের। সেগুলি আর এত ঘণ্টার শ্রমের বা এত দিনের শ্রমের বাস্তবায়িত রূপ ছাড়া কিছু নয়।

বিষয়টি নিজেই হচ্ছে একটি উৎপন্ন দ্রব্য এবং সেই কারণেই একটি কাঁচামাল—এই যে ঘটনা তাতে আমাদের যতটা আগ্রহ তার চেয়ে আমরা ঘটনাবলীতে বেশি আগ্রহী নই যে, শ্রম হচ্ছে সুতো কাটার নির্দিষ্ট কাজ, তার বিষয় হচ্ছে তুলো এবং তার উৎপন্ন দ্রব্য সুতো। যদি সুতেকাটুনী, সুতো না কেটে কাজ করত কোন কয়লা খনিতে, তা হলে তার শ্রমের বিষয়টি অর্থাৎ কয়লা হত প্রকৃতির সরবরাহ; তৎসত্ত্বেও, উত্তোলিত কয়লার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ, ধরা যাক, এক হন্দর, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশোষিত শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করত।

শ্রম-শক্তির বিক্রয়ের কালে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এক দিনের শ্রম-শক্তির মূল্য হল তিন শিলিং এবং ঐ তিন শিলিং এর মধ্যে বিধৃত আছে ছয় ঘণ্টার শ্রম; এবং কাজে কাজেই, শ্রমিকের প্রাণ-ধারণের জন্য গড়পড়তা দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে আবশ্যক হয় এই পরিমাণ শ্রম। যদি এখন আমাদের কাটুনী এক ঘণ্টা কাজ করে ১⅔ পাউণ্ড তুলো রূপান্তরিত করতে পারে ১⅔ পাউণ্ড সুতোয়[১] তা হলে অনুসৃত হয় যে ছয় ঘণ্টায় সে ১০ পাউণ্ড তুলোকে রূপান্তরিত করতে পারে ১০ পাউণ্ড সুতোয়। অতএব সুতো-কাটার প্রক্রিয়ায় তুলো বিশোষণ করে ছয় ঘণ্টার শ্রম। একই পরিমাণ শ্রম বিধৃত হয় তিন শিলিং মূল্যের এক টুকরো সোনায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবল সুতো কাটার শ্রমের দ্বারাই তুলোয় সংযোজিত হচ্ছে তিন শিলিং পরিমাণ মূল্য।

---

১. এই সংখ্যাগুলি ইচ্ছামত নেওয়া হয়েছে।

এখন আমরা বিচার করব উৎপন্ন দ্রব্যটির ১০ পাউণ্ড সুতোর মোট মূল্য। এর মধ্যে মূর্তায়িত হয়েছে আড়াই দিনের শ্রম, যার মধ্যে দু'দিনের শ্রম বিধৃত ছিল তুলো এবং টাকুটির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের মধ্যে আর আধ দিনের শ্রম বিশোষিত হয়েছিল সুতো কাটার প্রক্রিয়ায়। এই আড়াই দিনের শ্রমেরও প্রতিনিধিত্ব করে পনেরো শিলিং মূল্যের এক টুকরো সোনা। অতএব, ১০ পাউণ্ড সুতোর উপযুক্ত দাম হল পনের শিলিং অর্থাৎ এক পাউণ্ডের দাম হল আঠারো-পেন্স।

আমাদের ধনিক-ব্যক্তিটি সবিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকায়। উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্য অগ্রিম প্রদত্ত মূলধনের ঠিক সমান। অগ্রিম প্রদত্ত ঐ মূল্যের কোন প্রসার ঘটেনি, কোনো উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়নি এবং স্বভাবতই অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত হয়নি। সুতোর দাম পনেরো শিলিং, এবং পনেরো শিলিং ব্যয়িত হয়ে ছিল উৎপন্ন দ্রব্যটির সংগঠনী উপদানগুলির বাবদে, কিংবা অন্য ভাবে বলা যায়, শ্রম-প্রক্রিয়ার উপাদান-গুলির বাবদে; দশ শিলিং দেওয়া হয়েছিল তুলোর বাবদে, দুই শিলিং টাকুর ক্ষয়প্রাপ্ত অংশটির বাবদে এবং তিন শিলিং, শ্রম শক্তির বাবদে। সুতোর পরিস্ফীত মূল্যটি কোনো ব্যাপারই নয়, কেননা আগে যে মূল্যগুলি অবস্থান করত তুলোয়, টাকুতে এবং শ্রম-শক্তিতে, সুতোর পরিস্ফীত মূল্যটি কেবল সেগুলিরই যোগফল; আগে থেকেই যে-মূল্যগুলি আছে, সেগুলির সরল যোগফলে কোন উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব সম্ভব নয়।[১] এই পৃথক পৃথক মূল্যগুলি এখন একটি মাত্র জিনিসে, কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কিন্তু পণ্যগুলির ক্রয়ের মাধ্যমে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথগীভূত হবার আগে পর্যন্ত তারা তো পনেরো শিলিং এর মোট অঙ্কটির মধ্যে সেইভাবেই ছিল।

আসলে এই ফল দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এক পাউণ্ড সুতোর মূল্য আঠারো পেন্স; আমাদের ধনিক যদি বাজার থেকে ১০ পাউণ্ড সুতা কেনে, তা হলে তাকে দিতে হবে ১৫ শিলিং। এটা স্পষ্ট যে কোন লোক একটা তৈরী বাড়িই

১. এটাই হচ্ছে মূল বক্তব্য যার উপরে ফিজিওক্র্যাটদের যে-তত্ত্ব, যা বলে কৃষি-কার্য ছাড়া বাকি সব শ্রমই অনুৎপাদক, তার ভিত্তি; সনাতন পন্থী অর্থনীতিকদের কাছে এই যুক্তি অকাট্য। "Cette facon d'imputer a une seule chose la valeur de plusieurs autres" (par exemple au lin la consommation du tisserand), "d'appliquer, pour ainsidire, couche sur couche, plusieurs valcurs sur une seule, fait que celle-ci grossit d'autant··· Le terme d'addition peint tres-bien la maniere dont se forme le prix des ouvrages de maind'oeuvre, ce prix n'est qu'un total de plusieurs valeurs consommees et additionnees ensemble' or, additionner n'est pas multiplier", ("Mercier de la Riviere", l,c, p, 599,)

কিছুক কিংবা সেটা নিজের জন্য তৈরি করিয়েই নিক, কোনো ক্ষেত্রেই আয়ত্তী-করণের পদ্ধতি বাড়িটির জন্য অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করেনা।

নিজের হাতুড়ে অর্থনীতির জ্ঞান নিয়ে আমাদের ধনিকটি চেঁচিয়ে ওঠে, "কিন্তু আমি যে অর্থ আগাম দিয়েছিলাম আরো অর্থ পাবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্যেই।" নরকের পথ অসদুদ্দেশ্য দিয়ে বাঁধানো, এবং তার সহজেই এই উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে আদৌ কোনা টাকা উৎপাদন না করেই সে সেই টাকা করবে।[১] সে সব রকমের ভয় দেখায়। এমন অসতর্ক অবস্থায় আর কখনো সে ধরা দেবে না। ভবিষ্যতে নিজে উৎপাদন না করে সে বাজার থেকে পণ্যগুলি কিনে নেবে। কিন্তু যদি তার সব জাত ভাইয়েরা, বাকি সব ধনিকেরা একই কাজ করে তা হলে বাজারে কোথায় সে ঐ পণ্য পাবে ? এবং তার টাকা সে খেতে পারে না। সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে "আমার ভোগ সংবরণের কথাটা বিবেচনা করে দেখুন ; আমি ঐ ১৫ শিলিং দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারতাম ; কিন্তু তা না করে আমি তা উৎপাদন শীল ভাবে ব্যবহার করেছি এবং তা দিয়ে সুতো তৈরি করেছি।" তা বেশ, এবং তার পুরস্কার হিসাবে এখন সে খারাপ বিবেকের বদলে পেয়েছে ভাল সুতো ; এবং কৃপণের মত টাকা ধরে রাখার কথাই যদি তোলা হয়, সে কখনো এমন খারাপ পথে পা বাড়াবে না ; আমরা আগেই দেখেছি এই ধরনের কৃচ্ছ-সাধন কোথায় নিয়ে যায়। তা ছাড়া, যেখানে রাজত্ব নেই সেখানে রাজার কোনো অধিকারও নেই, তার ভোগ-সংবরণের যা-ই গুণ থাক না কেন, তাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করার মত কিছু নেই, কেননা উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্য হচ্ছে যে সব পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কেবল তাদের মূল্যগুলিরই যোগফল। সুতরাং এই কথা ভেবেই সে সান্ত্বনা পাক যে পুণ্য কর্ম নিজেই নিজের পুরস্কার। কিন্তু না, সে হয়ে ওঠে নাছোড়বান্দা। সে বলে, "সুতোটা আমার কোনো কাজেই লাগে না ; আমি ওটা উৎপাদন করেছিলাম বিক্রি করার জন্য।" সে ক্ষেত্রে, সে সেটা বিক্রি করে দিক কিংবা আরো ভালো হয়, সে যদি ভবিষ্যতে কেবল তার ব্যক্তিগত অভাব পূরণের জন্যই জিনিস পত্র উৎপাদন করে—এমন একটা দাওয়াই, যা তার চিকিৎসক ম্যাককুলক অতি-উৎপাদনের মহামারীর বিরুদ্ধে আগেই অভ্রান্ত প্রতিকার হিসাবে সুপারিশ করেছিলেন। তখন সে হয়ে ওঠে একগুঁয়ে। সে প্রশ্ন তোলে, "শ্রমিক কি কেবল তার হাত পা দিয়ে শূন্য থেকে পণ্য উৎপাদন করতে পারে ? আমি কি তাকে সেই সব দ্রব্য সামগ্রী যোগাইনি যা দিয়ে এবং কেবল যার মধ্যে তার শ্রম মূর্ত হয়ে উঠতে পারে ? আর যেহেতু সমাজের বেশির ভাগটাই এই ধরনের কর্মহীন মানুষ নিয়ে তৈরি সেই হেতু

১. এইভাবে ১৮৪৪-৪৭ সাল থেকে সে তার মূলধনকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ থেকে তুলে নেয় যাতে করে রেলওয়ে ফটকাবাজিতে তা খাটাতে পারে ; একই ভাবে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মধ্যেও, সে তার কারখানা বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকদের রাস্তায় বের করে দেয়, যাতে করে 'লিভারপুল কটন এক্সচেঞ্জ'-এ জুয়ো খেলতে পারে।

আমার উৎপাদনের উপকরণ, আমার তুলো, আমার মাকু ইত্যাদি দিয়ে আমি কি সমাজের অপরিমেয় উপকার করিনি; এবং কেবল সমাজকেই নয়, শ্রমিকেরও করিনি, যাকে তা ছাড়াও আমি যুগিয়েছি প্রাণধারণের দ্রব্য সামগ্রী? এবং এই সব সেবার প্রতিদান হিসাবে আমাকে কি কিছুই দেওয়া হবেনা?" তা বেশ, কিন্তু তার তুলো এবং মাকুকে স্থতোয় রূপান্তরিত করে শ্রমিক কি তাকে সমান সেবা দান করে নি। তা ছাড়া, এখানে সেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।[১] একটি ব্যবহার মূল্যের ব্যবহার যোগ্য ফল ছাড়া সেবা আর বেশি কিছু নয়, তা সেই ব্যবহার মূল্যটি পণ্যেরই হোক বা শ্রমের হোক।[২] কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করছি বিনিময়-মূল্য নিয়ে। ধনিক শ্রমিককে দিয়ে ছিল ৩ শিলিং পরিমাণ মূল্য, এবং শ্রমিকও ঐ তুলোর সঙ্গে ৩ শিলিং সংযোজিত করে তাকে ফেরত দিয়েছিল ঠিক সমার্ঘ এক বস্তু; দিয়ে ছিল মূল্যের বিনিময়ে মূল্য। আমাদের বন্ধুটি, এতক্ষণ যে ছিল টাকার গরমে এত গরম সে হঠাৎ ধারণ করল তার নিজেরই শ্রমিকের মত অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজ, এবং সরবে বলল: আমি নিজেও কি কাজ করিনি? আমি কি ব্যবস্থাপনা এবং কাটুনীকে তদারক করার কাজ করিনি? এবং এই শ্রমও কি মূল্য সৃষ্টি করে না? তার ম্যানেজার এবং সুপারিণ্টেডেণ্ট তখন তাদের হাসি লুকোতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে একটা দিলখোলা অট্টহাসি হেসে সে আবার তার স্বাভাবিক চেহারা ধারণ করে। যদিও সে আমাদের কাছে আওড়ালো অর্থনীতিবিদদের গোটা তত্ত্বটা আসলে সে

১. নিজের মহিমা গাও, ভালো বেশ-ভূষা পরো, নিজেকে সাজাও··· কিন্তু যখনি কেউ, যা সে দেয়, তার চেয়ে বেশি বা ভাল কিছু নেয়, সেটাই কুসীদবৃত্তি, সেটা মোটেই সেবাকার্য নয়; চুরি করা বা লুঠ করার মত সেটাও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অন্যায়। যাকে প্রতিবেশীর প্রতি সেবা বা উপকার বলা হয়, তার সবটাই সেবা বা উপকার নয়। একজন ব্যাভিচারিণী একজন ব্যাভিচারী পরস্পরকে প্রভূত সেবা করে এবং আনন্দ দেয়। কোন ঘোড়-সওয়ার যখন কোন দুর্বৃত্তকে সাহায্য করে রাজপথে রাহাজানি করতে, জমি ও বাড়ি লুঠ করতে, তখন সে তার মস্ত সেবা করে। পোপের অনুচরেরা আমাদের বড় উপকার করে, কেননা তারা সকলকে ডুবিয়ে বা পুড়িয়ে মারেনা বা খুন করেনা বা জেলে পচিয়ে মারেনা; তাদের কাউকে কাউকে বাঁচতে দেয়; কেবল তাদের ঘর-ছাড়া করে এবং যথাসর্বস্ব নিয়ে নেয়। শয়তান নিজে তার সেবকদের অপরিসীম উপকার করে। ···এক কথায়, এই জগৎ মহান, মহিমাময়, প্রাত্যহিক সেবা ও পরোপকারে পরিপূর্ণ।" (Martin Luther : "An die pfarrherrn wider den Wucher zu predigen", Wittenberg 1540).

২. "Zur Kritik der Pol. Oek", পৃঃ ১৪, দ্রষ্টব্য। সেখানে আমি এই প্রসঙ্গে নিম্নোধৃত মন্তব্যটি করেছি: "এটা বোঝা কঠিন নয়, 'সেবা' এই শব্দটি জে. বি. সে এবং এফ. বাস্তিয়াৎ-এর মত অর্থনীতিবিদদের কী সেবা করবে।"

বলল, এর জন্য সে একটি কানাকড়িও দেবে না। এই সব কৌশল ও কথার মারপ্যাচ সে ছেড়ে দেয় অর্থনীতির অধ্যাপকদের উপরে, যারা তার জন্য টাকা পায়। সে নিজে হচ্ছে একজন কাজের লোক; এবং যদিও তার ব্যবসার বাইরে সে যা বলে তা নিয়ে সব সময়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু তার ব্যবসার ক্ষেত্রে সে জানে সে কি চায়।

ব্যাপারটাকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখা যাক। এক দিনের শ্রম শক্তির মূল্য দাঁড়ায় ৩ শিলিং কেননা আমরা ধরে নিয়েছি ঐ শ্রম-শক্তির মধ্যে বিধৃত রয়েছে অর্ধ-দিনের শ্রম, অর্থাৎ, কেননা শ্রম-শক্তি উৎপাদনের জন্য দৈনিক যে-প্রাণ ধারণের উপকরণাদির প্রয়োজন হয় তাতে খরচ হয় অর্ধ-দিনের শ্রম। কিন্তু শ্রম-শক্তির মধ্যে যে অতীত শ্রম বিধৃত থাকে এবং যে-জীবন্ত শ্রমকে সে সক্রিয় করে তুলতে পারে; শ্রম-শক্তিকে পোষণ করার দৈনিক খরচ এবং কাজে তার দৈনিক ব্যয়—এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রথমটি নির্ধারণ করে শ্রম-শক্তির বিনিময় মূল্য এবং দ্বিতীয়টি নির্ধারণ করে তার ব্যবহার-মূল্য। ২৪ ঘণ্টা শ্রমিককে জীবিত রাখার জন্য যে আধ-দিন শ্রমের প্রয়োজন হয়—এই ঘটনা তাকে একটি পুরো দিন কাজ করা থেকে নিবারণ করেনা। অতএব, শ্রম-শক্তির মূল্য এবং ঐ শ্রম-শক্তি শ্রম-প্রক্রিয়ায় যে মূল্য উৎপাদন করে—এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রাশি; এবং দুটি মূল্যের মধ্যে এই যে পার্থক্য, সেটাই থাকে ধনিকের নজরে—যখন সে শ্রম-শক্তি ক্রয় করে। শ্রম-শক্তি যে প্রয়োজনপূর্ণ গুণগুলির অধিকারী এবং যার কল্যাণে সে সুতো বা জুতো তৈরি করে, সেগুলি তার কাছে অপরিহার্য শর্ত ('conditio sine qua non'), কেননা, মূল্য সৃষ্টি করতে হলে শ্রমকে অবশ্যই প্রয়োজনপূর্ণ পদ্ধতিতে ব্যয় করতে হবে। যা তাকে বস্তুতই প্রভাবিত করে, তা হল পণ্যটির বিশেষ ব্যবহার-মূল্যকে, যার সে অধিকারী—**কেবল মূল্যের উৎস হবার জন্যই নয়। তার উপরে তার নিজের মূল্যের তুলনায় অধিকতর মূল্যের উৎস হবার জন্যই বটে।** এটাই হচ্ছে সেই বিশেষ সেবা যা ধনিক শ্রমিকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, এবং এই লেনদেনে সে কাজ করে পণ্য-বিনিময়ের "চিরন্তন নিয়মাবলী" অনুযায়ী। অন্য যে-কোনো পণ্যের বিক্রেতার মত, শ্রম-শক্তির বিক্রেতাও তার বিনিময় মূল্যকে আদায় করে এবং তার ব্যবহার-মূল্যকে হাতছাড়া করে। ওটাকে না দিয়ে সে এটাকে নিতে পারে না। শ্রম-শক্তির ব্যবহার মূল্য, কিংবা ভাষান্তরে শ্রম, তার বিক্রেতার অধিকারে ততটুকুই থাকে! ঠিক যতটুকু থাকে তেলের ব্যবহার-মূল্য তার বিক্রয়-কারী কারবারীর হাতে —তা বিক্রি হয়ে যাবার পরে। টাকার মালিক এক দিনের শ্রম-শক্তির দাম দিয়েছে; সুতরাং তার ব্যবহারের অধিকার এক দিনের জন্য তারই হাতে; এক দিনের শ্রমের সে-ই মালিক। এক দিকে, শ্রম-শক্তির দৈনিক প্রাণ-ধারণের জন্য খরচ হয় মাত্র আধ দিনের শ্রম, যখন, অন্য দিকে, সেই একই শ্রম-শক্তি কাজ করতে পারে একটা পুরো দিন এবং ফলতঃ, এক দিন জুড়ে তার ব্যবহার সৃষ্টি করে যে-মূল্য, তা সে যা দেয়

তার দ্বিগুণ—এই তা নিঃসন্দেহে ক্রেতার পক্ষে একটা সৌভাগ্য কিন্তু বিক্রেতার পক্ষে কোন-ক্রমেই তা ক্ষতিজনক নয়।

আমাদের ধনিক-ব্যক্তিটি আগে থেকেই সেটা দেখতে পেয়েছিল এবং সেটাই ছিল তার অট্টহাসির কারণ। সুতরাং শ্রমিক তার কর্মশালায় দেখতে পায় ছয় ঘণ্টা কাজ করার মত উৎপাদনের উপায়-উপকরণ নয়, পরন্তু বার ঘণ্টা কাজ করার উপায়-উপকরণ। ঠিক যেমন ছয় ঘণ্টার প্রক্রিয়া চলাকালে আমাদের ১০ পাউণ্ড তুলো বিশোষণ করেছিল ছয় ঘণ্টার শ্রম এবং হয়েছিল ১০ পাউণ্ড সুতা, তেমনি এখন ২০ পাউণ্ড তুলো বিশোষণ করে বারো ঘণ্টার শ্রম এবং হয়ে দাঁড়ায় ২০ পাউণ্ড সুতো। এখন এই দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যটি বিচার করে দেখা যাক। এখন এই ২০ পাউণ্ড সুতোয় বাস্তবায়িত রয়েছে পাঁচ দিনের শ্রম, যার মধ্যে চার দিন তুলো এবং টাকুটির ক্ষয়প্রাপ্ত ইস্পাতের দরুণ এবং বাকি দিনটি সুতো কাটার প্রক্রিয়ায় আত্মীকৃত হয়েছে তুলোর দ্বারা। সোনায় প্রকাশ করলে, পাঁচ দিনের শ্রম দাঁড়ায় ত্রিশ শিলিং। সুতরাং, আগের মত পাউণ্ড-প্রতি আঠারো-পেন্স দাম ধরে নিলে, এই ত্রিশ শিলিং হয় ২০ পাউণ্ড সুতোর দাম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে যে-সব পণ্য প্রবেশ করেছিল, তাদের সকলের মূল্যের যোগফল দাঁড়ায় ২৭ শিলিং। সুতরাং, উৎপন্ন দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য যে-মূল্য আগাম দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে তার মূল্য $\frac{1}{9}$ বেশি; ২৭ শিলিং পরিণত হয়েছে ৩০ শিলি-এ; সৃষ্টি হয়েছে ৩ শিলিং পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য। কৌশলটি শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে; অর্থ-রূপান্তরিত হয়েছে মূলধনে।

সমস্যার প্রতিটি শর্ত পূর্ণ হয়েছে সেই সঙ্গে যে নিয়মগুলি পণ্য-বিনিময়কে নিয়মিত করে সেগুলিও কোন ক্রমে লঙ্ঘিত হয়নি। বিনিময় হয়েছে সমানে সমানে। কারণ ক্রেতা হিসাবে ধনিক প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য, তুলো, টাকু এবং শ্রম-শক্তির জন্য পূরো মূল্য দিয়েছে। প্রত্যেক পণ্য-ক্রয়কারী যা করে থাকে, সে তখন তাই করে; সে ঐগুলির ব্যবহার-মূল্য পরিভোগ করে। শ্রম-শক্তির পরিভোগ, যা আবার পণ্য উৎপাদনেরও প্রক্রিয়া, পরিণত হয় ২০ পাউণ্ড সুতোয়, যার মূল্য ৩০ শিলিং। আগে যে ছিল পণ্যের ক্রেতা, সেই ধনিক এখন বাজার ফিরে আসে পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে। সে তার সুতো বিক্রয় করে পাউণ্ড-প্রতি আঠারো-পেন্স-এ, যা তার সঠিক মূল্য। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও, সে গোড়ায় সঞ্চলনে যত টাকা ছুড়ে দিয়েছিল, তার চেয়ে ৩ শিলিং বেশি সে সঞ্চলন থেকে তুলে নেয়। এই রূপান্তরণ, অর্থের এই মূলধনে পরিবর্তন, সংঘটিত হয় সঞ্চলনের পরিধির ভিতরে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই; সঞ্চলনের ভিতরে, কেননা বাজার শ্রম-শক্তির ক্রয়ের দ্বারা তা ব্যবস্থিত; সঞ্চলনের বাইরে, কেননা সঞ্চলনের ভিতরে যা করা হয়, তা হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পথে একটি সোপান মাত্র—এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমগ্র ভাবে উৎপাদনের পরিধির মধ্যে নিবদ্ধ।

অতএব, "tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

অর্থকে বিভিন্ন পণ্যে রূপান্তরিত করে, যে-পণ্যগুলি কাজ করে নতুন একটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিবিধ বস্তুগত উপাদান হিসাবে, সেই পণ্য সমূহের মৃত সত্তায় জীবন্ত শ্রম সঞ্চারিত করে, ধনিক একই সঙ্গে মূল্যকে অর্থাৎ অতীত, বাস্তবায়িত এবং মৃত শ্রমকে রূপান্তরিত করে মূলধনে, মূলে-সংযোজনের মাধ্যমে বৃহত্তর মূল্যে, একটা জীবন্ত দানবে, যা ফলপ্রসূ এবং বৃদ্ধিশীল।

এখন যদি আমরা মূল্য উৎপাদনের এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনের দুটি প্রক্রিয়াকে তুলনা করি, আমরা দেখতে পাই যে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর বাইরে অনুবর্তন ছাড়া কিছু নয়। যদি একদিকে ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুটির বাইরে—যে বিন্দুটিতে শ্রম-শক্তির জন্য ধনিক যে-মূল্যটি দিয়েছে, তা একটি যথাযথ সমার্ঘে বস্তুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, সেই বিন্দুটির বাইরে—আর সম্পাদিত না হয়, তা হলে সেটা হবে কেবল মূল্য উৎপাদনেরই একটা প্রক্রিয়া; যদি, অন্য দিকে, তাকে ঐ বিন্দুটির বাইরেও অব্যাহত রাখা হয়, তাহা হলে সেটা পরিণত হয় উদ্বৃত্ত সৃজনের প্রক্রিয়ায়।

আমরা যদি আরো অগ্রসর হই এবং সহজ সরল শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মূল্য উৎপাদন প্রক্রিয়াটির তুলনা করি, আমরা দেখতে পাই যে প্রথমটি গঠিত হয় উপযোগিতাপূর্ণ শ্রমের দ্বারা, কাজের দ্বারা, যা উৎপাদন করে ব্যবহার-মূল্য। এখানে আমরা শ্রমকে বিবেচনা করি একটি বিশেষ জিনিসের উৎপাদনকারী হিসাবে; আমরা তাকে দেখি একমাত্র তার গুণগত চেহারায়—তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তাকে যদি আমরা দেখি একটি মূল্য সৃজনকারী প্রক্রিয়া হিসাবে, তা হলে ঐ একই শ্রম-প্রক্রিয়া আমাদের সামনে হাজির হয় একমাত্র তার পরিমানগত চেহারায়। এখানে প্রশ্নটা কেবল এই যে কাজটা করতে শ্রমিকের কত সময় লেগেছে, কতটা সময় ধরে শ্রম-শক্তি উপযোগিতাপূর্ণ ভাবে ব্যয়িত হয়েছে। এখানে, যে-পণ্যগুলি ঐ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, সেগুলিকে আর একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্য-উৎপাদনে শ্রম-শক্তির আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয় না। সেগুলিকে গণ্য করা হয় কেবল এতটা বিশেষিত বা বাস্তবায়িত শ্রমের আধার হিসাবে; সেই শ্রম, তা সে উৎপাদনের উপায়সমূহে আগে থেকেই বিধৃত থাক কিংবা প্রক্রিয়াটি চলাকালে শ্রম-শক্তির সক্রিয়তার দ্বারা সেগুলির মধ্যে এই প্রথম সংযোজিত হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তা পরিগণিত হয় কেবল তার স্থায়িত্বের সময়ের দ্বারা; তা দাঁড়ায় এতগুলি দিন বা এতগুলি ঘণ্টা—যেখানে যেমন।

অধিকন্তু, একটি জিনিস উৎপাদনে কেবল ততটা সময়ই পরিগণিত হবে, যা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় কেবল আবশ্যিক। এর ফলাফল নানাবিধ। প্রথমতঃ, এটা আবশ্যক যে শ্রম সম্পাদিত হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায়। যদি সুতো কাটার জন্য স্বয়ংক্রিয় 'মিউল' সাধারণ ভাবে প্রচলিত থাকে, তা হলে কাটুনীকে কাটিম আর চরকা যোগানো হবে

একটা আজগুবি ব্যাপার। তুলোও এমন হলে চলবে না যে তা এত বাজে যে তা দিয়ে কাজ করতে গেলে বাড়তি অপচয় ঘটে; তাকে হতে হবে উপযুক্ত গুণমান-সমন্বিত। অন্যথা, সামাজিক ভাবে যতটা শ্রম আবশ্যিক, দেখা যাবে কাটুনীকে এক পাউণ্ড সুতো কাটতে তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে, যে-ক্ষেত্রে এই বাড়তি সময়টা মূল্যও উৎপাদন করবে না, অর্থও উৎপাদন করবে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার বস্তুগত উপাদান-গুলি স্বাভাবিক গুণমান-সমন্বিত কিনা, তা নির্ভর করে শ্রমিকের উপরে নয়, সমগ্র-ভাবেই ধনিকের উপরে। তার পরে আবার স্বয়ং শ্রম-শক্তিকেও হতে হবে গড় কর্ম-ক্ষমতার অধিকারী। যে-শিল্পে তাকে নিযুক্ত করা হবে, তাকে তার গড় দক্ষতা, স্বপ্রতিভতা ও তৎপরতার অধিকারী হতে হবে এবং আমাদের ধনিককেই এই ধরনের স্বাভাবিক কুশলতা-সম্পন্ন শ্রম-শক্তি ক্রয় করার জন্য উপযুক্ত যত্ন নিতে হবে। এই শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে গড পরিমাণ সক্রিয়তা এবং স্বাভাবিক মাত্রার তীব্রতা সহকারে; এবং ধনিক এ ব্যাপারে সমান ভাবে সতর্ক যাতে তার শ্রমিকেরা মুহূর্তের জন্যও অলস না থাকে এবং তাদের শ্রম-শক্তি উল্লিখিত সক্রিয়তা ও তীব্রতা সহকারে প্রযুক্ত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে শ্রম-শক্তির ব্যবহার ক্রয় করেছে এবং তার অধিকারগুলি সে প্রয়োগ করে। বঞ্চিত হবার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সর্বশেষে, এবং এইজন্য আমাদের ধনিক বন্ধুটির একটি নিজস্ব দণ্ড-বিধিও আছে, কাঁচামাল ও শ্রম-উপকরণের যাবতীয় অপচয়পূর্ণ পরিভোগ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, কেননা এইভাবে যা বিনষ্ট হয়, তা হল বিনা-প্রয়োজনে ব্যয়িত শ্রম, যে-শ্রম উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হয়না বা তার মূল্যের মধ্যে প্রবেশ করে না।[১]

১. যেসব ঘটনা দাস-শ্রমকে একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ায় পরিণত করে, এটি সেগুলির মধ্যে একটি। প্রাচীনদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি চমকপ্রদ বাচনভঙ্গি অনুসরণ করে বলা যায়, শ্রমিক, জন্তু এবং যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শ্রমিক হল একটি সবাক যন্ত্র, জন্তু হল একটি অর্ধবাক যন্ত্র এবং যন্ত্র হল একটি অ-বাক্ যন্ত্র। কিন্তু সে নিজেই যন্ত্র ও জন্তুকে বুঝিয়ে দেয় যে সে তাদের মধ্যে পড়েনা, সে মানুষ। জন্তুর প্রতি নির্মম আচরণ করে, যন্ত্রের দারুণ ক্ষতি সাধন করে সে পরম আত্মতৃপ্তি সহকারে নিজেকে বোঝায় যে সে ওদের চেয়ে আলাদা। এই জন্যই উৎপাদনের এই পদ্ধতিতে সর্বজনীন ভাবে অনুসৃত নীতি হচ্ছে সবচেয়ে স্থূল ও ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাতে কেবল সেগুলির কিস্তূত আকারের জন্যই সেগুলির ক্ষতি করা দুঃসাধ্য হয়। মেক্সিকো উপসাগরের কূলে দাস-রাষ্ট্রগুলিতে গৃহ-যুদ্ধের আমল পর্যন্ত কেবল দেখা যেত চীনা-কায়দায় তৈরি লাঙল, যা মাটিকে ফালের মত না কেটে, শুয়োর বা ছুঁচোর মত গর্ত-গর্ত করত। দ্রষ্টব্য: J. E. Cairnes, "The Slave Power", London, 1862, p. 46 sqq. তাঁর "Sea-Bord Slave-States"-নামক বইয়ে ওমস্টেড বলেন, 'আমাকে এখানে এমন সব যন্ত্রপাতি দেখানো হল, যেগুলিকে কোনো কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ, যে মজুরি দিয়ে

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, শ্রমকে বিবেচনা করা যায়, একদিকে, উপযোগিতার উৎপাদনকারী হিসাবে, অন্যদিকে, মূল্যের স্রজনকারী হিসাবে ; উপযোগিতার উৎপাদনকারী হিসাবে এবং মূল্যের স্রজনকারী হিসাবে এই যে পার্থক্য, যা আমরা আবিষ্কার করেছি পণ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তা নিজেকে পর্যবসিত করে একই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দুটি দিকের মধ্যে পার্থক্য হিসাবে।

উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে যখন বিবেচনা করা যায়, একদিকে, শ্রম-প্রক্রিয়া এবং মূল্য-স্রজন-প্রক্রিয়ার ঐক্য হিসাবে, তখন তা হল পণ্যের উৎপাদন ; অন্যদিকে, যখন তাকে বিবেচনা করা যায় শ্রম-প্রক্রিয়া এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া হিসাবে, তখন তা উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি বা পণ্যের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন।

আগে এক পৃষ্ঠায় আমরা বলেছি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের-স্রজনে এতে এতটুকুও এসে যায়না যে, ধনিক যে-শ্রম আত্মীকৃত করে, তা সরল অদক্ষ গড়পড়তা গুণমানের শ্রম, নাকি জটিলতর সুদক্ষ শ্রম। গড়পড়তা শ্রমের তুলনায় উন্নততর ও জটিলতর চরিত্রের সমস্ত শ্রমই হচ্ছে অধিকতর মহার্ঘ শ্রম-শক্তির ব্যয়—এমন শ্রম-শক্তি, যা উৎপাদন করতে ব্যয় করতে হয় অধিকতর সময় ও শ্রম, এবং সেই কারণেই সরল ও অদক্ষ শ্রম-শক্তির

লোক খাটায়, সে তার শ্রমিকদের উপরে চাপিয়ে দেবেনা ; এই যন্ত্রপাতিগুলি এমন বেশি ভারি এবং বেঢপ যে আমার মনে হয় তার দরুণ মামুলি যন্ত্রপাতির তুলনায় কাজের চাপ অন্ততঃ দশ শতাংশ বেশি হয়। এবং আমাকে সজোরে বলা হল যে, যেমন হেলাফেলা করে আনাড়ির মত দাসেরা সেগুলি ব্যবহার করে, তাতে অপেক্ষাকৃত হালকা ও মানানসই কিছু তাদের হাতে তুলে দেওয়া মানে অপচয় করা ; এবং আমরা আমাদের শ্রমিকদের যে-সব যন্ত্র দিয়ে কাজ করাই ও মুনাফা আয় করি, সেগুলি ভার্জিনিয়ার শস্যক্ষেত্রে একদিনও টিকবে না—যদিও আমাদের ক্ষেতগুলির চেয়ে নুড়িপাথর মুক্ত ও অনায়াস সাধ্য। ঠিক তেমনি, যখন আমি জিজ্ঞাসা করি কেন ক্ষেতের কাজে এমন ব্যাপক ভাবে ঘোড়ার বদলে খচ্চর ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন সর্বপ্রথম যে যুক্তিটি দেওয়া হয়—এবং তাদের স্বীকৃতি অনুসারে এটাই চূড়ান্ত যুক্তি—তা এই যে, নিগ্রোরা যে-রকম ব্যবহার করে, ঘোড়া তা সহ্য করতে পারেনা ; তারা অচিরেই ঘোড়াগুলোকে পঙ্গু ও অকেজো করে ফেলে কিন্তু খচ্চরগুলি তাদের লাঠি-পেটা সহ্য করে অথবা এক-আধ দিন না খেতে পেলেও কাবু হয় না ; এগুলির এমন শারীরিক ক্ষতি হয়না যে অকেজো হয়ে পড়ে ; হেলাফেলা বা বাড়তি খাটুনির ফলে এগুলির ঠাণ্ডা লাগেনা বা অসুখ হয়না। কিন্তু বেশি দূরে না গিয়ে আমার ঘরের জানালা দিয়েই আমি সব সময়ে দেখতে পাই গোরু-ঘোড়া-খচ্চর ইত্যাদির উপরে কী আচরণ করা হচ্ছে—আমাদের উত্তরাঞ্চলে কোন চালক এমন করলে যে-কোন খামার মালিক তাকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেবে।"

তুলনায় যার মূল্য হয় বেশি। এই শ্রম-শক্তির মূল্য বেশি হওয়ায় তার পরিভোগও হচ্ছে উন্নততর শ্রেণীর শ্রম, এমন শ্রম যা সমান সময়ে অদক্ষ শ্রমের তুলনায় আনুপাতিক ভাবে উচ্চতর মূল্য উৎপাদন করে। একজন সুতো-কাটুনীর শ্রম এবং একজন স্বর্ণকারের শ্রমের মধ্যে যে-পার্থক্যই থাক না কেন, তার শ্রমের যে-অংশ দিয়ে স্বর্ণকার কেবল তার নিজের শ্রম-শক্তির মূল্য প্রতিস্থাপিত করে, সেই অংশের সঙ্গে তার শ্রমের বাকি বাড়তি অংশ যা দিয়ে সে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, তার কোনো গুণমানগত পার্থক্য নেই। যেমন অলংকার তৈরিতে, তেমন সুতো কাটায়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব ঘটে কেবল শ্রমের পরিমাণগত আধিক্য থেকে, একই অভিন্ন শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রসারণ থেকে—এক ক্ষেত্রে অলংকার তৈরির প্রক্রিয়ার প্রসারণ এবং অন্য ক্ষেত্রে সুতো তৈরির প্রক্রিয়ার প্রসারণ।[১]

১. কুশলী ও অকুশলী শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যটি অংশতঃ দাঁড়িয়ে আছে নিছক একটি বিভ্রমের উপরে, কিংবা, বড় জোর বলা যায়, এমন সব পার্থক্যের উপরে যেগুলি বাস্তবে অনেক কাল আগেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে এবং যেগুলি আজও টিকে আছে কেবল চিরাচরিত প্রথা হিসাবে—আংশিক ভাবে কয়েক ধরনের শ্রমিকের এমন এক অসহায় অবস্থার উপরে, যে অবস্থার দরুন তারা বাকিদের মত তাদের শ্রমের মূল্য আদায় করে নিতে পারে না। আপতিক ঘটনাবলী এখানে এত বড় একটা ভূমিকা নেয় যে, অনেক সময় এই দু ধরনের শ্রম তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থান-বিনিময় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেখানে শ্রমিক-শ্রেণীর শারীরিক অবনতি ঘটেছে এবং তুলনামূলক ভাবে বলা যায়, অবসিত হয়ে পড়েছে—সমস্ত অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশেই অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে। সেখানে বিবিধ স্থূল রূপের শ্রম, যার জন্য ব্যয় করতে হয় অধিকতর পেশী শক্তি, তাকে, শ্রমের সূক্ষ্ম রূপগুলির তুলনায়, কুশলী শ্রম বলে গণ্য করা হয়; এই সূক্ষ্ম রূপগুলি অবনমিত হয় অকুশলী শ্রমের পর্যায়ে। যেমন, ইংল্যাণ্ডে একজন রাজমিস্ত্রীকে একজন নক্সা তোলা বস্ত্র-বয়নকারীর তুলনায় উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়। আবার, যদিও একজন মোটা-কাপড়-কাটিয়ের ('ফাস্টিয়ান-কাটার'-এর) শ্রম দাবি করে দারুণ শারীরিক বল প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে তা স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর, তবু কিন্তু তাকে ধরা হয় অকুশলী শ্রম হিসাবে। তা ছাড়া ভুললে চলবে না, যে তথা-কথিত কুশলী শ্রম জাতির মোট শ্রমের ক্ষেত্রে একটা বড় অংশ নয়। ল্যাইং এর হিসাব করে দেখিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডে (এবং ওয়েল্‌স্‌-এ) ১,১৩,০০,০০০ মানুষের জীবিকা নির্ভর করে অকুশলী শ্রমের উপরে। যখন তিনি লিখেছিলেন, তখন ইংল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৮০,০০,০০০; এ থেকে যদি আমরা বাদ দেই ১০,০০,০০০ "অভিজাত", ১৫,০০,০০০ ভিখারী, ভবঘুরে, দুর্বৃত্ত, বেশ্যা ইত্যাদি ৪৬,৫০,০০০ মধ্য-শ্রেণীর মানুষ, তা হলে থাকে উল্লিখিত ঐ ১,১৩,০০,০০০ জন। কিন্তু তার মধ্য-শ্রেণীতে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন ক্ষুদ্র বিনিয়োগের আয়ের উপরে নির্ভরশীল লোকদের, সরকারি কর্মচারীদের, বিদ্বান, শিল্পী, স্কুল-শিক্ষক প্রভৃতিদের এবং

কিন্তু অন্য দিকে, মূল্য সৃজনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় গড়পড়তা সামাজিক শ্রমে দক্ষ শ্রমের পর্যবসন, যথা ছয় দিনের অদক্ষ শ্রমে এক দিনের দক্ষ শ্রমের পর্যবসন, অপরিহার্য।[১] সুতরাং এমটা বাড়তি হিসাবের কাজ এড়াবার জন্য এবং আমাদের বিশ্লেষণকে সরলতর করার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, ধনিকের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকের শ্রম হচ্ছে অদক্ষ গড়পড়তা শ্রম।

এদের সংখ্যা বাঁড়িয়ে দেখানোর জন্য তিনি এর মধ্যে ধরেছেন কারখানার উচ্চ-বেতন-প্রাপ্ত ৪৬,৫০,০০০ কর্মীকেও! এমনকি' তাদের মধ্যে ধরা হয়েছে রাজ-মিস্ত্রীদেরও। (S. Laing : "National Distress", &c., London, 1844.) "সেই বিশাল শ্রেণী যাদের খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য মামুলি শ্রম ছাড়া দেবার মত আর কিছু নেই, তারাই হল জনসংখ্যার সুবিপুল অংশ।" (James Mill, in art. in "Colony" : Supplement to the, Encyclop. Brit.—1831.)

১. "যেখানে মূল্যের পরিমাপ হিসাবে শ্রমের উল্লেখ করা হয়, সেখানে তা আবশ্যিক ভাবেই বোঝায় একটি বিশেষ ধরনের শ্রমকে······ তার সঙ্গে অন্যান্য ধরনের শ্রমের অনুপাত কি তা সহজেই বার করা যায়।" ("Outlines of pol. Econ.", London, 1832, pp. 22, 23)।

অষ্টম অধ্যায়

॥ স্থির মূলধন এবং অস্থির মূলধন ॥

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য গঠনে শ্রম-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে।

শ্রমের বিষয়ের উপরে একটি বিশেষ পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় করে শ্রমিক সেই বিষয়টিতে নূতন মূল্য সংযোজিত করে, সেই শ্রমের নির্দিষ্ট চরিত্র ও উপযোগিতা যাই হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। অন্য দিকে, প্রক্রিয়া চলাকালে পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্যগুলি সংরক্ষিত হয়, এবং নিজেদেরকে নূতন করে উপস্থাপিত করে উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্য হিসাবে; যেমন, তুলো এবং টাকুর মূল্যদুটি সুতোর মূল্যের মধ্যে আবার আবির্ভূত হয়। সুতরাং, উৎপন্ন দ্রব্যটির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েই উৎপাদন-উপায়গুলির মূল্য সংরক্ষিত হয়। এই স্থানান্তরণ সংঘটিত হয় যখন ঐ উপায়গুলি উৎপন্ন দ্রব্যে রূপান্তরিত হয় অথবা, অন্যভাবে বলা চলে, যখন উৎপাদন-প্রক্রিয়া'টি চালু থাকে। এটা সংঘটিত হয় শ্রমের দ্বারা; কিন্তু কি ভাবে?

শ্রমিক দুটি কর্মকাণ্ড যুগপৎ করে না: একটি তুলোর সঙ্গে মূল্য সংযোজিত করার কর্মকাণ্ড, অপরটি, উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য সংরক্ষিত করার কর্মকাণ্ড, কিংবা, ভাষান্তরে বলা যায়, যে-তুলোর উপরে সে কাজ করে, তার মূল্য এবং যে-টাকু দিয়ে সে কাজ করে তার আংশিক মূল্য সুতোয় তথা উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করার কর্মকাণ্ড। কিন্তু নূতন মূল্য সংযোজিত করার কাজটির দ্বারাই, সে তাদের পূর্বেকার মূল্যগুলি সংরক্ষিত করে। তবে, যেহেতু তার শ্রম-প্রয়োগের বিষয়টিতে নূতন মূল্যের সংযোজন, এবং তার পূর্বেকার মূল্যের সংরক্ষন—এই দুটি জিনিস শ্রমিকের দ্বারা একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগপৎ উৎপাদিত দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল, এটা সুস্পষ্ট যে উক্ত ফলটির এই দ্বিবিধ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় কেবল তার শ্রমের দ্বিবিধ প্রকৃতির দ্বারা; একই অভিন্ন সময়ে, একটি চরিত্রে, তা অবশ্যই মূল্য সৃষ্টি করবে এবং, আরেকটি চরিত্রে, মূল্য সংরক্ষিত ও স্থানান্তরিত করবে।

এখন, কিভাবে প্রত্যেক শ্রমিক নূতন শ্রম এবং, ফলতঃ, নূতন মূল্য সংযোজিত করে? স্পষ্টতঃই, কেবল একটি বিশেষ ধরনে উৎপাদনশীল ভাবে শ্রম করে; কাটুনী সুতো কেটে, তাঁতী কাপড় বুনে, কামার ঢালাই-পেটাই করে। কিন্তু যখন এইভাবে নির্বিশেষ শ্রম অর্থাৎ মূল্য অঙ্গীভূত করা হয়, তখন কেবল শ্রমিকের বিশেষ ধরনের শ্রমের দ্বারাই—যথাক্রমে সুতো কাটা, কাপড় বোনা, ঢালাই-পেটাইয়ের দ্বারাই—উৎপাদনের উপায়সমূহ, যথা, তুলো এবং টাকু, সুতো এবং তাঁত, লোহা এবং নেহাই,

পরিণত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের তথা একটি নূতন ব্যবহার-মূল্যের বিবিধ সংগঠনী উপাদানে।[১] প্রত্যেকটি ব্যবহার-মূল্য অন্তর্হিত হয়ে যায় কেবল নূতন একটি ব্যবহার-মূল্যে নূতন একটি রূপে পুনরাবির্ভূত হবার জন্য। এখন, মূল্য সৃজনের প্রক্রিয়া আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখেছি যে, যদি একটি নূতন ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনে কোন ব্যবহার-মূল্য কার্যকর ভাবে পরিভুক্ত হয়, তা হলে পরিভুক্ত জিনিসটির উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণটি ঐ নূতন ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের একটি অংশে পরিণত হয়; সুতরাং এই অংশটি হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে নূতন উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত শ্রম। অতএব, শ্রম যে পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়গুলিকে সংরক্ষিত করে অথবা তার মূল্যের অংশ হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত করে, তা, বিশ্লিষ্ট ভাবে বিবেচনা করলে, তার অতিরিক্ত শ্রমের কল্যাণে নয়, পরন্তু তা ঐ শ্রমের বিশেষ উপযোগপূর্ণ চরিত্রটির কল্যাণে, তার উৎপাদনশীল বিশেষ রূপটির কল্যাণে। যখন শ্রম এই ধরনের নির্দিষ্ট উৎপাদনশীল সক্রিয়তা, যখন তা সুতো-কাটা, কাপড়-বোনা বা ঢালাই-পেটাই করা, তখন তা কেবল তার স্পর্শের গুণেই উৎপাদনের উপায়গুলিকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে আনে, শ্রম-প্রক্রিয়ার বিবিধ জীবন্ত উপাদানে পরিণত করে এবং নূতন উৎপন্ন দ্রব্য গঠন করার জন্য তাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

যদি শ্রমিকের বিশেষ উৎপাদনশীল শ্রমটি সুতো-কাটা না হত, তা হলে সে তুলোকে সুতোয় রূপান্তরিত করতে পারত না, এবং সেই কারণেই পারত না তুলো ও টাকুর মূল্য সুতোয় স্থানান্তরিত করতে। ধরা যাক, সেই একই শ্রমিক সুতো-কাটার পেশা ছেড়ে দিয়ে 'জয়েনার'-এর পেশা অবলম্বন করল, তা হলেও সে যে জিনিসটির উপরে কাজ করে, তার সঙ্গে তার দিনের শ্রমের দ্বারা মূল্য সংযোজিত করে। কাজে কাজেই, আমরা প্রথমে দেখি যে নূতন মূল্যের সংযোজন সাধিত হয় তার শ্রম সুতো-কাটার মত কিংবা জয়েনার-এর কাজের মত একটি বিশেষ ধরনের শ্রম বলে নয়, পরন্তু তা অমূর্ত অংশ বলেই; সমাজের মোট শ্রমের একটি অংশ বলেই; তার পরে আমরা দেখি, সংযোজিত মূল্যটি যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের হয়, তা এই কারণে নয় যে তার শ্রমের আছে একটি বিশেষ উপযোগিতা, বরং এই কারণে যে তা প্রযুক্ত হয় একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে। তা হলে, এক দিকে, সুতো-কাটা যে তুলো এবং টাকুর মূল্যে নূতন মূল্য সংযোজিত করে, তা, অমূর্ত রূপে মানুষের শ্রম-শক্তির ব্যয় হিসাবে তার যে নির্বিশেষ চরিত্র, তারই কল্যাণে, স্বরূপে; অন্য দিকে, ঐ সুতো-কাটার একই শ্রম যে উৎপন্ন দ্রব্যে বিবিধ উৎপাদন-উপায়ের মূল্যসমূহ স্থানান্তরিত করে এবং সেগুলিকে ঐ উৎপন্ন দ্রব্যে সংরক্ষিত করে, তা মূর্ত-রূপ ও উপযোগী প্রক্রিয়া হিসাবে

১. একটির অবসান ঘটিয়ে শ্রম আর একটি নোতুনের সৃষ্টি করে। ("An Essay on the polit. Econ of Nations", London 1821, p, 13)

তার যে বিশেষ চরিত্র, তারই কল্যাণে। অতএব, একই অভিন্ন সময়ে উৎপাদিত হয় একটি দ্বিবিধ ফল।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের সরল সংযোজনের দ্বারা সংযোজিত হয় নূতন মূল্য এবং এই সংযোজিত শ্রমের গুণমানের দ্বারা উৎপাদনের উপায়সমূহের মূল্য, মূল্যগুলি সংরক্ষিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যে। শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র থেকে উদ্ভূত এই দ্বিবিধ ফলটি বিবিধ ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়।

ধরা যাক, এমন একটা কিছু উদ্ভাবিত হল যার সাহায্যে কাটুনী সক্ষম হল, আগে ৩৬ ঘণ্টায় সে যে-পরিমাণ সুতো কাটত, এখন ৬ ঘণ্টায় সেই পরিমাণ সুতো কাটতে। উপযোগপূর্ণ উৎপাদনের উদ্দেশ্য-সাধনে, তার শ্রম এখন আগের তুলনায় ছ-গুণ ফলপ্রসূ। ৬ ঘণ্টা কাজের উৎপন্ন ফল বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ-গুণ, ৬ পাউণ্ড থেকে ৩৬ পাউণ্ড। কিন্তু তখন ৩৬ পাউণ্ড তুলো আত্মীকৃত করে কেবল সেই পরিমাণ শ্রম, যা আগে করত ৬ পাউণ্ড তুলো। এক-ষষ্ঠাংশ পরিমাণ নূতন শ্রম আত্মীকৃত হচ্ছে প্রত্যেক পাউণ্ড তুলোর দ্বারা এবং, তার ফলে, প্রত্যেকটি পাউণ্ডে শ্রমের দ্বারা সংযোজিত শ্রম আগের তুলনায় কমে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কেবল এক-ষষ্ঠাংশ। অন্য দিকে, উৎপন্ন দ্রব্যটিতে অর্থাৎ ৩৬ পাউণ্ড সুতোয় তুলো থেকে স্থানান্তরিত মূল্য বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ছ-গুণ। ৬ ঘণ্টা সুতো-কাটার ফলে, কাঁচামালের সংরক্ষিত এবং উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত মূল্য বেড়ে দাঁড়াচ্ছে আগের তুলনায় ছ-গুণ, যদিও ঐ একই কাঁচামালের প্রতি পাউণ্ডে কাটুনীর শ্রমের দ্বারা সংযোজিত কমে দাঁড়িয়েছে আগের তুলনায় এক-ষষ্ঠমাংশ। এ থেকে দেখা যায়, শ্রমের দুটি গুণ, যে-দুটি গুণের কল্যাণে সে এক ক্ষেত্রে সক্ষম হয় মূল্য সংরক্ষণ করতে এবং অন্য ক্ষেত্রে সক্ষম হয় মূল্য সৃষ্টি করতে, সেই গুণ দুটি মূলতঃ ভিন্ন। এক দিকে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলো থেকে সুতো প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় সময় যত দীর্ঘ হয়, ততই তার মূল্যও বেশি হয়; অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুতোয় পরিণত তুলোর পরিমাণ যত বেশি হয়, ততই তা উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত হবার ফলে, সংরক্ষিত মূল্যও বেশি হয়।

এখন ধরা যাক, কাটুনীর শ্রমের উৎপাদনশীলতা পরিবর্তিত না হয়ে স্থির রইল, সুতরাং এক পাউণ্ড তুলোকে সুতোয় পরিণত করতে তার আগে যে-সময় লাগত, এখনো সেই সময়ই লাগে, কিন্তু তুলোর বিনিময়-মূল্য পরিবর্তিত হল—হয় তা আগের চেয়ে ছ-গুণ বেড়ে গেল কিংবা কমে গিয়ে ছ-ভাগের একভাগ হল। এই উভয় ক্ষেত্রেই কাটুনী এক পাউণ্ড তুলোয় একই পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করে; অতএব, মূল্যে পরিবর্তন ঘটার আগেও সে যে-পরিমাণ মূল্য সংযোজিত করত, এখনো সেই পরিমাণ মূল্যই সংযোজিত করে; আগে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো যতটা সময়ে সে উৎপাদন করত, এখনো সেই পরিমাণ সুতো ততটা সময়েই সে উৎপাদন করে। তৎসত্ত্বেও, তুলো থেকে সুতোয় সে যে-মূল্য স্থানান্তরিত করে, তা ঐ পরিবর্তনের আগেকার মূল্যের হয় ছয় ভাগের এক ভাগ, আর নয়তো ছ-গুণ—যে-ক্ষেত্রে যেমন। একই ফল পাওয়া যায়;

যখন শ্রমের উপকরণসমূহের মূল্য বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায়, অথচ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তাদের প্রয়োজনীয় কার্যকরিতা অপরিবর্তিত থাকে।

আবার, যদি সুতো কাটার প্রক্রিয়ার কৃৎকৌশলগত অবস্থাবলী অপরিবর্তিত থাকে, এবং উৎপাদনের উপায়সমূহে মূল্যের কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তা হলে কাটুনী সমান শ্রম-সময়ে অপরিবর্তিত মূল্যের সেই সমান পরিমাণ কাঁচামাল এবং সমান পরিমাণ যন্ত্রপাতি পরিভোগ করতে থাকে। যে-মূল্য সে উৎপন্ন দ্রব্যটিতে সংরক্ষিত করে তা সে উৎপন্ন দ্রব্যটিতে যে নূতন মূল্য স্থানান্তরিত করে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক। এক সপ্তাহে সে যতটা শ্রম এবং, ফলতঃ, যতটা মূল্য অঙ্গীভূত করত, দু-সপ্তাহে তার দ্বিগুণ করে এবং একই সময়ে সে পরিভোগ করে দ্বিগুণ কাঁচামাল এবং ক্ষয় করে দ্বিগুণ যন্ত্রপাতি—প্রতি ক্ষেত্রেই দ্বিগুণ মূল্যের। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের অবস্থাবলী অভিন্ন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক নূতন শ্রমের দ্বারা যত বেশি মূল্য সংযোজিত করে, তত বেশি মূল্য সে স্থানান্তরিত এবং সংরক্ষিত করে; কিন্তু সে তা করে কেবল এই কারণে যে নূতন মূল্যের এই সংযোজন সংঘটিত হয় এমন অবস্থাবলীতে, যা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়নি এবং যা তার নিজের শ্রম-নিরপেক্ষ। অবশ্য, এক অর্থে এই কথা বলা চলে যে, শ্রমিক যে-পরিমাণ নূতন মূল্য সংযোজিত করে, তার অনুপাতে পুরনো মূল্য সে সর্বদাই সংরক্ষিত করে। তুলোর মূল্য এক শিলিং থেকে বেড়ে গিয়ে দু শিলিং হোক, বা কমে গিয়ে ছ' পেন্স হোক, শ্রমিক দু ঘণ্টায় যতটা মূল্য উৎপাদন করে, এক ঘণ্টায় অবধারিত ভাবেই উৎপাদন করে তার অর্ধেকটা। অনুরূপ ভাবে, তার নিজের শ্রমের উৎপাদনশীলতায় যদি পরিবর্তন ঘটে, হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা হলে সে আগে এক ঘণ্টায় যতটা পরিমাণ তুলো কাটত তার তুলনায়, ক্ষেত্র অনুযায়ী, কম বা বেশি কাটবে এবং স্বভাবতই এক ঘণ্টার উৎপন্ন দ্রব্যটিতে তদনুযায়ী সংরক্ষিত করবে তুলোর কম বা বেশি মূল্য; কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও, শ্রমের দ্বারা সে যতটা মূল্য সংরক্ষিত করবে, দু ঘণ্টা শ্রমের দ্বারা করবে তার দ্বিগুণ।

মূল্যের অবস্থান কেবল উপযোগিতাপূর্ণ দ্রব্যসমূহে, বিষয়সমূহে, বিবিধ অভিজ্ঞানের মাধ্যমে তার নিছক প্রতীকী প্রকাশ আমরা বিবেচনার বাইরে রাখছি। (শ্রম-শক্তির ব্যক্তিরূপায়ণ হিসাবে দেখলে, মানুষ নিজেই একটি প্রাকৃতিক বিষয়, একটি জিনিস, অবশ্য একটি সজীব, সচেতন জিনিস, এবং শ্রম হচ্ছে তার মধ্যে অবস্থিত এই শক্তির অভিব্যক্তি)। সুতরাং, কোন দ্রব্য যদি তার উপযোগিতা হারায়, তা হলে সে তার মূল্যও হারায়। উৎপাদনের উপায়সমূহ যখন তাদের ব্যবহার-মূল্য সেই সঙ্গে তাদের মূল্যও হারায় না কেন, তার কারণ এই: শ্রম-প্রক্রিয়ায় তারা তাদের ব্যবহার-মূল্যের মূল রূপটি হারায় কেবল উৎপন্ন দ্রব্যটিতে একটি নূতন ব্যবহার-মূল্যের রূপ ধারণ করার জন্য। কিন্তু, মূল্যের পক্ষে তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা যে নিজেকে তার মধ্যে মূর্ত করে তুলতে অবলম্বন করে একটি উপযোগিতাপূর্ণ দ্রব্য, অথচ কোন বিশেষ দ্রব্যটি সেই উদ্দেশ্য সাধন করে সেটা থাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত একটা ব্যাপার, এটা আমরা

দেখেছিলাম পণ্যের রূপান্তরণ সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে। সুতরাং এ থেকে অনুসৃত হয় যে শ্রম-প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের উপায়সমূহ তাদের মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করে ততটা পর্যন্ত, যতটা পর্যন্ত তারা তাদের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়-মূল্যও হারায়। উৎপন্ন দ্রব্যটিতে তারা একমাত্র সেই মূল্যটিই ছেড়ে দেয়, যেটি তারা নিজেরা উৎপাদনের উপায় হিসাবে হারায়। কিন্তু এ ব্যাপারে শ্রম-প্রক্রিয়ার সমস্ত বস্তুগত উপাদানগুলি একই ভাবে আচরণ করে না।

বয়লারের নীচে দগ্ধ কয়লা নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়. চাকার ধুরায় ('অ্যাক্সেল'-এ) যে চর্বি মাখানো হয় তাও সেই ভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়। রঞ্জক দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীও অন্তর্হিত হয় কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ হিসাবে আবার আবির্ভূত হয়। কাঁচামাল উৎপন্ন দ্রব্যের অবয়ব গঠন করে কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের রূপ পরিবর্তন করে। অতএব কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীগুলি যে যে রূপে আচ্ছাদিত থাকে, শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পরে তারা সেই স্ববিশেষ রূপগুলি থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রমের উপকরণগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। হাতিয়ার ('টুল'), যন্ত্রপাতি ('মেশিন'), কর্মশালা ('ওয়ার্ক-শপ') এবং পাত্র ('ভেসল') কেবল তত কাল পর্যন্তই শ্রম-প্রক্রিয়ায় উপযোগ পূর্ণ থাকে যত কাল পর্যন্ত তারা তাদের মূল রূপ বজায় রাখে এবং প্রত্যেক সকালে তাদের অপরিবর্তিত রূপে প্রক্রিয়াটি নতুন করে শুরু করতে প্রস্তুত থাকে। এবং ঠিক যেমন তাদের জীবন কালে, অর্থাৎ যে-শ্রম-প্রক্রিয়ায় তারা কাজ করে তা অব্যাহত থাকা কালে, তারা উৎপন্ন-দ্রব্য-নিরপেক্ষ ভাবে তাদের বজায় রাখে, ঠিক তেমনি তাদের মৃত্যুর পরেও তাড়া তাই করে। যন্ত্র, হাতিয়ার, কর্মশালা ইত্যাদির শবগুলি, তারা যে দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে, তা থেকে সব সময়েই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকে। এখন যদি আমরা কোন শ্রম-উপকরণের ব্যাপারটি তার সমগ্র কর্মকাল ধরে—কর্মশালায় প্রবেশের দিনটি থেকে বাতিল ঘরে নির্বাসনে যাবার দিনটি পর্যন্ত—বিচার করি, আমরা দেখতে পাই যে এই সময়কালে তার ব্যবহার মূল্য সম্পূর্ণ ভাবে পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছে, এবং ফলত তার বিনিময়-মূল্য সম্পূর্ণ ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একটি সুতো কাটার যন্ত্র ('স্পিনিং মেশিন') টিকে থাকে, ১০ বছর তা হলে এটা পরিষ্কার যে তার সেই কর্মকাল জুড়ে তার মোট মূল্যে ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরিত হয়ে যায় তার সেই ১০ বছরের উৎপন্ন সম্ভারে। সুতরাং একটি শ্রম-উপকরণের জীবন-কাল ব্যয়িত হয় একই রকমের কর্মকাণ্ডের কম বা বেশি সংখ্যক পুনরাবর্তনে। একটি মানুষের জীবন-কালের সঙ্গে তার জীবন-কালের তুলনা করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি দিন একটি মানুষকে তার মৃত্যুর দিকে ২৪ ঘণ্টা করে এগিয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারে না আরো কত দিন তাকে সেই পথ ধরে চলতে হবে। অবশ্য, এই সমস্যা বীমা কোম্পানির পক্ষে, গড়ের নিয়ম অনুসারে, খুবই সঠিক এবং সেই সঙ্গে খুবই মুনাফাজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথে কখনো বাধা সৃষ্টি করে না।

শ্রম-উপকরণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, গড়ে কত কাল একটা বিশেষ ধরনের মেশিন টিকে থাকবে। ধরা যাক, শ্রম-প্রক্রিয়ায় তার ব্যবহার-মূল্য টেকে মাত্র ছয় দিন। তা হলে, গড়ে প্রতিদিন তা এক-ষষ্ঠাংশ করে ব্যবহার-মূল্য হারায়; সুতরাং দৈনিক উৎপাদন দ্রব্যে তার নিজের মূল্যের এক-ষষ্ঠাংশ করে স্থানান্তরিত করে। সমস্ত শ্রম-উপকরণের ক্ষয়-ক্ষতি, এবং উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত মূল্যের অনুপাতে তাদের ব্যবহার-মূল্যের, এবং তদনুযায়ী মূল্যের, পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্তি এই ভিত্তিতে হিসাব করা হয়।

সুতরাং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তাদের নিজেদের ব্যবহার-মূল্যের ধ্বংসের ফলে উৎপাদন-উপায়সমূহ শ্রম-প্রক্রিয়া চলাকালে যতটা মূল্য হারায়, তার চেয়ে বেশি মূল্য তারা কখনো উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করে না। যদি এমন একটি উপকরণের হারাবার মত কোনো মূল্যই না থাকে, অর্থাৎ যদি তা মনুষ্য-শ্রমের ফল না হয়, তা হলে তা উৎপন্ন দ্রব্যে কোনো মূল্যই স্থানান্তরিত করে না। বিনিময়-মূল্য গঠনে কোনো অবদান না দিয়েই তা ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সেই যাবতীয় উৎপাদনের উপায়সমূহ, মানুষের সহায়তা ছাড়াই যেগুলি প্রকৃতি সরবরাহ করে থাকে, যেমন ভূমি, বায়ু, জল, খনিগর্ভস্থিত ধাতু, কুমারী অরণ্যজাত গাছ।

অধিকন্তু, এখানে আরেকটি কৌতূহলকর ব্যাপার আত্মপ্রকাশ করে। ধরা যাক, একটি মেশিনের মূল্য £১,০০০ এবং তা ক্ষয় হয়ে যায় ১,০০০ দিনে। তা হলে, ঐ মেশিনটির এক হাজার ভাগের এক ভাগ প্রতিদিন স্থানান্তরিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যে। একই সময়ে, যদিও ক্রম-হ্রাসমান জীবনীশক্তি নিয়ে, মেশিনটি সমগ্র ভাবে শ্রম-প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে থাকে। অতএব, দেখা যায় যে শ্রম-প্রক্রিয়ার একটি উপাদান, একটি উৎপাদনের উপায়, ক্রমাগত শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে সমগ্র ভাবে, যদিও মূল্য গঠনের প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করে কেবল ভগ্নাংশ হিসাবে। দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার পার্থক্য এখানে প্রতিফলিত হয় তাদের বস্তুগত উপাদানগুলিতে—উৎপাদনের একই উপকরণের সমগ্র ভাবে শ্রম-প্রক্রিয়ায় ভূমিকা গ্রহণের দ্বারা, সেই একই সময়ে মূল্য-গঠনের একটি উপাদান হিসাবে তা প্রবেশ করে কেবল অংশ-অংশ হিসাবে।[১]

১. শ্রমের যন্ত্রপাতি মেরামতির বিষয়টি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়, বরং সেটা হয়ে পড়ে শ্রম-প্রয়োগের বিষয়। মেরামতি চলাকালে ঐ যন্ত্রপাতি দিয়ে আর কাজ করা হয় না, উলটে ঐগুলির উপরেই কাজ করা হয়। আমাদের পক্ষে এটা ধরে নেওয়া খুবই সঙ্গত যে, যন্ত্রপাতির মেরামতিতে যে-শ্রম ব্যয় করা হয়, তা ঐ যন্ত্রপাতির মূল উৎপাদনে আবশ্যক শ্রমেরই অন্তর্গত। কিন্তু বইয়ে আমরা সেই সব ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করেছি, যা কোনো চিকিৎসকই সারাতে পারেন না, যা আস্তে আস্তে মৃত্যুতে ঘনিয়ে নিয়ে আসে—"সেই সব ক্ষয়-ক্ষতি, যা মাঝে-মধ্যে মেরামত করে সারানো যায়না, যেমন, একটি ছুরির বেলায় ঐ ক্ষয়-ক্ষতির ফলে শেষ

অন্যদিকে আবার, একটি উৎপাদনের উপায় মূল্য গঠনে সমগ্র ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে টুকরো টুকরো ভাবে। ধরা যাক, তুলো থেকে সুতো কাটতে গিয়ে ব্যবহৃত প্রতি ১১৫ পাউণ্ড পিছু অপচয় হয় ১৫ পাউণ্ড করে, যা রূপান্তরিত হয় সুতোয় নয়, "শয়তানের ধুলোয়" (ফেঁসোয়)। এখন. এই ১৫ পাউণ্ড তুলো কখনো সুতোর সংগঠনী উপাদান হয় না, তবু এই অপচয়কে সুতো-কাটার গড় অবস্থায় স্বাভাবিক ও অনিবার্য ধরে নিলে, তার মূল্য অবধারিত ভাবেই স্থানান্তরিত হয় সুতোর মূল্যে, ঠিক যেমন স্থানান্তরিত হয় সেই .০০ পাউণ্ডের মূল্য, যা রচনা করে সুতোব দেহ। ১০০ পাউণ্ড সুতো তৈরি হবাব আগে ১৫ পাউণ্ড তুলোর ব্যবহার-মূল্যকে অবশ্যই ধুলোয় পর্যবসিত হতে হবে। সুতরাং সুতো উৎপাদনে এই তুলোটার ধ্বংসপ্রাপ্তি হচ্ছে একটা আবশ্যিক শর্ত। এবং যেহেতু এটা একটা আবশ্যিক শর্ত, একমাত্র সেই কারণেই ঐ তুলোর মূল্যটা স্থানান্তরিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যটিতে। কোন শ্রম-প্রক্রিযার ফলে এইভাবে পরিত্যক্ত প্রত্যেক ধরনের আবর্জনার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য—অন্ততঃ ততটা পরিমাণে প্রযোজ্য যতটা পরিমাণে তা নূতন ও স্বতন্ত্র ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের একটি উপায় হিসাবে সেই আবর্জনাটিকে আর নিয়োগ করা যায় না। আবর্জনার এইরকম নিয়োগ দেখা যেতে পারে ম্যাঞ্চেস্টারের বড় বড় মেশিন কারখানাগুলিতে, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছাঁট-লোহার পাহাড় গাড়ি-বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয় ঢালাই-কারখানায়, যাতে করে পরদিন সকালে তা আবার কর্মশালায় আবির্ভূত হতে পারে জমাট লৌহপিণ্ড হিসাবে।

পর্যন্ত এমন অবস্থা হয়, যাতে ছুরি-নির্মাতা নিজেই তখন বলে ওটাতে নূতন ফলা লাগানো হবে বাজে খরচ।" আমরা বইতে দেখিয়াছি, একটি যন্ত্র প্রত্যেকটি শ্রম-প্রক্রিয়াতে অংশ নেয় একটা গোটা যন্ত্র হিসাবেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূল্য সৃজনের প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করে একটি ভগ্নাংশ হিসাবে। এই ব্যাপারে ধ্যান-ধারণায় যে কত বিভ্রান্তি থাকে নিচের অনুচ্ছেদটি তার প্রমাণ। "রিকার্ডো বলেন, (মোজা তৈরির) যন্ত্র নির্মাণে ইঞ্জিনিয়র যে-শ্রম প্রয়োগ করে, তার একটি অংশ" এক জোড়া মোজার মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। "তবু প্রতি-জোড়া মোজা তৈরিতে যে-মোট শ্রম লাগে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ইঞ্জিনীয়রের গোটা শ্রমটাই, একটা অংশমাত্র নয়; কারণ একটি যন্ত্রে অনেক জোড়া মোজা তৈরি হয় এবং কোনো একটি জোড়াও যন্ত্রের কোনো অংশ বাদ দিয়ে করা যায় না।" ("Obs. on certain Verbal Disputes in pol, Econ., Particularly Relating to Value", p. 54)। লেখক একজন অসাধারণ আত্মসন্তুষ্ট পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি যাঁর বিভ্রান্ত ধারণায় এবং তদনুযায়ী বক্তব্যে এইটুকুই মাত্র সঠিক যে, তাঁর আগে বা পরে, রিকার্ডো বা অন্য কোনো অর্থনীতিবিদই শ্রমের এই দুটি দিকে পার্থক্য করতে পারেন নি; আরো কম পেরেছেন মূল্য-সৃজনে এই দুটি দিকের কোন্ দিকটি কতটা অংশ গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে পার্থক্য করতে।

আমরা দেখেছি, উৎপাদনের উপায়গুলি নূতন উৎপন্ন দ্রব্যে মূল্য স্থানান্তরিত করে কেবল ততটা পর্যন্ত ঠিক যতটা মূল্য শ্রম-প্রক্রিয়া চলাকালীন তারা হারায় তাদের পুরনো ব্যবহার-মূল্য হিসাবে। ঐ প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক যতটা মূল্য তারা হারাতে পারে, তা স্পষ্টতই শুরুতে যে-মূল মূল্য নিয়ে তারা প্রক্রিয়াটিতে প্রবেশ করেছিল অর্থাৎ তাদের উৎপাদনে যে শ্রম-সময় আবশ্যক হয়েছিল তার দ্বারা সীমায়িত। অতএব, উৎপাদনের উপায়সমূহ যে-প্রক্রিয়াটিতে সাহায্য করে তা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে যে মূল্য তারা নিজেরা ধারণ করে, তার তুলনায় বেশি মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যে সংযোজিত করতে পারে না। একটা বিশেষ কাঁচামাল বা একটা মেশিন বা অন্য কোন উৎপাদনের উপায় যতই উপযোগিতাপূর্ণ হোক না কেন, যদিও তার জন্য ব্যয় হতে পারে £১৫০, কিংবা, ধরুন, ৫০০ দিনের শ্রম, তবু কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা উৎপন্ন দ্রব্যে £১৫০-এর চেয়ে বেশি সংযোজিত করতে পারে না। উৎপাদনের উপায় হিসাবে যে-শ্রম-প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করে, তার দ্বারা তার মূল্য নির্ধারিত হয় না, তার মূল্য নির্ধারিত হয় তার দ্বারা যার মধ্য থেকে সে উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে নির্গত হয়েছে। শ্রম-প্রক্রিয়ায় তা কাজ করে কেবল একটি ব্যবহার-মূল্য হিসাবে, একটি উপযোগিতাপূর্ণ জিনিস হিসাবে, এবং সেই কারণে উৎপন্ন দ্রব্যে এখন কোনো মূল্য তা স্থানান্তরিত করতে পারে না, যা তা আগে থেকে ধারণ করত না।[১]

১. এ থেকে আমরা জে. বি. সে'র বক্তব্যের আজগুবি চরিত্রের বিচার করতে পারি; তিনি উদ্বৃত্ত-মূল্যের (সুদ, মুনাফা, খাজনা-র) ব্যাখা দিতে চান "উৎপাদনশীল কার্যাবলীর" সাহায্যে—জমি, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণ-গুলি তাদের ব্যবহার-মূল্যসমূহের মাধ্যমে শ্রম-প্রক্রিয়ায় যে-কার্যাবলী সম্পাদন করে, তার সাহায্যে। মিঃ উইলিয়ম রশার, যিনি তাঁর স্বকপোল-কল্পিত কৈফিয়ৎগুলি কাগজে-পত্রে ধরে রাখবার কোনো সুযোগই হারান না, তিনি এইভাবে তার একটি নমুনা রেখেছেন :—'জে. বি. সে' (Traite, t. I. ch. 4) খুব সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেন, সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দেবার পরে একটি তেল-কলে যে-মূল্য উৎপাদিত হয়, সেটা একটা নোতুন কিছু—এমন কিছু যা, যে-শ্রমের দ্বারা তেল-কলটি তৈরি হয়েছিল, তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। (l.c. p. 82, note) আপনি ঠিকই বলেছেন, অধ্যাপক মশাই, তেল-কলে যে তেল তৈরী হয়, তা এমন কিছু, যা কলটি তৈরি করতে ব্যয়িত শ্রম থেকে খুবই আলাদা। মূল্য বলতে রশার যা বোঝেন, তা হল 'তেল'-এর মত মাল, কেননা তেলের মূল্য আছে, যদিও 'প্রকৃতি' 'অল্প অল্প পরিমাণে' পেট্রোল উৎপাদন করে, তৎসত্ত্বেও—একটা ঘটনা যার প্রতি তিনি তাঁর আরো একটি মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়: 'সে (প্রকৃতি) যৎসামান্যই বিনিময়-মূল্য উৎপাদন করে।' মিঃ রশারের 'প্রকৃতি' এবং সে যে-বিনিময়-মূল্য উৎপাদন করে সেই বিনিময়-মূল্য বরং বোকা কুমারী মেয়েটির মত যে স্বীকার করেছিল যে তার একটি সন্তান

যখন উৎপাদনশীল শ্রম উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে নূতন একটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিবিধ সংগঠনী উপাদানে পরিবর্তিত করছে, তখন তাদের মূল্যে একটি রূপান্তর ঘটে। তা পরিভুক্ত দেহটিকে পরিত্যাগ করে নূতন সৃষ্ট দেহটিতে অবলম্বন করে। কিন্তু এই দেহান্তর-গমন সংঘটিত হয় যেন শ্রমিকের অজ্ঞাতসারে। একই সময়ে পুরনো মূল্য সংরক্ষিত না করে, সে পারে না নূতন শ্রম সংযুক্ত করতে, নূতন মূল্য সৃষ্টি করতে, কেননা যে-শ্রম সে সংযুক্ত করে, তা হতে হবে একটি নির্দিষ্ট বিশেষ ধরনের শ্রম, এবং সে পারে না উপযোগিতাপূর্ণ কোন কাজ করতে যদি নূতন উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের উপায় হিসাবে সে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নিয়োগ না করে এবং তদ্দ্বারা নূতন উৎপন্ন দ্রব্যটিতে তাদের মূল্য স্থানান্তরিত না করে। সুতরাং সক্রিয় শ্রম-শক্তি মূল্য সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে তা সংরক্ষণেরও যে গুণটির অধিকার ভোগ করে, সেটি প্রকৃতির একটি দান, যার জন্য শ্রমিকের কোনো ব্যয় হয় না, কিন্তু যা ধনিকের জন্য খুবই সুবিধাজনক, কারণ তা তার মূলধনের বর্তমান মূল্যটি সংরক্ষণ করে।[১] যতদিন ব্যবসা বেশ ভাল চলে, ততদিন পর্যন্ত ধনিক টাকা কজা করতে এত ব্যস্ত থাকে যে শ্রমের এই বিনাব্যয়ে প্রাপ্ত দানটি তার নজরে পড়ে না। কিন্তু যখনি একটি সংকটের ধাক্কায় শ্রম-প্রক্রিয়া প্রচণ্ড ভাবে বিঘ্নিত হয়, তখনি সে সম্পর্কে সংবেদনশীল ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।[২]

আছে, তবে 'সেটি এত টুকুন।' এই 'পণ্ডিত-পুঙ্গবটি' তার পরে মন্তব্য করেন, 'রিকার্ডোর শিষ্য-গোষ্ঠী মূলধনকে শ্রমের শিরোনামের অধীনে 'সঞ্চয়ীকৃত শ্রম' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে অভ্যস্ত। এটা অকৌশলী কাজ, কেননা, বাস্তবিক পক্ষে, মূলধনের মালিক উপরন্তু এমন কিছু করে যা মূলধনকে শুধু সৃষ্টি ও রক্ষা করার কাজের চেয়ে বেশি: যথা, তার ভোগ থেকে আত্ম-সংবরণ, যার জন্য সে দাবি করে সুদ।' (l.c.) রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির এই 'অঙ্গস্থানিক-শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি' ('অ্যানাটমিক-ফিজিওলজিক্যাল মেথড') কত বেশি 'কৌশলী' যা 'বাস্তবিক পক্ষে' একটি কামনাকে রূপান্তরিত করে 'উপরন্তু' মূল্যের একটি উৎসে।

১. কৃষকের বৃত্তির সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষের শ্রমই··· হচ্ছে সেই উপকরণ, মূলধন পরিশোধের জন্য যার উপরে তাকে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়। বাকি দুটি গবাদি পশুর উপস্থিত সংখ্যা এবং·· ·· শকট, লাঙল, কোদাল ইত্যাদি প্রথমটির একটি নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া কোনো কাজে আসেনা।' (Edmund Burke : "Thoughts and Details on Scarcity originally presented to the Right Hon W. Pitt in in the month of November, 1795", Edit. London, 1800, p. 10)

২. ১৮৬২ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখের 'টাইমস' পত্রিকায় একজন কল-মালিক, যার কলে কাজ করত ৮০০ জন শ্রমিক এবং গড়ে পরিভোগ করত ১৫০ গাঁট ইস্ট ইণ্ডিয়ান বা ১৩০ গাঁট আমেরিকান তুলো, কারখানা যখন কাজ করেনা

উৎপাদনের উপায়সমূহের ক্ষেত্রে, আসলে যা পরিভুক্ত হয়, তা হল সেগুলির ব্যবহার-মূল্য এবং শ্রমের দ্বারা সেই ব্যবহার-মূল্য পরিভোগের ফলই হল উৎপন্ন দ্রব্য। সেগুলির মূল্যের কোনো পরিভোগ হয় না[১] এবং সেই কারণে এটা বলা সঠিক হবে না যে তা পুনরুৎপাদিত হয়। বরং তা সংরক্ষিত হয়, এমন কোনো কর্মকাণ্ড প্রক্রিয়া চলাকালীন যার মধ্য দিয়ে তা নিজে অতিক্রম করে, সেই কারণে নয়, কিন্তু এই কারণে যে, যে-জিনিসটিতে তা গোড়ায় অবস্থান করে, সেটা অন্তর্হিত হয়ে যায়, তা সত্য, কিন্তু অন্তর্হিত হয়ে যায় অন্য কোনো জিনিসে। অতএব, উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের মূল্যের পুনরাবির্ভাব ঘটে, কিন্তু, সঠিকভাবে বললে, মূল্যের পুনরুৎপাদন ঘটে না। যা উৎপাদিত হয়, তা হচ্ছে একটি নূতন ব্যবহার-মূল্য, যার মধ্যে পুরনো বিনিময়-মূল্য পুনরাবির্ভূত হয়।[২]

তখনকার বাঁধা-ধরা খরচ সম্পর্কে ক্ষোভের সঙ্গে অনুযোগ করেন। তাঁর হিসাবে এই খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক £৬,০০০। এই খরচের মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না, যেমন খাজনা, 'রেট', ট্যাক্স, বীমা ম্যানেজার, হিসাব-রক্ষক, ইঞ্জিনীয়র প্রমুখের মাইনে। তার পরে তিনি হিসাবের মধ্যে ধরেছেন মাঝে মাঝে 'মিল'-এ তাপ সঞ্চার এবং ইঞ্জিনকে চালু রাখার জন্য ব্যবহৃত কয়লা বাবদে £১৫০। তা ছাড়া, মেশিনারিকে চালু অবস্থায় রাখার জন্য তিনি অসময়ে যেসব লোক খাটান, তাদের মজুরি। সর্বশেষে, মেশিনারির অবচয়ের বাবদে তিনি ধরেছেন £১,২০০, কারণ 'যেহেতু স্টিম-ইঞ্জিন চালু নেই, সেই হেতু আবহাওয়া এবং অবক্ষয়ের প্রাকৃতিক নীতি তাদের কাজ স্থগিত রাখেনা।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, অবচয়ের খাতে তিনি £১,২০০ পাউণ্ডের বেশি ধরেননি, কেননা তার মেশিনারি দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

১. 'উৎপাদনশীল পরিভোগ যেখানে একটি পণ্যের পরিভোগ উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মূল্যের কোনো পরিভোগ হয় না।' (S. P. Newman, l.c. p. 296)

২. একটি আমেরিকান গ্রন্থে, যা সম্ভবতঃ ২০টি সংস্করণ অতিক্রম করেছে এমন একটি গ্রন্থে এই অনুচ্ছেদটি রয়েছে; 'কোন্ রূপে মূলধনের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তাতে কিছু এসে যায়না', তার পরে উৎপাদনের সেই সমস্ত সম্ভাব্য উপাদান যাদের মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যে আবির্ভূত হয়, তাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়ে ঐ অনুচ্ছেদটি এই ভাবে শেষ হয়েছে: 'মানুষের অস্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আবশ্যক বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানেও পরিবর্তন ঘটে। সেগুলি কিছুকাল অন্তর পরিভুক্ত হয় এবং সেগুলির মূল্য পুনরাবির্ভূত হয় তার দেহে ও মনে নোতুন প্রাণশক্তি হিসাবে এবং গঠন করে নোতুন মূলধন, যা আবার নিয়োজিত হয় উৎপাদনের কাজে।' (F. Wayland, l.c. pp. 31, 32)। অন্যান্য উদ্ভট ব্যাপার নজরে না এনে, এইটুকু

শ্রম-প্রক্রিয়ার বিষয়ীগত উপাদানটির ক্ষেত্রে, তথা সক্রিয় শ্রম-শক্তির ক্ষেত্রে, ব্যাপারটি অন্যরকম। যেহেতু তার শ্রম একটি বিশেষায়িত প্রকারের শ্রম, যার প্রয়োগ-ক্ষেত্র হচ্ছে একটি বিশেষ বিষয়, সেইহেতু যখন শ্রমিক উৎপাদনের উপায়সমূহের মূল্য সংরক্ষিত করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করে, তখন সে সেই একই সঙ্গে নিছক তার কাজের ক্রিয়াটির দ্বারাই প্রতি নিমেষে সৃষ্টি করে একটি করে অতিরিক্ত বা নূতন মূল্য। ধরা যাক, ঠিক যখন শ্রমিক তার নিজের শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান মূল্য উৎপাদন করেছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন ছয় ঘণ্টার শ্রমের দ্বারা সে তিন শিলিং পরিমাণ মূল্য সংযোজিত করেছে, ঠিক তখনি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি বন্ধ হল। এই মূল্যটি হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের যে অংশটি উৎপাদনের উপায়-উপকরণ-জনিত, সেই অংশটির উপরে ঐ দ্রব্যটির মোট মূল্যের উদ্বৃত্ত। এটাই হচ্ছে মূল্যের একমাত্র মৌল অংশ, যা গঠিত হয়েছে এই প্রক্রিয়াটি চলাকালে; মূল্যের একমাত্র অংশ যার সৃষ্টি হয়েছে এই প্রক্রিয়াটি চলাকালে। অবশ্য, আমরা ভুলে যাই না যে, এই নূতন মূল্য কেবল সেই টাকাটাই প্রতিস্থাপন করে, যেটা শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য ধনিক আগাম দেয় এবং যেটা শ্রমিক জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রীর বাবদে ব্যয় করে। ব্যয়িত টাকার প্রেক্ষিতে, নূতন মূল্যটি হচ্ছে কেবল পুনরুৎপাদন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা বস্তুতই একটা পুনরুৎপাদন, উৎপাদনের উপায়সমূহের ক্ষেত্রের মত একটা বাহ্যিক পুনরুৎপাদন নয়। একটি মূল্যের স্থানে আরেকটি মূল্যের প্রতিস্থাপন এখানে সংঘটিত হয় নূতন মূল্য সৃজনের দ্বারা।

যাই হোক, আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা জানি যে, শ্রম-শক্তির মূল্যের নিছক সমমূল্য পুনরুৎপাদন করা এবং উৎপন্ন দ্রব্যে তা অঙ্গীভূত করার পরেও শ্রম-প্রক্রিয়া চালু থাকতে পারে। উল্লিখিত উদ্দেশ্য-সাধনে ছ ঘণ্টাই যথেষ্ট কিন্তু শ্রম-প্রক্রিয়া চলতে পারে বারো ঘণ্টা। সুতরাং শ্রম-প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতা কেবল তার নিজের মূল্যই পুনরুৎপাদন করে না, তার উপরেও মূল্য উৎপাদন করে। এই উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে, একদিকে, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এবং, অন্যদিকে, সেই দ্রব্যটির গঠনে পরিভুক্ত উপাদান-গুলির, ভাষান্তরে, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ও শ্রম-শক্তির, মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্য।

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য গঠনে শ্রম-প্রক্রিয়ার বিবিধ উপাদান যে বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে,

---

লক্ষ্য করাই যথেষ্ট যে, নোতুন প্রাণশক্তি হিসাবে যা পুনরাবির্ভূত হয়, তা রুটির দাম নয়, তবে তার রক্ত-গঠনকারী উপাদান। অন্য দিকে, ঐ প্রাণশক্তির মূল্যের মধ্যে যা পুনরাবির্ভূত হয়, তা জীবন-ধারণের উপকরণ নয়, সেই সব উপকরণের মূল্য। জীবন-ধারণের ঐ একই উপকরণসমূহ, অর্ধেক দামেও, গঠন করবে ঐ একই পরিমাণ পেশি ও অস্থি, একই পরিমাণ প্রাণশক্তি, কিন্তু একই মূল্যের প্রাণশক্তি নয়। লেখকের ভণ্ডামিপূর্ণ অস্পষ্টতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'মূল্য' এবং 'প্রাণশক্তি'-র মধ্যে এই যে বিভ্রান্তি, তা পূর্ব-স্থিত মূল্যসমূহের নিছক পুনরাবির্ভাব থেকেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের ব্যাখ্যা দানের একটি ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

সেইসব অংশের ব্যাখ্যার মাধ্যমে, আমরা, বাস্তবিক পক্ষে, মূলধনের বিভিন্ন উপাদানকে তার মূল্য-সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় যে-বিভিন্ন ভূমিকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই ভূমিকাগুলির চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করছি। উৎপন্ন দ্রব্যের সংগঠনী উপাদানগুলির মূল্যসমূহের যোগফলের উপরে তার মোট মূল্যের উদ্বৃত্তটিই হচ্ছে শুরুতে যে-মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয়, তার উপরে সম্প্রসারিত মূলধনটির উদ্বৃত্ত। একদিকে উৎপাদনের উপায়সমূহ, অন্যদিকে শ্রম-শক্তি—এ দুটি হচ্ছে অস্তিত্বের সেই দুটি রূপ যা প্রারম্ভিক মূলধনটি ধারণ করেছিল, যখন তা অর্থ থেকে রূপান্তরিত হয়েছিল শ্রম-প্রক্রিয়ার বিবিধ উপাদানে। অতএব, মূলধনের যে-অংশ উৎপাদনের উপায়সমূহের দ্বারা, কাঁচামাল, সহায়ক সামগ্রী ও শ্রম-উপকরণসমূহের দ্বারা প্রতিরূপায়িত হয়, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সেই অংশটির মূল্যের কোনো পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে না। এই অংশটিকে আমি বলি মূলধনের স্থির অংশ, কিংবা, আরো সংক্ষেপে, **স্থির মূলধন**।

অন্যদিকে, মূলধনের যে-অংশ প্রতিরূপায়িত হয় শ্রম-শক্তির দ্বারা, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সেই অংশটির মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। এই অংশটি তার নিজের মূল্যের সমান একটি মূল্য পুনরুৎপাদিত করে এবং, তা ছাড়াও আবার, একটি বাড়তি মূল্য, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে—যে উদ্বৃত্ত-মূল্যটি নিজেও পরিবর্তিত হতে পারে, অবস্থানুযায়ী বেশি বা কম হতে পারে। মূলধনের এই অংশটি নিরন্তর স্থির রাশি থেকে অস্থির রাশিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আমি তাকে বলি মূলধনের অস্থির অংশ, কিংবা সংক্ষেপে, **অস্থির মূলধন**। মূলধনের সেই একই উপাদানসমূহ, যেগুলি, শ্রম-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, নিজেদেরকে উপস্থিত করে যথাক্রমে বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদান হিসাবে, উৎপাদনের উপায় এবং শ্রম-শক্তি হিসাবে, সেইগুলিই আবার উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে উপস্থিত করে স্থির এবং অস্থির মূলধন হিসাবে।

স্থির মূলধনের যে সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হল, তা উপাদানগত দিক থেকে মূল্যের পরিবর্তন-সম্ভাবনাকে খারিজ করে দেয় না। ধরুন, তুলোর দাম একদিন পাউণ্ড-প্রতি ছ-পেন্স, পরের দিন, তুলোর ফলন খারাপ হওয়ার দরুন, পাউণ্ড-প্রতি এক শিলিং। ছ-পেন্স দামে ক্রীত এবং দাম বৃদ্ধির পরে সুতোয় রূপান্তরিত প্রত্যেক পাউণ্ড তুলো উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত করে এক শিলিং মূল্য, এবং যে তুলোটা দাম-বৃদ্ধির আগেই কাটা হয়ে গিয়েছে এবং সম্ভবতঃ সুতো হিসাবে বাজারে চালু হয়ে গিয়েছে, তা উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত করে তার মূল মূল্যের দ্বিগুণ। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, মূল্যের এই পরিবর্তনগুলি ঐ বৃদ্ধি-প্রাপ্তি থেকে, উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে নিরপেক্ষ, যে-উদ্বৃত্ত-মূল্যটি সুতো কাটার ফলেই তুলোর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। যদি পুরনো তুলোটা কখনো কাটা না হত, তা হলে দাম বাড়ার পরে, সেটাকে প্রতি-পাউণ্ড ছ-পেন্সের বদলে এক শিলিং করে আবার বিক্রি করে দেওয়া যেত। অধিকন্তু, তুলো যত কমসংখ্যক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার হয়, তত বেশি নিশ্চিত হয় তার ফল। তাই

আমরা দেখতে পাই, মূল্যে যখন এইরকম আচমকা পরিবর্তন ঘটে, তখন ফটকাবাজদের রেওয়াজই হল সেই দ্রব্যটি নিয়ে ফটকাবাজি করা, যার উপরে ব্যয়িত হয়েছে সবচেয়ে কম পরিমাণ শ্রম : যেমন, কাপড় নিয়ে ফটকাবাজি না করে, সুতো নিয়ে করা ; সুতো নিয়ে না করে খোদ তুলো নিয়ে করা। আলোচ্য ক্ষেত্রটিতে, মূল্যের পরিবর্তনের উৎপত্তি ঘটে সেই প্রক্রিয়াটিতে নয়, যার মধ্যে তুলো অংশ নেয় উৎপাদনের উপায় হিসাবে, সুতরাং যার মধ্যে তা কাজ করে স্থির মূলধন হিসাবে, পরন্তু সেই প্রক্রিয়াটিতে যাতে তুলো নিজেই উৎপাদিত হয়। এটা সত্য যে, পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা, কিন্তু এই পরিমাণটি নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক অবস্থাবলীর দ্বারা। যদি কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম পরিবর্তিত হয়ে যায় —এবং একটি ভাল ফলনের পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলো যতটা শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে তার তুলনায় একটি খারাপ ফলনের পরে তা বেশি পরিমাণ শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে—তা হলে, ঐ শ্রেণীর যত পণ্য আগে থেকেই ছিল, সেগুলি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেন সেগুলি একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন সদস্য[১] এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলির মূল্য পরিমাপ করা হয় সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের দ্বারা, অর্থাৎ, তৎকালে উপস্থিত সামাজিক অবস্থাবলীতে সেগুলির উৎপাদনে যতটা সময় লাগে, তার দ্বারা।

যেমন কাঁচামালের মূল্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে, তেমন ঐ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত শ্রমের উপকরণসমূহের, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্যেও পরিবর্তন ঘটতে পারে , এবং তার ফলে, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের যে-অংশটি সেগুলি থেকে তাতে স্থানান্তরিত হয়, তারও পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদি একটি নূতন উদ্ভাবনের ফলে, একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র অল্পতর শ্রম ব্যয় করে উৎপাদন করা যায়, তা হলে পুরনো যন্ত্রের মূল্যে কম-বেশি অবচয় ঘটে এবং কাজে কাজেই, তা উৎপন্ন দ্রব্যে তদনুযায়ী অল্পতর মূল্য স্থানান্তরিত করে। কিন্তু এখানেও মূল্যের পরিবর্তনের উৎপত্তি ঘটে প্রক্রিয়াটির বাইরে—যে প্রক্রিয়াটিতে ঐ যন্ত্রটি উৎপাদনের উপায় হিসাবে কাজ করছে। একবার এই প্রক্রিয়াটিতে নিযুক্ত হলে, যন্ত্রটি নিজে ঐ প্রক্রিয়া থেকে আলাদা ভাবে যতটা মূল্যের অধিকারী, তার চেয়ে বেশি মূল্য স্থানান্তরিত করতে পারে না।

এমনকি, শ্রম-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করার পরে যেমন উৎপাদনের উপায়-সমূহের মূল্যে কোন পরিবর্তন ঘটলে, তা স্থির মূলধন হিসাবে তাদের যে চরিত্র, তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, ঠিক তেমনি অস্থির মূলধনের সঙ্গে স্থির মূলধনের যে-

১. "Toutes les productions d'un meme genre ne forment proprement qu'une masse, dont le prix se determine en general et sans egard aux circonstances particulieres." (Le Trosne, l.c. p. 893)

অনুপাত, তাতে কোন পরিবর্তনও এই দুই ধরনের মূলধনের নিজ নিজ ভূমিকায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না। শ্রম-প্রক্রিয়ার কৃৎকৌশলগত অবস্থাগুলি এতটা পর্যন্ত বিপ্লবায়িত হতে পারে যে, যেখানে আগে দশজন লোক অল্প মূল্যের দশটি হাতিয়ার ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিমাণ কাঁচামালকে তৈরি জিনিসে পরিণত করতে পারত, সেখানে এখন একজন লোক একটি ব্যয়বহুল যন্ত্রের সাহায্যে তার চেয়ে শতগুণ বেশি কাঁচামালকে তা করতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে আমরা দেখি স্থির মূলধনে একটি বিপুল বৃদ্ধি, যা প্রতিফলিত হয় ব্যবহৃত উৎপাদন-উপায়সমূহের মোট মূল্যে, এবং সেই সঙ্গে দেখি অস্থির মূলধনে একটি দারুণ হ্রাস, যা বিনিয়োজিত হয় শ্রম-শক্তিতে। যাই হোক এমন একটি বিপ্লব পরিবর্তন ঘটায় কেবল স্থির এবং অস্থির মূলধনের পরিমাণগত সম্পর্কটিতে, কিংবা, যে যে অনুপাতে মোট মূলধন বিভক্ত হয় স্থির এবং অস্থির উপাদানে, সেই সেই অনুপাতে, তা এই দুটির মর্মগত পার্থক্যকে ন্যূনতম মাত্রাতেও পরিবর্তিত করে না।

নবম অধ্যায়

উদ্বৃত্ত মূল্যের হার

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রম-শক্তির শোষণের হার ॥

উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় **ম** অর্থাৎ অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের দ্বারা প্রজনিত উদ্বৃত্ত-মূল্য, কিংবা ভাষান্তরে, মূলধন **ম**-এর মূল্যের আত্ম-প্রসারণ, আমাদের বিবেচনার জন্য নিজেকে উপস্থিত করে, প্রথমতঃ, একটি উদ্বৃত্ত হিসাবে, উদ্বৃত্ত দ্রব্যটির মূল্য যে-পরিমাণে তার সংগঠনী উপাদানসমূহের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায় সেই পরিমাণটি হিসাবে।

মূলধন **ম** গঠিত হয় দুটি উপাদানের দ্বারা ; একটি উপাদান হচ্ছে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান বাবদে বিনিয়োজিত মোট অর্থ **ম** এবং অন্যটি হচ্ছে শ্রম-শক্তির বাবদে ব্যয়িত মোট অর্থ **অ** ; যে-অংশটি স্থির মূলধন, তার প্রতিনিধিত্ব করে **ম** আর যে-অংশটি অস্থির মূলধন, তার প্রতিনিধিত্ব করে **অ**। অতএব প্রথমতঃ, **ম+ম=অ** ; দৃষ্টান্ত হিসাবে, £৫০০ যদি হয় অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন, তা হলে তার দুটি উপাদান এমন হতে পারে যে £৫০০=£৪১০ স্থির মূলধন+£৯০ অস্থির মূলধন। উৎপাদনের প্রক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন আমরা পাই এমন একটি পণ্য যার মূল্য দাঁড়ায়=(**ম+অ**)+**উ**, যেখানে **উ** হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য ; অথবা আমরা যদি আমাদের পূর্বোক্ত সংখ্যাগুলি ধরি, তা হলে এই পণ্যটির মূল্য দাঁড়াতে পারে (£৪১০ স্থির মূলধন+£৯০ অস্থির মূলধন £৯০)+£৯০ উদ্বৃত্ত মূল্য। প্রারম্ভিক মূলধন এখন পরিবর্তিত হয়েছে **ম** থেকে **ম**´-এ, £৫০০ থেকে £৫৯০-এ। পার্থক্য হচ্ছে **উ** অর্থাৎ £৯০-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য। যেহেতু উৎপন্ন দ্রব্যের সংগঠনী উপাদানগুলির মূল্য অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্যের সমান, সেইহেতু একথা বলা কেবল পুনরুক্তি করা যে সংগঠনী উপাদানগুলির মূল্যের তুলনায় উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যের বাড়তি অংশটি হল অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের সম্প্রসারণের কিংবা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান !

তা হোক, তবু এই পুনরুক্তিটি আমরা আরো একটু গভীর ভাবে পরীক্ষা করে দেখব। যে-দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে সে-দুটি হল উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্য এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিভুক্ত তার সংগঠনী উপাদানগুলির মূল্য। এখন আমরা দেখেছি, শ্রমের উপকরণসমূহের দ্বারা গঠিত স্থির মূলধনের অংশটি কিভাবে তার মূল্যের

একটি ভগ্নাংশ মাত্র উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত করে, যখন সেই মূল্যটির বাদবাকি অংশ ঐ উৎপাদন-উপকরণগুলির মধ্যেই থেকে যায়। যেহেতু এই বাদবাকি অংশটি মূল্য-গঠনে কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করে না, সেইহেতু আমরা তাকে আপাতত এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারি। হিসাবের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করলে তার কোন তারতম্য ঘটে না। যেমন, আমরা যদি আমাদের আগেকার দৃষ্টান্তটিই নিই, **ম** = £৪১০: ধরা যাক, এই অঙ্কটি গঠিত হয়েছে এই এই মূল্যের দ্বারা:—কাঁচামালের মূল্য £৩১২, সহায়ক সামগ্রীর মূল্য £৪৪ এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ক্ষয়ে-যাওয়া মেশিনারির মূল্য £৫৪, এবং ধরা যাক, নিয়োজিত মেশিনারিটির মোট মূল্য হল £১,০৫৪। এই শেষোক্ত অঙ্কটি থেকে আমরা ধরে নিই যে, উৎপন্ন দ্রব্যটি প্রস্তুত করার জন্য অগ্রিম দেওয়া হয়েছে একমাত্র £৫৪, যা ঐ মেশিনারি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে হারায়; কারণ কেবল এইটুকুই তা উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত করে। এখন আমরা যদি ধরি যে বাদবাকি £১,০০০, যা এখনো মেশিনারিটির মধ্যে রয়েছে, তাও উৎপন্ন দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত হয় তা হলে আমাদের তাকেও ধরতে হবে অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্যটির অংশ হিসাবে, এবং তাকে দেখাতে হবে হিসাবের দু'দিকেই।[1] এই ভাবে আমরা এক দিকে পাব £১,৫০০ এবং অন্য দিকে পাব £১,৫৯০ এই দুটি অঙ্কের পার্থক্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য তখনো দাঁড়াবে সেই একই অর্থাৎ £৯০। সুতরাং এই গ্রন্থে আগাগোড়াই, মূল্যের উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-প্রদত্ত স্থির মূলধন বলতে আমরা সব সময়ে বোঝাব— যদি প্রসঙ্গটি তার পরিপন্থী না হয়—উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কার্যতই পরিভুক্ত হয়েছে এমন উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্যকে, এবং একমাত্র সেই মূল্যকেই।

তাই যদি হয়, তা হলে আমরা ফিরে যাই আমাদের সূত্রটিতে **ম** = **ম** + অ, যাকে আমরা দেখেছিলাম **ম**´ = (ম + অ) + উ-তে রূপান্তরিত হতে **ম**´-কে দেখেছিলাম **ম**´-এ পরিণত হতে। আমরা জানি যে স্থির মূলধনের মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত হয় এবং তাতে কেবল পুনরাবির্ভূত হয়। সুতরাং, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট নূতন মূল্যটি, উৎপাদিত মূল্যটি, কিংবা মূল্য-ফলটি উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যের সঙ্গে এক ও অভিন্ন নয়; কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হয় নূতন মূল্যটি কিন্তু তা নয় অর্থাৎ তা (ম + অ) + উ বা £৪১০ স্থি-মূ + £৯০ অ-মূ + £৯০ উদ্বৃত্ত মূলধন নয়; তা হচ্ছে অ + উ বা £৯০ অ-মূ + £৯০ উ-মূ; £৫৯০ নয়, £১৮০। যদি ম = ০, কিংবা ভাষান্তরে বলা যায়, যদি শিল্পের এমন নানা শাখা থাকত, যেখানে ধনিক পূর্ববর্তী শ্রমের তৈরী যাবতীয় উৎপাদন

১. "যদি আমরা বিনিয়োজিত স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যকে প্রদত্ত অগ্রিমের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করি, তা হলে আমরা বছরের শেষে এই মূলধনের বাকি মূল্যকে অবশ্যই বার্ষিক প্রতিদানের ('রিটার্নস'-এর) একটি অংশ হিসাবে গণ্য করব।" (ম্যালথাস, "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব পলিটিক্যাল ইকনমি", দ্বিতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩৬, পৃঃ ২৬৯।)

উপায়সমূহকে—তা, সেগুলি কাঁচামালই হোক, সহায়ক সামগ্রীই হোক বা শ্রমের উপকরণই হোক—বাদ দিয়ে কেবল শ্রম-শক্তি এবং প্রকৃতি-প্রদত্ত সামগ্রী নিয়োগ করে কাজ চালাতে পারত, তা হলে উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরিত করার মত কোনো স্থির মূলধন থাকত না। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের এই উপাদানটি, আমাদের দৃষ্টান্তের £৪১০, বাদ হয়ে যেত, কিন্তু £১৮০ পরিমাণটি, নূতন সৃষ্ট মূল্যটি কিংবা উৎপাদিত মূল্যটি, যার মধ্যে বিধৃত আছে £৯০-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা কিন্তু যেমন বৃহৎ ছিল তেমনি বৃহৎই থাকবে যেন ম প্রতিনিধিত্ব করে কল্পনাসাধ্য উচ্চতম মূল্যটির। আমাদের থাকা উচিত **ম**= (০+অ)=অ কিংবা সম্প্রসারিত মূলধন **ম**′=অ+উ এবং সেই কারণেই আগের মত সেই **ম**—**ম**। অন্য দিকে, যদি উ=০, কিংবা ভাষান্তরে, যদি শ্রম-শক্তি, যার মূল্য অস্থির মূলধন হিসাবে অগ্রিম দেওয়া হয়, তা যদি কেবল তার সমার্থ সামগ্রী উৎপন্ন করত, তা হলে আমাদের পাওয়া উচিত **ম**=ম+অ কিংবা উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্য **ম**+(ম+উ কিংবা **ম**=**ম**′। এক্ষেত্রে মূলধন তার মূল্য সম্প্রসারিত করে নি।

উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা জানি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য হল একান্তভাবে অ-এর মূল্যে একটি পরিবর্তনের ফল—মূলধনের সেই অংশের পরিবর্তনের ফল, যে অংশটি রূপান্তরিত হয় শ্রম-শক্তিতে, অতএব, অ+উ=অ+অ′ অথবা অ যোগ অ-এর একটি বৃদ্ধি। কিন্তু একমাত্র অ-ই যে পরিবর্তিত হয়—এই তথ্য, এবং সেই সঙ্গে এই পরিবর্তনের অবস্থাগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে এই ঘটনার আড়ালে যে মূলধনের অস্থির উপাদানটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলে অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের মোট পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সূচনায় যা ছিল £৫০০, তাই পরিণত হল £৫৯০-এ। সুতরাং যাতে করে আমাদের অনুসন্ধান আমাদের সঠিক ফলে উপনীত হতে সাহায্য করে, তার জন্য আমরা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সেই অংশটি থেকে নিষ্কর্ষণ করব, যে-অংশটিতে একমাত্র স্থির মূলধনেরই আবির্ভাব ঘটে এবং সেই কারণে স্থির মূলধনকে শূন্যের সঙ্গে সমীকরণ করব কিংবা ধরব যে ম=০। এটা কেবল একটি গাণিতিক নিয়মের প্রয়োগ, যখনি যোগ এবং বিয়োগের প্রতীকের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থির এবং অস্থির রাশি নিয়ে আমরা কাজ করি, তখনি সে-নিয়মটিকে আমরা কাজে লাগাই।

অস্থির মূলধনে প্রারম্ভিক রূপটি নিয়ে আরো একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে **ম**′=£৪১০ স্থি-মূ+£৯০ অ-মূ+£৯০ উ-মূ; কিন্তু £৯০ হল একটি নির্দিষ্ট এবং সেই কারণে একটি স্থির রাশি; সুতরাং তাকে অস্থির বলে গণ্য করা অদ্ভুত বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে £৯০ অ-মূ কথাটি এখানে একটি প্রতীক মাত্র, যা ব্যবহার করা হয়েছে এটা দেখাবার জন্য যে এই মূল্যটি একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার হয়। মূলধনের যে-অংশটি শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য বিনিয়োজিত হয়, সেটি বাস্তবায়িত শ্রমের একটি নির্দিষ্ট অংশ—ক্রীত শ্রম-শক্তির মূল্যের মত একটি স্থির মূল্য। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় £৯০-এর স্থান গ্রহণ করে সক্রিয় শ্রম-শক্তি মৃত শ্রমের স্থান গ্রহণ করে জীবন্ত শ্রম, যা ছিল বদ্ধ তার স্থান গ্রহণ করে এমন কিছু যা বহমান, স্থিরের স্থান

গ্রহণ করে অস্থির। তার ফলে ঘটে অ-এর পুনরুৎপাদন যোগ অ-এর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। তা হলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে, গোটা প্রক্রিয়াটি প্রতিভাত হয় মূলতঃ স্থির মূল্যের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন হিসাবে, যা রূপান্তরিত হয় শ্রম-শক্তিতে। প্রক্রিয়া এবং পরিণতি—দুই-ই প্রতিভাত হয় এই মূল্যজনিত ঘটনা হিসাবে। সুতরাং, যদি '£৯০ অস্থির মূলধন' কিংবা 'এই পরিমাণ স্বয়ং সম্প্রসারণশীল মূল্য'—এই ধরনের কথাগুলি পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, তা হলে তার কারণ এই যে সেগুলি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মধ্যে নিহিত একটি স্ব-বিরোধকে প্রকাশ করে দেয়।

স্থির মূলধনকে শূন্যের সঙ্গে সমীকরণ করাকে প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক কাণ্ড বলে মনে হয়। অথচ এই জিনিসটাই আমরা প্রতিদিন করে চলেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমরা তুলা শিল্প থেকে ইংল্যাণ্ডের মুনাফার পরিমাণ হিসাব করতে চাই, তা হলে আমরা তুলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মিশর এবং অন্যান্য দেশকে যে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, তা বাদ দিই; অন্য ভাবে বলা যায়, মূলধনের মূল্য, যা উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যের মধ্যে কেবল পুনরাবির্ভূতই হয়, তাকে ধরা হয়=০।

অবশ্য, মূলধনের যে-অংশ থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ভূত হয় এবং যার মূল্যের পরিবর্তনকে তা প্রতিফলিত করে, কেবল সেই অংশের সঙ্গেই তার অনুপাতটি নয়, সেই সঙ্গে অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের মোট পরিমাণের সঙ্গে তার অনুপাতটিও অর্থনৈতিক ভাবে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং তৃতীয় গ্রন্থে আমরা এই অনুপাত সম্পর্কে নিঃশেষে পর্যালোচনা করব। মূলধনের একটি অংশ যাতে শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তার মূল্য সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়, সেই জন্য মূলধনের আর একটি অংশের উৎপাদনের উপায়সমূহে রূপান্তরিত হওয়া আবশ্যক। অস্থির মূলধন যাতে তার কাজ সম্পাদন করতে পারে, তার জন্য স্থির মূলধন যথোচিত অনুপাতে অগ্রিম দিতে হবে—প্রত্যেকটি শ্রম-প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ কারিগরি অবস্থাবলীতে যে-অনুপাতের প্রয়োজন হয়, সেই অনুপাতে। যাই হোক, একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য যে বকযন্ত্র ('রেটর্ট') ও অন্যান্য পাত্রের ('ভেসেল্স্'-এর) প্রয়োজন হয়, এই ঘটনাটি কিন্তু রসায়নবিদ্‌কে ('কেমিস্ট'-কে) বাধ্য করে না তার বিশ্লেষণের ফলের মধ্যে সেগুলিকে লক্ষ্য করতে। যদি আমরা মূল্য সৃজনের সঙ্গে এবং মূল্যের পরিমাণে পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদন-উপায়-সমূহের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দিকে তাকাই, তা হলে, অন্য সব কিছু থেকে আলাদা ভাবে, তারা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় কেবল সেই সামগ্রী হিসাবে, যে-সামগ্রীর মধ্যে শ্রম-শক্তি তথা মূল্যস্রষ্টা নিজেকে সম্প্রযুক্ত করে। এই সামগ্রীর প্রকৃতি বা মূল্য—কোনোটারই কোনো মূল্য নাই। একমাত্র যেটা আবশ্যিক শর্ত সেটা এই যে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শ্রমকে আত্মভূত করার মত পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকতে হবে। সেই সরবরাহ যদি থাকে, তা হলে সামগ্রীটির মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে অথবা এমনকি ভূমি ও সমুদ্রের মত, নিজের কোনো মূল্য নাও থাকতে পারে; কিন্তু মূল্য

সৃজনের উপরে বা মূল্যের পরিমাণে পরিবর্তনের উপরে তার কোনো প্রভাব পড়বে না।[১]

অতএব, প্রথমে আমরা স্থির মূলধনকে শূন্যের সঙ্গে সমীকরণ করি। ফলে অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন ম'+অ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় অ এবং উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যের পরিবর্তে, (ম+অ)+উ-এর পরিবর্তে, আমরা পাই উৎপাদিত মূল্যটি অর্থাৎ (অ+উ)। নূতন উৎপাদিত মূল্যটি যদি=£১৮০, যে মূল্যটি স্বভাবতই প্রতিফলিত করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সমগ্র শ্রম, তা হলে তা থেকে অস্থির মূলধন £৯০ বিয়োগ করে আমরা পাই বাকি £৯০, যা হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ। এই £৯০ কিংবা উ প্রতিফলিত করে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক পরিমাণ। এটা পরিষ্কার যে আপেক্ষিক উৎপাদিত পরিমাণ কিংবা অস্থির মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের দ্বারা, যা অভিব্যক্ত হয় $\frac{উ}{অ}$ দ্বারা। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে এই অনুপাতটি হল $\frac{৯০}{৯০}$, যার মানে দাঁড়ায় ১০০% বৃদ্ধি। অস্থির মূলধনের মূল্যে এই আপেক্ষিক বৃদ্ধিকে, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক আয়তনকে আমরা বলি "উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার"।[২]

আমরা দেখেছি যে শ্রমিক শ্রম-প্রক্রিয়ার একটি অংশে কেবল শ্রম-শক্তির মূল্যই, অর্থাৎ তার জীবন-ধারণের উপকরণাদির মূল্যই উৎপাদন করে। যেহেতু এখন তার কাজ শ্রমের সামাজিক বিভাজনের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রণালীর অংশমাত্র, সে আর প্রত্যক্ষভাবে সেই সব আবশ্যিক দ্রব্য উৎপাদন করে না, যেগুলি সে নিজে পরিভোগ করে, পরিবর্তে সে উৎপাদন করে একটি মাত্র পণ্য, যেমন সুতো, যার মূল্য ঐ আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যের সমান কিংবা যে-পরিমাণ অর্থের সাহায্যে সেগুলি ক্রয় করা যায়, তার সমান। তারা দিনের শ্রমের যে-অংশ এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তা বেশি বা কম হবে, তার গড়ে দৈনিক কত পরিমাণ দ্রব্য প্রয়োজন হয়, তার মূল্যের অনুপাতে; অথবা ভাষান্তরে বলা যায়, ঐ দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে গড়ে কত শ্রম-সময়ের প্রয়োজন হয় তার অনুপাতে। যদি ধনিকের জন্য কাজ না করে, সে তার নিজের জন্য স্বাধীন ভাবে কাজ করত, তা হলেও বাকি সব কিছু একই রকম থাকলে, তার শ্রম-শক্তির মূল্য

১. লুক্রেটিয়াস যা বলছেন, তা স্বতঃস্পষ্ট "nil posse creari de nihilo", যেখানে কিছুই নেই, সেখানে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না।" মূল্যের সৃজন হল শ্রম-শক্তির শ্রমে রূপান্তরণ। স্বয়ং শ্রম-শক্তিও হল পুষ্টিকর পদার্থের মাধ্যমে মানবদেহে স্থানান্তরিত শক্তি।

২. ঠিক যেমন ইংরেজরা 'মুনাফার হার', 'সুদের হার' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করে। বাংলা পঞ্চম-ষষ্ঠ গ্রন্থে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিচয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাব, মুনাফার হার কোনো কুহেলি নয়। আমরা যদি প্রক্রিয়াটি উল্টে দেই, তা হলে আমরা না বুঝতে পারব এটি, না বুঝতে পারব ওটি।

উৎপাদন করতে এবং এই ভাবে তার অস্তিত্ব-সংবরণ কিংবা অব্যাহত পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের সামগ্রী অর্জন করতে তাকে একই সংখ্যক ঘণ্টা শ্রম করতে হত। কিন্তু যেমন আমরা দেখেছি, তার দিনের শ্রমের যে-অংশে সে তার শ্রম-শক্তির মূল্য, ধরা যাক তিন শিলিং, উৎপাদন করে, অথচ সে কেবল তার শ্রম-শক্তির জন্য ধনিক ইতিপূর্বেই যে-মূল্য অগ্রিম দিয়েছে তারই সমার্ঘ সামগ্রী উৎপাদন করে ;[1] নূতন সৃষ্ট মূল্য কেবল অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্যটিকেই প্রতিস্থাপিত করে। এই ঘটনার দরুনই তিন শিলিং পরিমাণ নূতন মূল্যটির উৎপাদন কেবল পুনরুৎপাদনেরই চেহারা ধারণ করে। তা হলে শ্রম-দিবসের যে-অংশটিতে পুনরুৎপাদন সংঘটিত হয়, তাকে আমি "আবশ্যিক" শ্রম-সময়, এবং সেই সময়ে ব্যয়িত শ্রমকে বলি "আবশ্যিক" শ্রম।[2] শ্রমিকের পক্ষে "আবশ্যিক", কেননা তা শ্রমের সামাজিক রূপ থেকে নিরপেক্ষ ; মূলধন ও ধনিক-কুলের পক্ষে "আবশ্যিক", কেননা শ্রমিকের অব্যাহত অস্তিত্বের উপরেই নির্ভর করে তাদেরও অস্তিত্ব।

শ্রম-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশে, যখন তার শ্রম আর আবশ্যিক শ্রম নয়, তখনো শ্রমিক, একথা সত্য, শ্রম করে, তার শ্রম-শক্তি ব্যয় করে ; কিন্তু যেহেতু তখন তার শ্রম আর আবশ্যিক শ্রম নয়, সে তার নিজের জন্য কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না। সে সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, ধনিকের কাছে যা শূন্য থেকে সৃষ্ট কোন কিছুর মতই মনোমুগ্ধকর। শ্রম-দিবসের এই অংশটিকে আমি বলি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। এটা সর্বতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমরা তাকে ধারণা করি উদ্বৃত্ত-শ্রম-সময়ের ঘনীভূত রূপ হিসাবে, সে সত্যিই যা ঠিক সেই হিসাবে অর্থাৎ নিছক বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত-শ্রম হিসাবে ; মূল্যকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমরা তাকে ধারণা করি এত ঘণ্টা শ্রমের ঘনীভূত রূপ হিসাবে, নিছক বাস্তবায়িত শ্রম হিসাবে। সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক রূপের মধ্যে, যেমন দাস-শ্রমের উপরে ভিত্তিশীল সমাজ-রূপ এবং মজুরি-

---

১. [তৃতীয় জার্মান সংস্করণে সংযোজিত টীকা]—লেখক এখানে প্রচলিত অর্থনৈতিক ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। স্মরণীয় যে ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে, আসলে শ্রমিকই ধনিককে 'অগ্রিম' দেয়, ধনিক শ্রমিককে 'অগ্রিম' দেয়না।—এফ. এঙ্গেলস।

২. এই গ্রন্থে আমরা এ পর্যন্ত 'আবশ্যিক শ্রম-সময়' কথাটি ব্যবহার করেছি কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো সামাজিক অবস্থায় যে-সময় আবশ্যক হয়, তাকে বোঝাবার জন্য। এখন থেকে শ্রম-শক্তি নামক বিশেষ পণ্যটি উৎপাদনের জন্য যে-সময়ের আবশ্যক হয়, তা বোঝাতেও আমরা কথাটি ব্যবহার করব। বিভিন্ন অর্থ বোঝাবার জন্য একই পরিভাষার ব্যবহার অসুবিধাজনক। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানেই তা সম্পূর্ণ পরিহার করা যায় না। গণিত বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখাগুলির সঙ্গে নিম্নতর শাখাগুলিকে তুলনা করে দেখুন।

শ্রমের উপরে ভিত্তিশীল সমাজ-রূপের মধ্যে মর্মগত পার্থক্য নিহিত থাকে কিভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আসল উৎপাদকের কাছ থেকে তথা শ্রমিকের কাছ থেকে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য নিষ্কর্ষিত করা হয়, কেবল সেই পদ্ধতিটির মধ্যে।[১]

যেহেতু, এক দিকে, অস্থির মূলধনের এবং সেই মূলধন দিয়ে ক্রীত শ্রম-শক্তির মূল্য সমান এবং এই শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণ করে শ্রম-দিবসের আবশ্যিক অংশ, এবং যেহেতু, অন্য দিকে, উদ্বৃত্ত-মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রম-দিবসের উদ্বৃত্ত-অংশের দ্বারা, সেই হেতু অনুসৃত হয় যে, আবশ্যিক শ্রমের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-শ্রমের যে সম্পর্ক অস্থির মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্পর্কও তাই, অথবা অন্য ভাবে বলা যায়:

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{\text{উ}}{\text{অ}} = \frac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{আবশ্যিক শ্রম}}$ । $\frac{\text{উ}}{\text{অ}}$ এবং $\frac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{আবশ্যিক শ্রম}}$

—এই দুটি হারই একই অভিন্ন কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে, এক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত, বিধৃত শ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য ক্ষেত্রে জীবিত' বহতা শ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে সুতরাং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হল মূলধনের দ্বারা শ্রম-শক্তির কিংবা ধনিকের দ্বারা শ্রমিকের শোষণের মাত্রার যথাযথ প্রকাশ।[২]

---

১. হের উইলহেলম রশার একটা ঘোড়ার ডিম পেয়েছেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি করেছেন যে, যদি, এক দিকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের গঠন বা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন এবং তজ্জনিত মূলধনের সঞ্চয়ন হয়ে থাকে ধনিকের মিতব্যয়ের ফল, তা হলে অন্য দিকে, সভ্যতার নিম্নতম পর্যায়গুলিতে প্রবলেরাই বাধ্য করে দুর্বলকে ব্যয়সংকোচ করতে (পূর্বোক্ত, ৭৮)। কিসের ব্যয়সংকোচ? শ্রমের? কিংবা অতিরিক্ত ধনসম্পদের, যার তখন কোনো অস্তিত্বই ছিল না? সে জিনিসটি কি যা রশারের মত লোকদের প্রণোদিত করে ধনিকের কমবেশি আপাত-গ্রাহ্য কৈফিয়ৎ গুলির পুনরাবৃত্তি করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপত্তির এবং তার উদ্বৃত্ত-মূল্যে আত্মীকরণের ব্যাখ্যা দান করতে? সে জিনিসটি হল, তাদের যথার্থ অজ্ঞতা ছাড়াও, মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি বিজ্ঞান-সিদ্ধ বিশ্লেষণ এবং তা থেকে কর্তৃপক্ষে, অরুচিকর কোনো ফল-লাভ সম্পর্কে তাঁদের আত্মরক্ষামূলক আতংক।

২. যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার শ্রম-শক্তির শোষণের একটি যথাযথ সূচক, তা হলেও এটি কোনক্রমেই শোষণের অনাপেক্ষিক পরিণামের সূচক নয়। যেমন যদি আবশ্যিক শ্রম হয় = ৫ ঘণ্টা এবং উদ্বৃত্ত-শ্রম ৫ ঘণ্টা, তা হলে শোষণের মাত্রা ১০০%। শোষণের পরিমাণ এখানে মাপা হয়েছে ৫ ঘণ্টার দ্বারা। কিন্তু, অন্য দিকে, যদি আবশ্যিক শ্রম হয় ৬ ঘণ্টা এবং উদ্বৃত্ত শ্রম ৬ ঘণ্টা, তা হলে শোষণের মাত্রা থেকে যায় আগের মতই ১০০%, সেখানে শোষণের যথার্থ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০%—৫ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টা।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম, উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্য=£৪১০ স্থি-মূ +£৯০অ-মূ +£৯০উ-মূ এবং অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন £ ৫০০। যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য=£৯০ এবং অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন=£ ৫০০, সেহেতু মামুলি হিসাবের নিয়ম অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হিসাবে (সাধারণতঃ মুনাফার হারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়) আমাদের পাওয়া উচিত ১৮%, হারটা এত নিচু যে সম্ভবতঃ মিঃ ক্যারি এবং অন্যান্য সামঞ্জস্যকারীদের কাছে এটা সানন্দ বিস্ময়ের কারণ হবে। কিন্তু আসলে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার $\frac{উ}{ম}$ কিংবা $\frac{উ}{ম+অ}$-এর সমান নয় পরন্তু $\frac{উ}{অ}$ এর সমান; অতএব $\frac{৯০}{৫০০}$ নয়, পরন্তু $\frac{৯০}{৯০}$ কিংবা ১০০%, যা শোষণের বাহ্যিক মাত্রার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। যদিও আমরা যে-ক্ষেত্রটি ধরে নিয়েছি, সেখানে শ্রম-দিবসের যথার্থ দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এবং শ্রম-প্রক্রিয়ার স্থায়িত্বকালের দিন বা সপ্তাহ সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কেও অজ্ঞ, তবু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{উ}{অ}$ তার যথার্থ অভিব্যক্তি $\frac{উদ্বৃত্ত\ শ্রম}{আবশ্যিক\ শ্রম}$-এর সাহায্যে শ্রম-দিবসের দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্কটিকে আমাদের কাছে যথাযথভাবে প্রকাশ করে। এই সম্পর্কটি হচ্ছে সমতার সম্পর্ক, হারটি হচ্ছে ১০০%। অতএব, এটা পরিষ্কার যে আমাদের দৃষ্টান্তের শ্রমিকটি দিনের অর্ধাংশ কাজ করে নিজের জন্য, বাকি অর্ধাংশ ধনিকের জন্য।

সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্য গণনা করার পদ্ধতিটি সংক্ষেপে এই : আমরা উৎপন্ন দ্রব্যটির মোট মূল্যটি নিই এবং স্থির মূলধনটি—যা ঐ দ্রব্যের মধ্যে কেবল পুনরাবির্ভূত হয়, তাকে—ধরি শূন্য। যা থাকে, সেটাই হল একমাত্র মূল্য যেটা পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সত্য সত্যই সৃষ্টি হয়েছে। যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটি দেওয়া থাকে তা হলে অস্থির মূলধনটি পেতে হলে আমাদের কেবল এই বাকি অংশটি থেকে তাকে বিয়োগ করতে হবে। এবং, উল্টোটা করতে হবে—যদি অস্থির মূলধনটি দেওয়া থাকে, এবং আমাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যটি পেতে হয়। যদি দুটিই দেওয়া থাকে, তা হলে আমাদের কেবল শেষের কাজটি করতে হবে, অর্থাৎ $\frac{উ}{অ}$ কে, অস্থির মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতটিকে হিসাব করতে হবে।

যদিও পদ্ধতিটি সরল, তা হলেও কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে পাঠককে এই পদ্ধতিটির অন্তর্নিহিত অভিনব নীতিগুলির প্রয়োগে অবহিত করা অবান্তর হবে না।

প্রথমে আমরা একটি সুতা কলের ('স্পিনিং মিল'-এর) দৃষ্টান্ত নেব, যাতে আছে ১০,০০০ 'মিউল'-টাকু, তৈরি হয় মার্কিন তুলো থেকে ৩২নং সুতো এবং উৎপন্ন হয় প্রতি সপ্তাহে টাকু-পিছু ১ পাউণ্ড করে সুতো। আমরা ধরে নিচ্ছি ঝড়তি-পড়তির পরিমাণ ৬%; এই অবস্থাবলীর মধ্যে প্রতি সপ্তাহে পরিভুক্ত হয় ১০,৬০০ পাউণ্ড তুলো,

যার মধ্যে ৬০০ পাউণ্ড যায় ঝড়তি-পড়তিতে। ১৮৭১ সালের ১লা এপ্রিল তুলোর দাম ছিল পাউণ্ড পিছু $৭\frac{৩}{৪}$ পেন্স, সুতরাং কাঁচামাল বাবদে খরচ হচ্ছে কম বেশি £৩৪১। প্রস্তুতিমূলক-মেশিনারি এবং সঞ্চলক শক্তি (মোটিভ পাওয়ার) সমেত ১০,০০০ টাকু খরচ, আমরা ধরে নিচ্ছি, টাকু-পিছু £১, তা হলে মোট দাঁড়ায় £১০,০০০। ক্ষয়-ক্ষতি ধরে নেওয়া যাক ১০% অর্থাৎ বার্ষিক £১,০০০ = সপ্তাহিক £২০। বাড়ি-ভাড়া বাবদে ধরে নিচ্ছি বছরে £৩০০, মানে সপ্তাহে £৬। কয়লা খরচ (ষাট ঘণ্টার ঘণ্টা-পিছু অশ্ব-শক্তি-প্রতি ৪ পাউণ্ড কয়লা ধরে নিয়ে এবং সেই সঙ্গে মিল গরম রাখার কয়লা খরচ যোগ করে) সপ্তাহে ১১ টন প্রতি টন ৮শি. ৬পে. দামে প্রতি-সপ্তাহে লাগে প্রায় £$৪\frac{১}{২}$; গ্যাস প্রতি সপ্তাহে £১, তেল ইত্যাদি প্রতি সপ্তাহে £$৪\frac{১}{২}$। উল্লিখিত সহায়ক সামগ্রীসমূহের সপ্তাহ-প্রতি মোট খরচ দাঁড়ায় £১০। সুতরাং সাপ্তাহিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের স্থির অংশ হয় £৩৭৮। মজুরির পরিমাণ সপ্তাহে £৫২। সুতোর দাম পাউণ্ড-পিছু $১২\frac{১}{৪}$ পেন্স, তা হলে ১০,০০০ পাউণ্ডের মূল্য পড়ে £৫১০। অতএব, এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্য দাঁড়ায় £৫১০ − £৪৩০ = £৮০। আমরা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের স্থির অংশটি ধরছি = ০, কারণ তা মূল্য-সৃজনে কোনো ভূমিকা নেয় না। তা হলে থাকে এক সপ্তাহে সৃষ্ট মূল্য = £১৩২, যা £৫২ অস্থির মূলধন £৮০ উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার দাঁড়ায় $\frac{৮০}{৫২}$ = $১৫৩\frac{১১}{১৩}$%। গড়ে ১০ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসে ফল হয়: অবশ্যিক শ্রম = $৩\frac{৩১}{৩৩}$ ঘণ্টা এবং এবং উদ্বৃত্ত শ্রম = $৬\frac{২}{৩৩}$ ঘণ্টা।[১]

আরো একটি দৃষ্টান্ত। ১৮১৫ সালের জন্য জ্যাকব এই হিসাবটি দেন। কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আগেকার লেনদেন মিটমাটের দরুণ হিসাবটি খুবই ত্রুটিপূর্ণ, যাই হোক আমাদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট। এতে তিনি ধরে নিয়েছেন গমের দাম কোয়ার্টার-পিছু ৮ শিলিং এবং একর পিছু ফলনের পরিমাণ ২২ বুশেল।

একর-প্রতি উৎপাদিত মূল্য

বীজ···	£	১	৯	০	আদায়, শুল্ক, কর···	£১	১	০
সার···	£	২	১০	০	খাজনা···	£১	৮	০
মজুরি···	£	৩	১০	০	কৃষি-মালিকের মুনাফা ও সুদ···	£১	২	০
মোট···	£	৭	৯	০	মোট···	£৩	১১	০

১. উল্লিখিত তথ্যের উপরে আস্থা রাখা যায়, ওগুলি আমাকে দিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারের একজন সুতা-কল মালিক। ইংল্যাণ্ডে একটি ইঞ্জিনের অশ্ব-শক্তি আগে গণনা করা হত তার 'সিলিণ্ডার'-এর ব্যাস থেকে, বর্তমানে নির্দেশকে ('ইণ্ডিকেটর'-এ) যে যথার্থ অশ্বশক্তি দেখানো হয়, তাকেই গ্রহণ করা হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম এবং তার মূল্য একই ধরে নিয়ে আমরা এখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে দেখতে পাই নানা শিরোনামে বণ্টিত: মুনাফা, সুদ, খাজনা ইত্যাদি। এসব সম্পর্কে সবিস্তারে আমাদের কিছু করার নেই; আমরা কেবল এগুলিকে এক সঙ্গে যোগ করি এবং তার ফল দাঁড়ায় ৩ পা. ১১শি. ০পে. পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য বীজ ও ধান বাবদে ব্যয়িত ৩ পা. ১৯শি. ০পে. পরিমাণ অর্থ হল স্থির মূলধন এবং আমরা তাকে ধরে নিই শূন্য বলে। তারপর থেকে গেল ৩ পা. ১০ শি ০ পে, যেটা হল অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন এবং আমরা তার জায়গায় পেলাম নূতন উৎপাদিত একটি মূল্য ৩ পা. ০ শি ০ পে + ৩পা ১১ শি ০ পে। অতএব উ/– = (£৩ ১১ শি ০ পে)/(£৩ ১০ শি ০ পে) যা সূচিত করে ১০০% ভাগে বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। শ্রমিক তার কাজের দিনের অর্ধাংশেরও বেশি দিয়েছে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য, যা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অছিলায় নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের উপাদানগুলিকে উৎপন্ন দ্রব্যের নিজেরই আনুষঙ্গিক অনুপাতিক অংশগুলির দ্বারা প্রকাশ ॥

এবারে সেই দৃষ্টান্তটিতে ফিরে যাওয়া যাক, যেটি আমাদের দেখিয়েছিল কিভাবে ধনিক তার অর্থকে মূলধনে রূপান্তরিত করে।

১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসের উৎপন্ন ফল হল ২০ পাউণ্ড সুতো, যার মূল্য ৩০ শিলিং। এই মূল্যের ৮/১০ অথবা ২৪ শিলিংই তার মধ্যে উৎপাদনের উপায়সমূহের (২০ পাউণ্ড তুলো, মূল্য ২০ শিলিং এবং ক্ষয়-প্রাপ্ত টাকু, ৪ শিলিং) নিছক পুনরাবির্ভাবের কারণে: সুতরাং সেটা হল স্থির মূলধন। বাকি ২/১০ ভাগ অথবা ৬ শিলিং হল সুতো তৈরির প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট নূতন মূল্য: এর মধ্যে অর্ধেকটা প্রতিস্থাপিত করে দিনটির শ্রম-শক্তিকে, কিংবা অস্থির মূলধনকে; বাকি অর্ধেক গঠন করে ৩ শিলিং পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য। ২০ পাউণ্ড সুতোর মোট মূল্য গঠিত হয় নিম্নোক্ত ভাবে:

১. যে-হিসাবগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দৃষ্টান্ত মাত্র। বস্তুতঃ, আমরা ধরে নিয়েছি, দাম = মূল্য। কিন্তু তৃতীয় গ্রন্থে আমরা দেখতে পাব যে এমনকি গড় দামের ক্ষেত্রেও এমন সরল ভাবে এটা ধরে নেওয়া যায় না।

৩০ শিলিং সুতোর মূল্য=২৪ শিলিং স্থির মূলধন+৩ শিলিং অস্থির মূলধন+৩ শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য।

যেহেতু এই মূল্যের সবটাই উৎপাদিত সুতোর মধ্যে বিধৃত, সেহেতু এটা অনুসৃত হয় যে এই মূল্যের বিবিধ সংগঠনী অংশগুলিকে উৎপন্ন দ্রব্যের আনুষঙ্গিক অংশগুলির মধ্যে যথাক্রমে বিধৃত হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়।

যদি ৩০ শিলিং পরিমাণ মূল্য বিধৃত হয় ২০ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে, তা হলে এই মূল্যের $\frac{৮}{১০}$ ভাগ অথবা ২৪ শিলিং, যা গঠন করে তার স্থির অংশ, তা বিধৃত হয় উৎপন্ন দ্রব্যটির $\frac{৮}{১০}$ ভাগের মধ্যে কিংবা ১৬ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে। শেষোক্তটির ১৩$\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড প্রকাশ করে কাঁচামালের মূল্য, ২০ শিলিং মূল্যের সুতো-কাটা তুলো, এবং ২$\frac{২}{৩}$ পাউণ্ড প্রকাশ করে ৪ শিলিং মূল্যের টাকু ইত্যাদি, যা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

অতএব, ঐ ২০ পাউণ্ড সুতো কাটতে পরিভুক্ত গোটা তুলোটা প্রকাশিত হয় ১৩$\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড সুতোর দ্বারা। এই শেষোক্ত পরিমাণ সুতো অবশ্য ওজনে ১৩$\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড সুতোর চেয়ে বেশি নয়, যার মূল্য ১৩$\frac{১}{৩}$ শিলিং, কিন্তু তার মধ্যে বিধৃত ৬$\frac{২}{৩}$ শিলিং অতিরিক্ত মূল্য হল বাকি ৬$\frac{২}{৩}$ পাউণ্ড সুতো কাটায় পরিভুক্ত তুলোর সমার্ঘ। ফল সেই একই, যেন ৬$\frac{২}{৩}$ পাউণ্ড সুতো আদৌ কোনো তুলো ধারণ করেনি এবং সমগ্র ২০ পাউণ্ড তুলোই যেন ১২$\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। যাই হোক, এই শেষোক্ত ওজনটি কিন্তু ধারণ করে না সহায়ক সামগ্রী ও উপকরণ সমূহের মূল্যের একটি মাত্র অণুও কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নূতন সৃষ্ট মূল্যের একটিমাত্র অণুও।

একই ভাবে, ২$\frac{২}{৩}$ পাউণ্ড সুতো, যার মধ্যে স্থির মূলধনের অবশিষ্টাংশটি অর্থাৎ ৪ শিলিং মূর্ত রয়েছে, তা কিন্তু ২০ পাউণ্ড সুতো কাটায় পরিভুক্ত সহায়ক সামগ্রী ও শ্রমের উপকরণসমূহের মূল্য ছাড়া আর কিছুকেই প্রকাশ করে না।

সুতরাং আমরা এই ফলে উপনীত হই : যদিও উৎপন্ন দ্রব্যটির $\frac{৮}{১০}$ ভাগ কিংবা ১৬ পাউণ্ড সুতো তার উপযোগিতামূলক চরিত্রের দিক থেকে ঐ একই পণ্যের অবশিষ্টাংশের মত সমভাবেই কাটুনীর শ্রমের শিল্পকর্ম, তবু যখন এই প্রসঙ্গে দেখা যায়, তখন তা সুতো কাটার প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শ্রমের এতটুকুও ধারণ করে না কিংবা আত্মকৃত করেনি। ব্যাপারটা যেন এইরকম যে, তুলো নিজেই, কোনো সাহায্য ব্যাতিরেকেই, নিজেকে সুতোয় রূপান্তরিত করেছে ; যে আকার তা ধারণ করেছে, সেটা একটা চালাকি, একটা ছলনা : কেননা যখনি আমাদের ধনিক তা ২০ শিলিং-এর বিনিময়ে বেচে দেয় এবং সেই অর্থ দিয়ে তার উৎপাদনের উপায়গুলিকে প্রতিস্থাপিত করে, তখনি এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই ১৬ পাউণ্ড সুতো ছদ্মবেশধারী অতটা পরিমাণ তুলো এবং টাকু-অপচয় ছাড়া আর বেশি কিছু নয়।

অন্য দিকে, উৎপন্ন দ্রব্যটির বাকি $\frac{২}{১০}$ ভাগ কিংবা ৪ পাউণ্ড সুতো ৬ শিলিং পরিমাণ নূতন মূল্য ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করে না, যে-নূতন মূল্যটি সৃষ্ট হয়েছে ১২ ঘণ্টা

ব্যাপী সুতো বোনার প্রক্রিয়ায়। কাঁচামাল ও শ্রম-উপকরণ থেকে ঐ ৪ পাউণ্ডে স্থানান্তরিত তাবৎ মূল্য, বলা যায়, যেন প্রথমে বোনা সেই ১৬ পাউণ্ডের মধ্যে বিধৃত হবার জন্য পথিমধ্যে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে মনে হয় যেন কাটুনী ৪ পাউণ্ড সুতো কেটেছে হাওয়া থেকে, কিংবা সে যেন তা কেটেছে তুলো এবং টাকুর সাহায্যে, যা প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান হবার দরুন উৎপন্ন দ্রব্যে কোনো মূল্য স্থানান্তরিত করে না।

এই ৪ পাউণ্ড সুতোর, যার মধ্যে প্রক্রিয়ার ফলে নূতন সৃষ্ট সমগ্র মূল্যটি ঘনীভূত হয়েছে, তার অর্ধেকটা প্রকাশ করে পরিভুক্ত শ্রমের মূল্যের সমার্ঘ সামগ্রী বা ৩ শিলিং অস্থির মূলধন, বাকি অর্ধেক প্রকাশ করে ৩ শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য।

যেহেতু কাটুনীর ১২টি কাজের ঘণ্টা ৬ শিলিং এর মধ্যে মূর্ত, সেহেতু অনুসৃত ঐ ৩০ শিলিং মূল্যের সুতোর মধ্যে অবশ্যই মূর্ত হবে ৬০টি কাজের ঘণ্টা। এবং এই পরিমাণ শ্রম-সময় বাস্তবিক পক্ষে অবস্থান করে ২০ পাউণ্ড পরিমাণ সুতোর মধ্যে; কারণ সুতো কাটার প্রক্রিয়াটি শুরু হবার আগে $\frac{৮}{১০}$ ভাগের মধ্যে অর্থাৎ ৪ পাউণ্ডের মধ্যে বাস্তবায়িত ৪৮ ঘণ্টার শ্রম।

পূর্ববর্তী এক পৃষ্ঠায় আমরা দেখেছিলাম সুতোর মূল্য ঐ সুতো উৎপাদনের প্রক্রিয়ার নূতন সৃষ্ট মূল্য যোগ উৎপাদন-উপায়সমূহে আগে থেকে অবস্থিত মূল্যের সমান।

এখন দেখানো হল, উৎপন্ন দ্রব্যের বিবিধ সংগঠনী অংশ—যে অংশগুলি কাজের দিক থেকে পরস্পর-বিভিন্ন সেগুলি কি ভাবে স্বয়ং উৎপন্ন দ্রব্যটির তদনুষঙ্গ আনুপাতিক অংশগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যকে এই ভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা, যে অংশগুলির একটি প্রকাশ করে, কেবল উৎপাদন-উপায়সমূহের উপরে পূর্বে ব্যয়িত শ্রম, বা স্থির মূলধন, আর একটি অংশ প্রকাশ করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত কেবল আবশ্যিক শ্রম এবং আরো একটি অংশ, সর্বশেষ অংশ, যা প্রকাশ করে ঐ একই প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত কেবল উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত-মূল্য; এটা করা যতটা সহজ, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—সেটা বোঝা যাবে পরে, যখন জটিল ও এতাবৎকাল সমাধান হয়নি এমন সব সমস্যায় এটাকে প্রয়োগ করা হবে।

পূর্ববর্তী অনুসন্ধানে আমরা মোট উৎপন্ন দ্রব্যটিকে গণ্য করেছি ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসের চূড়ান্ত ফল হিসাবে, যে-ফলটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। আমরা কিন্তু মোট উৎপন্ন দ্রব্যটিকে তার উৎপাদনের সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করতে পারি; এবং এইভাবে আমরা আগেকার মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব—যদি আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদিত আংশিক দ্রব্যগুলিকে চূড়ান্ত বা মোট উৎপন্ন দ্রব্যের কার্যগত ভাবে বিভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য করি।

কাটুনী ১২ ঘণ্টায় উৎপাদন করে ২০ পাউণ্ড সুতো অর্থাৎ ১ ঘণ্টায় ১$\frac{২}{৩}$ পাউণ্ড, কাজে কাজেই, ৮ ঘণ্টায় সে উৎপাদন করে ১৩$\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড অর্থাৎ ১টি আংশিক উৎপন্ন

দ্রব্য যা একটি গোটা দিনে বোনা সমস্ত তুলোর মূল্যের সমান। অনুরূপ ভাবে পরবর্তী ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের সময়কালের আংশিক উৎপন্ন দ্রব্য দাঁড়ায় ২⅔ পাউণ্ড সুতো : এটা প্রকাশ করে ১২ ঘণ্টায় পরিভুক্ত শ্রম-উপকরণসমূহের মূল্য। পরবর্তী ১ ঘণ্টা ১২ মিনিটে এই কাটুনী উৎপাদন করে ৩ শিলিং মূল্যের ২ পাউণ্ড সুতো, যে মূল্যটি তার ৬ ঘণ্টার আবশ্যিক শ্রমের সৃষ্ট গোটা মূল্যের সমান। সর্বশেষে, শেষ ১ ঘণ্টা ও ১২ মিনিটে সে উৎপাদন করে আরো ২ পাউণ্ড সুতো, যার মূল্য তার অর্ধ-দিবসের উদ্বৃত্ত-শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান। হিসাবের এই পদ্ধতিটি ইংরেজ ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের দৈনন্দিন কাজে লাগে, তার মতে এই পদ্ধতিটি প্রমাণ করে যে শ্রম-দিবসের প্রথম ৮ ঘণ্টায় অর্থাৎ ⅔ ভাগে, সে ফিরে পায় তার তুলোর মূল্য ; এবং বাকি ঘণ্টাগুলিতেও তেমন তেমন। এটা একটি নিখুঁত নির্ভুল পদ্ধতিও বটে : আসলে এটা উপরে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিটিই বটে, পার্থক্য কেবল এই যে, যেখানে সম্পূর্ণায়িত উৎপন্ন দ্রব্যটির বিভিন্ন অংশগুলি পাশাপাশি সাজানো থাকে, সেই 'স্থান' ('স্পেস')-এর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয়ে এটা প্রযুক্ত হয়েছে 'কাল' ('টাইম')-এর ক্ষেত্রে, যেখানে ঐ অংশগুলি পর-পর উৎপাদিত হয়। কিন্তু এর সঙ্গে অত্যন্ত বর্বর-সুলভ ধারণাও জড়িত হয়ে যেতে পারে, আরো বিশেষ ভাবে তাদের হাতে যারা কার্যক্ষেত্রে মূল্য দিয়ে মূল্য জন্মানোতেও যেমন আগ্রহী, তত্ত্বক্ষেত্রে ঐ প্রক্রিয়াটিকে ভুল বুঝতেও তেমনি আগ্রহী। এইসব লোকদের মাথায় এমন একটি ধারণা ঢুকে যেতে পারে যে, দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, আমাদের কাটুনীটি তার শ্রম-দিবসের প্রথম ৮ ঘণ্টায় উৎপাদন করে বা প্রতিস্থাপন করে তুলোর মূল্য ; পরের ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটে ক্ষয়ে-যাওয়া শ্রম উপকরণগুলির মূল্য ; পরের ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট মজুরির মূল্য ; এবং সে মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করে কেবল সেই সু-পরিচিত 'শেষের ঘণ্টাটি'। এই ভাবে সেই বেচারা কাটুনীকে দ্বিবিধ ভেলকি সম্পাদন করতে হয়—কেবল সে যখন তুলো টাকু, স্টিম-ইঞ্জিনের কয়লা, তেল ইত্যাদির সাহায্যে সুতো বোনে সেই একই সময়ে সেগুলিকে উৎপাদন করার ভেলকিটিই নয়, তার উপরে আবার একটি শ্রম-দিবসকে পাচটি শ্রমদিবসে পরিণত করার ভেলকিটিও বটে ; কেননা আমাদের আলোচ্য দৃষ্টান্তটিতে কাঁচামাল ও শ্রম-উপকরণগুলির উৎপাদানের জন্য চাই প্রত্যহ ১২ ঘণ্টা করে ৪টি শ্রম-দিবস এবং সেগুলিকে সুতোয় রূপান্তরিত করতে চাই আরো একটি শ্রম-দিবস। ধনের প্রতি লিপ্সা যে এই ধরনের ভেলকিতে সহজ বিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং সেটা প্রমাণ করার জন্য যে জোহুজুর তত্ত্ববাগীশদের কখনো অভাব হয় না, তার প্রমাণ ইতিহাস-বিশ্রুত এই নিম্নোক্ত ঘটনাটি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিনিয়র-এর "শেষ ঘণ্টা"

১৮৩৬ সালে এক শুভ প্রভাতে নাসাউ ডবল্যু সিনিয়রকে, যাকে বলা যায় ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের মাথা এবং যিনি তাঁর অর্থনৈতিক "বিজ্ঞান"-এর জন্য এবং সুন্দর রচনা-ভঙ্গির জন্য সমভাবে সুপরিচিত, তাঁকে ডেকে পাঠানো হল অক্সফোর্ড থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে, যাতে তিনি শেষোক্ত জায়গায় শিখতে পারেন সেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, যা তিনি শেখান প্রথমোক্ত জায়গায়। কারখানা-মালিকেরা তাঁকেই নির্বাচন করল তাদের প্রবক্তা হিসাবে—কেবল নূতন পাশ-করা কারখানা-আইনের বিরুদ্ধেই নয়, সেই সঙ্গে তার চেয়েও আরো আতংকজনক দশ-ঘণ্টা আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির সাহায্যে তারা ধরে ফেলেছিল যে প্রাজ্ঞ অধ্যাপকটির আরো বেশ কিছু তালিমের দরকার আছে;" এই আবিষ্কারের জন্যই তারা তাঁর জন্য একটি পুস্তিকা লিখতে উদ্বুদ্ধ হলেন, যার নাম: "কারখানা-আইন সম্বন্ধে পত্রাবলী: কিভাবে এই আইন তুলা-শিল্পকে আঘাত করে", লণ্ডন, ১৮৩৭। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এখানে আমরা এখানে পাই এই স্বস্তিবিধায়ক অনুচ্ছেদটি: "বর্তমান আইনের অধীনে, ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিরা কাজ করে এমন কোনো কারখানা দিনে ১১½ ঘণ্টার বেশি চালু রাখা যায় না, তার মানে সপ্তাহে ৫ দিন ১২ ঘণ্টা করে এবং শনিবারে ৯ ঘণ্টা করে।"

"এখন বিশ্লেষণ (!) করলে দেখা যাবে এই নিয়মে পরিচালিত একটি কারখানায়, গোটা নীট মুনাফাটাই অর্জিত হয় **শেষ ঘণ্টাটি থেকে**। আমি ধরে নেব যে একজন কারখানা-মালিক বিনিয়োগ করল £১,০০,০০০:—কারখানা ও মেশিনারিতে £৮০,০০০ এবং কাঁচামাল ও মজুরিতে £২০,০০০। মূলধন বছরে একবার আবর্তিত হয় এবং মোট মুনাফা হয় শতকরা ১৫ ভাগ—এটা ধরে নিলে, বার্ষিক প্রতিদান ('রিটার্ন') হওয়া উচিত £১,১৫,০০০ মূল্যের দ্রব্যসম্ভার।...এই £১,১৫,০০০-এর মধ্যে, তেইশটি অর্ধ-ঘণ্টার কাজের প্রত্যেকটি উৎপাদন করে ৫/১১৫ ভাগ বা তেইশ ভাগের এক ভাগ। এই তেইশটি ২৩/২৩ ভাগ (যাতে হয় সমগ্র £১,১৫,০০০), কুড়িটি অর্থাৎ £১,১৫,০০০-এর মধ্যে £১,০০,০০০, কেবল মূলধনকে প্রতিস্থাপিত করে;—তেইশ ভাগের এক ভাগ (অথবা £১,১৫,০০০-এর মধ্যে £৫,০০০) কারখানা ও যন্ত্রপাতির অবচয় পূরণ করে। বাকি ২৩ ভাগের ২ ভাগ, অর্থাৎ প্রত্যেকটি দিনের তেইশটি অর্ধ-ঘণ্টার সর্বশেষ দুটি অর্ধ-ঘণ্টা উৎপাদন করে ১০ শতাংশ নীট মুনাফা। সুতরাং, যদি (দাম একই আছে) বিনিয়োজিত আবর্তনশীল মূলধনের সঙ্গে আরো প্রায় £২,৬০০ যোগ করে কারখানাটিকে সাড়ে-এগারো ঘণ্টার পরিবর্তে তের ঘণ্টা চালু রাখা যেত, তা হলে নীট মুনাফা

দ্বিগুণেরও বেশি হত। অন্য দিকে, যদি কাজের ঘণ্টা দৈনিক এক ঘণ্টা করে কমানো হত (দাম একটি আছে ধরে নিয়ে), তা হলে **নীট** মুনাফা ধ্বংসপ্রাপ্ত হত—যদি তা দেড়-ঘণ্টা করে কমানো হত তা হলে **মোট** মুনাফাও ধ্বংস হয়ে যেত।"[১]

এবং অধ্যাপক মহোদয় একে বলেন "বিশ্লেষণ" ! কারখানা-মালিকদের সোরগোলের উপরে আস্থা স্থাপন করে, তিনি যদি বিশ্বাস করে থাকেন যে কর্মীরা দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটি ব্যয় করে বাড়ি-ঘর, যন্ত্রপাতি, তুলো, কয়লা ইত্যাদির উৎপাদনে অর্থাৎ পুনরুৎপাদনে বা প্রতিস্থাপনে, তা হলে তাঁর বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। তাঁর উত্তরটি হত সরল :—ভদ্রমহোদয়গণ, যদি আপনারা আপনাদের কারখানাগুলি ১১½ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০ ঘণ্টা রাখেন, তা হলে, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, তুলো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দৈনন্দিন পরিভোগও আনুপাতিক ভাবে কমে যেত। আপনারা যতটা লাভ করতেন, ততটাই হারাতেন। আপনাদের কর্মীরা ভবিষ্যতে অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের পুনরুৎপাদনে তথা প্রতিস্থাপনে দেড়-ঘণ্টা করে কম সময় ব্যয় করত।—অন্য দিকে, যদি তিনি আরো অনুসন্ধান না করে তাদের বিশ্বাস না করতেন, বরং এই জাতীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার দরুন বিবেচনা করতেন যে একটা বিশ্লেষণ আবশ্যিক, তা হলে এমন একটা প্রশ্নে যা একান্ত ভাবেই শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে নীট মুনাফার সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত, তা হলে তাঁর উচিত ছিল সব কিছুর আগে কারখানা-মালিককে সতর্ক হতে অনুরোধ করা যেন সে যন্ত্রপাতি, কর্মশালা, কাঁচামাল ও শ্রমকে দলা পাকিয়ে না ফেলে, বরং সৌজন্যভরে বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির বিনিয়োজিত স্থির মূলধনকে হিসাবের এক দিকে রাখে এবং মজুরি বাবদ অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনকে রাখে অন্য দিকে। অধ্যাপক মহোদয় যদি তখন দেখেন যে, কারখানা-মালিকদের হিসাব অনুযায়ী, শ্রমিক তার মজুরি পুনরুৎপাদন বা প্রতিস্থাপন করছে ২টি অর্ধ-ঘণ্টায়, তা হলে তাঁর উচিত হবে তাঁর বিশ্লেষণটি এই ভাবে চালিয়ে যাওয়া :

১. সিনিয়র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২, ১৩। যেসব অসাধারণ ধারণা আমাদের কাজে গুরুত্বহীন, সেগুলি আমরা পরিহার করছি ; যেমন, এই উক্তিটি যে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য অর্থাৎ মূলধনের অংশবিশেষ প্রতিস্থাপনের জন্য। যে-পরিমাণটির দরকার হয়, কারখানা-মালিক সেটাকে তার মোট বা নীট মুনাফার অংশ বলে গণ্য করে। তেমনি তাঁর পরিসংখ্যানের যথার্থতার প্রশ্নটিও আমরা উপেক্ষা করি। মিঃ সিনিয়র-এর কাছে "একটি পত্র", লণ্ডন, ১৮৩৭ শীর্ষক লেখাটিতে লিওনার্ড হর্নার দেখিয়েছেন যে তথাকথিত "বিশ্লেষণ"-এর তুলনায় এই পরিসংখ্যানের বেশি কিছু মূল্য নেই। লিওনার্ড ছিলেন ১৮৩৩ সালে 'কারখানা-তদন্ত কমিশন'-এর অন্যতম এবং ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন কারখানা পরিদর্শক, বরং কারখানা-পরীক্ষক ('সেন্সার')। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থে তাঁর অবদানের মৃত্যু নেই। কেবল ক্রুদ্ধ মালিকদের বিরুদ্ধেই নয়, এমনকি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন—যে মন্ত্রিসভার কাছে

আপনাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শ্রমিক তার মজুরি উৎপাদন করে শেষ ঘণ্টার আগের ঘণ্টায় এবং আপনাদের উদ্বৃত্ত-মূল্য বা নীট মুনাফা উৎপাদন করে শেষের ঘণ্টায়। এখন, যেহেতু সমান সময়কালে সে উৎপাদন করে সমান পরিমাণ মূল্য, সেই হেতু শেষ ঘণ্টার আগের ঘণ্টার উৎপাদনের মূল্য নিশ্চয়ই শেষ ঘণ্টার উৎপাদনের মূল্যের সমান হবে। অধিকন্তু, সে যখন শ্রম করে কেবল তখনি সে আদৌ কোনো মূল্য উৎপাদন করে না, এবং তার শ্রমের পরিমাপ করা হয় তার শ্রম-সময়ের দ্বারা। আপনারা বলেন, এর পরিমাণ দাঁড়ায় দিনে ১১½ ঘণ্টা। এই ১১½ ঘণ্টার মধ্যে একটা অংশ সে নিয়োগ করে তার মজুরি উৎপাদন বা প্রতিস্থাপন করতে আর বাকি অংশ নিয়োগ করে আপনাদের নীট মুনাফা উৎপাদন করতে। এর বাইরে আদৌ কিছু করে না। কিন্তু যেহেতুই আপনাদের ধারণা মতে, তার মজুরি এবং যে উদ্বৃত্ত মূল্য সে দেয় তা পরস্পরের সমান, সেহেতু এটা পরিষ্কার, সে তার মজুরি উৎপাদন করে ৫¾ ঘণ্টার এবং আপনাদের নীট মুনাফা বাকি ৫¾ ঘণ্টায়। আবার, যেহেতু ২ ঘণ্টায় উৎপাদিত সুতোর মূল্য তার মজুরি এবং আপনাদের নীট মুনাফার মূল্যদুটির যোগফলের সমান, সেহেতু এই সুতোর মূল্যের পরিমাপ অবশ্যই হবে ১১½ ঘণ্টা, যার মধ্যে ৫¾ ঘণ্টা হল শেষের ঘণ্টার আগেকার ঘণ্টায় উৎপাদিত সুতোর মূল্যের পরিমাপ এবং ৫¾ ঘণ্টা হল শেষের ঘণ্টায় উৎপাদিত সুতোর মূল্যের পরিমাপ। এবারে আমরা একটি সূক্ষ্ম ব্যাপারে এসে পড়ি; সুতরাং একটু মনোযোগ দিন! কাজের শেষ ঘণ্টার আগেকার ঘণ্টাটি, প্রথম ঘণ্টাটির মতই, একটি মামুলি কাজের ঘণ্টা, তার চেয়ে কিছু বেশিও নয়, কমও নয়। তা হলে কেমন করে কাটুনী পারে এক ঘণ্টায়, সুতোর আকারে এমন একটি মূল্য উৎপাদন করতে যা মূর্তায়িত করে ৫¾ ঘণ্টায় শ্রম? সত্য

কারখানার "হাতগুলি"র কাজের ঘণ্টার সংখ্যার চেয়ে মালিকদের ভোটের সংখ্যা ছিল ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নীতির ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াও, সিনিয়রের বক্তব্যটি গোলমেলে। যেমন শ্রম-দিবসকে, তেমন শ্রম-বর্ষকেও ১১½ ঘণ্টা বা ২৩টি অর্ধ-ঘণ্টা দিয়ে গঠিত বলে ধারণা করা যায়, তবে প্রত্যেকটিকেই বছরের শ্রম-দিবসের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে। এই ধারণার ভিত্তিতে, ২৩টি অর্ধ-ঘণ্টা দেয় £১,১৫,০০০ মূল্যের বার্ষিক উৎপাদন; একটি অর্ধ-ঘণ্টা দেয় ১/২৩ × £১,১৫,০০০; ২০টি অর্ধ-ঘণ্টা দেয় ২০/২৩ × £১,১৫,০০০, তার মানে তারা অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের চেয়ে বেশি কিছু প্রতিস্থাপিত করে না। অতঃপর থেকে যায় ৩টি অর্ধ-ঘণ্টা, যা দেয় ৩/২৩ × £১,১৫,০০০ = £১৫,০০০, যেটা মোট মুনাফা। এই ৩টি অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে একটি দেয় ১/২৩ × £১,১৫,০০০ = £৫,০০০, যা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে; বাকি ২টি অর্ধ-ঘণ্টা অর্থাৎ শেষের ঘণ্টাটি দেয় ২/২৩ × £১,১৫,০০০ = £১০,০০০, যেটা হচ্ছে নীট মুনাফা। বইতে সিনিয়র উৎপন্ন দ্রব্যের ২/২৩ অংশকে রূপান্তরিত করেছেন খোদ শ্রম-দিবসেরই অংশে।

কথা এই যে সে এমন কোনো ভেল্‌কি ঘটায় না। এক ঘণ্টায় তার দ্বারা উৎপাদিত ব্যবহার মূল্য হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো। এই সুতোর মূল্যের পরিমাপ হল ৫⅚ কাজের ঘণ্টা, যার মধ্যে ৪⅚ ঘণ্টা, তার কোনো সহায়তা ছাড়াই, আগেই মূর্তায়িত হয়েছিল উৎপাদনের উপায় সমূহের মধ্যে, তুলো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মধ্যে ; একমাত্র বাকি একটি ঘণ্টাই সংযোজিত হয়েছে তার দ্বারা, যেহেতু তার মজুরি উৎপাদিত হয় ৫⅚ ঘণ্টায় এবং এক ঘণ্টায় উৎপাদিত সুতোও ধারণ করে ৫⅚ ঘণ্টার কাজ, সেহেতু ঐ ফলের মধ্যে কোনো ভোজবাজি নেই, তার ৫⅚ ঘণ্টা সুতো বোনার ফলে সৃষ্ট মূল্যটি এক ঘণ্টায় বোনা উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যের সমান। আপনারা সম্পূর্ণ ভুল করবেন যদি ভাবেন যে তুলো যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্য পুনরুৎপাদনে বা প্রতিস্থাপনে সে একটি মাত্র মুহূর্তও হারায়। উল্‌টো, যেহেতু তার শ্রমই তুলো আর টাকুকে সুতোয় রূপান্তরিত করে, সেই সুতো কাটে সেহেতুই তুলো আর টাকুর মূল্য তাদের স্বেচ্ছায় সুতোয় চলে যায়। এই ফল তার শ্রমের গুণমান থেকে উদ্ভূত, পরিমাণ থেকে নয়। এটা সত্য যে, অর্ধ-ঘণ্টায় সে যতটা মূল্য স্থানান্তরিত করবে তার চেয়ে এক ঘণ্টায় সে তুলোর আকারে, সুতোয় বেশি মূল্য স্থানান্তরিত করবে, কিন্তু সেটা কেবল এই কারণে যে অর্ধ-ঘণ্টায় সে যতটা তুলোকে সুতোয় পরিণত করতে পারে, এক ঘণ্টায় সে তার চেয়ে বেশি তুলোকে সুতোয় পরিণত করতে পারে। তা হলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, শেষ ঘণ্টার আগের ঘণ্টায় শ্রমিক তার মজুরির মূল্য উৎপাদন করে এবং শেষ ঘণ্টায় করে আপনাদের নীট মুনাফা—আপনাদের এই উক্তির মানে এর চেয়ে বেশি কিছু নয় যে, সে ২টি কাজের ঘণ্টায় যে-সুতো উৎপাদন করে, তা সেই ঘণ্টা দুটি প্রথম ২ ঘণ্টাই হোক বা শেষ ২ ঘণ্টাই হোক, সেই সুতোয় বিধৃত হয় ১১½ কাজের ঘণ্টা অর্থাৎ ঠিক একটি গোটা দিনের কাজ ; যার মানে তার নিজের কাজের ২ ঘণ্টা এবং অন্যান্য লোকের কাজের ৯½ ঘণ্টা। এবং আমার বক্তব্য যে, প্রথম ৫⅚ ঘণ্টায় সে উৎপাদন করে তার মজুরি আর শেষ ৫⅚ ঘণ্টায় আপনাদের নীট মুনাফা, সেই বক্তব্যের মানে দাঁড়ায় এই যে আপনারা তাকে প্রথমটির জন্য পারিশ্রমিক দেন কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য দেন না। শ্রমশক্তির পারিশ্রমিক বলার বদলে আমি যখন শ্রমের পারিশ্রমিক বলি, তখন আমি কেবল আপনাদের ব্যবহৃত অশুদ্ধ কথাটাই ব্যবহার করি। এখন, ভদ্রমহোদয়গণ, এখন যদি আপনারা যে-কাজের সময়ের জন্য মূল্য দেন না তার সঙ্গে যে-কাজের সময়ের জন্য মূল্য দেন সেটা তুলনা করেন, তা হলে দেখতে পাবেন যে একটি অর্ধ-দিবসের তুলনায় আরেকটি অর্ধ-দিবস যে-রকম, এই দুটি সময়ও পরস্পরের তুলনায় সেই রকম ; তা থেকে যে-হারটি বেরিয়ে আসে সেটি হচ্ছে ১০০%—এবং এই হারটি অতীব মনোরম। অধিকন্তু এ ব্যাপারে এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, ১১½ ঘণ্টার বদলে আপনারা আপনাদের "হাতগুলিকে" ১৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে বাধ্য করেন, এবং আপনাদের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশা করা যায় ঐ বাড়তি দেড় ঘণ্টায় সম্পাদিত কাজকে গণ্য করেন নিছক উদ্বৃত্ত-শ্রম হিসাবে ;

অতঃপর ঐ উদ্বৃত্ত-শ্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে ৫$\frac{৩}{৪}$ ঘণ্টার শ্রম থেকে ৭$\frac{১}{৪}$ ঘণ্টার শ্রমে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে ১০০% থেকে ১২৬$\frac{২}{২৩}$%। অতএব, আপনারা এই প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত যে, শ্রম-দিবসের সঙ্গে এই ১$\frac{১}{২}$ ঘণ্টার সংযোজনের ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০% থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২০০% কিংবা আরো বেশি ; অর্থাৎ সেটা হবে "দ্বিগুণেরও বেশি"। অন্য দিকে—মানুষের হৃদয় একটি আশ্চর্য জিনিস বিশেষ করে যখন তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় টাকার থলিতে—আপনারা একটি অতিরিক্ত নৈরাজ্যবাদী মনোভাব গ্রহণ করেন, যখন আপনারা আশংকা করেন যে কাজের ঘণ্টাকে ১১$\frac{১}{২}$ থেকে ১০-এ কমালে, আপনাদের গোটা নীট মুনাফাটাই গোল্লায় যাবে। মোটেই তা নয়। বাকি সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, উদ্বৃত্ত-শ্রম ৫$\frac{৩}{৪}$ ঘণ্টা থেকে পড়ে যাবে ৪$\frac{৩}{৪}$ ঘণ্টায়, যে-সময়টাও এক অতীব লাভজনক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার দেয়; যথা ৮২$\frac{১৪}{২৩}$%। কিন্তু এই যে ভয়ংকর "শেষ ঘণ্টা", যার সম্পর্কে আপনারা 'মিলেনিয়াম' বাদীরা (সত্যযুগের অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাসীরা) 'শেষ বিচারের দিন, সম্পর্কে যত গল্পকথা রটনা করেছেন, সেই "শেষ ঘণ্টা" একটা "ষোল আনা বুজরুকি"। যদি এটা হয় তাহলে আপনাদের নীট মুনাফার কিংবা আপনারা যেসব বালক-বালিকাকে নিযুক্ত করেন, তাদের এবং তাদের "মনের পবিত্রতার" কোনো ক্ষতি হবে না।"[১] যখনি **আপনাদের** "শেষ ঘণ্টাটি" সত্যি সত্যিই ধ্বনিত হবে, তখনি অক্সফোর্ডের অধ্যাপক

১. এক দিকে, সিনিয়র যদি প্রমাণ করে থাকেন যে, মালিকের নীট মুনাফা, ইংল্যাণ্ডের তুলো শিল্পের অস্তিত্ব এবং বিভিন্ন বাজারের উপরে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব নির্ভর করে 'কাজের শেষ ঘণ্টা'র উপরে, অন্য দিকে আবার ডঃ উরে দেখান যে যদি ১৮ বছরের কম-বয়সী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কারখানার উষ্ণ ও নৈতিক আবহাওয়ায় পুরো ১২ ঘণ্টা না রেখে, তাদের এক ঘণ্টা আগে এই হৃদয়হীন সংযমহীন বাইরের জগতে বের করে দেওয়া হয়, তা হলে তারা তাদের আত্মার মুক্তিলাভের সকল আশা থেকে বঞ্চিত হবে। ১৮৪৮ সাল থেকে কারখানা-পরিদর্শকেরা অক্লান্ত ভাবে এই 'শেষ', এই 'মারাত্মক ঘণ্টাটি' নিয়ে টিটকারি দিয়ে চলেছেন। যেমন হাওয়েল তাঁর ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে'র রিপোর্টে লিখেছেন : 'যদি নিচেকার এই সুকৌশলে রচিত হিসাবটি (তিনি সিনিয়র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন) যদি সঠিক হত, তা হলে যুক্তরাজ্যের প্রত্যেকটি তুলো-কারখানাই ১৮৫০ সাল থেকে লোকসানে চলত। ('কারখানা-পরিদর্শকদের রিপোর্ট', ১৮৫৫ পৃঃ ১৯, ২০)। ১৮৪৮ সালে ১০ ঘণ্টার আইনটি পাশ হয়ে যাবার পরে, ডর্সেট ও সমার্সেট-এর সীমানায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শণ-কলের কয়েকজন মালিক তাদের কিছু কর্মীর উপরে ঐ আইনটির বিরুদ্ধে একটি আবেদন চাপিয়ে নিল। উক্ত আবেদনটির একটি অনুচ্ছেদ এই : 'আপনার আবেদনকারীরা মাতা-পিতা হিসাবে মনে করেন যে অন্য কিছুর তুলনায় অতিরিক্ত এক ঘণ্টার বিশ্রামই শিশুদের অধিকতর নৈতিক অধঃপতন ঘটাবে, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আলস্যই হচ্ছে সকল পাপের

মহোদয়ের কথা ভাববেন। এবং এখন ভদ্রমহোদয়গণ "বিদায়! আবার যেন আমাদের দেখা হয় ঐ সুন্দরতর জগতে তবে তার আগে নয়।"

জনক।' এই প্রসঙ্গে ১৮৪৮ সালের ৩১শে অক্টোবরের কারখানা-রিপোর্টে বলা হয়েছে: 'এই ধর্মনিষ্ঠ ও কোমলপ্রাণ মাতাপিতাদের শিশুরা যে পরিবেশে কাজ করে, তা কাঁচামাল থেকে ছড়িয়ে পড়া ধূলো ও আঁশে এমন ভারাক্রান্ত যে এমনকি ১০ মিনিটের সুতো-কাটার ঘরগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকা চরম কষ্টকর, কেননা সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখ, কান, নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বর শণের ধুলোর মেঘে ভরে যাবে এবং আপনি অত্যন্ত যন্ত্রণাকর সংবেদন ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না; এই ধূলোর মেঘ থেকে কোনো নিস্তার নেই। যন্ত্রের তীব্র ক্ষিপ্রগতির দরুন শুধু শ্রমের জন্যই চাই তীক্ষ্ণ ও অবিশ্রান্ত তদারকির নিয়ন্ত্রণের অধীনে দক্ষতা ও তৎপরতার অবিরত ব্যবহার এবং মাতাপিতারা যখন তাদের নিজেদেরই শিশুদের উপরে—যারা খাবার সময়ের পরেই এই কাজে পুরো ১০ ঘণ্টা শৃংখলিত থাকে, তাদের উপরে 'আলসেমি' শব্দটা প্রয়োগ করেন, তখন বেশ কঠোর শোনায়। এই শিশুরা আশেপাশের গ্রামগুলির শ্রমিকদের চেয়ে ঢের বেশি সময় খাটে। আলস্য ও পাপ সম্পর্কে এই ধরনের নিষ্ঠুর কথাকে নির্ভেজাল ভাঁওতা ও নির্লজ্জতম শঠতা বলে চিহ্নিত করা উচিত। জনসাধারণের যে অংশ, যারা প্রায় ১২ বছর আগে এই নিশ্চিত ঘোষণার দ্বারা বিস্ময়াহত হন, উচ্চতম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-পুষ্ট যে-ঘোষণাটিতে সরবে ও সাগ্রহে বিঘোষিত হয়েছিল যে কারখানা-মালিকের গোটা নীট মুনাফাটাই উদ্ভূত হয় শেষ ঘণ্টার শ্রম থেকে এবং, সেই কারণে, কাজের দিনটি যদি এক ঘণ্টা কমানো হয়, তা হলে তার নীট মুনাফাটা ধ্বংস হয়ে যাবে, জনসাধারণের সেই অংশটি তাদের নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যখন দেখতে পাবেন যে 'শেষ ঘণ্টা'-র মূল গুণগুলির তারপর থেকে এতটা উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, যে তাদের মধ্যে কেবল নৈতিকতাই নয় সেই সঙ্গে মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার ফলে শিশুদের কাজের সময় যদি পুরো ১০ ঘণ্টাতে কমিয়ে আনা যায় তা হলে এক দিকে শিশুদের নীতিবোধের সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের নীট মুনাফাও অন্তর্হিত হয়ে যাবে, কেননা দুটোই নির্ভর করে সেই শেষ তথা মারাত্মক ঘণ্টাটির উপরে। (দ্রষ্টব্য: কারখানা-পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৪, পৃ: ১০১)। সেই একই রিপোর্টে তারপরে দেওয়া হয়েছে এই পূতচিত্ত মালিকদের নীতি ও ধর্ম বোধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত—প্রথমে অসহায় শ্রমিকদেরকে এই জাতীয় আবেদনে সই করাবার জন্য এবং পরে সেগুলিকে একটি গোটা শিল্প-শাখার, এমনকি গোটা দেশের আবেদন হিসাবে পার্লামেন্টের উপরে চাপিয়ে দেবার জন্য কি কি চালাকি, ছলাকলা, স্তোকবাক্য, ভীতি-প্রদর্শন ও মিথ্যাচারের আশ্রয় তারা নিয়ে থাকে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত। তথাকথিত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বর্তমান মর্যাদার পক্ষে এটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক, কেন না সিনিয়র নিজে—যাঁর সম্মানার্থে এটা বলা উচিত যে তিনি পরিবর্তী এক সময়ে প্রবল ভাবে

সিনিয়র তাঁর শেষ ঘণ্টার রণ-হুংকার উদ্ভাবন করেছিলেন ১৮৩৬ সালে।[১] ১৮৪৮ সালে ১৫ই আগষ্টের লণ্ডন 'ইকনমিস্ট'-পত্রিকায় সেই একই রণহুংকার আবার তোলেন একজন উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন অর্থনৈতিক রাজপুরুষ, জেমস উইলসন: এইবারে প্রস্তাবিত ১০ ঘণ্টার আইনের বিরোধিতায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ॥

উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে প্রতিফলিত করে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্তটিতে: ২০ পাউণ্ডের এক-দশমাংশ বা ২ পাউণ্ড সুতো), তাকে আমরা বলি "উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন"। ঠিক যেমন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার মোট মূলধনের সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তার অস্থির অংশের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা, সেইভাবেই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের আপেক্ষিক পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের বাকি পরিমাণের সঙ্গে তার অনুপাতের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সেই অংশের সঙ্গে তার

কারখানা-আইনের সমর্থনে দাঁড়ান, না, তাঁর বিরোধীদের একজনও—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেউ—'মূল আবিষ্কারটি'-র মিথ্যা সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। তাঁরা আবেদন করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার কাছে, কিন্তু কার্যকারণ রহস্যাবৃতই থেকে গিয়েছে।

১. যাই হোক, ম্যাঞ্চেস্টার সফরের ফলে এই পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপকটির কিছু উপকার হয়নি, এমন নয়। 'কারখানা-আইন প্রসঙ্গে পত্রাবলী'-তে তিনি 'মুনাফা', 'সুদ' ও এমনকি 'আরো বেশি কিছু' সমেত গোটা নীট লাভকে উপস্থিত করেন একটি মাত্র ঘণ্টার মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের উপরে নির্ভরশীল বলে। এক বছর আগে, তাঁর 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির রূপরেখা'-য় ('আউটলাইনস অব পলিটিক্যাল ইকনমি'-তে) তিনি রিকার্ডোর শ্রমের দ্বারা মূল্য-নির্ধারণের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে এটাও আবিষ্কার করেছিলেন যে, মুনাফার উদ্ভব ঘটে ধনিকের শ্রম থেকে এবং সুদের উদ্ভব ঘটে তার 'কৃচ্ছ্রতাসাধন' থেকে অর্থাৎ তার ভোগ-সংবরণ থেকে। কৌশলটা পুরনো তবে 'ভোগ-সংবরণ' কথাটা নূতন! হের রশার সঠিক ভাবেই কথাটার অনুবাদ করেছেন "Enthaultung"। তাঁর কিছু দেশবাসী, যেমন জার্মানির ব্রাউন, জোন, রবিনসন প্রভৃতিরা ল্যাটিন ভাষায় তাঁর মত পারদর্শী ছিলেন না; তাই তাঁরা কথাটা অনুবাদ করেছেন, সাধু-সন্তদের মত "Entsagung" (বৈরাগ্য)।

অনুপাতের দ্বারা যে-অংশটির মধ্যে বিধৃত হয় আবশ্যিক শ্রম। যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনই হচ্ছে ধনিকের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেই হেতু এটা স্পষ্ট যে কোন ব্যক্তির বা জাতির ধনসম্পদের বিরাটত্ব পরিমাপ করতে হবে উদ্বৃত্ত-উৎপাদনের আপেক্ষিক আয়তনের দ্বারা—মোট উৎপন্নের আপেক্ষিক পরিমাপের দ্বারা নয়।[১]

আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগফল অর্থাৎ যে-সময়ে শ্রমিক তার নিজের শ্রম-শক্তির মূল্য প্রতিস্থাপন করে এবং যে-সময়ে সে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে—এই দুয়ের যোগফল—এই যোগফলই গঠন করে তার শ্রম-দিবস অর্থাৎ সত্যিকার সেই সময়, যে-সময় জুড়ে সে কাজ করে।

---

১. £২০,০০০ পাউণ্ড মূলধনের মালিক এমন একজন ব্যক্তি, যার মুনাফা হয় বার্ষিক £২,০০০, তার কাছে তার মূলধন ১০০ লোককে বা ১০০০০ লোককে খাটায় কিনা, উৎপন্ন পণ্যটি £১০,০০০ বা £২০,০০০-এ বিকোয় কিনা, তাতে কিছু এসে যায়না—যদি তার মুনাফা কোন ক্ষেত্রেই £২,০০০-এর নীচে না নামে। জাতির আসল স্বার্থও কি একই রকম নয়? কোন জাতির লোকসংখ্যা ১০০ লক্ষই হোক ১২০ লক্ষই হোক, তার কোনো গুরুত্ব নেই—যদি তার আসল নীট আয়, তার খাজনা ও মুনাফা একই থাকে।' (রিকার্ডো, পূর্বোক্ত, ৭১৬)। দীর্ঘকাল আগে, আর্থার ইয়ং যিনি ছিলেন উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একজন প্রবল প্রবক্তা কিন্তু বাকি সব বিষয়ে একজন এলোমেলো ও ভাসাভাসা লেখক, যাঁর খ্যাতি তাঁর কৃতির সঙ্গে 'বিপরীত সম্পর্কে সম্পর্কিত, সেই আর্থার ইয়ং বলেন, 'একটি আধুনিক রাজ্যে একটি গোটা প্রদেশ যদি এই ভাবে বিভক্ত হয় (পুরনো রোমের মত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন চাষীদের দ্বারা), তা যতই ভাল ভাবে কর্ষিত হোক না কেন, তা কোন্ কাজে লাগে—একমাত্র মানুষ প্রজননের কাজ ছাড়া, যাকে একক ভাবে দেখলে, সবচেয়ে অকেজো কাজ?' (আর্থার ইয়ং "পলিটিক্যাল অ্যারিথমেটিক ইত্যাদি", লণ্ডন ১৭৭৪ পৃঃ ৪৭)।

"নীট ধনকে শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে কল্যাণকর হিসাবে দেখাবার প্রবণতা" খুবই আশ্চর্যজনক, "যদিও তা স্পষ্টতই নীট বলে নয়।" (হপকিন্স, "অন রেণ্ট অব ল্যাণ্ড," লণ্ডন, ১৮২৮, পৃঃ ১২৬)

দশম অধ্যায়

শ্রম-দিবস

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রম-দিবসের সীমা ॥

আমরা শুরুতে ধরে নিয়েছিলাম যে শ্রম-শক্তিকে তার মূল্য অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অন্য সব পণ্যের মূল্যের মত, তারও মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের দ্বারা। যদি শ্রমিকের দৈনিক জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ উৎপাদন করতে গড়পড়তা ৬ ঘণ্টা লাগে, ত হলে তাকে দৈনিক শ্রম-শক্তি উৎপাদন করতে বা তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য পুনরুৎপাদন করতে তাকে প্রতিদিন গড়পড়তা ৬ ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে। তার শ্রম-দিবসের আবশ্যিক অংশ দাঁড়ায় ৬ ঘণ্টা এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, এই আবশ্যিক অংশ দাঁড়ায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। এই সঙ্গে স্বয়ং শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য কিন্তু এখনো নির্দেশিত হয়নি।

ধরা যাক যে, **ক খ** রেখাটি আবশ্যিক শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যেমন ৬ ঘণ্টা। **ক খ** রেখাটিকে ছাড়িয়ে যদি শ্রমকে ১, ৩, বা ৬ ঘণ্টা বাড়ানো যায়, তা হলে আমরা আরো ৩টি রেখা পাই :

১নং শ্রম-দিবস	**২নং শ্রম দিবস**	**৩নং শ্রম দিবস**
ক———খ—গ	**ক———খ———গ**	**ক———খ———গ**

এই ৩টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রম-দিবস যথাক্রমে ৭, ৯ ও ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবসের প্রতিনিধিত্ব করছে। **ক খ** রেখাটির প্রসারিত অংশ **খ গ** প্রতিনিধিত্ব করছে উদ্বৃত্ত শ্রমের। যেহেতু শ্রম-দিবস হচ্ছে **ক খ + খ গ** অর্থাৎ ক গ, সেইহেতু পরিবর্তনীয় রাশি **খ গ**-র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-দিবসেও পরিবর্তিত হয়। যেহেতু **ক খ** হচ্ছে স্থির, সেইহেতু **ক খ**-র সঙ্গে **খ গ**-র অনুপাত সব সময়েই হিসাব করা যায়। ১নং শ্রম-দিবসে, **ক খ**-র সঙ্গে এই অনুপাত দাঁড়ায় ১/৬, ২নং শ্রম-দিবস ৩/৬, ৩নং শ্রম-দিবসে ৬/৬। অধিকন্তু যেহেতু $\frac{\text{উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়}}{\text{আবশ্যিক শ্রম-সময়}}$ এই অনুপাতটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি নির্ধারণ করে, সেইহেতু এই শেষোক্তটি নির্দেশিত হয় **ক খ**-র সঙ্গে **খ গ**-র

অনুপাতের দ্বারা। ৩টি ভিন্ন শ্রম-দিবসে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬⅔, ৫০ এবং ১০০। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি একক ভাবেই আমাদের কাছে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে না। যদি এই হার হত ধরা যাক, ১০০ শতাংশ, তা হলে শ্রম-দিবস হতে পারত ৮, ১০, ১২ কিংবা আরো বেশি ঘণ্টা। তা থেকে এটা বোঝা যেত যে শ্রম-দিবসের দুটি সংগঠনী অংশ, যথা আবশ্যিক শ্রম-সময় উদ্বৃত্ত-শ্রম-সময়, দৈর্ঘ্যে সমান, কিন্তু এটা বোঝা যেত না যে এই দুটি অংশের প্রত্যেকটি কতটা দীর্ঘ

অতএব, শ্রম-দিবস একটি স্থির রাশি নয় বরং একটি পরিবর্তনীয় রাশি। তার একটি অংশ নিশ্চয়ই নির্ধারিত হয় স্বয়ং শ্রমিকের শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা। কিন্তু তার মোট পরিমাণ পরিবর্তিত হয় উদ্বৃত্ত-শ্রমের মেয়াদের সঙ্গে। সুতরাং শ্রম-দিবস নির্ধারণযোগ্য কিন্তু, আপাততঃ অনির্ধারিত।[১]

যদিও শ্রম-দিবস একটি অব্যয় রাশি নয়, একটি বহতা রাশি, তা হলেও অন্য দিকে, তা কেবল কয়েকটি সীমার মধ্যেই তা পরিবর্তিত হতে পারে। ন্যূনতম সীমাটি অবশ্য অনির্দেশ্য, যাই হোক, যদি আমরা প্রসারিত অংশ খগ-কে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-শ্রমকে ধরি = ০, তা হলে আমরা একটি ন্যূনতম সীমা পাই, যা হল দিনের সেই অংশটি যখন শ্রমিক তার নিজের ভরণপোষণের জন্য আবশ্যিক ভাবেই কাজ করবে। যাই হোক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, এই আবশ্যিক শ্রম কেবল একটি শ্রম-দিবসের অংশবিশেষই হতে পারে, স্বয়ং শ্রম-দিবসটিকে কখনো এই ন্যূনতম সীমায় পর্যবসিত করা যায় না। অপর পক্ষে, শ্রম-দিবসের একটি উচ্চতম সীমা আছে। একটি বিন্দুর বাইরে আর তাকে দীর্ঘায়িত করা যায় না। এই উচ্চতম সীমাটি দুটি শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমতঃ, শ্রম-শক্তির শারীরিক সীমাবদ্ধতার দ্বারা। একটি প্রাকৃতিক দিবসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন মানুষ তার জীবনীশক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র ব্যয় করতে পারে। যেমন একটি ঘোড়া দিনের পর কেবল ৮ ঘণ্টা করে কাজ করতে পারে। দিনের একটা অংশে এই শক্তিকে বিশ্রাম করতে হবে, ঘুমোতে হবে; আর এক অংশে মানুষটিকে অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে হবে, নিজেকে খাওয়াতে, ধোয়াতে এবং পরাতে হবে। এই সব বিশুদ্ধ দৈহিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করার পথে বিবিধ নৈতিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক তাগিদগুলি মেটাবার জন্যও তার সময় চাই, যে-তাগিদগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক অগ্রগতির সার্বিক পরিস্থিতির দ্বারা। সুতরাং শ্রম-দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধি

১. "একদিনের শ্রম কথাটি অস্পষ্ট; তা দীর্ঘও হতে পারে, হ্রস্বও হতে পারে।" ("An Essay on Trade and Commerce," Containing Observations on Taxes &c. London, 1770, p. 73)

শারীরিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ওঠা-নামা করে। কিন্তু এই উভয়বিধ সীমাগত শর্তগুলি খুবই স্থিতিস্থাপক প্রকৃতির এবং সর্বাধিক অবকাশের সুযোগ দেয়। অতএব, আমরা দেখতে পাই ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ ঘণ্টার অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শ্রম-দিবস।

ধনিক শ্রম-শক্তিকে ক্রয় করেছে দৈনিক ভিত্তিতে। একটি শ্রম-দিবসের শ্রম শক্তির ব্যবহার-মূল্য তার সম্পত্তি। সুতরাং সে শ্রমিককে দিয়ে তার জন্য একটি দিন জুড়ে কাজ করার অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু একটি শ্রম-দিবস কাকে বলে?[১]

সর্বক্ষেত্রেই তা একটি প্রাকৃতিক দিবসের তুলনায় ছোট। কিন্তু কতটা ছোট? এই পরম প্রশ্নটি সম্পর্কে শ্রম-দিবসের আবশ্যিক সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে ধনিকের নিজস্ব মতামত আছে। ধনিক হিসাবে সে কেবল মূলধনের ব্যক্তি-মূর্তি। তার আত্মা হচ্ছে মূলধনের আত্মা। কিন্তু মূলধনের আছে একটি মাত্র জৈব তাড়না, মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির প্রবণতা, তার স্থির উপাদানকে দিয়ে উৎপাদনের উপায়সমূহকে দিয়ে, যত বেশি সম্ভব উদ্বৃত্ত-শ্রমকে আত্মীকৃত করে নেওয়া।[২]

মূলধন হল মৃত শ্রম, যা রক্তচোষা বাদুড়ের মত কেবল জীবিত শ্রমকে চুষেই বেঁচে থাকে, এবং যত বেশি বাঁচে তত বেশি চুষে নেয়। শ্রমিক যে সময় কাজ করে সেই সময়টা ধনিক তার কাছ থেকে ক্রয় করা শ্রম-শক্তিটা পরিভোগ করে।[৩]

১. এই প্রশ্নটি স্যার রবার্ট পীল বার্মিংহাম বণিক সমিতির কাছে যে বিখ্যাত প্রশ্নটি করেছিলেন একটি পাউণ্ড কাকে বলে? ত'র চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা গিয়েছিল কেবল এই কারণে যে অর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে পীল যেমন অজ্ঞ ছিলেন, বার্মিংহামের "ক্ষুদে শিলিং-ব্যাপারীরাও" তেমন অজ্ঞ ছিল।

২. "ধনিকের লক্ষ্য হচ্ছে তার ব্যয়িত মূলধনের সাহায্যে যত বেশি সম্ভব শ্রমের পরিমাণ আয়ত্ত করা (d' obtenir du capital depense la plus forte somme de travail possible)." J. G. courcelle seneuil, "Traite theorique et pratique des entreprises industrielles" 2nd ed. paris 1857, p. 63)

৩. "এক দিনে এক ঘণ্টার শ্রম হারানো একটি বাণিজ্যিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। এই রাজ্যের গরিব মানুষদের মধ্যে, বিশেষ করে কল-কারখানার শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে বিলাস-দ্রব্যের বিপুল পরিভোগ চালু আছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের সময়ও পরিভোগ করে—যেটা হল সব রকমের পরিভোগের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক পরিভোগ।" An Essay on Trade and Commerce &c.", p. 47 and 153.

শ্রমিক যদি তার ব্যবহারযোগ্য শ্রম নিজের জন্যই পরিভোগ করে, তা হলে সে ধনিককে লুণ্ঠন করে।[১]

ধনিক তখন পণ্য-বিনিময়ের নিয়মটির আশ্রয় নেয়। অন্যান্য সকল ক্রেতার মত সে-ও তার পণ্য থেকে যথাসম্ভব সর্বাধিক সুবিধা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়। সহসা উত্থিত হয় শ্রমিকের কণ্ঠস্বর, যা এতকাল রুদ্ধ ছিল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ঝড়ে ও তাড়নায়।

যে-পণ্যটি আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি, তা এই ব্যাপারে বাকি সমস্ত পণ্য থেকে আলাদা যে আমরা এই পণ্যটি সৃষ্টি করে ব্যবহার-মূল্য এবং এমন একটি মূল্য যা তার নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি। সেই কারণেই তুমি তা ক্রয় করেছ। তোমার কাছে যা দেখা দেয় মূলধনের স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ হিসাবে, আমার কাছে তা শ্রম-শক্তির বাড়তি ব্যয়। তুমি এবং আমি বাজারে কেবল একটি নিয়মই জানি—পণ্য-বিনিময়ের নিয়মটি। এবং পণ্যের পরিভোগের মালিক বিক্রেতা নয়—যে তা হাতছাড়া করে, মালিক হল ক্রেতা—যে তা করায়ত্ত করে। সুতরাং তুমি হলে আমার দৈনিক শ্রম-শক্তি ব্যবহারের অধিকারী। কিন্তু এই শ্রম-শক্তির জন্য তুমি প্রতিদিন যে-দাম দেবে তা এমন হতে হবে যা দিয়ে আমি দৈনিক তা পুনরুৎপাদন করতে পারি, এবং, আবার তা বিক্রি করতে পারি। বয়স ইত্যাদির দরুন স্বাভাবিক ক্ষয় ছাড়া, আমি যেন পরের দিন আজকের মতই স্বাভাবিক পরিমাণে শক্তি, স্বাস্থ্য ও সজীবতা নিয়ে কাজ করতে পারি। তুমি আমার কানে নিরন্তর "সঞ্চয়" ও "ভোগ-সংবরণ"-এর বাণী শোনাও। ভাল কথা! একজন বুদ্ধিমান সঞ্চয়ী মালিকের মত আমার একমাত্র ধন যে শ্রম-শক্তি তার সাশ্রয় করব এবং বোকার মত তা অপচয় করা থেকে সব সময়ে নিজেকে সংবরণ করব। আমি প্রতিদিন ব্যয় করব, গতিশীল করব, সক্রিয় করব কেবল সেই পরিমাণ শ্রম-শক্তি যা তার স্বাভাবিক স্থায়িত্ব ও স্বাস্থ্যসম্মত বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রম-দিবসের সীমাহীন সম্প্রসারণের দ্বারা তুমি এক দিনে এমন পরিমাণ শ্রম-শক্তির ক্ষয় করে দিতে পার যা পূরণ করতে আমার তিন দিনেরও বেশি সময় লাগবে। যা তুমি শ্রমের অঙ্কে লাভ কর, আমি তা জীবনশক্তির অঙ্কে হারাই। আমার শ্রমের ব্যবহার এবং তার বিনষ্টি সাধন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যদি একজন গড় শ্রমিক (যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ কাজ করে) গড়ে ৩০ বছরকাল বাঁচে, তা হলে আমার শ্রম-শক্তির মূল্য যা তুমি আমাকে দিনকে দিন দাও, তা দাঁড়ায় তার মোট

১. "Si le manouvrier libre prend un instant de repos, l'economie sordide qui le suit des yeux avec inquietude pretend qu'il la vole." N. Linguet, "Thorie des Lois Civiles &c." London 1767, t. II p. 466.

মূল্যের $\frac{১}{৩৬৫ \times ৩০}$ অথবা $\frac{১}{১০৯৫০}$ কিন্তু যদি তুমি ১০ বছরে তা পরিভোগ কর এবং দৈনিক তার মোট মূল্যের $\frac{১}{১০৯৫০}$ ভাগের বদলে $\frac{১}{৩৬৫০}$ দাও তা হলে তুমি আমাকে দিচ্ছ তার মোট মূল্যের $\frac{১}{৩}$ ভাগ এবং প্রতিদিন লুণ্ঠন করছ আমার পণ্যের $\frac{২}{৩}$ ভাগ। তুমি আমাকে দিচ্ছ এক দিনের শ্রম-শক্তির দাম, অথচ ব্যবহার করছ ৩ দিনের শ্রম-শক্তি। এটা আমাদের চুক্তির তথা বিনিময়-নিয়মের পরিপন্থী। সুতরাং আমি দাবি করছি একটি স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের শ্রম-দিবস এবং আমি এটা দাবি করছি তোমার সহৃদয়তার কাছে কোনো আবেদন ছাড়াই, কেননা আর্থিক ব্যাপারে ভাবাবেগের স্থান নেই। হতে পারে তুমি একজন আদর্শ নাগরিক, হয়ত পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির একজন সদস্য, অধিকন্তু, পবিত্রতার খ্যাতিতে খ্যাতিমান, কিন্তু আমার মুখোমুখি যে-জিনিসটির তুমি প্রতিনিধিত্ব কর, তার বুকের ভিতরে কোনো হৃদয় নেই। সেখানে যে-জিনিসটি স্পন্দিত হয় বলে মনে হয় সেটি আমারই হৃদয়-স্পন্দন। আমি দাবি করি একটি স্বাভাবিক শ্রম-দিবস, কেননা, অন্য প্রত্যেকটি বিক্রেতার মতই আমিও দাবি করি আমার পণ্য মূল্য।[১]

আমরা তা হলে দেখছি যে, চরম নমনীয় সীমানা ছাড়া, পণ্য বিনিময়ের প্রকৃতি নিজে শ্রম-দিবসের উপরে, উদ্বৃত্ত শ্রমের উপরে কোনো সীমা আরোপ করে না। যখন সে শ্রম দিবসকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করতে চায় এবং যখনি সম্ভব, একটি শ্রম-দিবস থেকেই দুটি শ্রম-দিবস আদায় করতে চায়, তখন সে ক্রেতা, হিসাবে তার অধিকার প্রয়োগ করে। অন্য দিকে বিক্রীত পণ্যটির স্ব-বিশেষ প্রকৃতিই ক্রেতা-কর্তৃক সেই পণ্যের পরিভোগের উপরে একটি সীমা টেনে দেয় এবং শ্রমিক যখন শ্রম-দিবসকে, একটি স্বাভাবিক দৈর্ঘে শ্রম-দিবসে কমিয়ে আনতে চায়, তখন সেও বিক্রেতা হিসাবে তার অধিকার প্রয়োগ করে। সুতরাং এখানে একটি বিরোধিতা থেকে যায়, অধিকারের বিরুদ্ধে অধিকার—দুটিই অবশ্য বহন করে বিনিময়ের নিয়মের ছাপ। দুটি সমান অধিকারের মধ্যে এই সংঘাত শক্তির দ্বারা মীমাংসিত হয়। এই কারণেই, যাকে বলা হয় শ্রম-দিবস, তার নির্ধারণের ঘটনাটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করে একটি সংগ্রামের পরিণতি হিসাবে—যৌথ মূলধন অর্থাৎ ধনিক-শ্রেণী এবং যৌথ শ্রম অর্থাৎ শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম হিসাবে।

১. শ্রম-দিবসকে ৯ ঘণ্টায় হ্রাস করার দাবিতে ১৮৬০-৬১ সালে লণ্ডনের নির্মাণ-কামীরা যে বিরাট ধর্মঘট করেছিল, সেই ধর্মঘট চলাকালে তাদের কমিটি একটি ইশ্‌তাহার প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে বিধৃত হয়েছিল আমাদের শ্রমিকের এই যুক্তি। ঐ ইশ্‌তাহারটিতে পরিহাসস্বরে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্মাণ-শিল্পের মালিকদের মধ্যে যে-লোকটা সবচেয়ে বেশি মুনাফা-শিকারী, সেই লোকটিই—জনৈক স্যার এম পেটোই হচ্ছে পবিত্রতার খ্যাতিতে খ্যাতিমান। (এই একই পেটো ১৮৬৭ সালে স্ট্রাউসবার্গ-এর নির্দেশিত পথে অন্তিম দশাপ্রাপ্ত হলেন।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ উদ্বৃত্ত শ্রমের লালসা। কারখানা-মালিক এবং বয়ার্ড ॥

উদ্বৃত্ত শ্রম মূলধনের উদ্ভাবন নয়। যেখানেই সমাজের একটি অংশ উৎপাদনের উপায়গুলির একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করে, সেখানেই শ্রমিককে, সেই শ্রমিক স্বাধীন বা গোলাম যাই হোক না কেন, তাকে নিজের ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক শ্রম-সময়ের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় দিতে হয়,[১]—এই মালিক এথেনীয় প্যাট্রিস হোন্, ইট্রাস্কান, পুরোহিত, রোমের নাগরিক, নর্মান ভূস্বামী, আমেরিকার দাস-মালিক, ওয়াল্লা-চিয়ান বয়ার্ড, আধুনিক জমিদার অথবা ধনিক, যিনি হোন্ না কেন[২] কিন্তু এটি বেশ বোঝা যায় যে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের কোন একটি বিশেষ অবস্থায় যেখানে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য প্রাধান্য লাভ না করে ব্যবহার-মূল্যেরই প্রাধান্য আছে, সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম বিশেষ একপ্রস্ত প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ, ঐ প্রয়োজনগুলির কমবেশি হতে পারে কিন্তু উৎপাদনের প্রকৃতি এমন যে সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য সীমাহীন লালসা দেখা যায় না। এইজন্য প্রাচীন যুগে শুধু সেখানেই উপরি-খাটুনি ভয়ংকর রূপ নিয়েছে যেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র অর্থরূপে বিনিময়-মূল্য হস্তগত করা, যেমন, সোনা ও রূপোর উৎপাদন। বাধ্যতামূলক আমরণ কাজ হচ্ছে এক্ষেত্রে উপরি-খাটুনির একটি প্রচলিত ধরন, এর প্রমাণ পেতে ডিয়োডোরাস্ সিকিউলাস্-এর রচনা পড়াই যথেষ্ট।[৩] তবু প্রাচীন যুগে এই ব্যাপারগুলি হচ্ছে ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু যেইমাত্র

১. "যারা শ্রম করে তারা আসলে উভয়েরই ভরণপোষণ করে—অবসর-ভোগীদের [যাদের ধনী বলা হয়, তাদের] এবং নিজেদের।" (Edmund Burke: "Thoughts and Details on Scarcity," p. 2)।

২, নাইবুব্র তাঁর "রোমান হিস্টরি"-তে খুব সরল মনে বলেছেন: এটা স্পষ্ট যে ইট্রাস্কানদের স্থাপত্যসমূহের ধ্বংসস্তূপগুলি, যা আজও আমাদের স্তম্ভিত করে তার পাশ্চাতে রয়েছে সামন্ত-প্রভু এবং সামন্ত-প্রজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (!) রাষ্ট্র। সিসমন্দি বলেন আরো বেশি এবং বোঝাতে চান, "ব্রুসেলস লেস"-এর পশ্চাতে রয়েছে মজুরি-প্রভু এবং মজুরি-দাস।

৩. এদের শোচনীয় অবস্থার জন্য করুণা বোধ না করে কেউ মিশর, ইথিওপিয়া ও আরবের মধ্যেকার সোনার খনিগুলির এই দুর্ভাগাদের দিকে তাকাতে পারে না; যারা তাদের শরীরগুলিকে পর্যন্ত পরিষ্কার রাখতে বা তাদের নগ্নতাকে ঢেকে

এইসব লোক যাদের উৎপাদন-প্রণালী এখনও দাস-শ্রম চুক্তি-শ্রম প্রভৃতি নিম্নস্তরের রূপগুলির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, এরা যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত আন্তর্জাতিক বাজারের আবর্তনের মধ্যে এসে পড়ে এবং তাদের উৎপন্ন জিনিস রপ্তানির জন্য বিক্রয় করাই মূল উদ্দেশ্য হয়েও ওঠে, তখন সভ্যযুগের উপরি-খাটুনির ভয়াবহতার সঙ্গে যুক্ত হয় দাসপ্রথা ভূমিদাসপ্রথা প্রভৃতির বর্বরোচিত ভয়াবহতা। এইজন্য দেখা যায় যে যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষ স্থানীয় পরিভোগ, ততদিন পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলিতে নিগ্রো শ্রমিকদের মধ্যে পিতৃপ্রধান সামাজিক চরিত্রের কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু যেমনি এই রাজ্যগুলিতে তুলোর রপ্তানি পরম স্বার্থ হয়ে উঠতে থাকল, ঠিক সেই অনুপাতেই নিগ্রোদের উপরি-খাটুনি এবং মাত্র সাতবছরের পরিশ্রমে তাদের জীবনযাত্রার সমাপ্তি হয়ে উঠল একটি পরিকল্পিত পদ্ধতির হিসেবের ব্যাপার। এখন আর প্রশ্ন এই রইল না যে তার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য পেতে হবে। এখন প্রশ্ন হয়ে উঠল স্বয়ং উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপাদন ঠিক এই জিনিসটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে-ও দেখা গেল, যেমন দানিয়ুব নদীর পাশের রাজ্যগুলিতে (বর্তমান রুমানিয়া)।

দানিয়ুবের তীরবর্তী রাজ্যগুলিতে উদ্বৃত্ত শ্রমের প্রতি লোভের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলিতে ঐ একই লোভের তুলনা করলে একটি গুরুত্ব আছে, কারণ চুক্তিবদ্ধ শ্রমে উদ্বৃত্ত শ্রমের একটি স্বতন্ত্র ও প্রত্যক্ষ রূপ ছিল।

ধরা যাক শ্রম-দিবসের মধ্যে ৬ ঘণ্টা আবশ্যিক শ্রম এবং ৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত শ্রম আছে। এই ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে একজন স্বাধীন শ্রমিক ধনতান্ত্রিক মালিককে ৬ × ৬ অথবা ৩৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত শ্রম দেয়। একই ফল হত যদি সে সপ্তাহে ৩ দিন নিজের জন্য কাজ করত এবং ৩ দিন মূলধনকে বিনামূল্যে দিয়ে দিত; কিন্তু এটি ওপর থেকে দেখলে ধরা যায় না। উদ্বৃত্ত শ্রম ও আবশ্যিক শ্রম একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকে। অতএব, আমি ঐ একই সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করতে পারি, যেমন শ্রমিক তার প্রতি মিনিট কাজের মধ্যে ৩০ সেকেণ্ড নিজের জন্য কাজ করে এবং ৩০ সেকেণ্ড ধনিকের জন্য করে ইত্যাদি। কিন্তু করভি বা চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম; ওয়াল্লাচিয়ান কৃষক নিজের ভরণপোষণের জন্য যে আবশ্যিক শ্রম করে তা স্পষ্টতঃ ভূস্বামীর জন্য করা উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে পৃথক। প্রথমটি সে করে নিজের ক্ষেতে, দ্বিতীয়টি ভূস্বামীর জমিতে। অতএব উভয় প্রকারের শ্রম-সময় পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে থাকে। 'করভি'-র ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম পরিষ্কারভাবে আবশ্যিক শ্রম থেকে পৃথক। এতে অবশ্য উদ্বৃত্ত শ্রম বা

রাখতে পারে না। রুগ্ন অশক্ত বা বৃদ্ধদের জন্য, নারীদের দুর্বলতার জন্য নেই কোনো বিবেচনা বা সহিষ্ণুতা। মার খেয়ে কাজ করতে করতে যে পর্যন্ত না তারা মারা যায়, সেই পর্যন্ত তাদের কাজ করতেই হবে।" ("Diod. Sic. Bibl. Hist. lib. 2, c. 13)

আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণগত সম্পর্কের কোন তারতম্য হয় না। সপ্তাহে ৩ দিনের উদ্বৃত্ত শ্রম সেই ৩ দিন-ই থেকে যায় যার থেকে শ্রমিক কোন সমার্ঘ সামগ্রী, পায় না, সেই শ্রমিককে করভি অথবা মজুরি-প্রথা যে-কোন নামেই কাজ করানো হোক না কেন। কিন্তু ধনিকের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমের লালসা ফুটে ওঠে যখন শ্রম-দিবসকে সীমাহীনভাবে সম্প্রসারণের চেষ্টা চলে ভূস্বামীর ক্ষেত্রে অনেক সোজাসুজিভাবে করভির দিনের সংখ্যা বাড়াবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাডা দেওয়া হয়।[১]

দানিয়ুবের তীরবর্তী রাজ্যগুলিতে করভি-র সঙ্গে শস্য-কর ও দাসত্বের অন্যান্য ব্যাপারগুলি মিশে থাকত, কিন্তু করভি-ই ছিল শাসক-শ্রেণীকে দেয় সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ কর। যেখানে এই অবস্থা দেখা যেত, সেখানে কদাচিৎ ভূমিদাসত্ব থেকে করভি দেখা দিত; তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যেত যে, করভি থেকেই ভূমি দাসত্বের উদ্ভব হচ্ছে।[২] রুমানিয়ার প্রদেশগুলিতেও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। তাদের উৎপাদনের আদিম পদ্ধতির ভিত্তি ছিল জমির সমষ্টিগত মালিকানা, কিন্তু এই মালিকানার রূপটি স্লাভ বা ভারতীয়ের মতো নয়। জমির কিছু অংশ সমাজের লোকেরা স্বাধীন স্বত্বাধিকারী হিসেবে পৃথক পৃথক চাষ করতে, আর একটি অংশ ('অ্যাগার পাব্লিকাস্') তারা সমষ্টিগতভাবে চাষ করত। এই সমষ্টিগত পরিশ্রম থেকে পাওয়া ফসল অংশতঃ অজন্মা ও অন্যান্য দুর্বিপাকের সময় ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকত, অংশতঃ একটি সাধারণ গোলায় সঞ্চয় করে যুদ্ধের খরচ, ধর্মানুষ্ঠান ও অন্যান্য সাধারণ ব্যায় নির্বাহ করা হত। কালক্রমে সময়-নায়ক ও ধর্মযাজকেরা সাধারণ জমির সঙ্গে এই শ্রমকেও আত্মসাৎ করল। সাধারণ জমিতে স্বাধীন কৃষকের শ্রম হয়ে উঠল

১. এর পরে যা কিছু বলা হয়েছে, তা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রুমানিয়ার প্রদেশগুলিতে যে পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেই সম্পর্কে।

২. জার্মানির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এল্‌ব্‌ নদীর পূর্ব দিককার প্রুশিয়ার ক্ষেত্রে এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। পঞ্চদশ শতকে প্রায় সর্বত্রই জার্মান চাষী ছিল এমন একজন লোক, যে খাজনা হিসাবে কিছু ফসল ও শ্রম দিতে বাধ্য থাকলেও অন্যথা ছিল স্বাধীন। ব্রাণ্ডেনবার্গ, পোমেরানিয়া, সাইলেসিয়া ও পূব প্রুশিয়ার ঔপনিবেশিকদের এমনকি আইনত ও স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কৃষক-যুদ্ধে অভিজাততন্ত্রের জয়লাভের ফলে তার অবসান ঘটল। বিজিত দক্ষিণ-জার্মান চাষীরাই কেবল আবার ক্রীতদাসে পরিণত হল না, ষোড়শ শতকের মধ্যকাল থেকে পূর্ব প্রুশিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গ, পোমেরানিয়া ও সাইলেসিয়ার, এবং তার অব্যবহিত পর থেকে শ্লেসউইগ-হলস্টেইন-এর স্বাধীন চাষীদেরও ভূমিদাসের অবস্থায় অধঃপাতিত হয়। (Maurer, Fronhofe IV vol—Meitzen "Der Boden des Preussischen Staats."—Hanssen, "Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein." (F. Engels)

সাধারণ জমির অপহরণকারীদের প্রাপ্য বা করভি। শীঘ্রই এই করভি-ই হয়ে উঠল একটি দাসত্বমূলক সম্পর্ক যার অস্তিত্ব আইনের মধ্যে না থাকলেও বাস্তবে ছিল,— যতদিন না পর্যন্ত পৃথিবীর মুক্তিদাতা হিসাবে রাশিয়া ভূমিদাসত্ব রদ করার অছিলায় এটিকে আইনসঙ্গত করল। করভি সংক্রান্ত আইন যেটি রাশিয়ার সেনাপতি কিসেলের ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেন, ঐটি অবশ্য ভূস্বামীদের-ই নির্দেশে তৈরি হয়েছিল। এইভাবে রাশিয়া এক ধাক্কায় দানিয়ুবের তীরবর্তী প্রদেশগুলির ভূস্বামীদের হৃদয় জয় করল এবং ইউরোপের সর্বত্র উদারতার মুখোসধারীদের বাহবা পেল।

করভি সংক্রান্ত এই আইন যার নাম হচ্ছে 'রেগ্‌লিমেণ্ট অর্গানিক', এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়াল্লাচিয়ান কৃষককে অন্যান্য বহুবিধ জিনিসপত্র দেবার বাধ্য-বাধকতা ছাড়াও ভূস্বামীকে দিতে হত: (১) ১২ দিন সাধারণ শ্রম; (২) ১ দিন ক্ষেতের কাজ; (৩) ১ দিন কাঠ বহন। সর্বসাকুল্যে বছরে ১৪ দিন। অর্থতত্ত্বে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়েই শ্রম-দিবসকে এখানে তার মামুলি অর্থে নেওয়া হয়নি, একটা গড়পড়তা দৈনিক উৎপাদন উৎপন্ন করতে যতটা সময় লাগে সেই অর্থে, এবং ঐ গড়পড়তা দৈনিক উৎপাদন এত ধূর্ততার সঙ্গে নির্ধারিত হয় যে কোন দৈত্যও ২৪ ঘণ্টা খেটে সে কাজ করতে পারে না। সাদা কথায় রেগ্‌লিমেণ্ট নিজেই খাঁটি রুশীয় পরিহাসের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে ১২টি শ্রম-দিবস বললে বুঝতে হবে ৩৬ দিনের কায়িক শ্রমের উৎপন্ন জিনিস, ক্ষেত-খামারে একদিনের শ্রম মানে ৩ দিনের শ্রম এবং একদিনের কাঠ বওয়া ঐ একই অর্থে তার তিনগুণ। সর্বসাকুল্যে ৪২ দিনের বেগার খাটুনি বা করভি। এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে তথাকথিত 'জোবাগী অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ভূস্বামীর জন্য যে-সব কাজকর্ম করতে হত। নিজ নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেকটি গ্রামকে বছরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে এই অতিরিক্ত বেগারের দরুন বছরে ১৪ দিন করে দিতে হত। এইভাবে নির্দিষ্ট করভি ছিল বৎসরে ৫৬টি শ্রম-দিবস। কিন্তু জলবায়ুর কঠোরতার জন্য ওয়াল্লাচিয়ার একটি কৃষি-বৎসরে মাত্র ২১০ দিন আছে, যার মধ্যে রবিবার ও ধর্মানুষ্ঠানে ৪০টি দিন চলে যায়, গড়ে ৩০টিতে খারাপ আবহাওয়া থাকে, সব মিলিয়ে ৭০ দিন কোনো কাজে আসে না। তাহলে থাকে ১৪০টি শ্রম-দিবস। করভি-র সঙ্গে আবশ্যিক শ্রমের অনুপাত হচ্ছে $\frac{৫৬}{৮৪}$ অথবা ৬৬$\frac{২}{৩}$ শতাংশ এতে ইংল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিক অথবা কারখানা-শ্রমিকের শ্রম থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের চেয়ে অনেক কমই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এইটি হচ্ছে শুধুমাত্র আইন-সম্মত করভি। এবং ইংল্যাণ্ডের কারখানা-আইনের চেয়ে অনেক 'উদারতার সঙ্গে, 'রেগ্‌লিমেণ্ট অর্গানিক' এই আইন ফাঁকি দেবার সুবিধাজনক রাস্তা রেখেছিল। ১২ দিনকে ৫৬ দিনে পরিণত করে তারপর আবার এই ৫৬টি বেগার দিনের প্রত্যেকটি দিনের কাজ এমনভাবে করান হত যাতে একদিনের কাজ একটি অংশ পরের দিন পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ একদিনে যে পরিমাণ জমির আগাছা তুলতে হয়, তাতে, বিশেষতঃ ভুট্টার ক্ষেতে,

লাগে দ্বিগুণ সময়। কৃষিতে কোন কোন শ্রমের ক্ষেত্রে আইনসঙ্গতভাবে দিনের কাজকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে শ্রমের দিন শুরু হয় মে মাসে এবং শেষ হয় অক্টোবরে। মোল্ডাভিয়ার অবস্থা আরও সাংঘাতিক। 'বিজয়মদে মত্ত এক ভূস্বামী চিৎকার করে বলেছিলেন, যে রেগ্‌লিমেণ্ট অর্গানিকে করভি-র ১২ দিন বৎসরে ৩৬৫ দিনে দাঁড়ায়।'[১]

দানিয়ুবিয়ান প্রদেশসমূহের রেগ্‌লিমেণ্ট অর্গানিক, যার প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদকে আইনে পরিণত করা হয়েছে, সেটি যদি হয় উদ্বৃত্ত শ্রমের লালসার ইতিবাচক প্রকাশ, তাহলে ইংলণ্ডের কারখানা-আইনগুলি হচ্ছে ঐ একই লালসার নেতিবাচক প্রকাশ। ধনিক ও জমিদার শাসিত একটি রাষ্ট্রের দ্বারা প্রণীত এই আইনগুলি বলপূর্বক শ্রম-দিবসকে সীমাবদ্ধ করে মূলধন কর্তৃক শ্রম শক্তিকে যথেচ্ছভাবে শোষণের লালসাকে খর্ব করে। শ্রমিক-আন্দোলন, যা প্রত্যহ অধিকতর শংকাজনক হয়ে উঠ্‌ছিল, সেই আন্দোলন ছাড়াও কারখানায় শ্রমের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করায় প্রয়োজন হয়েছিল সেই তাগিদ থেকে, যার ফলে ইংল্যাণ্ডের ক্ষেতগুলি আগাছায় ভরে গিয়েছিল। লুণ্ঠনের একই অন্ধ প্রবৃত্তি প্রথম ক্ষেত্রে মাটিকে শুষে অনুর্বর করেছিল এবং অপরক্ষেত্রে জাতির প্রাণশক্তির মূল পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছিল। একদিকে যেমন মাঝে মাঝে মহামারীর প্রাদুর্ভাব অন্যদিকে তেমন জার্মানি ও ফ্রান্স সামরিক মানের অধোগতি এই এই সত্যকে প্রকট করে তোলে।[২]

১. আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: E. Regnault's "Histoire politique et sociale des Principautes Danubiennes," Paris, 1855.

২. সাধারণ ভাবে এবং কয়েকটি সীমা-সাপেক্ষ, নিজ নিজ প্রজাতির মধ্যম আকার ছাড়িয়ে যাওয়াটা হল জৈব সত্তার সংবৃদ্ধি সাক্ষ্য। মানুষের ক্ষেত্রে, তার দেহের ওজন কমে যায়, যদি তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাকৃতিক বা সামাজিক অবস্থাবলীর দ্বারা ব্যাহত হয়। ইউরোপের যে যে দেশে বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহ প্রচলিত আছে, সেগুলির সব কয়টিতেই বয়স্ক মানুষের গড় উচ্চতা এবং সামরিক কার্যের জন্য তাদের যোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। বিপ্লবের আগে (১৭৮৯), পদাতিক বাহিনীর ন্যূনতম উচ্চতা ছিল ১৬৫ সেণ্টিমিটার; ১৮১৮ সালে (১০ই মার্চের আইন) তা দাঁড়াল ১৫৭ সে-মি; ১৮৩২ সালের ২১শে মার্চ, ১৫৬ সে-মি; গড়ে ফ্রান্সে অর্ধেকেরও বেশি বাতিল হয়ে যায় দৈহিক উচ্চতা বা দৌর্বল্যের কারণে। স্যাক্সনিতে ১৭৮০ সালে সামরিক মান ছিল ১৭৮ সে-মি। এখন তা ১৫৫ সে-মি। প্রুশিয়ায় ১৫৭ সে-মি। 'ব্যাভারিয়ান গেজেট' ৯ই মে, ১৮৬২-এ ডঃ মেয়ার-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৯ বছরের গড়ের ফলে দেখা যায় বাধ্যতামূলক ভাবে সংগৃহীত ১০০০ সৈন্যের মধ্যে ৭১৬ জনই সামরিক কাজের অনুপযুক্ত—৩১৭ জন উচ্চতায় হ্রস্বতার কারণে এবং ৩৯৯ জন অন্যান্য দৈহিক ত্রুটির

১৮৫০ সালে কারখানা-আইন যেটি এখনো (১৮৬৭) বলবৎ আছে, তদনুযায়ী গড় শ্রম-দিবস হচ্ছে ১০ ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রথম পাঁচ দিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যো ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা যার কাছে প্রাতঃরাশের জন্য আধঘণ্টা এবং ডিনারের জন্য আধঘণ্টা ছুটি এবং সেইজন্য শ্রম-দিবস হচ্ছে ১০½ ঘণ্টা এবং শনিবারের জন্য ৮ঘণ্টা বাকি থাকছে, আধঘণ্টা প্রাতঃরাশের সময় বাদ দিয়ে সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত। অতএব থাকছে ৬০টি শ্রম-ঘণ্টা, প্রথম পাঁচদিনের প্রতিদিন ১০½ ঘণ্টা এবং শেষ দিনে ৭½ ঘণ্টা।[১] এই আইনগুলির কয়েকজন অভিভাবক নিযুক্ত হলেন, এঁরা প্রত্যক্ষ-ভাবে স্বরাষ্ট্র সচিবের অধীন কারখানা-পরিদর্শক এবং পার্লামেণ্টের হুকুমে এঁদের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করতে হয়। এঁরা উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য ধনিকের লালসায় নিয়মিত সরকারী তথ্য সরবরাহ করেন।

এখন একবার কারখানা পরিদর্শকদের বক্তব্য শোনা যাক্।[২] 'প্রতারক

কারণে।....১৮৫৮ সালে বার্লিন তার দেয় সৈন্যসংখ্যা সরবরাহ করতে পারেনি; ১৫৬ জন কম সরবরাহ করেছিল।" J. von Liebig: "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, 1862, 7th Ed. vol. I pp. 117, 118

১. ১৮৫০ সালের কারখানা-আইনের ইতিহাস এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

২. ইংল্যাণ্ডে আধুনিক শিল্পের সূচনা থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ তারই সম্পর্কে এখানে কিছু কিছু বলছি। এই যুগের ইতিহাসের জন্য আমি পাঠককে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপ্‌জিগ্‌ থেকে প্রকাশিত ফ্রেড্‌রিক্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ রচিত "Die Lage der arbeitenden klasse in England" পড়তে বলি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্‌-এর ধারণা যে কতটা সঠিক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত কারখানা, খনি প্রভৃতির রিপোর্ট থেকে এবং সমগ্র অবস্থার কী আশ্চর্য ছবি দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় যখন ভাসাভাসা ভাবেও তার রচনার সঙ্গে আঠারো থেকে বিশ বছর পরে (১৮৬৩—১৮৬৭) প্রকাশিত শিশু-শ্রম নিয়োগ কমিশনের সরকারি রিপোর্টগুলি তুলনা করি। এইগুলি শিল্পের সেইসব শাখা সম্পর্কে যেগুলিতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কারখানা-আইন প্রবর্তিত হয়নি— বস্তুতঃ এখনও পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়নি। অতএব এইখানে এঙ্গেল্‌স্‌-এর আঁকা চিত্র থেকে সরকারি কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি অথবা সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমি আমার দৃষ্টান্তগুলি প্রধানতঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী স্বাধীন ব্যবসায়ের যুগ থেকে নিয়েছি, এটি সেই স্বর্গরাজ্যের যুগ যার সম্পর্কে স্বাধীন ব্যবসায়ে অন্তর্ভুক্ত রসিকরা রূপকথা রচনা করেছেন। অধিকন্তু এখানে ইংল্যাণ্ডকেই সামনের সারিতে আনা হয়েছে এইজন্য যে ইংল্যাণ্ড হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সর্বপ্রথম প্রতিনিধি এবং কেবলমাত্র সেখানেই আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি থেকে-ধারাবাহিক সরকারী তথ্য পাওয়া যায়।

কারখানা-মালিক সকাল ৬টার ১৫ মিনিট আগে (কখনো বেশি, কখনো কম) কাজ শুরু করে এবং ১৫ মিনিট পরে কাজ শেষ করে। প্রাতঃরাশের আধ ঘণ্টার শুরুতে পাঁচ মিনিট এবং শেষে পাঁচ মিনিট সে কেটে নেয় এবং প্রধান আহারের জন্য নির্দিষ্ট এক ঘণ্টার শুরুতে দশ মিনিট এবং শেষে দশ মিনিট ফাঁকি দেয়। শনিবার বেলা ২টার পর সে আরও ১৫ মিনিট (কখনো বেশি, কখনো কম) কাজ করায়।

এইভাবে তার লাভ হয়,---

সকাল ৬টার আগে	১৫ মিনিট
সন্ধ্যা ৬টার পরে	১৫ মিনিট
প্রাতঃরাশের সময় ...	১০ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ...	২০ মিনিট
	৬০ মিনিট

৫ দিনে—৩০০০ মিনিট

শনিবার সকাল ৬টার আগে	১৫ মিনিট
প্রাতঃরাশের সময় ..	১০ মিনিট
বেলা ২টার পরে	১৫ মিনিট
	৪০ মিনিট
মোট। সপ্তাহে	৩৪০ মিনিট

অথবা সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট যাতে বৎসরে ৫০টি কাজের সপ্তাহে (দুটি সপ্তাহ ছুটি সাময়িক বন্ধের জন্য) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭টি শ্রম-দিবস।[১]

"প্রতিদিন ৫ মিনিটের মাথায় বাড়তি খাটুনিকে সপ্তাহের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে বছরের ২½ দিনের উৎপাদনের সমান হয়।"[২]

"সকাল ৬টার আগে, বিকেল ৬টার পরে এবং খাবার সময়ের আগে ও পরে অল্প অল্প সময় নিয়ে দিনে যদি বাড়তি ১ ঘণ্টা হয় তাহলে তাতে বছরে প্রায় ১৩ মাসের সমান হয়।"[৩]

১. "কারখানা-ইন্সপেক্টর মিঃ এল. হর্নারের অভিমত প্রভৃতি" কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইনের অন্তর্ভুক্ত। হাউস্ অব কমন্স-এর হুকুমে মুদ্রিত, ৯ই আগষ্ট ১৮৫০, পৃষ্ঠা ৪,৫।

২. কারখানা-ইন্সপেক্টরের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট, অক্টোবর ১৮৫৬, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩. রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৫৮, পৃষ্ঠা ৯;

সংকটের সময়ে যখন উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কারখানাগুলি 'কম সময়' অর্থাৎ সপ্তাহের একটি অংশমাত্র কাজ চালায়, এতে কিন্তু শ্রম-দিবসকে বাড়াবার প্রবণতা কমে না। ব্যবসায়ে যত মন্দা আসে ততই চলতি ব্যবসায়ে বেশি বেশি লাভের চেষ্টা করতে হয়। যত কম সময় কাজ চলে তত বেশি ঐ সময় থেকে, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বের করতে হয়।

এই জিনিসটাই ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংকটের যুগে কারখানা-পরিদর্শকের রিপোর্টে ফুটে উঠেছে :

"এটি একটি অসঙ্গতি বলে মনে হতে পারে যে যখন ব্যবসায়ে এত মন্দা তখনো বাড়তি খাটুনি চলতে পারে ; কিন্তু ঐ মন্দার জন্যই অসৎ লোকেরা আইন লংঘন করে যাতে তারা বাড়তি মুনাফা পেতে পারে ... পূর্ববর্তী ৬ মাসে, লিওনার্ড হর্নার বলেছেন, আমার জেলায় ১২২টি কারখানা উঠে গিয়েছে ; ১৪৩ টি মাত্র চালু ছিল তবু আইনসঙ্গত ঘণ্টার পরেও বাড়তি খাটুনি চলেছে।"[১]

মিঃ হাউয়েল বলেছেন, "বাণিজ্যে মন্দার জন্য বেশির ভাগ সময় অনেক কারখানা একেবারে বন্ধ ছিল এবং তার চেয়ে একটি বড় সংখ্যার কারখানা অল্প সময় কাজ চালাত। কিন্তু আমি ঠিক আগের মতই অভিযোগ পেয়ে চলেছি যে বিশ্রাম ও আহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় কেটে শ্রমিকদের প্রতিদিন আধ ঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা বঞ্চিত করা হচ্ছে।[২] ১৮৬১—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভয়াবহ তুলো-সংকটের সময় অপেক্ষাকৃত অল্প হারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।[৩] যখনি আহারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অথবা অন্য কোন অবৈধ সময়ে দেখা যায় যে শ্রমিকরা কারখানার কাজ করছে তখন এরকম কৈফিয়তও দেওয়া হয় যে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট সময়ে কিছুতেই কারখানার কাজ ত্যাগ করে না এবং কাজ বন্ধ করাবার জন্য [যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা ইত্যাদি] তাদের বাধ্য করতে হয়, বিশেষতঃ শনিবার বিকেল বেলায়। কিন্তু যদি যন্ত্রপাতি থেমে যাবার পরও কোন কারখানায় শ্রমিকরা থাকে তাহলে তাদের বিশেষ করে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করবার জন্য সকাল ৬টার আগে অথবা শনিবার বিকালে বেলা ২টার আগে যথোপযুক্ত সময় নির্দিষ্ট থাকত, তাহলে তাদের ঐ কাজ করতে হত না।[৪]

১. রিপোর্ট ইত্যাদি পৃষ্ঠা ১০।

২. রিপোর্ট ইত্যাদি, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৫।

৩. ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ৬ মাসের রিপোর্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখুন ; রিপোর্ট ইত্যাদি; ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬২, পৃষ্ঠা ৭, ৫২, ৫৩। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ অর্ধে অনেক বেশি সংখ্যায় এই আইনগুলি ভঙ্গ হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৭ দেখুন।

৪. রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬০, পৃষ্ঠা ২৩। আদালতে কারখানা মালিকদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে কি রকম একগুঁয়েমির সঙ্গে তারা কারখানার

"এর থেকে (আইন লংঘন করে বাড়তি খাটুনির দ্বারা) যে লাভ হয় তাতে বোঝা যায় যে অনেকের পক্ষেই এই লোভ সংবরণ করা সম্ভব নয়,; তারা হিসেব করে যে তার ধরা পড়বে না, এবং এখন তারা দেখে যে ধরা পড়ে শাস্তি হলে যে সামান্য জরিমানার খরচখরচা দিতে হয় তাতে তারা ধরা পড়লেও প্রচুর লাভ থাকে ।[1] যেসব ক্ষেত্রে বাড়তি সময়টি সারাদিন ছোট ছোট চুরি যোগ করে পাওয়া যায়, সেইসব ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের পক্ষে মামলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।"[2]

শ্রমিকদের আহার ও বিশ্রামের সময় থেকে ধনিকদের এই 'ছোট চুরিগুলিকে' কারখানা-পরিদর্শকেরা আখ্যা দিয়েছেন, 'ছোটখাটো মিনিট চুরি,'[3] 'কয়েকটি মিনিট ছিনিয়ে নেওয়া',[4] অথবা শ্রমিকেরা নিজস্ব ভাষায় বলে 'খাবার সময় থেকে ঠোকর মারা'।[5]

শ্রমের প্রত্যেকটি বিরতির বিরোধিতা করে, নিচের চমকপ্রদ ঘটনাটি-এর প্রমাণ দেয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শুরুতে ইয়র্কশায়ারের ডিউসবেরির ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে খবর পৌছয় যে ব্যাট্‌লি সন্নিহিত ৮টি বড় বড় কারখানার মালিকরা কারখানা আইন লংঘন করেছে। এইসব ভদ্রলোকদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তারা বারো থেকে পনের বছর বয়সের পাঁচজন বালককে শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে থেকে পরদিন শনিবার বিকেল চারটা পর্যন্ত কাজ করিয়েছে, খাবার জন্য এবং মধ্যরাত্রে ঘুম ছাড়া তাদের আর কোন বিরাম দেওয়া হয়নি। এবং এইসব শিশুদের ত্রিশ ঘণ্টা একটা 'নোংরা অন্ধ কূপে (ঐ বদ্ধ জায়গাটির এই নাম ছিল) অবিরাম পরিশ্রম করতে হত সেখানে পশমের ছেঁড়া কম্বল টুক্‌রো টুক্‌রো করতে হয় এবং সেখানে ধূলো, ফেঁসো প্রভৃতিতে ঘরের হাওয়া এমন ঠাসা থাকে যে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের পর্যন্ত ফুস্‌ফুস্ বাঁচাবার জন্য রুমাল দিয়ে কেবলই মুখ ঢাকতে হয়। অভিযুক্ত ভদ্রলোকেরা শপথের বদলে শুধু সত্যকথা বলবার প্রতিশ্রুতি দেন কারণ ধর্মভীরু হিসেবে শপথ নেওয়া তাঁদের ধর্মে বাধে, এবং বলেন যে তারা এইসব অসুখী শিশুদের জন্য অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাদের ৪ ঘণ্টা ঘুমাবার সময় দিয়েছিলেন কিন্তু অবাধ্য শিশুরা কিছুতেই ঘুমাতে চায় না। এই ধর্মভীরু ভদ্রলোকেদের ২০ পাউণ্ড করে জরিমানা হয়। কবি ড্রাইডেন অনেক আগেই হয়ত এদের জন্যই কবিতা লিখেছিলেন : "বাইরে দেখা পবিত্র, মিথ্যা বলায় দড়। : : : : : : : : : : ঠাকুর পুজো করে, পাপ করতে দড়।"

১. রিপোর্ট ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৬, পৃঃ ৩৪।
২. l. c. পৃ. ৩৫
৩. রিপোর্ট ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৬, পৃঃ ৪৮।
৪. রিপোর্ট ৩১শেঅক্টোবর, ১৮৫৬, পৃঃ ৪৮।
৫. রিপোর্ট ৩১ অক্টোবর, ১৮৫৬, পৃঃ ৪৮।

এটি স্পষ্ট যে এইরূপ অবস্থার মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন গোপন ব্যাপার নয়। একজন অত্যন্ত সম্মানিত মালিক আমাদের বলেছিলেন 'যদি আমাকে দিনে মাত্র ১০ মিনিট উপরি সময় খাটাবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সম্বৎসরে আমার পকেটে হাজারখানেক (পাউণ্ড) আসবে।'[১] মুহূর্ত-ই হচ্ছে মুনাফার মৌল উপাদান।[২]

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যারা পুরো সময় কাজ করে তাদের 'পুরো সময়ের মজুর' এবং ১৩ বছরের কম বয়সের শিশু যাদের ৬ ঘণ্টামাত্র কাজ করতে দেওয়া হয় তাদের 'অর্ধ সময়ের মজুর', শ্রমিকদের এই আখ্যার চেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছু হতে পারে না। শ্রমিক এখানে শ্রম-সময়ের ঘনীভূত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'পুরো সময়ের মজুর' এবং 'অর্ধ সময়ের মজুর' এই দুয়ের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়েছে।[৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ইংল্যাণ্ডের শিল্পে সেইসব শাখা যেখানে যেখানে শোষণের কোনো আইনগত সীমা নেই ॥

এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি শ্রম-দিবসকে প্রসারিত করার প্রবণতা নিয়ে, এমন একটা বিভাগে নর-নেকড়েদের ক্ষুধা নিয়ে যেখানকার শোষণকে—যে-কথা জনৈক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ পর্যন্ত বলেছেন—এমনকি আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর অনুষ্ঠিত স্পেনিয়ার্ডদের নৃশংসতাও ছাড়িয়ে যেতে পারেনি,[৪] এবং তারি ফলে যেখানে শেষ পর্যন্ত মূলধনকে বাঁধা পড়তে হল আইনের শৃংখলে। এখন আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করব উৎপাদনের এমন কয়েকটি শাখার উপরে, যেখানে শোষণ আজও পর্যন্ত অবাধ রয়েছে কিংবা গতকাল পর্যন্তও অবাধ ছিল।

১. রিপোর্টস—পৃঃ ৪৮।

২. ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৬০ পৃঃ ৫৬।

৩. এটাই হচ্ছে কারখানা ও রিপোর্টে ব্যবহৃত সরকারি ভাষা।

৪. "কল মালিকদের অর্থ-লালসা, লাভের সন্ধানে যাদের নিষ্ঠুরতাগুলিকে সোনার সন্ধানে আমেরিকা-জয়ের পরে স্পেনিয়ার্ডদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতাগুলিও ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।" John Wade, "History of the middle and

১৮৬০ সালের ১৪ই জানুয়ারি নটিংহাম-এর 'অ্যাসেমব্লি-রুম্‌স'-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতি হিসাবে কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রাউটন চার্লটন্‌ বলেন, "জনসংখ্যার যে-অংশ লেস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তার মধ্যে বঞ্চনা ও দুঃখ-দুর্দশা এত বেশি যা এই রাজ্যের অন্য কোনো অংশে বাস্তবিক পক্ষে, সভ্য জগতে অপরিজ্ঞাত। · শেষ রাতে দুটো, তিনটে চারটের সময়ে নয়-দশ বছরের শিশুদের টেনে তোলা হয় তাদের ছেঁড়া-নোংরা বিছানা থেকে এবং নিছক পেটের খোরাকির জন্য কাজ করতে বাধ্য করা হয় রাত দশ, এগারো, এমনকি রাত বারোটা পর্যন্ত ; তাদের হাত পা শুকিয়ে যায়, তাদের বাড় কমে যায়, তাদের মুখ সাদা হয়ে যায় এবং তাদের মনুষ্য-সত্তা এমন এক পাথুরে অসাড়তায় নিঃশেষে লয় হয়ে যায় যে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। · আমরা মোটেই আশ্চর্য হইনা যখন দেখি মিঃ ম্যালেট বা অন্য কোনো কারখানা-মালিক উঠে দাঁড়িয়ে এই আলোচনায় বাধা দেন। যে কথা রেভারেণ্ড মণ্টেগু ভ্যাল্‌পি বলেছেন, এই ব্যবস্থাটা সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক ও আত্মিক—সবদিক থেকেই চরম দাসত্বের ব্যবস্থা। এমন একটা শহর সম্পর্কে কী ভাবা যায় বলুন তো, যেখানে মানুষের শ্রম-দিবসকে আঠারো ঘণ্টায় নামিয়ে আনার জন্য একটি জনসভা থেকে আবেদন করতে হয়? · আমরা ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলিনার তুলো উৎপাদকদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি। তাদের কালো-বাজার, তাদের চাবুক, তাদের নর-মাংসের লেন-দেন কি মানবতার এই ধীরে ধীরে বলি দেওয়া থেকে বেশি জঘন্য, যে-বলি দেওয়া হয়ে থাকে কেবল ধনিকদের জন্য ওড়না ও কলার তৈরি করানোর কাজে?[১]

গত ২২ বছরে স্ট্যাফোর্ডশায়ার-এর পটারি-কারখানাগুলিতে তিনটি পার্লামেন্টিয় অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়েছে। সেই সব অনুসন্ধানের ফলাফল বিধৃত হয়েছে "শিশু-নিয়োগ কমিশন"-এর কাছে মিঃ স্ক্রাইভেন-এর ১৮৪১ সালের রিপোর্টে, প্রিভি কাউন্সিলের আদেশানুসারে প্রকাশিত ডাঃ গ্রীনহাউ-এর রিপোর্টে ('পাবলিক হেল্‌থ, থার্ড রিপোর্ট, ১১২-১১৩) এবং সবশেষে, "১৮৬৩ সালে ১৩ই জুন তারিখের শিশু নিয়োগ কমিশনের প্রথম রিপোর্ট-এর অন্তর্ভুক্ত মিঃ লোংগ-এর ১৮৬২ সালের রিপোর্ট। ১৮৬০ ও ১৮৬৩ সালের রিপোর্ট দুটি থেকে স্বয়ং শোষিত শিশুদের নিজেদের কয়েকটি সাক্ষ্যই আমার বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট। শিশুদের সাক্ষ্য থেকে বয়স্কদের বিশেষ করে বালিকা ও নারীদের অবস্থা সম্পর্কেও আমরা একটা ধারণা করে

working classes, 3rd. Ed. London, 1835, p 114. এটা রাষ্ট্রিয় অর্থনীতির একখানা বই ; সেই সময়ের বিচারে, বইখানার তত্ত্বগত অংশ কতগুলি বিষয়ে, যেমন বাণিজ্যিক সংকটের বিষয়ে, মৌল চিন্তার পরিচায়ক। ইতিহাস সংক্রান্ত অংশটি অবশ্য স্যার এফ এম ইডেন-এর "The State of the poor", লণ্ডন, ১৭৯৭, থেকে নির্লজ্জভাবে চুরি করা।

১. "*Daily Telegraph*", ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৬০।

নিতে পারি, এবং সেটা শিল্পের এমন একটা শাখায়, যার পাশে সুতোকলকে মনে হবে মনোমত ও স্বাস্থ্যকর শিল্প বলে।[১]

৯ বছর বয়সের উইলিয়াম উড প্রথম যখন কাজে ঢোকে তখন তার বয়স ছিল ৭ বছর ১০ মাস। শুরু থেকেই তার কাজ ছিল "ছাঁচ চালাচালি" (মালসুদ্ধ ছাঁচ শুকোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া, পরে খালি ছাঁচ ফিরিয়ে নিয়ে আসা)। সপ্তাহে প্রতিদিনই সে কাজে আসত ভোর ৬টায়, ছাড়া পেত রাত ৯টায়। "সপ্তাহে ছয় দিন আমি কাজ করি রাত ৯টা পর্যন্ত। এইভাবে আমি কাজ করছি সাত-আট সপ্তাহ।" সাত বছরের একটি শিশুকে, কাজ করতে হয় দিনে পনেরো ঘণ্টা! ১২ বছর বয়সের জে মারে বলে, "আমি 'জিগ' ঘোরাই এবং ছাঁচ চালাচালি করি। আমি আসি ৬টায়। কখনো কখনো ৪টায়। গত রাতে আমি কাজ করেছি সারা রাত—সকাল ৬টা পর্যন্ত। গত পরশু রাত থেকে আমি যাইনি। গত রাতে কাজ করেছে আরো ৮-৯ জন ছেলে। একজন বাদে সকলেই আবার আজ সকালে এসেছে। আমি পাই ৩ শিলিং ৬ পেন্স। রাতে কাজের জন্য বাড়তি কিছু পাইনা। গত সপাহে আমি কাজ করেছি দু রাত।" দশ বছরের বালক ফের্নিহাফ বলে, "আমি (খাবারের জন্য) রোজ এক ঘণ্টা করে পাই না; কোন কোন দিন পাই কেবল আধ ঘণ্টা—বিষ্যুৎবার, শুক্রবার আর শনিবার।"[২]

ডাঃ গ্রীনহাউ বলেছেন, স্টোক-অন-ট্রেণ্ট এবং উলস্টানটনের পটারি-অঞ্চলগুলিতে গড় আয়ু অস্বাভাবিক রকমে কম। যদিও স্টোক জেলায় ২০ বছরের বেশি বয়স্ক পুরুষ জনসংখ্যার কেবল ৩৬·৬ শতাংশ এবং উলস্টানটনের কেবল ৩০·৪ শতাংশ পটারিতে কাজ করে তবু প্রথম জেলাটিতে ঐ বয়সে পুরুষদের মোট মৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি এবং দ্বিতীয়টিতে ⅖ ভাগেরও বেশি মৃত্যু ঘটে পটারি-কর্মীদের মধ্যে ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে। হানলির একজন চিকিৎসক, নাম ডাঃ বুথবয়ড, বলেন, "পটারি কর্মীদের পর পর প্রত্যেকটি প্রজন্ম লম্বায় খাটো এবং হীনবল হয়ে যাচ্ছে।" একই ভাবে মিঃ এম-বিন নামে আর একজন চিকিৎসকের বিবৃতি. "২৫ বছর আগে যখন তিনি পটারি-কর্মীদের মধ্যে চিকিৎসা করতে শুরু করেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর নজরে পড়েছে তাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের লক্ষণীয় অবনতি।" এই বিবৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে ডাঃ গ্রীনহাউ-এর ১৮৬০ সালের রিপোর্ট থেকে।[৩]

১৮৬৩ সালে কমিশনারদের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'নর্থ স্ট্যাফোর্ড-শায়ার ইন ফার্মারি'র প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ আর্লেজ: "পটারি-কর্মীরা পুরুষ ও নারী

১. cf : F. Engel's "Lage etc", pp. 249-51.

২. শিশু নিয়োগ কমিশন. প্রথম রিপোর্ট, ১৮৬৩, সাক্ষ্য, পৃঃ ১৬, ১৮, ১৯।

৩. জন-স্বাস্থ্য, তৃতীয় রিপোর্ট, পৃঃ ১০২, ১০৪, ১০৫।

উভয়েই, শ্রেণী হিসাবে একটি অধঃপাতিত জনসংখ্যা—দৈহিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই। সাধারণ ভাবেই তাদের আয়তন বাড়েনা, আকার স্বাভাবিক হয়না এবং বুকের গঠন সুগঠিত হয় না; তারা অসময়েই বার্ধক্যে আক্রান্ত এবং অবধারিত ভাবেই স্বল্পায়ু হয়: তারা হয় নির্জীব, রক্তহীন এবং তাদের শারীরবৃত্তগত দৌর্বল্য প্রকাশ পায় অজীর্ণ রোগের দুরারোগ্য আক্রমণে, লিভার ও কিডনীর বিশৃংখলায় এবং বাতগ্রস্ততায়। কিন্তু সব রকম ব্যাধির মধ্যে তারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় বুকের ব্যাধিতে—নিউমোনিয়া যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস ও হাঁপানিতে। একটা বিশেষ ধরনের রোগ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়; তার নাম 'পটারি হাঁপানি' বা 'পটারি যক্ষ্মা'। 'স্ক্রুফুলা' রোগ যাতে আক্রান্ত হয় গ্রন্থি, অস্থি বা শরীরের অন্য কোন অংশ, তার শিকার হয় শতকরা ৬৬ বা তারও বেশি পটারি-কর্মী।… জেলার জনসংখ্যার 'অবক্ষয়' যে আরো বেশি হয়নি, তার কারণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে নিরন্তর কর্মী সংগ্রহ এবং অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান নৃ-শাখাগুলির সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক।"[১]

ঐ একই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন 'হাউস' সার্জন' মিঃ চার্লস পার্সনস কমিশনার লঙকে এর কাছে এক চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লেখেন, "আমি পরিসংখ্যান থেকে বলতে পারি না, বলতে পারি কেবল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই; এ কথা ব্যক্তিগতভাবে আমি সজোরে বলতে পারি যে মাতা-পিতা বা নিয়োগকর্তাদের অর্থলালসা চরিতার্থ করার জন্য যাদের বলি দেওয়া হয়েছে, সেই হতভাগ্য শিশুদের দিকে তাকালেই আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।' পটারি কর্মীদের নানাবিধ রোগের কারণগুলির তালিকা দেবার পরে তিনি এক কথায় তা প্রকাশ করেন, 'দীর্ঘ সময় ধরে কাজ'। কমিশনের রিপোর্টে এই আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে যে 'এমন একটি শিল্পোৎপাদন, যা সমগ্র বিশ্বে এত বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করে আছে, তা দীর্ঘকাল ধরে এই মন্তব্যের লক্ষ্য হবে না যে, তার বিপুল সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই শ্রম-জন-সংখ্যার শারীরিক অধঃপতন, ব্যাপক দৈহিক ক্লেশভোগ এবং অকালমৃত্যু, যাদের শ্রম ও কুশলতার কল্যাণেই অর্জিত হয়েছে এই বিপুল সাফল্য[২] এবং ইংল্যাণ্ডের পটারি-শিল্প সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সবটাই প্রযোজ্য স্কটল্যাণ্ডের পটারি-শিল্পের ক্ষেত্রেও।[৩]

কাঠিতে ফসফরাস লাগাবার পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পরে, ১৮৩৩ সাল থেকেই দেশলাই শিল্পের সূচনা হয়; ১৮৪৫ সাল থেকে ইংল্যাণ্ডে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং এইটি বিশেষ করে প্রসারিত হয় যেমন লণ্ডনের জনবহুল অংশগুলিতে তেমনি ম্যাঞ্চেস্টার বার্মিহাম, লিভারপুল, ব্রিষ্টল, নরউইচ, নিউক্যাসেল ও

১. শিশু নিয়োগ কমিশন, প্রথম, রিপোর্ট, পৃঃ ২৪
২. শিশু নিয়োগ কমিশন, পৃঃ ২২ ও xi।
৩. l. c. p. xlvii.

গ্লাস্‌গো-তে। এই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল-লাগার···ব্যাধিও ছড়িয়ে পড়েছে যেটিকে ১৮৪৫ সালে ভিয়েনার একজন চিকিৎসক দেশলাই শিল্পীদের বিশেষ ব্যাধি বলে আবিষ্কার করেন। শ্রমিকদের অর্ধেক হচ্ছে ১৩ বছরেরও কম বয়সের শিশু এবং ১৮ বছরের নীচে, তরুণ। অস্বাস্থ্যকর ও বিরক্তিকর বলে এই শিল্পটি এতই কুখ্যাত যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে দুঃস্থ অংশ যেমন অর্ধাশন-ক্লিষ্ট বিধবা প্রভৃতিরাই কেবল তাদের 'অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক্ত, অশিক্ষিত শিশুদের' এতে সঁপে দিতে বাধ্য হয়'।[১]

১৮৬৩ সালে কমিশনার হোয়াইট্ যেসব সাক্ষীদের পরীক্ষা করেছিলেন তাদের মধ্যে ২৭০ জন ছিল ১৮ বছরের কম বয়সের, ৫০ জন ১০ বছরের নীচে ১০ জন কেবল ৮ বছরের এবং ৫ জন মাত্র ৬ বছর বয়সের। শ্রম-দিবসের পরিমাণ ১২ থেকে ১৪ বা ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত, রাত্রিকালের শ্রম, অনিয়মিত খাবার এবং বেশির ভাগ সময়-ই খাবার খাওয়া হত ফস্‌ফরাসের দ্বারা বিষাক্ত কারখানা-ঘরের ভিতরেই। দান্তে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতেন যে এই শিল্পের বিভীষিকা তাঁর নরকের নিষ্ঠুরতম ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কাগজের ঝালর তৈরির শিল্পের স্থুল নমুনাগুলি যন্ত্রে ছাপা হয়, সূক্ষ্ম নমুনাগুলি ছাপা হয় হাতে (ব্লক-ছাপাই)। সবচেয়ে কর্মচঞ্চল মাসগুলি হচ্ছে অক্টোবরের শুরু থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অথবা আরও বেশি রাত পর্যন্ত কোনো বিরতি ছাড়াই ক্ষিপ্র ও ক্ষিপ্ত গতিতে কাজ চলে।

জে· লিচ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন: "গত বছর শীতকালে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য স্বাস্থ্যহানি হওয়ার ফলে ১৯ জন বালিকার মধ্যে ৬ জন অনুপস্থিত ছিল। আমাকে চেঁচামেচি করে তাদের জাগিয়ে রাখতে হয়।" ডব্লু, ডাফি বলেছেন: 'আমি দেখেছি ছেলেমেয়েরা যখন আর কেউ কাজের জন্য তাদের চোখ খুলে রাখতে পারত না; অবশ্য তখন আমরা কেউই পারতাম না।' জে· লাইটবোর্ন বলেছেন: 'আমার বয়স ১৩ বছর···গত বছর শীতকালে আমরা রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতাম, তার আগের বছর রাত ১০টা পর্যন্ত। গত শীতকালে প্রত্যেক রাত্রিতে আমি পায়ের যন্ত্রণায় কাঁদতাম।' জি· অবস্টেন: আমার ঐ ছেলেটির বয়স যখন ৭ বছর, তখন থেকেই ওকে আমি তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে পিঠে করে নিয়ে যেতাম ও নিয়ে আসতাম এবং ও দৈনিক ১৬ ঘণ্টা কাজ করত··· ···আমি প্রায়ই হাঁটু গেড়ে বসে তাকে খাওয়াতাম যখন সে যন্ত্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকত কারণ যন্ত্র ছেড়ে আসা বা যন্ত্র থামানো সম্ভব ছিল না। ম্যাঞ্চেস্টারের একটি কারখানার ম্যানেজার-অংশীদার স্মিথ্-এর সাক্ষ্য: "আমরা (তার মানে তাঁর 'শ্রমিকরা' যারা 'তাঁর' জন্য কাজ করে) কাজ করে চলি, খাবার জন্য কোন বিরতি নেই,

---

১. l. c. p. liv.

যাতে করে দিনের ১০½ ঘণ্টা শ্রম বিকেল ৪-৩০ মিঃ-এ শেষ হয় এবং তারপরে যা কাজ হয় সেটা হচ্ছে 'ওভার-টাইম'।[১] (এই ভদ্রলোক মিঃ স্মিথ নিজে কি ঐ ১০½ ঘণ্টার মধ্যে কোন খাবার খান না?) "আমরা (এই স্মিথের শ্রমিকরা) কদাচিৎ সন্ধ্যা ৬টার আগে কাজ শেষ করি (অর্থাৎ মিঃ স্মিথের শ্রম-শক্তির যন্ত্রগুলিকে ছাড়া হয়), অতএব বাস্তবপক্ষে আমরা (বিশেষ অর্থে) সারা বছর ধরেই ওভার-টাইম কাজ করি এরূপে শিশু ও বয়স্করা একইভাবে কাজ করে (১৫২ জন শিশু ও তরুণ এবং ১৪০ জন বয়স্ক), গত ১৮ মাসে গড় কাজ হয়েছে কমপক্ষে ৭ দিন ৫ ঘণ্টা অথবা সপ্তাহে ৭৮½ ঘণ্টা ১৮৬২ সালের ২রা মে যে ছ' সপ্তাহ শেষ হল তাতে গড় কাজ আরও বেশি—৮ দিন অথবা সপ্তাহে ৮৪ ঘণ্টা।" তবু এই একই মিঃ স্মিথ, যিনি বহুবচন ব্যবহার করতে এত ভালবাসেন, একটু হেসে বলেছেন, "যন্ত্রের কাজ বেশি নয়।" অতএব ছাপাখানার মালিকরা বলেন: "হাতের শ্রম যন্ত্রের শ্রমের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যকর।" মোটের উপর মালিকরা সক্রোধে এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন: প্রস্তাবটি হচ্ছে "অন্ততঃ খাবার সময়ে যন্ত্র বন্ধ রাখা হোক।" মিঃ অট্‌লি, একটি বরো-তে বলেন, ওয়াল-পেপার কারখানার ম্যানেজার যে এমন একটি ধারা চালু করেন "যাতে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজের অনুমতি আছে·· এটাই আমাদের (!) পক্ষে খুব সুবিধাজনক কিন্তু সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কারখানা চালান সুবিধাজনক নয়। আমাদের যন্ত্র মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সর্বদাই থামান হয়। (কী উদারতা!) কাগজ ও রঙের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অপচয় হয় না।" কিন্তু, এখানে তিনি খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলেছেন, "আমি অবশ্য বুঝতে পারি যে সময়ের অপচয় সকলে পছন্দ করেন না।" কমিশনের রিপোর্টে খুব স্পষ্ট করেই মত প্রকাশ করা হয়েছে, 'কয়েকজন প্রধান প্রধান মালিক সময়ের অপচয়ের যে ভয় প্রকাশ করেন অর্থাৎ অপরের সময়কে দখল করতে না পারা এবং তার জন্য মুনাফার ক্ষতি,—সেটাই যথেষ্ট কারণ হতে পারে না যার জন্য ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের এবং ১৮ বছরের কম বয়সী তরুণদের দৈনিক ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা খাটতে হবে, তারা মধ্যাহ্ন ভোজও খাবে না, এমন কি স্টিম-ইঞ্জিনে যে-ভাবে কয়লা ও জল দেওয়া হয়, পশমের জন্য সাবান, চাকার জন্য

১. একে আমাদের উদ্বৃত্ত-শ্রম সময় হিসাবে নেওয়া চলবে না। এই ভদ্রলোকেরা ১০½ ঘণ্টা শ্রমকে গণ্য করেন স্বাভাবিক শ্রম-দিবস হিসাবে, যার মধ্যে অবশ্য স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত-শ্রমও অন্তর্ভুক্ত। তারপরে শুরু হয় 'ওভার-টাইম', যার জন্য একটু বেশি মজুরি দেওয়া হয়, পরে দেখা যাবে যে একটি তথাকথিত স্বাভাবিক দিনের জন্য যে-মজুরি দেওয়া হয়, তা তার মূল্যের চেয়ে কম। সুতরাং, আরো বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য নিঙড়ে নেবার জন্য "ওভার-টাইম" ধনিকদের একটা চালাকি ছাড়া কিছু নয়; এমনকি স্বাভাবিক শ্রম-দিবসে ব্যয়িত শ্রমের জন্য যদি যথোচিত মজুরিও দেওয়া হত, তা হলেও এটা ঐ চালাকিই থেকে যেত।

তেল—উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলাকালে শ্রমের যন্ত্রপাতিগুলির সহায়ক সামগ্রী হিসাবে যা দেওয়া হয়, তাদের ক্ষেত্রে তাও হয় না।[১]

ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অপর কোন শাখাতে (খুব সম্প্রতি প্রবর্তিত যন্ত্রে রুটি তৈরির কথা বাদ দিয়ে) আজ পর্যন্ত এত প্রাচীন ও অচল পদ্ধতি বেঁচে নেই—রোমক সাম্রাজ্যে কবিদের লেখাতেও যে জিনিসটি দেখি—এই খ্রীষ্টপূর্ব যুগের রুটি সেঁকার ব্যাপার। কিন্তু মূলধন, ইতিপূর্বেই যা উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রম-প্রণালীর কৃৎ-কৌশলগত চরিত্র সম্পর্কে শুরুতে নিস্পৃহ থাকে ; হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই তার কাজ শুরু হয়।

রুটিতে অবিশ্বাস্য রকম ভেজাল দেওয়ার ব্যাপার, বিশেষতঃ লণ্ডন শহরে, কমন্স সভায় 'খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল সম্পর্কে' নিযুক্ত কমিটি (১৮৫৫-৫৬) এবং ডাঃ হ্যাসালের "ধরা-পড়া ভেজাল" নামক বইখানি সর্বপ্রথম প্রকাশ করে দেয়।[২] এইসব প্রকাশের ফল হল ১৮৬০ সালের ৬ই আগষ্টের আইনটি—যার উদ্দেশ্য ছিল 'খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীতে ভেজাল নিষিদ্ধ করা'—সেই আইনটি কার্যকরী হল না কারণ এতে স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেকটি স্বাধীন ব্যবসায়ীর জন্য অপরিসীম মমতা দেখানো হয়েছিল, যে ব্যবসায়ীরা ভেজাল দেওয়া পণ্যে কেনা-বেচা করে 'সৎপথে দুটো পয়সা করতে' বদ্ধপরিকর ছিল।[৩] কমিটি নিজে মোটের উপর সরল ভাবে তাঁদের বিশ্বাসকে সূত্রাকারে প্রকাশ করে বললেন যে স্বাধীন ব্যবসা মানে স্বাভাবিকভাবেই ভেজাল, অথবা ইংরেজরা সুকৌশলে যে-ভাবে বলে থাকেন, 'পরিমার্জিত' জিনিস নিয়ে ব্যবসা। বস্তুতঃ এই 'পরিমার্জনকারীরা' প্রেটোগোরাস-এর চেয়ে অনেক ভালভাবে জানে যে কেমন করে সাদাকে কাল এবং কালকে সাদা করা যায় এবং ইলিয়াটিকদের চেয়ে ভালো করে জানে কিভাবে প্রমাণ করতে হয় যে চোখে যা দেখা যায়, তা কেবল বাহ্য ব্যাপার।[৪]

১. l.c. সাক্ষ্য, পৃঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪০, ৫৪।

২. ভালো ভাবে গুঁড়ো করা কিংবা লবনের সঙ্গে মেশানো ফিটকারি 'রুটি-ওয়ালার মাল' এই অর্থবহ নামে পরিচিত ; এটা একটা মামুলি বাণিজ্য-দ্রব্য।

৩. ঝুল হচ্ছে কার্বন-এর একটি সুপরিচিত ও খুব শক্তিশালী রূপ ; সার হিসাবে কাজ করে বলে ধনতান্ত্রিক চিমনি-সাফাইকাররা ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের কাছে এই ঝুল বিক্রি করে। এখন, ১৮৬২ সালে একটি মামলায় ইংরেজ জুরির লোকদের রায় দিতে হয় যে, ক্রেতার অজান্তে মেশানো ৯০ শতাংশ ধুলো-বালি সমেত ঝুল বাণিজ্যিক অর্থে খাঁটি ঝুল না, আইনগত অর্থে ভেজাল ঝুল। "বাণিজ্যের ধ্বজাকারীরা" রায় দিলেন যে এটা খাঁটি বাণিজ্যিক ঝুল এবং ফরিয়াদী কৃষকটি মামলায় হেরে গেল এবং তার উপরে আবার মামলার খরচ দিতে বাধ্য হল।

৪. ফরাসী রসায়নবিদ শেভালিয়ে পণ্যদ্রব্যে 'ভেজাল' সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থটিতে হিসেব দিচ্ছেন যে তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত ৬০০ বা ততোধিক দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলির

সে যাই হোক কমিটি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নিজেদের 'দৈনিক রুটি'-র দিকে এবং স্বভাবতই রুটি সেঁকার শিল্পের দিকে। ঠিক একই সময়ে জনসভা ও পার্লামেণ্টে আর্জি মারফত লণ্ডনে রুটি শিল্পের ঠিকা-শ্রমিকরা তাঁদের অতিরিক্ত খাটুনি ও অন্যান্য দাবি নিয়ে আওয়াজ তোলে। এদের দাবি এত জরুরি ছিল যে মিঃ এইচ. এস, ট্রেমসহিয়ার যিনি ইতিপূর্বে উল্লিখিত ১৮৬৩ সালে কমিশনেরও সদস্য ছিলেন তঁকেই রাজকীয় তদন্ত কমিশনার নিয়োগ করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ সমন্বিত তাঁর এই রিপোর্ট[১] সাধারণের বিবেক উদ্বুদ্ধ না করলেও তাদের পাকস্থলীতে আঘাত করে। ইংরেজরা বরাবরই বাইবেল সম্পর্কে বেশ জ্ঞান রাখে, তাই তারা ভাল করেই জানেন যে ঈশ্বরের কৃপা-ধন্য ধনিক অথবা ভূস্বামী অথবা বিনা-পরিশ্রমের উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি ছাড়া সকল মানুষের প্রতি আদেশ আছে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে দৈনিক রুটি খেতে হবে, কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে মানুষকে তার দৈনিক রুটির সঙ্গে খেতে হবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গায়ের ঘামের সঙ্গে মেশানো ফোঁড়ার পুঁজ, মাকড়সার জাল, মরা পোকামাকড ও জার্মানির পচা মদের গাদ, ফিটকারি, বালি ও অন্যান্য সুস্বাদু খনিজ উপাদানের তো কথাই নেই। তাই স্বাধীন ব্যবসার পবিত্রতার প্রতি মর্যাদা না দিয়ে স্বাধীন রুটি শিল্পকে রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে আনা হল (১৮৬৩ সালে পার্লামেণ্টের অধিবেশনের শেষ দিকে), এবং ঐ পার্লামেণ্টের ঐ একই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের শ্রমিকদের জন্য রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত কাজ করা নিষিদ্ধ হল। এই শেষোক্ত ধারাটিতেই প্রকাশ পাচ্ছে এই সেকেলে ঘরোয়া ধরনের শিল্পটিতে অতিরিক্ত খাটুনির বিপুল বোঝা।

"লণ্ডনের একজন ঠিকা রুটি-মজুরের কাজ শুরু হয় সাধারণত রাত এগারটার সময়। ঐ সময় মজুর 'ময়দাকে তাল পাকায়'—এই শ্রম-সাধ্য প্রক্রিয়াটি ময়দার পরিমাণ অথবা শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী আধঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে

ক্ষেত্রে ১০, ২০ বা ৩০ রকমের ভেজালের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তিনি আরও বলেন, সমস্ত পদ্ধতি তাঁর জানা নেই, তা ছাড়া যেগুলি তাঁর জানা আছে, তাদেরও সবগুলি তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি চিনির ৬ রকমের ভেজাল দেখিয়েছেন, অলিভ্ তেলের ৯ রকম, মাখনের ১০, লবনের ১৩, দুধের ১৯, রুটির ২০, ব্রাণ্ডির ২৩, গুঁড়া খাদ্যের ২৪, চকোলেটের ২৮, মদের ৩০, কফির ৩২ ইত্যাদি। এমনকি সর্বশক্তিমান ভগবানেরও এই ভাগ্য থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই। রুয়ার্দস্য কার্দ-এর "ধর্মানুষ্ঠানের দ্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে মিথ্যাচার" ("De la falsification des Substances Sacramentelles", প্যারিস, ১৮৫৬ দ্রষ্টব্য।)

১. "রুটি-কারিগরদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রভৃতি, লণ্ডন, ১৮৬২", ও "দ্বিতীয় রিপোর্ট, ইত্যাদি, লণ্ডন, ১৮৬৩"।

সম্পন্ন হয়। তারপর ময়দা মাখার পাত্রটির উপরে ঢাকা দেবার জন্য ব্যবহৃত ময়দা মাখার তক্তার উপর সে শুয়ে পড়ে; একটি চট পাকিয়ে সে মাথার বালিশ করে এবং আরেকটি চট পেতে শুয়ে সে প্রায় ঘণ্টা দুই ঘুমায়। তারপর তাকে প্রায় ৫ ঘণ্টা ব্যাপী দ্রুত এবং অবিরাম পরিশ্রম করতে হয়—ময়দার তাল তৈরি করা, ছোট ছোট টুকরা করা, ঐগুলিকে বিশেষ ছাঁচে উনুনে দেওয়া, সাধারণ ও সৌখিন ধরনের রুটি গড়ে সেঁকা, উনুন থেকে সরাসরি রুটি বের করা এবং ঐগুলি দোকানে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। রুটি সেঁকার ঘরের তাপমাত্রা ৭৫° থেকে ৯০° পর্যন্ত এবং ছোট-খাট কারখানাগুলিতে প্রায়ই তাপমাত্রা নিচের দিকে না থেকে উচ্চতর সীমার দিকেই থাকে। যখন রুটি, রোল প্রভৃতি তৈরির কাজ শেষ হয়, তখন শুরু হয় বণ্টনের কাজ এবং রুটি কারিগরদের একটি বৃহৎ সংখ্যা রাত্রির উল্লিখিত কঠিন পরিশ্রমের পরে আবার দিনের বেলায় বার ঘণ্টা রুটির ঝুড়ি বয়ে অথবা ঠেলাগাড়ি ঠেলে হাঁটার উপরে থাকতে হয়, কখনো কখনো আবার রুটি সেঁকার ঘরে ফিরে আসে এবং দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মরশুমের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা কাজ শেষ করে; সেই সময়ে অন্যান্য শ্রমিকরা রুটি সেঁকার ঘরে কাজ করে এবং বিকালবেলার শেষ পর্যন্ত সারি সারি রুটি বের করে আনে।[১] · যাকে বলা হয় লণ্ডন মরশুম সেই সময়ে শহরের ওয়েস্ট-এণ্ডে 'পুরোদামী' রুটি-কারখানার মালিকদের শ্রমিকরা সাধারণতঃ রাত এগারোটায় কাজ আরম্ভ করে এবং পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত মাঝখানে একবার অথবা দুবার (প্রায়ই খুব অল্প সময়) বিশ্রাম নিয়ে রুটি তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকে। তারপর তারা বিকেল চারটা, পাঁচটা, ছয়টা এবং এমনকি সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রুটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে, অথবা কখন কখন বিকেল বেলা আবার সেঁকবার ঘরে আসে এবং বিস্কুট তৈরির কাজে সাহায্য করে। তারা কাজ শেষ করার পরে কখন পাঁচ বা ছয়, কখন মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমায়. তারপর তারা আবার কাজ শুরু করে। শুক্রবারগুলিতে তারা সর্বদাই আগে কাজ ধরে, কেউ কেউ রাত দশটার সময় শুরু করে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রুটি তৈরি ও বণ্টনের কাজ শনিবার রাত্রি ৮টা পর্যন্ত চলে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রবিবার ভোর চারটা বা পাঁচটায় শেষ হয়। রবিবারগুলিতে শ্রমিকদের দিনে ২।৩ বার এক থেকে দুই ঘণ্টা হাজিরা দিতেই হয়,—ঐ সময়ে তারা পরের দিনের রুটি তৈরির আয়োজন করে· · যে সব শ্রমিক কম দামের রুটি মালিকদের দ্বারা নিযুক্ত হয় (এই মালিকরা 'পুরো দামের' চেয়ে কমে তাদের রুটি বিক্রী করে এবং আগেই বলা হয়েছে যে এদের সংখ্যা লণ্ডনের রুটি-ওয়ালাদের চারভাগের তিনভাগ), তাদের যে শুধু গড়ে বেশি সময় কাজ করতে হয় তাই নয়, পরন্তু তাদের কাজটা হচ্ছে প্রায় সম্পূর্ণরূপে রুটি সেঁকার ঘরের মধ্যেই। কমদামের রুটিওয়ালারা সাধারণত নিজেদের দোকানেই রুটি বিক্রি করে। যদি

১. l.c. প্রথম রিপোর্ট প্রভৃতি, পৃঃ vi।

তাদের রুটি বাইরে পাঠাতে হয়, যেটি ব্যাপারীদের দোকানে সরবরাহ করা ছাড়া সচরাচর ঘটে না, তখন তারা সাধারণত ঐ কাজের জন্য অন্য লোক নিয়োগ করে। এরা বাড়ি বাড়ি রুটি পৌছে দেয় না। সপ্তাহের শেষদিকে ··যে লোকগুলি বৃহস্পতিবার রাত দশটায় কাজ শুরু করেছিল এবং নামমাত্র বিরতি ছাড়া এরা শনিবার সন্ধ্যার পরেও বেশ কিছু সময় কাজ করে।[১]

এমনকি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীও এইসব কম-দামের রুটিওয়ালাদের অবস্থা বোঝেন। "শ্রমিকদের মজুরি-বঞ্চিত শ্রমকেই এখানে পরিণত করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা চালাবার বৎসর।[২] এবং 'পুরো-দাম' এর রুটিওয়ালারা তদন্ত কমিশনের কাছে তাদের কম দামের প্রতিযোগীদের এই বলে নিন্দা করেন যে ওরা বিদেশীদের শ্রম চুরি করে এবং ভেজাল দেয়।" তারা বেঁচে আছে শুধু প্রথমতঃ জনসাধাণকে ঠকিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের শ্রমিকদের বারো ঘণ্টার মজুরি দিয়ে আঠারো ঘণ্টা খাটিয়ে।"[৩]

রুটিতে ভেজাল দেওয়া শুরু হয় এবং পুরোদামের চেয়ে কমে রুটি বিক্রি করে এই ধরনের এক শ্রেণীর মালিকের উদ্ভব ঘটে আঠার শতকের গোড়ার দিক থেকে, সেই সময় থেকে যখন এই ব্যবসার যৌথ চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এবং নামে-মাত্র মালিক রুটিওয়ালার পিছনে ময়দা-কলের মালিকের আকারে ধনিকের আবির্ভাব ঘটে।[৪] এই ভাবেই এই শিল্পে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি রচিত হয় শ্রম-দিবসের অপরিমিত প্রসার ও রাত্রি-কালীন শ্রম চলতে থাকে, যদিও এই শেষের ব্যাপারটি শুধুমাত্র ১৮২৪ সালের পর থেকেই পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এমন কি লণ্ডনেও।[৫]

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, কমিশনের রিপোর্টে রুটি-ওলাদের ঠিকা-মজুরদের স্বল্পায়ু শ্রম-জীবীদের শ্রেণীতে ধরা হয়েছে, যারা শ্রমিক

১. l.c. p. lxxi.

২. জর্জ রীড, "রুটি সেঁকার ইতিহাস", লণ্ডন, ১৮৪৮, পৃঃ ১৬।

৩. রিপোর্ট (প্রথম) ইত্যাদি, পুরাদামের রুটিওয়ালা, চীজম্যান-এর সাক্ষ্য, পৃঃ ১০৮।

৪. George Read, l.c. সতের শতকের শেষে এবং আঠারো শতকের শুরুতে যেসব এজেন্টরা প্রায় প্রত্যেকটি ব্যবসায়ে ভিড় জমাল, তখনো তাদের 'পাব্লিক ন্যুইস্যান্স' বলেই নিন্দা করা হত। সমারসেট্ কাউন্টির বিচারকদের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে 'গ্রাণ্ডজুরি' কমনস্ সভার কাছে একটি লিপিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেন, 'ব্ল্যাক্ওয়েল হলের' এই এজেন্টরা হচ্ছে 'পাব্লিক ন্যুইস্যান্স' এবং বস্ত্র ব্যবসায়ের পক্ষে এদের এইজন্যই দমন করা উচিত।' "The case of our English Wool&c," London, 1685, pp. 6, 7.

৫. ১ম রিপোর্ট প্রভৃতি।

শ্রেণীর শিশুদের স্বাভাবিক মৃত্যুতে সৌভাগ্যক্রমে এড়াতে পারলেও ৪২ বছরের বেশি বড় একটা বাঁচে না। তবু রুটি সেঁকার শিল্পে সর্বদাই কর্মপ্রার্থীদের ভিড় থাকে। লণ্ডন শহরে এই শ্রম-শক্তির যোগান আসে স্কটল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশের কৃষিজীবী জেলা এবং জার্মানি থেকে।

১৮৫৮ থেকে ৮৬০ পর্যন্ত বছরগুলিতে আয়ার্ল্যাণ্ডের রুটিওয়ালাদের ঠিকা-মজুররা নিজেদের খরচে রাত্রি-কালীন ও রবিবারের কাজের বিরুদ্ধে বড় বড় সভার অনুষ্ঠান করে। যেমন ১৮৬০ সালের মে মাসের ডাবলিন সভায় সাধারণ মানুষ আইরিশ-সুলভ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের ফলে ওয়েক্সফোর্ড, কিলকেনি, ক্লনমেল, ওয়াটার ফোর্ড প্রভৃতি স্থানে শুধু দিনের বেলায় কাজ করার নিয়ম সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। "লিমেরিকে যেখানে ঠিকা-মজুরেরা অভিযোগ প্রকাশ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল সেখানে রুটিকারখানা মালিকদের প্রতিবন্ধকতায় আন্দোলনে হেরে যায়, ময়দা-কলওয়ালা মালিকরাই ছিল সবচেয়ে বেশি বিরোধী। লিমেরিকের দৃষ্টান্তে এনিস্ ও টিপেরারি-তে আন্দোলনে ভাঁটা আসে। কর্ক-এ যেখানে আবেগপূর্ণ প্রতিবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ হয়, মালিকরা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগায়, লোকদের কর্মচ্যুত করতে আন্দোলনকে পরাভূত করে। ডাবলিনে বেকারী মালিকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং আন্দোলনে অগ্রণী ঠিকা-মজুরদের যতদূর সম্ভব অপদস্থ করে শ্রমিকদের রবিবার ও রাত্রির কাজে রাজি করাতে সক্ষম হয় যদিও এটি এদের মতের বিরুদ্ধে।[১]

ব্রিটিশ সরকারের কমিটি, যে সরকার আয়র্ল্যাণ্ডে সর্বদা আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত থাকে এবং সাধারণতঃ ক্ষমতা কিভাবে দেখাতে হয় তা-ও জানে, সেই সরকার-ই অত্যন্ত মৃদু, প্রায় শবযাত্রার সুরে, ডাব্লিন, লিমেরিক, কর্ক প্রভৃতি স্থানের একগুঁয়ে রুটিকারখানা-মালিকদের কাছে প্রতিবাদ জানান: 'কমিটি বিশ্বাস করে যে শ্রমের ঘণ্টা প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী সীমাবদ্ধ এবং তাকে লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয়। মালিক রুটিওয়ালাদের পক্ষে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতির ভয় দেখিয়ে রাজি করান, তাদের ধর্মীয় ও উচ্চতর অনুভূতিগুলির বিরোধিতা করা, দেশের আইন না মানা এবং জনমতকে উপেক্ষা করা (রবিবারের শ্রম সম্পর্কে), এর ফলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে অসদ্ভাব এসে যায় ··· ··· ··· ···এবং এতে ধর্ম, নীতি ও সামাজিক শৃংখলার পক্ষে বিপজ্জনক একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় ··· ··· কমিটি বিশ্বাস করে যে দৈনিক বার ঘণ্টার বেশি স্থায়ী পরিশ্রম শ্রমিকের গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যাহত করে এবং প্রতিটি মানুষের ঘর-বাড়ি ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে পুত্র, ভ্রাতা অথবা স্বামী হিসেবে কর্তব্যপালনে বাধা দেয় এবং সেইজন্য সাংঘাতিক নৈতিক কুফল নিয়ে আসে। বার ঘণ্টার বেশি দৈনিক শ্রম শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানির প্রবণতা আনে এবং অকাল

১. ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের রুটি ব্যবসা সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট।

বার্ধক্য ও মৃত্যু ঘটিয়ে শ্রমিকের পরিবারবর্গকে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করে এইভাবে তারা সর্বাধিক প্রয়োজনের সময় পরিবারে অভিভাবকের যত্ন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়।[১]

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে বলছিলাম। *ইংলিশ চ্যানেল এর অপর পারে স্কটল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিক, লাঙ্গল চাষী, অত্যন্ত প্রতিকূল জলবায়ুতে তের চোদ্দ ঘণ্টা শ্রম এবং রবিবারে অতিরিক্ত চার ঘণ্টা শ্রমের (এই দেশে আবার রবিবারকে পবিত্র ছুটির দিন মনে করা হয়!)[২] বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়; ঠিক ঐ একই সময়ে ৩ জন রেলওয়ে শ্রমিক,—একজন গার্ড, একজন ইঞ্জিন-ড্রাইভার একজন সিগন্যাল ম্যান—লণ্ডনে করনারে (মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তকারী) কোর্টে জুরীর সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। একটি ভয়াবহ রেল-দুর্ঘটনায় শতশত যাত্রী মারা পড়ে। কর্মচারীদের অবহেলাই এই দুর্ঘটনার কারণ। এরা জুরীর সামনে সমস্বরে ঘোষণা করল যে দশ অথবা বারো বছর আগে এদের দৈনিক মাত্র আট ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হত। গত পাঁচ, ছয় বছর এদের পরিশ্রমকে বাড়িয়ে দৈনিক চোদ্দ, আঠারো ও কুড়ি ঘণ্টা করা হয়েছে এবং যখন দীর্ঘ ছুটির সময় যাত্রীদের ভিড় খুব বেশি হয়, যখন বিশেষ বিশেষ ভ্রমণের ট্রেনগুলি চলে, তখন কোন বিরাম-বিরতি ছাড়াই চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়। এরা অতিকায় মানুষ নয়, সাধারণ মানুষ মাত্র। একটা মাত্রার পরে এদের দেহ আর চলবে না। ক্লান্তিতে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তাদের মস্তিষ্ক আর চিন্তা করে না, তাদের চোখ দেখে-ও দেখে না। অত্যন্ত 'মান্যগণ্য' ব্রিটিশ জুরীরা রায় দিয়ে তাদের নরহত্যার অপরাধে উর্ধ্বতম বিচারালয়ে সোপর্দ করলেন এবং রায়ে একটি মৃদু

১, l.c.

২. ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি এডিনাবরার কাছে ল্যাস্‌ওয়েড্-এ কৃষি-শ্রমিকদের জনসভা (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারির 'ওয়ার্কম্যানস্ অ্যাডভোকেট' পত্রিকা দেখুন।) ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ থেকে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড্-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বার্কিংহামশায়ার ছিল ইংল্যাণ্ডের সর্বাধিক অত্যাচারিত কৃষি-জেলাগুলির মধ্যে একটি; এখানে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কৃষি-শ্রমিকরা তাদের সাপ্তাহিক মজুরি ৯-১০ শিলিং থেকে বাড়িয়ে ১২ শিলিং করবার জন্য এক বিরাট ধর্মঘট করে। (পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি থেকে বোঝা যায় যে ইংল্যাণ্ডে কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলন যেটি ১৮৩০ সালে হিংসাত্মক উপদ্রব এবং বিশেষতঃ 'গরিব-আইন' প্রবর্তনের পর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছিল, সেটি আবার সপ্তম দশকে আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭২ সালে যুগান্তকরী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় গ্রন্থে আমি এই আলোচনায় আবার ফিরে আসব এবং ১৮৬৭-র পরবর্তী ইংল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে সরকারি পুস্তিকাগুলি নিয়েও আলোচনা করব। তৃতীয় সংস্করণের সংযোজনী।)

সংযোজনী মারফৎ শুধু শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন যে রেল কোম্পানির ধনতান্ত্রিক মালিকরা ভবিষ্যতে যেন একটি বেশি খরচ করে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রম-শক্তির ক্রয় করেন এবং মজুরি-প্রদত্ত শ্রম-শক্তিকে শোষণ করার ব্যাপারে আর একটু বেশি 'সংযমী' আর একটু বেশি স্বার্থত্যাগী, আর একটু বেশি মিতব্যয়ী' হন।[১]

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব রকমের পেশা ও বয়সের শ্রমিকদের এই পাঁচ-মিশালি ভিড়, যা ইউলিসের উপরে নিহতদের আত্মাদের চেয়েও ঢের বেশি ব্যস্ত ভাবে আমাদের উপরে চাপ দিচ্ছে, যাদের বগলের তলায় ব্লু বুক ছাড়াও একমাত্র চেহারা থেকেই এক নজরে চোখে পড়ে অতিরিক্ত খাটুনির চিহ্ন, তাঁদের মধ্য থেকেই নেওয়া যাক আরো দুটি দৃষ্টান্ত, যাদের মধ্যেকার জাজ্জ্বল্যমান প্রতি-তুলনা প্রমাণ করে দেয় যে, মূলধনের কাছে সব মানুষই সমান : যেমন একজন দর্জি ও একজন কামার।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় 'চাঞ্চল্যকর' শিরোনামা 'শুধু অতিরিক্ত খাটুনি থেকে মৃত্যু'-এর নীচে একটি খবর

---

১. রেনল্ডস্ নিউজপেপার, জানুয়ারী ১৮৬৬,—এই কাগজটিতে সপ্তাহে 'ভয়াবহ ও মারাত্মক দুর্ঘটনা', 'রোমহর্ষক দুর্ঘটনা', এই ধরনের চাঞ্চল্যকর শিরোনামার নীচে দেখা যায় সদ্য রেলওয়ে দুর্ঘটনার একটা গোটা তালিকা। নর্থ স্টাফোর্ডশায়ার লাইনের একজন কর্মচারী এইগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেন : 'প্রত্যেকেই জানেন, যদি রেলগাড়ির ইঞ্জিনে চালক ও ফায়ার-ম্যান অবিরাম নজর না রাখে তাহলে কিরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু যে লোকটি তীব্র আবহাওয়ার মধ্যে বিনা বিশ্রামে একাদিক্রমে ২৯/৩০ ঘণ্টা কাজ করে, তার কাছ থেকে কি তা আশা করা যায়? সচরাচর যা ঘটে, নীচে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :—একজন ফায়ারম্যান সোমবার সকাল থেকে কাজ আরম্ভ করল। যাকে বলা হয় একদিনের কাজ, সেটা যখন সে শেষ করল তখন তার ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট কর্তব্য হয়ে গিয়েছে। চা খাবার ফুরসত্ পাবার আগেই তাকে আবার কাজে ডাক করা হল পরের বার চোদ্দ ঘণ্টা পনের মিনিট কর্তব্যের পরে তার কাজ শেষ হল. সর্বসাকুল্যে বিনা বিশ্রামে উনত্রিশ ঘণ্টা পনের মিনিট। সপ্তাহের বাকি কাজ চলে এইভাবে :—বুধবার পনের ঘণ্টা বৃহস্পতিবার পনের ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট ; শুক্রবার চোদ্দ ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট ; শনিবার চোদ্দ ঘণ্টা দশ মিনিট, সপ্তাহের গোটা কাজ হচ্ছে ৮৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। এখন মহাশয় এই গোটা কাজের জন্যে তাকে যখন ৬ষ্ঠ রোজের মজুরি দেওয়া হল তখন তার বিস্ময়ের কথাটা ভাবুন। ভুল হয়েছে ভেবে সে টাইম-কীপারের কাছে আবেদন করল,···এবং জানতে চাইল এক দিনের কাজ বলতে তাঁরা কি বোঝেন। তাকে বলা হল ১৩ ঘণ্টা (অর্থাৎ সপ্তাহে ৭৮ ঘণ্টা)। সে তখন ৭৮ ঘণ্টার বেশি যে-কাজ দিয়েছে, তার জন্য তার পাওনা চাইল কিন্তু তাকে তা দিয়ে অস্বীকার করা হল। শেষ পর্যন্ত 'তাকে বলা হয় তাকে আর এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হবে, অর্থাৎ ১০ পেন্স।' l.c., 4th. Feb., 1866।

প্রকাশিত হয়। এতে সূচী-শিল্পী কুড়ি বৎসর বয়স্কা মেরি এ্যান ওয়াকৃলি-র মৃত্যু সংবাদ ছিল, এই মেয়েটি একটি নাম-করা পোশাক-তৈরি প্রতিষ্ঠানে কাজ করত এবং সেখানে এলিস এই শ্রুতিসুখকর নামধারিনী এক মহিলা দ্বারা শোষিত হত। সেই পুরাতন, অনেক বার বলা কাহিনীর আরও একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল।[১] এই মেয়েটি গড়ে ১৬½ ঘণ্টা কাজ করত, মরশুমের সময় তাকে বিরামহীনভাবে প্রায়ই তিরিশ ঘণ্টা খাটতে হত। এবং তখন তার মুহ্যমান শ্রম-শক্তিকে মাঝে মাঝে শেরি, পোর্ট অথবা কফি দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা হত। ঠিক এই সময়টিই ছিল ওয়েলসের মরশুমের সবচেয়ে বেশি কাজের হিড়িক। নূতন আমদানি করা রাজপুত্রবধূর সম্মানে আহূত অভিজাত মহিলাদের জন্য চক্ষের নিমেষে জমকালো পোশাক তৈরি করা দরকার হয়ে পড়ল। মেরি এ্যান ওয়াক্লি বিনা বিশ্রামে আরও ষাট জন বালিকার সঙ্গে সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছিল, তিরিশ জন মিলে এমন একটি ঘরে যেখানে প্রয়োজনীয় ঘনফুট হাওয়ার মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছিল। শোবার ঘরটি বোর্ড দিয়ে ভাগ করে যে শ্বাসরোধকারী গর্তগুলি তৈরি হয়েছিল, তারই একটিতে রাত্রি বেলা তারা জোড়ায় জোড়ায় ঘুমোত।[২] এবং এইটিই ছিল লণ্ডনে পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। মেরি এ্যান ওয়াকৃলি শুক্রবার অসুস্থ হল এবং তার হাতের

১. ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস্, l.c. pp. 253, 254।

২. স্বাস্থ্য বোর্ডের পরামর্শদাতা চিকিৎসক ডাঃ লেথেবী ঘোষণা করেন: "একজন পূর্ণবয়স্কের জন্য শোবার ঘরে ৩০০ এবং থাকার ঘরে ৫০০ ঘনফুট হাওয়া থাকা দরকার।" লণ্ডনের একটি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ রিচার্ডসন বলেন: "সব রকম সূচী-শিল্পী মেয়েদের মধ্যে—যাদের মধ্যে পড়ে টুপি-নির্মাতা, পোশাক-প্রস্তুতকারী ও সাধারণ দরজী—এদের তিন রকমের কষ্ট আছে—অতিরিক্ত খাটুনি, অল্প হাওয়া এবং হয় অল্প পুষ্টিকর খাদ্য অথবা অল্প হজমশক্তি· ·সেলাইয়ের কাজটি মুখ্যতঃ পুরুষের চেয়ে মেয়েদের পক্ষে সর্বতোভাবে বেশি উপযোগী, কিন্তু বিশেষ করে রাজধানীতে এই শিল্পটির অনিষ্টকর দিকটি হচ্ছে এই যে, এটি মোটামুটি ছাব্বিশ জন ধনিকের একচেটিয়া দখল আছে যারা নিজেদের মূলধনের সুযোগ নিয়ে শ্রম থেকে যথাসাধ্য নিঙড়ে নেবার জন্য মূলধন খাটায়। মূলধনের এই ক্ষমতা গোটা শ্রেণীকেই নিয়ন্ত্রিত করে। যদি কোন পোশাক-বিক্রেতা কয়েকজন ক্রেতা যোগাড় করতে পারে; তাহলে প্রতিযোগিতা এত তীব্র যে তার নিজের বাড়িতে তাকে টিকে থাকার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত খাটতে হয় এবং যে-কেউ তাকে সাহায্য করে তাকেও অতিরিক্ত খাটতে হয়। সে অকৃতকার্য হলে অথবা স্বাধীনভাবে চলতে না চাইলে তাকে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয়, যেখানে তাকে পরিশ্রম কম না করতে হলেও টাকাটা নিশ্চিত। এখানে এসে সে হয়ে পড়ে নিছক একজন গোলাম, যার খাটুনির ওঠানামা সমাজের রুচি-পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। হয়

কাজ শেষ না করার দরুন মাদাম এলিসকে বিস্মিত করে রবিবারে মারা গেল। মি. কীজ, যাঁকে ডাক্তার হিসেবে মৃত্যুশয্যার পাশে বড় দেরি করেই ডাকা হয়েছিল, তিনি কারোনারের আদালতে জুরির সামনে যথারীতি সাক্ষ্য দিলেন যে, 'মেরি এ্যান ওয়াক্‌লি একটি ঠাসাঠাসি কাজের ঘরে দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং একটি অত্যন্ত ছোট ও স্বল্প হাওয়াযুক্ত শোবার ঘরে থাকার ফলে মারা গেছে।" এরও পরে কারোনারের জুরি ডাক্তারকে ভদ্র রীতি-নীতিতে শিক্ষা দেবার জন্যে রায় দিলেন যে 'মৃত ব্যক্তি সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়েছে কিন্তু এমন মনে করবার কারণ আছে যে একটি ঠাসাঠাসি কাজের ঘরে অতিরিক্ত খাটুনি তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে থাকতে পারে, ইত্যাদি।" স্বাধীন বাণিজ্যের প্রবক্তা করডেন ও ব্রাইটের পত্রিকা 'মর্নিংস্টার' তীব্র ভাষায় লিখল, 'আমাদের সাদা চামড়ার গোলামরা যারা খাটতে খাটতে মরে, এই সাদা গোলামরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীরবে শুকিয়ে মরে।[১]

বাড়িতে একটিমাত্র ঘরে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে হয় অথবা ১৫/১৬, এমনকি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয় এমন এক জায়গায় যেখানকার হাওয়ায়ও নিঃশ্বাস নেওয়া শক্ত এবং খাদ্য ভাল হলেও বিশুদ্ধ হাওয়ার অভাবে হজম করার শক্তি থাকে না। এইসব হতভাগ্যকে আশ্রয় করে ক্ষয় রোগ যা নিছক দূষিত হাওয়া থেকেই আসে।" ডাঃ রিচার্ডসন্: ১০৬৩ সালের ১৮ জুলাই "সমাজ বিজ্ঞান রিভিয়্যু"-তে প্রকাশিত "ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওভার-ওয়ার্ক"।

১. 'মর্নিংস্টার', ২৩শে জুন, ১৮৬৩: 'দি টাইমস্' পত্রিকা ব্রাইট প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমেরিকার দাস-মালিকদের সমর্থনে এই ঘটনাটি ব্যবহার করেন। .৮৬৩ সালের ২রা জুলাই একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় "আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, যখন আমাদের নিজেদের দেশের নাবালিকাদের খাটিয়ে মেরে ফেলি এবং বাধ্যতার হাতিয়ার হিসেবে চাবুক না উঁচিয়ে অনাহারের তাড়নার সুযোগ নিই তখন সেইসব পরিবার যারা দাস-মালিক রূপেই জন্মেছে এবং যারা অন্ততঃ দাসদের ভাল করে খাওয়ায় এবং কম খাটায় তখন তাদের আক্রমণ করবার নৈতিক অধিকার আমাদের সামান্যই থাকে।" ঐ একই সুরে একটি রক্ষণশীল পত্রিকা, 'দ স্ট্যাণ্ডার্ড' রেভারেণ্ড নিউম্যান হল্‌কে আক্রমণ করেন। "ইনি দাস-মালিকদের ধর্মচ্যুত করেছেন কিন্তু সেইসব সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে বসে প্রার্থনা করতে এঁকে বিবেকে বাধে না, যারা লণ্ডনে বাস-ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টার প্রভৃতিদের কুকুরের যোগ্য মজুরি দিয়ে দিনে ১৬ ঘণ্টা খাটায়।" সর্বশেষে বাণী 'উচ্চারণ করলেন বাগ্মী টমাস কার্লাইল যাঁর সম্বন্ধে আমি ১৮৫০ সালে লিখেছিলাম, "Zum Teufel ist der Genius, der kultus ist geblieben"। একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান দিয়ে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের একটি বৃহৎ ঘটনা, আমেরিকার গৃহযুদ্ধকে এই স্তরে নামালেন যে তাঁর কথামতো উত্তরাঞ্চলের পিটার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দক্ষিণাঞ্চলের

শুধু পোশাক-নির্মাতাদের ঘরেই খাটতে খাটতে মরে যাওয়াটা একটা রেওয়াজ নয়, পরন্তু আরও হাজার জায়গায় একই ব্যাপার ঘটে ; আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম যে-সব ক্ষেত্রে 'ফলাও কারবার' করতে হয় তাদের প্রত্যেকটিতেই · দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা একজন কামারের কথা বলব। কবিদের উক্তি যদি সত্যি হয়, তাহলে কামারের মতো এমন হাসি-খুশি ও সদানন্দ লোক আর নেই ; সে ভোরে উঠে সূর্যোদয়ের আগেই আগুনের ফুলকি ওড়ায় ; তার মতো করে আর কোন মানুষ-ই ভোজন ও পান করে না বা নিদ্রা যায় না। বস্তুতঃ শারীরিক দিক দিয়ে কাজটা সীমাবদ্ধ থাকলে কামার অন্যান্য মানুষদের তুলনায় ভালই থাকে। কিন্তু যদি আমরা তাকে অনুসরণ করে নগরে বা শহরে যাই এবং এই শক্ত-সমর্থ লোকটির উপর খাটুনির প্রভাব লক্ষ্য করি। তাহলে দেশের মৃত্যুর হারের মধ্যে তার অবস্থান কোথায় দেখা যায় ? মেরিলিবোনে কামারেরা প্রতি বছর মারা যায় প্রতি হাজারে একত্রিশ জন অর্থাৎ গোটা দেশে পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের গড় হারের চেয়ে এগারো বেশি। এই পেশাটি, মানবিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে যা প্রায় প্রবৃত্তিগত এবং মানুষের উদ্যোগসমূহের মধ্যে যে শিল্পে আপত্তিকর কিছু নেই, সেটি কেবল অতিরিক্ত খাটুনির কারণেই মানুষের হত্যাকারী হয়ে উঠেছে। কামার দিনে নির্দিষ্ট-সংখ্যক আঘাত করতে পারে, নির্দিষ্ট-সংখ্যক পদক্ষেপ করতে পারে, তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যাও নির্দিষ্ট, সে এতটা কাজ করতে পারে এবং ধরা যাক গড়ে ৫০ বছর বাঁচতে পারে, কিন্তু তাকে দিয়ে আরও বেশিবার হাতুড়ির আঘাত করানো হয়, আরও অনেক বেশি পদক্ষেপ করানো হয়, প্রতিদিন অনেক বেশিবার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এবং তার জীবনকে মোট এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি করতে বাধ্য করা হয়। সে এই চাহিদাপূরণ করে ; ফল হয় এই যে কিছুকাল পর্যন্ত এক-চতুর্থাংশ বেশি কাজ উৎপাদন করে সে ৫০ বছরের বদলে ৩৭ বছরে মারা যায়।[১]

পল্ এর মাথা ভাঙতে চাইছে এইজন্য যে. উত্তরের পিটার রোজ হিসেবে শ্রমিক ভাড়া করে এবং দক্ষিণের পল্ সারা জীবনের মত শ্রমিক ভাড়া করে। (ম্যাকলিমান ম্যাগাজিন আগষ্ট, ১৮৬৩।) এইভাবেই শহরের শ্রমিকদের প্রতি (গ্রামের মজুরদের ওপর মোটেই নয়) রক্ষণশীল সহানুভূতির বুদ্‌বুদ্ ফুটে গেল। মোদ্দা কথা হচ্ছে— গোলামি !

১. ডাঃ রিচার্ডসন, "Work and over work" *In Social science Review July 18, 1863*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন ও রাত্রির কাজ

॥ পালা-দৌড় প্রথা ॥

উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, স্থির মূলধনের তথা উৎপাদন-উপায়-সমূহের কাজ হল কেবল শ্রমকে, এবং শ্রমের প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি আনুপাতিক পরিমাণকে, আত্মীকৃত করা। যখন তারা তা করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের নিছক অস্তিত্বই ধনিকের পক্ষে হয়ে ওঠে একটি আপেক্ষিক লোকসান, যখন তারা 'পতিত' পড়ে থাকে, তখন তারা অগ্রিম-প্রদত্ত অকেজো মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র এবং যখনি তাদের কর্মকালীন অন্তবর্তী বিরতির পরে পুনরায় কাজ শুরু করার জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তখনি এই লোকসান হয়ে ওঠে ধন্যাত্মক ও অনাপেক্ষিক। প্রাকৃতিক দিবাভাগের সীমা ছাড়িয়ে রাত পর্যন্ত কর্ম-দিবসের বিস্তার সাধন কেবল এই ক্ষতির আংশিক উপশম হিসাবে কাজ করে; শ্রমের জীবন্ত রক্তের জন্য ধনিকের রক্তপায়ী বাদুড়-সুলভ তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্ত করে। সুতরাং দিনের ২৪ ঘণ্টা জুড়েই শ্রম আত্মসাৎ করাটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রবণতা। কিন্তু যেহেতু একই ব্যক্তির শ্রম-শক্তিকে দিন এবং রাত্রি উভয় বেলাতেই নিরন্তর শোষণ করা শারীরিক ভাবে অসম্ভব, সেই হেতু সেই বাধাটিকে অতিক্রম করার জন্য যে-সব কাজের লোকের শক্তি দিনের বেলায় নিঃশেষিত করা হয়—এবং যে সব কাজের লোকের শক্তি রাতের বেলায় নিঃশেষিত করা হয়—এই দু-ধরনের কাজের লোকদের মধ্যে পালা-বদলের প্রয়োজন হয়। এই পালা-বদল নানা ভাবে করা যেতে পারে, যেমন, ব্যাপারটা এমন ভাবে বন্দোবস্ত করা যেতে পারে যে শ্রমিকদের এক অংশকে এক সপ্তাহে নিযুক্ত করা হয় দিনের কাজে এবং পরের সপ্তাহে রাতের কাজে। এটা সুপরিজ্ঞাত যে, এই পালা-দৌড় প্রথা ('রিলে-সিস্টেম') দুই প্রস্ত শ্রমিকের এই পালা-ক্রমে কাজে নিয়োগ—এটাই ছিল ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের ভরা-যৌবন সর্ব-ব্যাপক ব্যবস্থা, এবং আজও পর্যন্ত এটা প্রচলিত আছে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে, মস্কো জেলার সুতো-কলের ক্ষেত্রে। প্রথা হিসাবে এই ২৪ ঘণ্টার উৎপাদন-প্রক্রিয়া এখনো গ্রেট ব্রিটেনের এমন অনেক শিল্প-শাখায় চালু আছে, যেগুলি "স্বাধীন"—ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং স্কটল্যাণ্ডের 'ব্লাস্ট-ফার্নেস', 'ফোর্জ', 'প্লেট-রোলিং' মিল এবং অন্যান্য ধাতব শিল্পের

প্রতিষ্ঠান। এখানে কাজের সময়ের মধ্যে কেবল সপ্তাহের ছ দিনে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা করেই কেবল নয়, তার উপরে আবার রবিবারেও একটা বড় অংশও অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকদের মধ্যে থাকে নারী-পুরুষ এবং বয়স্ক ও নাবালক ছেলে-মেয়ে সকলেই। শিশু ও তরুণ-তরুণীরা ৮ বছর থেকে (কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ বছর থেকে) শুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সব বয়সেরই হয়।[১]

শিল্পের কতকগুলি শাখায় তরুণী ও বয়স্কা নারীরা সারারাত ধরে কাজ করে পুরুষদের সঙ্গে।[২]

নৈশ শ্রমের সাধারণ ক্ষতিকর প্রভাবের কথা এক পাশে সরিয়ে রাখলেও,[৩]

১. Child Emp. Commission, Third Report, 1864, p. iv, v, vi।

২. "স্ট্যাফোর্ডশায়ার এবং সাউথ ওয়েলস—উভয় জায়গাতেই শিশু ও নারীদের নিযুক্ত করা হয় খাদের পাড়ে ও কয়লার ঢিবিতে, কেবল দিনেই নয় রাতেও। পার্লামেন্টের কাছে পেশ-করা রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থার ফলে বিপুল ও দারুণ অনাচার ঘটে। পোষাকে-আশাকে পুরুষ থেকে পার্থক্য করা দুঃসাধ্য ধুলোয় ও ধোঁয়ায় কালিমা-লিপ্ত এই মেয়েরা কাজ করে এমন পেশায়, যা আদৌ নারী-সুলভ নয়; স্বভাবতই তাদের মর্যাদা-বোধ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের চারিত্রিক-অধঃপতনের পথ খুলে যায়।" ১ম খণ্ড, ১৯৪, পৃঃ xxvi. ৪র্থ রিপোর্ট—(১৮৬১)-৬১, xiii দেখুন)। কাঁচের কারখানাগুলিতেও অবস্থা একই রকম।

৩. রাতের কাজে শিশুদের নিয়োগ করেন, এমন একজন ইস্পাত-কারখানার মালিক মন্তব্য করেন: "এটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে রাতের বেলায় যে-বালকেরা কাজ করে, তারা রাতে ঘুমোতে পারে না এবং দিনের বেলাতেও উপযুক্ত বিশ্রাম পায় না।" (l.c. Fourth Report, 63, p. xiii). দেহের পোষণ ও পরিপুষ্টির জন্য সূর্যালোকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে, একজন চিকিৎসক বলেন, "দেহ-কলাগুলিকে দৃঢ়তর করতে এবং সেগুলির স্থিতিস্থাপকতাকে পুষ্ট করতে আলো সরাসরি সেগুলির উপরে কাজ করে। আলোর উপযুক্ত পরিমাণ থেকে বঞ্চিত হলে প্রাণীর পেশীগুলি নরম ও অস্থিতিস্থাপক হয়ে পড়ে; ত্রুটিপূর্ণ উদ্দীপনের দরুন স্নায়বিক শক্তি ক্ষুন্ন হয় এবং দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ……শিশুদের ক্ষেত্রে দিনের বেলায় প্রচুর পরিমাণ আলোর নিরন্তর (সুলভতা) এবং দিনের একটা অংশে সরাসরি সূর্যকিরণের সংস্পর্শ স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী। আলো রক্তে ভাল 'প্লাজমা' গঠনে সহায়তা করে এবং শরীরের তন্তুগুলিকে শক্ত করে। দর্শনেন্দ্রিয় সম্পর্কে আলো উদ্দীপকের কাজ করে এবং, ফলতঃ, মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে আরো সক্রিয় করে। 'ওরসেস্টার জেনারেল হাসপাতাল'-এর সিনিয়র ফিজিসিয়ান ডাঃ ডবল্যু স্ট্রেঞ্জ-এর লেখা 'হেল্‌থ্' নামক বই থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি নেওয়া হয়েছে। অন্যতম কমিশনার মিঃ হোয়াইটকে তিনি লেখেন, "ল্যাংকাশায়ারে থাকাকালে শিশুদের উপরে নৈশ শ্রমের ফলাফল লক্ষ্য করার সুযোগ

উৎপাদন-প্রক্রিয়ার স্থায়িত্বকাল—বিরতিহীন ২৪ ঘণ্টা—স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবার খুবই প্রীতিকর সুযোগ সৃষ্টি করে, যেমন উল্লিখিত শিল্পগুলিতে, যেগুলি অত্যধিক ক্লান্তিকর প্রকৃতির; প্রত্যেকটি শ্রমিকের পক্ষে একটি সরকারি শ্রম-দিবস মানে দিনে বা রাতে ১২ ঘণ্টা। কিন্তু এই পরিমাণেরও অতিরিক্ত উপরি-খাটুনি অনেক ক্ষেত্রেই, ইংল্যাণ্ডের সরকারি রিপোর্ট অনুসারেই, "সত্যিই ভয়ংকর"।[১]

রিপোর্টে আরও আছে যে "এটা অসম্ভব যে, নীচে যে-কাজের পরিমাণের কথা বলা হয়েছে, ৯ থেকে ১২ বছরের বালকেরা তা সম্পাদন করে, এটা জানার পরে কোনো মানুষই···এই সিদ্ধান্তে না এসে পারে না যে, মাতা-পিতা ও নিয়োগ-কর্তাদের হাতে এমন ভাবে ক্ষমতা অপব্যবহারের অধিকার আর থাকতে দেওয়া যায় না।"[২]

"দিনে ও রাতে বালকদের নিয়োগের ব্যাপারটি হয় সাধারণ কাজের ধারাতেই অথবা অতিরিক্ত চাপের সময়ে প্রায়ই অবশ্যম্ভাবী তাদের দীর্ঘ সময় খাটাবার পথ খুলে দেয়। বস্তুতঃ শ্রমের এই দীর্ঘ সময় শিশুদের পক্ষে নির্মম ও অবিশ্বাস্যভাবে দীর্ঘ। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন না কোন কারণে এক বা একাধিক বালক কাজে অনুপস্থিত থাকে। এরকম ঘটনা ঘটলে, তাদের স্থানে পরের শিফ্‌টে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক বালককে দিয়ে কাজ চালানো হয়। এটি স্পষ্ট যে এই পদ্ধতি সম্পর্কে সকলেই ভাল করে জানেন······ যেমন আমার প্রশ্নের জবাবে সে অনুপস্থিত বালকদের কাজ কে করে, একটি বড় রোলিং-মিলের মালিক বললেন 'মশায়, সেকথাতো আপনি ও আমি দুজনেই ভালমত জানি' এবং বাস্তব ঘটনাটি তিনি স্বীকার করলেন।"[৩]

"একটি রোলিং মিলে যেখানে শ্রমের নিয়মিত সময় হচ্ছে সকাল ছ'টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, যেখানে একটি বালককে প্রতি সপ্তাহে প্রায় চার রাত্রি অন্ততঃ সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হত···এবং এটি ছ'মাস চলে। আর একজন নবছর বয়সের বালক কখনো কখনো একসঙ্গে পর পর তিনটি বারো ঘণ্টার শিফ্‌টে কাজ করত এবং দশ বছর বয়সে সে দুদিন ও দুরাত একাদিক্রমে কাজ করে।"

আমার হয়েছিল এবং কোন কোন মালিক বলে থাকেন, তার প্রতিবাদে আমার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, রাত্রে যে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হয়, অচিরেই তাদের স্বাস্থ্যহানি হয়।" (l.c. 285, p. 55)। এমন একটি প্রশ্নে যে এমন বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে তা থেকেই বোঝা যায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধনিকদের এবং স্তাবকদের মাথার কাজকেও কেমন প্রভাবিত করে।

১. l.c. 57, p. xii.

২. l.c. Fourth Report (1865), 58, p. xii.

৩. l.c. রিপোর্ট।

তৃতীয় আর একজন, "এখন বয়স দশ বছর… …সে সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তিন রাত কাজ করে এবং বাকি রাতগুলিতে রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করে।" "আর একজন তেরো বছরের বালক………সন্ধ্যা ছটা থেকে পরদিন বেলা বারোটা পর্যন্ত কাজ করত, এইভাবে এক সপ্তাহ কাজ করতে হত এবং কখনো কখনো একাদিক্রমে তিন শিফটে কাজ করতে হত, যথা সোমবার বিকেল থেকে মঙ্গলবার রাত্রি পর্যন্ত।" "আর একজন যার বয়স এখন বারো বছর, সে স্টেভলির একটি কাউন্টিতে একাদিক্রমে একপক্ষকাল সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করে, তারপর আর তার কাজ করার ক্ষমতা ছিল না।" জর্জ অ্যালিনসওয়ার্থ, বয়স নয় বছর গত শুক্রবার এখানে সেলার বয় (celler boy) হিসাবে কাজ করতে আসে; পরদিন ভোরে রাত তিনটায় আমাদের আবার শুরু করতে হয়, সেইজন্য আমি সারা রাত ঐখানেই থাকি। আমার বাড়ি পাঁচ মাইল দূরে। উপরে চুল্লী, সেই ঘরের মেঝেতে ঘুমাই, নীচে অ্যাপ্রনটি পাতি, গায়ে শুধু জ্যাকেটটা ঢাকা থাকে। আর দুদিন আমি সকাল ছটায় এখানে এসেছি। হ্যাঁ! এখানে গরম। এখানে আসবার আগে আমি প্রায় এক বছর গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য কারখানায় এই একই কাজ করেছি। সেখানেও শনিবার ভোর রাতে তিনটার সময় কাজ শুরু করতাম—সর্বদাই তাই করতে হয় কিন্তু সেখানে বাড়ি ছিল কাছেই এবং বাড়িতে ঘুমোতে পারতাম। বাকি দিন-গুলিতে সকাল ছটায় কাজ আরম্ভ করে সন্ধ্যা ছটা কিংবা সাতটায় কাজ ছাড়তে হতো।" ইত্যাদি[১]

---

১. l.c. পৃঃ xiii এই 'শ্রম-শক্তিগুলির' সংস্কৃতির মাত্রা স্বভাবতই কতটা তা একজন কমিশনারের সঙ্গে নীচের কথোপকথনে ফুটে উঠেছে: জেরোমিয়া হেনেস্, বয়স ১২—"চারকে চার গুণ করলে আট হয়; চারবার চার যোগ করলে ১৬ হয়। রাজা হচ্ছে এমন একজন যার কাছে সমস্ত অর্থ ও সোনা আছে। আমাদের একজন রাজা আছে (সে বলল যে তিনি একজন রাণী), সকলে তাকে রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা বলে। বলল যে ইনি রাণীর ছেলেকে বিয়ে করেছেন। রাণীর ছেলেই হচ্ছে প্রিন্সেস্ আলেকজান্দ্রা। একজন প্রিন্সেস্ হচ্ছে পুরুষ মানুষ। উইলিয়ম টার্ণার বয়স বারো: "আমি ইংল্যাণ্ডে থাকি না মনে হয় ঐটি একটি দেশ কিন্তু আগে জানতাম না।" জন্ মরিস্ বয়স চোদ্দ: "শুনেছি যে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একজন ছাড়া সব লোক ডুবে মারা যায়।" "শুনেছি সেই লোকটি ছিল একটি ছোট্ট পাখি।" উইলিয়ম স্মিথ্, বয়স পনের: "ভগবান মানুষ সৃষ্টি করলেন, মানুষ স্ত্রীলোক সৃষ্টি করল।" এডওয়ার্ড টেলর বয়স পনের: লণ্ডন জানি না।" হেন্‌রি ম্যাথিউম্যান বয়স, সতের: "চ্যাপেলে গিয়েছি কিন্তু সম্প্রতি প্রায় যাওয়া হয় না। একটি নাম সেখানে প্রচার করা হত, সেটি হচ্ছে যিসাস্ ক্রাইষ্ট্ কিন্তু আমি আর কারো কথা বলতে পারি না এবং যিসাস্ সম্পর্কেও কিছু বলতে

এখন এই চব্বিশ ঘণ্টা কাজের প্রথা সম্পর্কে ধনিকদের বক্তব্য শুনুন। এই প্রথার বাড়াবাড়ি পদ্ধতিগুলি, 'নির্মম ও অবিশ্বাস্য' ভাবে শ্রম-দিবসকে বাড়িয়ে এর অপব্যবহার সম্পর্কে স্বভাবতঃই এঁরা একেবারেই নীরব থাকেন। ধনিকরা এই প্রথার 'স্বাভাবিক' রূপ সম্পর্কে-ই শুধু বলেন।

ইস্পাত নির্মাতা নেলর অ্যাণ্ড ভিকার্স ছশ থেকে সাতশ লোক খাটান যাদের মধ্যে শতকরা দশজনের বয়স আঠারো বছরের নীচে এবং তাদের মধ্যে আবার মাত্র কুড়ি জন আঠারো বছরের কম বয়সের ছেলে রাত্রের দলে কাজ করত,—

পারি না। তাকে হত্যা করা হয়নি, অন্যান্য লোকের মতোই তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি কোন কোন ব্যাপারে অন্য সব লোক থেকে ভিন্ন ছিলেন, কারণ তিনি কোন কোন ব্যাপারে ধার্মিক ছিলেন, অপর লোকেরা তা নয়।" (পৃঃ vx) "শয়তান ভাল লোক। সে কোথায় থাকে জানি না।" "ক্রাইস্ট্ ছিলেন দুষ্ট লোক।" এই বালিকা গড্ বানান ডগ্-এর মত করল, সে রাণীর নাম জানে না।" (শিশু-নিয়োগ কমিশন ৫ম রিপোর্ট, ১৮৬৬,পৃঃ ৫৫, n. ২৭৮)। ধাতুশিল্পে ইতিপূর্বে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে ঐ একই ব্যাপার কাঁচ ও কাগজ শিল্পে চলে। কাগজের কারখানাগুলি যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত হয়, সেখানে ছেঁড়া কাপড়-কম্বল গোছানো ছাড়া আর সব কাজ রাত্রে করাই নিয়ম। কোন কোন ক্ষেত্রে পালাক্রমে রাতের কাজ অবিরাম সারা সপ্তাহ চলে, সাধারণতঃ রবিবার রাত থেকে পরবর্তী শনিবারের মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। যারা দিনে কাজ করে; ১২ ঘণ্টা করে ৫ দিন এবং ১৮ ঘণ্টা করে ১ দিন যারা রাতে কাজ করে তারা পাঁচ রাত বারো ঘণ্টা কাজ করে এবং প্রতি সপ্তাহে একরাত ছ'ঘণ্টা কাজ করে। অপরাপর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক দল একাদিক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা একদিন অন্তর কাজ করে, একটি দল সোমবারে ছঘণ্টা ও শনিবারে আঠারো ঘণ্টা কাজ করে চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মাঝা-মাঝি ব্যবস্থা থাকে যাতে সব শ্রমিকই, যারা যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ তৈরি করে, তারা সপ্তাহে প্রতিদিন পনের কিম্বা ষোল ঘণ্টা কাজ করে। এই পদ্ধতিতে, কমিশনার লর্ড বলেছে: "১১ ঘণ্টা ও ২৪ ঘণ্টা পালা-দৌড়-প্রথার সমস্ত খারাপ দিক জড়ো হয়েছে।" তেরো বছরের কম বয়সের বালক-বালিকা, আঠারো বছরের নীচে তরুণ-তরুণী এবং নারীর এই প্রথায় তাদের বদলিরা হাজির না হলে পর পর দুই শিফ্টে তারা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে বালক-বালিকারা প্রায়ই অতিরিক্ত সময় খাটে এবং মাঝে মাঝে চব্বিশ ঘণ্টা অথবা এমনকি ছত্রিশ ঘণ্টা অবিরাম কাজ করে; কাঁচ তৈরির একটানা ও একঘেয়ে কাজ দেখা যায় যে বারো বছরের বালিকারা সারা মাস দৈনিক চৌদ্দ ঘণ্টা করে কাজ করে। "খাবার জন্য দুবার বা বড়জোর তিনবার আধঘণ্টা মাত্র ছুটি ছাড়া আর কোন নিয়মিত বিশ্রাম বা কর্মবিরতি পাওয়া যায় না।" কোন কোন কারখানায় যেখানে রাতে কাজ একেবারে

এই মালিকেরা বলছেন : "ছেলেদের উত্তাপের জন্য কোন কষ্ট পেতে হয় না। তাপমাত্রা সম্ভবত: ৮৬° থেকে ৯০°……ফোর্জ ও রোলিং মিলগুলিতে শ্রমিকেরা পালা করে দিনরাত কাজ করে কিন্তু বাকি সব কাজ কেবল দিনে-ই হয়, অর্থাৎ সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। ফোর্জে কাজ চলে বারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত। কিছু শ্রমিক সব সময়ই রাতে কাজ করে, তাদের দিন ও রাতে পালা করে খাটানো হয় না এবং যারা নিয়মিতভাবে রাতে এবং নিয়মিতভাবে দিনে কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যে আমরা কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনা সম্ভবত: পালাক্রমে বিশ্রামের সময় বদল না হলেই ঘুম ভালো হয় প্রায় কুড়ি জন আঠারো বছরের কম বয়সের বালক রাতের পালায় কাজ করে। ··আঠারো বছরের কম বয়সের ছেলে ছাড়া আমরা রাতের কাজ ভালভাবে চালাতে পারি না। আপত্তির কারণ এই যে তা না হলে পড়তা বেড়ে যায়··· ···প্রত্যেকটি বিভাগে কুশলী শ্রমিক এবং যথেষ্ট সংখ্যক লোক পাওয়া শক্ত কিন্তু বালকদের প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। ··কিন্তু যে রকম অল্প হারে আমরা বালকদের নিয়োগ করি তাতে এই বিষয়টি (অর্থাৎ রাতের কাজে নিষেধ) আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব বা চিন্তার ব্যাপার নয়।"[১]

একটি ইস্পাত ও লোহার কারখানা যেখানে পূর্ণবয়স্ক ও বালক মিলে তিন হাজার লোক খাটে এবং যেখানকার কাজকর্ম অংশত: যেমন, লোহা ও ইস্পাতের ভারি ভারি কাজ, দিনরাত পালা করে চলে সেই কারখানার মালিক জন ব্রাউন কোম্পানীর মিঃ জে. এলিস বলেছেন "ইস্পাতের ভারি কাজ এক কুড়ি বা দু কুড়ি পূর্ণবয়স্ক লোকের সঙ্গে একটি বা দুটি বালক কাজ করে।" তাঁদের কারবারে ১৮ বছরের কম বয়সের পাঁচশর বেশি বালক কাজ করে, যাদের তিন ভাগের এক ভাগ অথবা ১৭০ জনের বয়স তেরো-র নীচে। আইনের প্রস্তাবিত পরিবর্তন সম্পর্কে মিঃ এলিস বলেন : "আঠারো বছরের বয়সের কোন ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো ঘণ্টার বেশি কাজ করানো হবে না, এতে আপত্তি করবার বিশেষ কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু রাতের কাজে বালকদের বাদ দেওয়া সম্পর্কে আমরা মনে করি না যে বারো বছর বয়স পর্যন্ত কোন সীমা নির্দেশ করা যায়। কিন্তু রাতের কাজে একেবারে বালকদের নেওয়া যাবে না এই অবস্থার চেয়ে আমরা বরং চাই যে তেরো বছরের নীচে অথবা এমনকি চোদ্দ বছর পর্যন্ত বালকদের নিয়োগ বন্ধ করা চলতে পারে। যে-সব বালক দিনের পালায় কাজ করে তাদের সময়মত রাতের পালাতেও কাজ করতে হয়, কারণ শুধু বয়স্কদের দিয়ে রাতের কাজ চলে না, এতে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হবে·····কিন্তু আমরা

পরিত্যক্ত হয়েছে, যেখানে দারুণভাবে অতিরিক্ত খাটুনি চলে,' এবং প্রায়ই এটি চলে সবচেয়ে নোংরা ও সবচেয়ে উত্তপ্ত এবং সবচেয়ে একঘেয়ে যে প্রক্রিয়া তাতে ('শিশু-নিয়োগ কমিশন রিপোর্ট' iv, ১৮৬৫', পৃঃ xxxviii এবং xxxix।)

১. চতুর্থ রিপোর্ট ইত্যাদি ১৮৬৫, ৭৯ পৃঃ xvi।

মনে করি যে এক সপ্তাহ ছাড় দিয়ে দিয়ে রাতের কাজ ক্ষতিকর নয়। ('নেলর অ্যাণ্ড ভিকার্স' অপরপক্ষে তাঁদের কারবারের স্বার্থেই মনে করেছেন যে অবিরাম রাতের কাজের চেয়ে পালা করে ছাড় দিয়ে রাতে কাজ করানো সম্ভবত বেশি ক্ষতিকর)। পূর্ণবয়স্ক যারা এই কাজ করে এবং অপর যারা শুধু দিনের বেলাতেই কাজ করে তাদের উভয়কেই আমরা দেখতে পাচ্ছি·······আঠারো বছরের কম বয়সের বালকদের রাতে কাজ করতে না দেওয়া সম্পর্কে আমাদের আপত্তির কারণ হচ্ছে যে এতে খরচ বাড়বে, এবং এইটাই একমাত্র কারণ। (কী নির্মম সরলতা!) আমরা মনে করি যে আমাদের কারবারকে সফলভাবে পরিচালনা করতে হলে খরচের এই বৃদ্ধি আমরা ঠিক ঠিক বহন করতে পারিনা। (কেমন গালভরা কথা)! এখানে শ্রমিক দুর্লভ, এবং যদি এরকম নিয়ন্ত্রণ হয় তাহলে শ্রমিকের অভাব হতে পারে।" (অর্থাৎ এলসি ব্রাউন কোং এমন মারাত্মক দুর্বিপাকে পড়তে পারেন যে-অবস্থায় শ্রম-শক্তির পূর্ণ-মূল্য দিতে তারা বাধ্য হবেন)।[১]

মেসার্স ক্যামেল এণ্ড কোম্পানির "সাইক্লপ্‌স ইস্পাত ও লৌহ কারখানা" হচ্ছে পূর্বোক্ত জন ব্রাউন কোম্পানি পরিচালিত কারবারের মতই বৃহৎ আয়তনের। কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লিখিতভাবে সরকারি কমিশনার মিঃ হোয়াইট-এর কাছে তার সাক্ষ্য দাখিল করেন। পরে অবশ্য পাণ্ডুলিপিটি দেখে দেবার জন্য তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হলে তিনি ঐটি লুকিয়ে ফেলাই সুবিধাজনক মনে করেন। কিন্তু মিঃ হোয়াইটের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। তিনি স্পষ্ট মনে রাখেন যে সাইক্লাপ কোম্পানিটির মতে শিশুদের ও তরুণদের রাতের শ্রম নিষিদ্ধ করা "অসম্ভব ব্যাপার হবে, তাতে কার্যতঃ কারখানাই বন্ধ করে দেওয়া হবে।" তবু তাঁদের কারবারের নিযুক্ত লোকের মধ্যে আঠারো বছরের নীচে বয়ঃক্রম শতকরা ছজনের কিছু বেশি এবং তেরো বছরের নীচে বয়ঃক্রম শতকরা একজনেরও কম।[২]

ঐ একই বিষয়ে এটারক্লিফের ইস্পাতের রোলিং মিল ও ফোর্জের কারবারী "স্যাণ্ডারসন্ ব্রাদার্স কোম্পানির" মিঃ ই. এফ স্যাণ্ডারসন্ বলেন: আঠারো বছরের কম বয়সের তরুণদের রাতের কাজ নিষিদ্ধ হলে মহামুশকিল হবে। সবচেয়ে বেশি মুশকিল হবে এই যে বালকের বদলে পূর্ণবয়স্কদের নিয়োগ করলে খরচ বাড়বে। এই বৃদ্ধি কতটা হবে তা আমি বলতে পারি না কিন্তু সম্ভবতঃ এমন হবে যার দরুণ কারবারীরা ইস্পাতের দাম বাড়াতে পারবে না এবং সেজন্য এটি কারবারীদের ঘাড়েই চাপবে, অবশ্য এই ক্ষতির জন্য কোন লোকই (কী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক!) দাম দিতে চাইবে না।" মিঃ স্যাণ্ডারসন্ শিশুদের কত মজুরি দেওয়া হয় তা জানেন না, কিন্তু "সম্ভবতঃ কম বয়সের বালকেরা সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ শিলিং পায়···বালকদের কাজের প্রকৃতি হচ্ছে এই রকম যার জন্য সাধারণতঃ (সাধারণতঃ মানে অবশ্য সর্বদা নয়) বালকদের

১. l. c. ৮০ পৃঃ xvi

২. l. c. ৮২ পৃঃ xvii

শক্তিই বেশ যথেষ্ট এবং সেইজন্য পূর্ণবয়স্কদের বেশি থেকে এমন কিছু লাভ হবে না যা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা যাবে অথবা এমন কয়েকটি ক্ষেত্রেই তা করা যাবে। যেখানে ধাতু খুব ভারি। পূর্ণবয়স্করা তাদের অধীনে বালকদের না থাকা পছন্দ করে না কারণ ঐ জায়গার পূর্ণবয়স্করা ততখানি বংশবদ হবে না। তা ছাড়াও বালকদের খুব কম বয়স থেকেই শিল্পের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া দরকার। বালকদের জন্য শুধু দিনের কাজ নির্দিষ্ট থাকলে এই উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।" কেন হয় না? কেন দিনের বেলা তাদের কাজ থেকে বালকরা শিখতে পারে না? আপনারা কারণ বলুন? "পূর্ণবয়স্করা পালা করে এক সপ্তাহে দিনে এবং পরের সপ্তাহে রাতে কাজ করার জন্য অর্ধেক সময় তাদের বালকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং তাদের দরুন প্রাপ্য অর্ধেক লাভ হারাবে। শিক্ষানবীশকে যে শিক্ষা তারা দেয়, বালকদের শ্রমের মজুরির অংশ সেদিক দিয়ে তাদের প্রাপ্য। বলে বিবেচিত হয় এবং এইভাবে পূর্ণবয়স্করা সস্তাদরে বালকদের খাটাতে পারে। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিই এই লাভের অর্ধেক চায়।" অর্থাৎ এই প্রথা রহিত হলে পূর্ণবয়স্কদের মজুরির একাংশ বালকদের রাতের কাজ থেকে না এসে স্যাণ্ডারসনদের-ই দিতে হবে। অতএব স্যাণ্ডারসনদের লাভ কিছুটা কম হবে এবং এইটাই হচ্ছে সদাশয় স্যাণ্ডারসনদের যুক্তি, যাতে তারা বলেছেন বালকেরা দিনের বেলায় শিল্প শিক্ষা করতে পারে না।[১] এ ছাড়াও রাতের কাজ বালকরা না করলে, সেটা যারা দিনে কাজ করে তাদেরই ঘাড়ে চাপবে এবং তারা এটি সহ্য করতে পারবে না। বস্তুতঃ অসুবিধা এত বাড়বে যে তাদের হয়ত রাতের কাজ একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে এবং ই. এফ. স্যাণ্ডারসন বলেছেন, "আমাদের শিল্পের সঙ্গে যতটা সম্পর্ক আছে, তাতে ব্যাপারটা মানিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু—।" কিন্তু স্যাণ্ডারসনদের ইস্পাত তৈরি ছাড়াও আরো কিছু করতে হয়। ইস্পাত তৈরি হচ্ছে উদ্বৃত্ত কেবল মূল্য সৃষ্টির একটি অজুহাত। লোহা গলাবার ফার্নেস, রোলিং মিল প্রভৃতিকে কারখানার বাড়ি, যন্ত্রপাতি, লোহা, কয়লা ইত্যাদিকে কেবল ইস্পাতে পরিণত করা ছাড়া নিজেদেরকে আরও কিছু করতে হয়। তারা বাড়তি শ্রম শোষণ করার কাজে লাগে এবং স্বভাবতই চব্বিশ ঘণ্টায় বারো ঘণ্টার চেয়ে বেশি শোষণ করে বস্তুতঃ তারা ঈশ্বর ও আইনের অনুগ্রহে কিছু লোককে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই খাটানোর দরুন স্যাণ্ডারসনদের একটি টাকার অংক উপহার দেয় এবং যে মুহূর্ত তাদের শ্রম-শোষণের কাজটি ব্যাহত হয়, তখন-ই

---

১. আমাদের এই যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার যুগে যদি কোন মানুষ প্রত্যেকটি ব্যাপারে, তা' সে যতই খারাপ অথবা খেয়ালীই হোক না কেন, ভাল কারণ দেখাতে না পারে তাহলে তার কোন যোগ্যতা নেই। পৃথিবীতে যত খারাপ কাজ হয়েছে সেই সবগুলিই হয়েছে ভাল কারণের জন্য। (হেগেল, *Zyklopadie der philosophischen Wissenschaften, Berlin*—140 পৃঃ ২৪৯)।

তারা মূলধনের চরিত্র হারায় এবং সেইজন্য স্যাণ্ডারসনদের নিছক ক্ষতি হয়। কিন্তু তাহলে অত সব দামী দামী যন্ত্রপাতি অর্ধেক সময় বন্ধ থাকার জন্য ক্ষতি হবে এবং বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা যে পরিমাণ কাজ করতে পারছি সেই পরিমাণ কাজ করতে কারখানা ও যন্ত্রপাতি দ্বিগুণ করতে হবে, যার ফলে নিয়োজিত মূলধনকেও দ্বিগুণ করতে হবে। স্যাণ্ডারসনেরা এমন একটি সুবিধা চাইছেন যেটি অন্যান্য ধনিক যারা শুধু দিনে কাজ চালায় এবং তার ফলে যাদের বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল রাত্রে অলস ভাবে পড়ে থাকে, তারা পান না? ই এফ. স্যাণ্ডারসন সমস্ত স্যাণ্ডারসনদের হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন: "একথা সত্য যে-সব কারখানা শুধু দিনে চলে তাদের যন্ত্রপাতি রাতে বন্ধ থাকার জন্য ক্ষতি হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ফার্নেস-এর ব্যবহারে একটি ক্ষতি হয়। যদি ফার্নেসকে চালু রাখতে হয় জ্বালানির অপচয় হবে (এখন তার জায়গায় শ্রমিকের প্রাণ-শক্তির অপচয় হচ্ছে মাত্র), এবং যদি চালু রাখা না হয় তাহলে নূতন করে আগুন দিয়ে উত্তপ্ত করতে অনেক সময়ের অপচয় হবে (যে-ক্ষেত্রে এমনকি আট বছরের শিশুর পর্যন্ত ঘুমের সময়ের ক্ষতি হচ্ছে স্যাণ্ডারসনদের পক্ষে শ্রম-সময়ের দিক দিয়ে লাভ) এবং ফার্নেসগুলিও তাপমাত্রার কম বেশি হওয়ার ফলে জখম হবে।" (যেন ঐ ফার্নেসগুলি দিনরাত শ্রমের পরিবর্তনের ফলে কিছুই পরিবর্তন হয় না)।[১]

---

১. l. c. 85, p. xvii। শিশুদের জন্য নিয়মিত খাবার সময় বেঁধে দেওয়া অসম্ভব কেননা তা করলে ফার্নেসে কিছু পরিমাণ তাপের "নিছক ক্ষতি" বা "অপচয়" ঘটবে—কাঁচ কারখানার মালিকদের এই সকাতর আপত্তির জবাব দিয়েছেন কমিশনার হোয়াইট তাঁর জবাব উরে সিনিয়র এবং তাঁদের রশার-মার্কা জার্মান ছিঁচকে লেখা চোরদের জবাবের মত নয় যারা সোনা খরচের ব্যাপারে ধনিকদের "মিতাচার" "আত্ম-সংবরণ" ও "সঞ্চয়" বৃত্তির দ্বারা এবং মানুষের প্রাণ খরচের ব্যাপারে তাদের তৈমুর-লঙ্গ-সুলভ অমিতাচারের দ্বারা অভিভূত! "এই সব ক্ষেত্রে খাবারের সময় বেঁধে দিলে কিছু পরিমাণ তাপের অপচয় হতে পারে কিন্তু সেই অপচয় সারা রাজ্য জুড়ে কাঁচ-শিল্পের বাড়তি বয়সের ছেলেদের নির্বিঘ্নে খাবার মত এবং তার পরে সেটা হজম করাবার মত কিছুটা সময় না দেবার দরুন যে জৈব শক্তির অপচয় হয়, তার আর্থিক মূল্যের সমান নয়।" (l. c; p, xlv) এবং এই ঘটনা ১৮৬৫ সালের প্রগতিশীল যুগের সমসময়কার। ভারি জিনিস তোলা ও বয়ে নিয়ে যাওয়ায় যে শক্তিক্ষয় হয় তার হিসেব বাদ দিয়েও যেসব কারখানায়, ঘরে বোতল ও ফ্লিন্টের কাঁচ তৈরি হয় সেখানে এই রকম একটি বালক ও শিশু তার কাজ উপলক্ষে প্রতি ছয়ঘণ্টায় পনের থেকে ত্রিশ মাইল হাঁটে। এবং কাজ করতে হয় প্রায়ই চোদ্দ অথবা পনের ঘণ্টা! এসব কাঁচ কারখানায় অনেক ক্ষেত্রে যেমন সুতা কারখানায় ছয়ঘণ্টা পালার ব্যবস্থা আছে। "সপ্তাহে কাজের সময়ের মধ্যে যে-কোন সময়ে একসঙ্গে সর্বাধিক বিশ্রামের সময় হচ্ছে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ন্যায্য শ্রম-দিবসের জন্য সংগ্রাম। চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ থেকে সতেরো শতকের শেষ পর্যন্ত শ্রম-দিবসকে দীর্ঘতর করার জন্য বিবিধ বাধ্যতামূলক আইন ॥

"একটি শ্রম-দিবস কাকে বলব? শ্রম-শক্তিকে দৈনিক ক্রয় করে ধনিক তাকে কতটা শোষণ করতে পারে? শ্রম শক্তির মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় ছাড়িয়ে শ্রম-দিবসকে কতদূর পর্যন্ত বাড়ানো যায়?" আমরা দেখেছি যে এইসব প্রশ্নের উত্তরে ধনিক বলে: শ্রম-দিবসের মধ্যে পড়ে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা, তার মধ্যে শুধু সেই কয় ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য বাদ রাখতে হবে যে-টুকু না করলে স্বয়ং শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনই একেবারে অসম্ভব হয়। অতএব এটি সুস্পষ্ট যে সারাজীবন ধরে শ্রমিক তার শ্রম-শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেইজন্য তার হাতের সমস্ত সময়-ই প্রকৃতি

মাত্র ছ'ঘণ্টা এবং এই ছ'ঘণ্টার মধ্যেই কাজের জায়গায় যাতায়াত শৌচক্রিয়া ও স্নানাদি বেশভূষা ও আহারের সময় ধরতে হবে যাতে বিশ্রামের জন্য অতি অল্প সময়-ই পাওয়া যায় এবং খোলা বাতাসে থাকা অথবা খেলাধুলা করার কোন সময়ই পাওয়া যায় না; অবশ্য যদি না এরকম উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ও ক্লান্তিকর কাজের পর ছোট ছেলেরা না-ঘুমিয়ে খোলা হাওয়ায় বসতে চায় ·····এই অল্প সময়ের নিদ্রাও মাঝে মাছে ভেঙ্গে যেতে বাধ্য যদি রাত্রির মধ্যে বালকটিকে আবার জাগাতে হয় অথবা দিনমানে গোলমালের জন্যই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।" মি হোয়াইট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে একটি বালক একাদিক্রমে ছত্রিশ ঘণ্টা কাজ করে; অপর কয়েকটি দৃষ্টান্তে তিনি দেখিয়েছেন যে বারো বছরের বালকেরা রাত্রি দুটো পর্যন্ত কাজ করে চলে এবং তারপর কারখানার-ঘরেই সকাল পাঁচটা পর্যন্ত (মাত্র তিন ঘণ্টা!) ঘুমিয়ে আবার কাজ শুরু করে। ট্রেমন-হিয়ার ও ট্রাফনেল যারা রিপোর্টটি লিখেছেন তাঁরা বলেছেন যে, নাবালক ও নাবালিকা ও নারী-শ্রমিকরা দিনে বা রাতে কার্যকালে যে পরিশ্রম করে, সেটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেশি। (l, c. xliii ও xliv।) ঠিক যে সময় সম্ভবতঃ একটু বেশি রাতেই আত্মত্যাগী কাঁচ নির্মাতা ধনীরা মদে চুর হয়ে তাঁদের ক্লাব থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে বাড়ি যাবার পথে নির্বোধের মত গুনগুন করে গান করেন, "বৃটেনেরা কখনো হবে না গোলাম!"

ও আইন নির্দেশে শ্রম-সময়রূপে মূলধনের আত্মপ্রসারের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা, মানসিক উন্নতি, সামাজিক কর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক মেলামেশা, শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ এমনকি রবিবারের বিশ্রামের সময় পর্যন্ত (এবং যে-দেশে রবিবার পবিত্র ছুটির দিন বলে গণ্য)[১] সবই বাজে! কিন্তু নিজের অন্ধ অসংযত আবেগ, উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য রক্তপিপাসু নেকড়ের ক্ষুধা নিয়ে মূলধন শুধুমাত্র নৈতিকতার সীমাই লঙ্ঘন করে না, পরন্তু শ্রম-দিবসের নিছক শারীরিক সীমাও অতিক্রম করে। মানুষের শরীরের বৃদ্ধি, উন্নতি ও সুস্থ অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও সে আত্মসাৎ করে। টাটকা হাওয়া ও সূর্যের আলো পাবার জন্য যে-টুকু সময় দরকার সে-টুকুও সে চুরি করে। এরা খাবার সময় নিয়ে টানাটানি করে, ঐ সময়টুকুকে যেখানেই সম্ভব উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে, যাতে শ্রমিকদের খাদ্য হয়ে ওঠে মাত্র উৎপাদনের একটি উপকরণ ঠিক যেমন বয়লারে কয়লা সরবরাহ করা হয় এবং যন্ত্রপাতিতে চর্বি ও তেল প্রয়োগ করা হয়। যাতে ক্ষতিপূরণের পরে সতেজ হয়ে আবার শরীরের শক্তি ফিরে আসে তার জন্যে যে গভীর নিদ্রার দরকার ধনিকেরা পরে তার জায়গায় শুধু কয়েক ঘণ্টা মূহ্যমান অবস্থায় বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতে দেয়, যা একেবারে পরিশ্রান্ত দেহ-যন্ত্রের পক্ষে আবার কাজ করতে হলে অপরিহার্য। শ্রম-শক্তির স্বাভাবিক সংরক্ষণ দিয়ে শ্রম-দিবসের সীমা নির্ধারণ করা হয় না; পরন্তু প্রতিদিন শ্রম-শক্তির সর্বাধিক ব্যয়, সেটা স্বাস্থ্যকে যত-ই নষ্ট করুক, যত-ই পীড়ন-মূলক ও কষ্টকর হোক্, তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় শ্রমিকদের বিশ্রামের সময় কিভাবে সীমাবদ্ধ করা যায়। শ্রমিক কতদিন বাঁচবে অথবা

---

১. ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ জেলাগুলিতে এখনো মাঝে মাঝে শ্রমিককে তার বাড়ির সামনের বাগানে রবিবার কাজ করে পবিত্র বিশ্রামের দিনটিকে অপবিত্র করার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ঐ একই শ্রমিককে আবার ধাতু, কাগজ অথবা কাঁচের কারখানায় রবিবারে কাজে হাজির না হলে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে শাস্তি পেতে হয়। সনাতনপন্থী পার্লামেণ্ট পর্যন্ত রবিবারের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা সম্পর্কে কোন কথা-ই শুনতে চান না যদি মূলধনের প্রসারের প্রণালীর প্রয়োজনে ঐটি দরকার হয়ে পড়ে। লণ্ডনের মাছ এবং হাঁস-মুরগীর দোকানের দিন-মজুরেরা ১৮৬৩ সালের আগষ্ট মাসে একটি স্মারকলিপিতে রবিবারে শ্রম নিষিদ্ধ করতে চেয়ে বলেন যে তাঁদের সপ্তাহের প্রথম ছ'দিনে গড়ে পনের ঘণ্টা করে কাজ করতে হয় এবং রবিবারে আট থেকে দশ ঘণ্টা। ঐ একই লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে 'এক্সেটার হল'-এর ভণ্ড অভিজাত সম্প্রদায়ের ভোজন-বিলাসীরাই বিশেষ করে 'রবিবারের শ্রমের' উৎসাহ দেন। এইসব 'পবিত্র ব্যক্তিরা' ধর্মের জন্য যাদের উৎসাহের অন্ত নাই তারা তাদের খ্রীষ্টান মনোভাবের পরাকাষ্ঠা দেখান অপরের অতিরিক্ত খাটুনি, দুঃখকষ্ট ও ক্ষুধাকে চোখ বুজে বিনীত ভাবে মেনে নিয়ে। *"Obsequium ventris istis (the labourers) perniciosius est."*

শ্রম-শক্তির জীবনের মেয়াদ নিয়ে ধনিক মাথা ঘামায় না। তাদের চিন্তা কেবল এবং একমাত্র এই নিয়ে যে কিভাবে শ্রম-শক্তিকে সর্বাধিক শোষণ করা যায়, শ্রম-দিবসের কতখানি জুড়ে তাকে সচল রাখা যায়। এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে ধনিক শ্রমিকের আয়ু কমিয়ে দেয়, যেমন একজন লোভী কৃষক বেশি ফসল পাবার লোভে তার চাষের জমির উর্বরতা নষ্ট করে ফেলে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি (বিশেষ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন, উদ্বৃত্ত শ্রমের শোষণ এইভাবে শ্রম-দিবসকে বাড়িয়ে শুধু যে মানুষের স্বাভাবিক নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি ও প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা হরণ করে মানুষের শ্রম-শক্তির অবনতি ঘটায়, তাই নয়—পরন্তু এর দ্বারা শ্রম-শক্তিকেও অকালে নিঃশেষ করে তার মৃত্যু ঘটায়।[১] এতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের কাজে শ্রমিকদের খাটুনির সময় বাড়িয়ে তার সত্যকার আয়ুষ্কাল কমিয়ে ফেলা হয়।

কিন্তু শ্রম-শক্তির মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রমিকের পুনরুৎপাদন অথবা শ্রমিক শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকারি পণ্যগুলির মূল্য। অতএব যদি শ্রম-দিবসকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়ানো হয় যে কাজটি ধনিকেরা আত্মপ্রসারের সীমাহীন লালসার জন্য অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করে,—এতে ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকের আয়ুষ্কাল কমে যায়, ফলতঃ শ্রম-শক্তির আয়ুষ্কালও কমে, যার ফলে অনেক দ্রুতগতিতে ক্ষয় পাওয়া শক্তিগুলির স্থানপূরণ করতে হয় এবং শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের খরচের অঙ্ক বাড়ে; ঠিক যেমন একটি যন্ত্রের ক্ষেত্রে বেশি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হলে তার জন্যে প্রতিদিন বেশি মূল্যের পুনরুৎপাদন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতএব এইটাই প্রতিভাত হয় যে মূলধনের স্বার্থেই একটি স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের দিকে এগোতে হয়।

দাস-মালিক ঠিক যেমন নিজের ঘোড়া কেনে, তেমনি নিজের শ্রমিককেও কেনে। যদি তার দাস মারা যায় তাহলে তার মূলধনের ক্ষতি হয় যে ক্ষতি দাস-বাজারে আবার নোতুন বিনিয়োগ করে পূরণ করতে হয়। "কিন্তু জর্জিয়ার ধানের ক্ষেত অথবা মিসিসিপির জলা অঞ্চল মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে; এইসব অঞ্চলে চাষ করতে হলে মনুষ্য-জীবনের অপচয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিন্তু এই অপচয় এত বেশি নয় যা ভার্জিনিয়া ও কেন্টাকির ঘন বসতি থেকে পূরণ করা যায় না। অধিকন্তু যে-কোন একটি স্বাভাবিক অবস্থায় খরচ বাঁচাবার প্রয়োজন থেকে প্রভুর স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখার যে সমতা আসে, তারজন্য কিছুটা সদয় মানবিক ব্যবহারের আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু-দাস বিক্রির ব্যবসা প্রবর্তিত

১. ইতিপূর্বে কয়েকজন অভিজ্ঞ কারখানা-মালিকদের বক্তব্য নিয়ে এই মর্মে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে যে, "অতিরিক্ত ঘণ্টার কাজ সুনিশ্চিতভাবে মানুষের কাজ করার ক্ষমতাকে অকালে নিঃশেষ করে।" (l. c. ৬৪, পৃঃ xiii)।

হবার পরে দাসকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত খাটিয়ে নেবার যুক্তি এসে যায়; কারণ যখন বিদেশের দাস-সংগ্রহের কেন্দ্র থেকে তার জায়গা পূরণ করা চলে, তখনি তার বেঁচে থাকার সময়ের কার্যকারিতার চেয়ে তার আয়ুষ্কালের পরিমাণের গুরুত্ব কমে যায়। অতএব দাস-ব্যবস্থাপনার এটি একটি মূল কথা এই যে, যে-সব দেশে দাস আমদানি করা হয় সেখানে সবচেয়ে কার্যকরী আর্থিক হিসেব হচ্ছে এই কম সময়ে গোলামকে নিঙড়ে কত বেশি কাজ পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলের কৃষিতে যেখানে বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ প্রায় গোটা বাগিচার সমগ্র মূল ধনের সমান হয়, সেখানে নিগ্রোর জীবনকে একেবারে যথেচ্ছভাবে বলি দেওয়া হয়। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ-এর কৃষি যেখানে বহু শতাব্দী ধরে রূপকথার মত ধনদৌলত সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ সন্তানের সমাধি হয়েছে। বর্তমান সময়ে (উনিশ শতক) কিউবার আয়ের পরিমাণ কোটি কোটি টাকা দিয়ে হিসাব করা হয় এবং যেখানে বাগিচার মালিকরা হচ্ছে সবাই নবাব, সেখানেই আমরা দেখি দাস শ্রেণী সবচেয়ে খারাপ খেয়ে সর্বাধিক ক্লান্তিকর ও বিরামহীন পরিশ্রম করে এবং এমনকি প্রতি বছর তাদের একটি অংশ ধ্বংস বরণ করে।[১]

Mutato nomine de te fabula narratur.—এই উদ্ধৃতিতে দাস-ব্যবসার জায়গায় লিখুন শ্রমের-বাজার, কেন্টাকি ও ভার্জিনিয়ার জায়গায় লিখুন আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্-এর কৃষিপ্রধান জেলাগুলি, আফ্রিকার বদলে লিখুন জার্মানি। আমরা দেখেছি যে, কিভাবে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য লণ্ডনের রুটি-সেঁকা মজুরেরা বিলুপ্ত হচ্ছে। তবু রুটির কারখানায় মৃতের জায়গা নেবার জন্য জার্মান ও অপরাপর জায়গার কর্মপ্রার্থীদের দিয়ে লণ্ডনের শ্রমের-বাজার সদা-সর্বদা ঠাসা। আমরা আরো দেখেছি যে পটারি-শিল্পে পরমায়ু সবচেয়ে কম। তাতে কি পটারি-কর্মীর কোন অনটন হয়েছে? আধুনিক পটারি-শিল্পের আবিষ্কারক যোশিয়া ওয়েজউড, যিনি শুরুতে নিজে একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলেন, তিনি ১৮৭৫ সালে কমন্স-সভায় বলেন যে সমগ্র শিল্পে পনের থেকে বিশ হাজার লোক কাজ করে।[২] ১৮৬১ সালে গ্রেটব্রিটেনে শুধু এই শিল্পের শহর-কেন্দ্রগুলির জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০১,৩০২। বস্ত্রশিল্প নব্বই বছর ধরে চলেছে······এটি ইংরেজ জাতির তিন পুরুষ থেকে আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে অনায়াসে একথা বলা যায় যে এই সময়ের মধ্যে এই শিল্প কারখানা-মজুরদের নটি পুরুষ ধ্বংস করেছে।"[৩]

একথা নিঃসন্দেহ যে অত্যন্ত কর্মচঞ্চল কোন কোন সময়ে বাজারে তাৎপর্য-পূর্ণ অনটন দেখা গিয়েছে, যেমন ১৮৩৪ সালে। কিন্তু তখন শিল্প মালিকরা 'গরিব

১. কেয়ার্নেস্‌, ("The Slave Power") 'দাস শক্তি' পৃঃ ১১০, ১১১।

২. জনওয়ার্ড: 'দি বরো অব স্টোক্‌-আপন ট্রেণ্ট' লণ্ডন, ১৮৪৩, পৃঃ ৪২।

৩. কমন্স সভায় ১৮৬৩ সালের ২৭শে এপ্রিল ফেরাণ্ড-এর বক্তৃতা।

'আইন' কমিশনারদের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, তাঁদের উচিত কৃষিপ্রধান জেলাগুলি "বাড়তি জনসংখ্যাকে" উত্তরাঞ্চলে পাঠানো,—তার সঙ্গে এই ব্যাখ্যা ছিল যে "শিল্প মালিকেরা তাদের সকলকে কাজ দেবেন এবং উজার করে ফেলবেন।"[১] 'গরিব আইন' কমিশনারদের সম্মতি নিয়ে এজেন্টদের নিযুক্ত করা হল...ম্যাঞ্চেষ্টারে একটি অফিস খুলে সেখানে কৃষিপ্রধান জেলাগুলির কর্মপ্রার্থী শ্রমিকদের তালিকা পাঠানো হতে থাকলো এবং ঐ নামগুলি রেজিষ্টার-ভুক্ত হল। শিল্প-মালিকরা এইসব অফিসে আসতেন এবং পছন্দ মাফিক লোক বাছাই করতেন, তাঁদের দরকার-মত লোক বেছে তারা এদের ম্যাঞ্চেষ্টারে চালান করবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং ঠিক মালের বস্তার মত টিকিট এঁটে তাদের খালপথে অথবা গাড়িতে পাঠানো হত, কিছু কিছু লোক রাস্তায় হেঁটে রওনা হত এবং তাদের অনেককে রাস্তায় অর্ধাহারে পথ হারিয়ে-যাওয়া অবস্থায় দেখা যেত। এই প্রথাটি একটি নিয়মিত ব্যবসা হয়ে ওঠে। পার্লামেণ্ট হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না, কিন্তু আমি তাঁদের বলতে পারি যে মানুষের রক্ত-মাংস নিয়ে এই ব্যবসা ভালভাবেই চলছিল, কার্যতঃ ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্প-মালিকদের কাছে এদের তেমন-ই নিয়মিতভাবে বিক্রি করা হত যেমন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা-বাগিচার মালিকদের কাছে দাসদের বিক্রি করা হয়.... ১৮৬০ সালে, "বস্ত্রশিল্পের চূড়ান্ত উন্নতির সময়।"...শিল্প-মালিকরা আবার দেখলেন যে শ্রমিকের অভাব হচ্ছে... তারা তখন আবার 'মাংস বিক্রেতাদের' (এদের এই নামেই ডাকা হয়) কাছে আবেদন করলেন। এই এজেন্টরা ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে, ডরসেটশায়ারের চারণভূমিতে, ডিভনশায়ারে তৃণাঞ্চলে, উইল্টশায়ারের গো-পালকদের মধ্যে গেলেন, কিন্তু অনুসন্ধান বৃথা হল। অতিরিক্ত জনসংখ্যা উজার হয়ে গিয়েছিল।' ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিসম্পন্ন হবার পর 'বেরি গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখেছিল যে "ল্যাঙ্কাশায়ারে দশ হাজার বাড়তি শ্রমিক কাজ পেতে পারে এবং ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজারের দরকার হবে।" কৃষিপ্রধান জেলাগুলিতে ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর "একটি প্রতিনিধি-দল লণ্ডনে আসেন এবং গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তি [গরিব আইন পর্ষৎ-এর সভাপতি ভিলিয়ার্স]-র কাছে এই উদ্দেশ্যে ধর্ণা দেন যাতে তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলির জন্যে দরিদ্র-নিবাস থেকে গরিব ও অনাথ শিশুদের সংগ্রহ করে দেন।[২]

১, 'ঠিক এই শব্দগুলিই সুতোকল-মালিকরা ব্যবহার করেন', l.c.।

২. l.c. রিপোর্ট। নিজের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মি· ভিলিয়ার্স কারখানা-মালিকদের অনুরোধ অমান্য করতে 'আইনত' বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এইসব ভদ্র-লোকেরা স্থানীয় 'গরিব আইন পর্ষদের' কর্তৃপক্ষকে বশ করে নিজেদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করেন। কারখানা-ইন্সপেক্টর মিঃ রেড্‌গ্রেভ্ জোরের সঙ্গে বলেন যে এইবার যে প্রথা অনুযায়ী ভিখারী ও অনাথ শিশুদের 'আইনত' শিক্ষানবীশ ধরা হয়েছিল, তাতে কিন্তু সেই পুরানো অনাচারগুলি ছিল না' (এই অনাচারগুলি সম্পর্কে এঙ্গেলস্-এর

ধনিকের কাছে সাধারণভাবে যে অভিজ্ঞতা প্রকট হয় তা হচ্ছে সদাসর্বদা জনসংখ্যার একটি বাড়তি অংশ, অর্থাৎ এমন একটি অংশ যা মূলধনের শ্রম-বিশোষণের সাময়িক প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি.—যদিও সেই বাড়তি জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে কয়েক পুরুষের মানুষ। যাদের দেহ খর্বিত. আয়ু লুণ্ঠিত, যারা দ্রুতগতিতে একে অন্যকে

"Lage" দেখুন), যদিও একটি ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে 'এই প্রথার অপব্যবহার দেখা যাব সেখানে কিছুসংখ্যক বালিকা ও তরুণীকে স্কটল্যাণ্ডের কৃষিপ্রধান অঞ্চল থেকে ল্যাংকাশায়ারে ও চশারে আনা হয়েছিল।' এই প্রথায় কারখানা-মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে একটি চুক্তি করতেন। তিনি শিশুদের খাওয়া. পরা ও বাসস্থান দিতেন এবং তাদের হাত-খরচার জন্য অল্প কিছু অর্থ দিতেন। মিঃ রেড্‌গ্রেভ্-এর একটি মন্তব্য যেটা নীচে সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়। বিশেষতঃ যখন আমরা বিচার করি ইংল্যাণ্ডে বস্ত্র-শিল্পের সমৃদ্ধির বছরগুলির মধ্যেও ১৮৬০ সাল হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম এবং অধিকন্তু ঐ সময় মজুরিও ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশি। কারণ কাজের এই ভীষণ চাহিদার অপরদিকে ছিল আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কৃষি-প্রধান অঞ্চলগুলি থেকে অস্ট্রেলিয়া ও নরমেনদের আমেরিকায় বিদেশ যাত্রার হিড়িক, এমনকি ইংল্যাণ্ডের কৃষি-প্রধান জেলা-গুলিতে জনসংখ্যা সত্যসত্যই কমে গিয়েছিল ; এর কারণ হচ্ছে অংশত এই যে মানুষ-ব্যবসায়ে লিপ্ত এজেন্টদের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রাণশক্তি ইতিপূর্বেই ব্যবহার যোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত। এইসব সত্ত্বেও মিঃ রেডগ্রেভ্ বলেন : কিন্তু এই ধরনের শ্রম কেবল তখনই খোঁজা হয় যখন আর সবই দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, কারণ এই শ্রমের মূল্য বেশি। তেরো বছরের একটি বালকের মজুরি হচ্ছে সাধারণতঃ সপ্তাহে চার শিলিং কিন্তু পঞ্চাশ অথবা একশটি বালকের জন্য বাসস্থান, খাওয়া-পরা, চিকিৎসার সুযোগ এবং উপযুক্ত পরিদর্শক রাখতে হয় এবং তাদের জন্য কিছু পারিশ্রমিক প্রয়োজন, যাতে মাথাপিছু সাপ্তাহিক খরচ চার শিলিং এর মধ্যে করা সম্ভব হয় না।" (১৮৬০ সালের ৩০শে এপ্রিল কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, পৃঃ ২৭।) মিঃ রেড্‌গ্রেভ্ অবশ্য ভুলে গিয়েছেন যে কি করে সপ্তাহে চার শিলিং মজুরি পেয়ে শ্রমিক তার শিশু-সন্তানদের জন্য এইসব করতে পারে, যখন কারখানা-মালিক পঞ্চাশ বা একশটি শিশুকে একত্রে রেখে, খাইয়ে ও তদারক করিয়ে পেরে ওঠেন না। রিপোর্ট থেকে যাতে এসব ভ্রান্ত ধারণা না হয় তার জন্য আমার এখানে বলা উচিত যে ১৮৫০ সালের কারখানা-আইন মারফৎ শ্রম সময় নিয়ন্ত্রিত হবার পর ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র-শিল্পকে দেশের একটি আদর্শ শিল্প বলেই ধরতে হবে। ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক সবদিক দিয়ে ইউরোপের সমদুঃখী শ্রমিকদের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে।" "প্রুশিয়ার কারখানার শ্রমিক ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের চেয়ে সপ্তাহে কমপক্ষে দশ ঘণ্টা বেশি কাজ করে এবং যখন সে নিজের বাড়িতে নিজের তাঁত চালায় তখন তার শ্রমের পরিমাণ এই বাড়তি

স্থান করে দেয়। বলা যায় যে বিকশিত হবার আগেই যারা মুকুলে ঝরে যায়।[১] বস্তুতঃ বুদ্ধিমান দর্শককে বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী যার সূচনা ইতিহাসগত ভাবে এই সেদিন মাত্র হয়েছে, এই প্রণালীটি কেমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শক্ত মুঠোয় জনগণের জীবনীশক্তির মূল পর্যন্ত ধরে ফেলেছে—দেখিয়ে দেয় কেমন করে শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার অধোগতিকে ঠেকিয়ে রাখছে গ্রামাঞ্চল থেকে আগত জনস্রোত যারা শারীরিক দিক থেকে তখনও কলুষিত হয়নি—দেখিয়ে দেয়, কেমন করে এই গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকরা টাটকা হাওয়া পেলেও এবং প্রাকৃতিক-নির্বাচনের নিয়ম, যা শুধু সবচেয়ে শক্তিশালীকেই বাঁচিয়ে রাখে তার অনুকূল প্রভাব সত্ত্বেও, তারা ইতিমধ্যে লোপ পেতে বসেছে।[২] ধনতান্ত্রিক অবস্থায় ধনিকদের স্বার্থে

ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। (কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১ অক্টোবর, ১৮৫৫, পৃঃ ১০৩।) উল্লিখিত কারখানা পরিদর্শক রেড্‌গ্রেভ্‌ ১৮৫১ সালের শিল্প প্রদর্শনীর পর ইউরোপের ভূখণ্ডে ভ্রমণ করেন, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানিতে; উদ্দেশ্য ছিল, কারখানাগুলির অবস্থার অনুসন্ধান করা। প্রুশিয়ার শ্রমিক সম্পর্কে তিনি বলেন: "সে তাঁর অত্যন্ত সাদা-সিধা খাবার সংগ্রহের উপযোগী এবং তার অভ্যস্ত যৎসামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী মজুরি পায়। সে মোটা খায় এবং কঠোর পরিশ্রম করে, যে বিষয়ে তার অবস্থা ইংরেজ শ্রমিকের চেয়ে খারাপ।' (কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৫, পৃঃ ৮৫।)

১. যারা অতিরিক্ত খাটে তারা 'অদ্ভুত তাড়াতাড়ি মারা পড়ে; কিন্তু যারা মারা পড়ে তাদের জায়গা তৎক্ষণাৎ পূরণ হয়ে যায় এবং মানুষের এই নিয়ত স্থান পরিবর্তনের দরুন পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটে না।" ('ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা', লণ্ডন, ১৮৩৩, ১ম ভল্যুম, পৃঃ ৫৫, ই. জি. ওয়েক্‌ফিল্ড-এর রচনা।)

২. 'জনস্বাস্থ্য: ১৮৬৩ সালের প্রিভিকাউন্সিলের মেডিক্যাল অফিসারের ষষ্ঠ রিপোর্ট' দ্রষ্টব্য। লণ্ডনে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত এই রিপোর্টে বিশেষতঃ কৃষি-শ্রমিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'সাদার্নল্যাণ্ডকে সাধারণতঃ একটি অত্যন্ত উন্নত কাউন্টি বলা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে সেখানেও যে অঞ্চল একদা সুঠাম চেহারা ও সাহসী সৈনিকদের জন্য বিখ্যাত ছিল সেখানকার বাসিন্দারাও অধোগামী হয়ে কৃশ ও খর্বকায় মানুষে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়ের ধারে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর এলাকাগুলিতে এদের ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখগুলি লণ্ডনের কোন গলির দূষিত আবহাওয়ার ভিতরকার শিশুদের মুখ যতটা রক্তহীন হওয়া সম্ভব, ঠিক ততটাই।' (ডব্লিউ থর্ন্‌টন। "ওভার পপুলেশন অ্যাণ্ড ইটস রেমিডি" ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪, ৭৫।) বস্তুতঃ এদের সাদৃশ্য আছে সেই ৩০,০০০ 'বীর হাইল্যাণ্ডার'দের সঙ্গে যাদের গ্লাসগোতে অস্বাস্থ্যকর জায়গায় চোর ও বেশ্যাদের সঙ্গে শুওরের পালের মত রাখা হয়।

চারদিকের অগণিত শ্রমিকের কষ্টভোগ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব নেওয়া হয়, এর ধ্বজাধারীরা কার্যক্ষেত্রে মনুষ্যজাতির আসন্ন অধোগতি ও শেষ পর্যন্ত অবলুপ্তিতে ঠিক ততখানি অথবা ততটুকুই বিচলিত হন, যতটা হন এই পৃথিবীটা সূর্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনায়। ফাটকাবাজির প্রত্যেকটি জুয়োখেলায় প্রত্যেকেই জানে যে একদিন সর্বনাশ আসবেই, কিন্তু প্রত্যেকেই আশা করে যে সে ধনদৌলত আয়ত্ত করে নিরাপদ জায়গায় সরাবার পর তার প্রতিবেশীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। আমি যদি বাঁচি, তবে বিশ্ব ধ্বংস হয় হোক। Apres moi le deluge! এইটি হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি ধনিকের এবং সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ধনিকজাতির মূলমন্ত্র। সেইজন্যই সমাজ বাধ্য না করলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিকের স্বাস্থ্য অথবা পরমায়ু সম্পর্কে কিছুমাত্র তোয়াক্কা করে না।[১] শারীরিক ও মানসিক অধোগতি, অকালমৃত্যু, অতিরিক্ত খাটুনির যন্ত্রণা ইত্যাদি নিয়ে চীৎকারের বিরুদ্ধে এরা জবাব দেয়: ওদের থেকে আমরা মুনাফা করি বলেই কি এইসব ব্যাপারে আমাদের ঝামেলা পোয়ানো উচিত? কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে এইসব-ই ব্যক্তিগতভাবে ধনিকের সদিচ্ছা আছে কি নেই তার উপর নির্ভর করে না। অবাধ প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে প্রকট করে,—এই নিয়মগুলি বাইরের বাধ্যতামূলক-বিধান হিসাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ধনিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।[২]

১. যদি জনসংখ্যার স্বাস্থ্য হচ্ছে জাতীয় মূলধনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার তবু আমাদের এই কথা বলতে হচ্ছে যে মালিক-শ্রেণী এই সম্পদকে রক্ষা ও লালন-পালন করতে তেমন আগ্রহী নয়······শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেবার জন্য কারখানা-মালিকদের বাধ্য করতে হয়েছে।' ('টাইমস' পত্রিকা ৬ই নভেম্বর, ১৮৬১।) 'ওয়েষ্ট-রাইডিং-এর লোকেরা সারা পৃথিবীর লোককে কাপড় যোগায়····শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবলি দেওয়া হচ্ছিল এবং সমগ্র জনসংখ্যা অল্প কয়েক পুরুষের মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বনাশের পথে যেত। কিন্তু একটা প্রতিক্রিয়া এল। লর্ড শ্যাফট্‌বেরির বিল শিশুদের শ্রমের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করে দিলো' ইত্যাদি। ('রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর রিপোর্ট অক্টোবর, ১৮৬১।)

২. এইজন্য আমরা দেখতে পাই, যেমন ১৮৬৩ সালে গোড়ার দিকে, স্টাফোর্ডশায়ারের ছাব্বিশটি প্রতিষ্ঠান, যাদের অধীনে ছিল বড় বড় পটারি কারখানা, বিশেষ করে আবার তাঁদের মধ্যে "জোশিয়া ওয়েজউড্ অ্যাণ্ড সন্স', 'একটা কিছু আইন প্রণয়নের' জন্য স্মারকলিপির আকারে একটা দরখাস্ত করছে। অন্যান্য ধনিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য তাঁদের পক্ষে স্বেচ্ছামূলকভাবে শিশু প্রভৃতির শ্রমের ঘণ্টা কমান সম্ভব নয়। 'উল্লিখিত অনিষ্টকর ব্যাপারগুলির আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, কারখানা-মালিকদের মধ্যে কোন আপস-চুক্তি করে ঐগুলি রদ করা যায় না······এই

স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বহু শতাব্দী ব্যাপী মালিক ও শ্রমিকদের সংঘর্ষের ফল। এই সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি পরস্পর-বিরোধী ধারা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগের ব্রিটিশ কারখানা-আইনগুলিকে চোদ্দ শতক থেকে আঠারো শতকের একেবারে মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ শ্রম-সম্পর্কিত বিধানগুলির সঙ্গে তুলনা করুন।[১] আধুনিক কারখানা-আইন যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম-দিবসের পরিমাণ কমিয়েছে, পূর্ববর্তী আইনগুলি বাধ্যতামূলকভাবে ঐ সময় বাড়িয়েছে। সদ্যোজাত ধনতন্ত্র আত্মপ্রসারের সূচনায় যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ করবার অধিকার পেয়েছিল কেবলমাত্র তখনকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের জোরেই নয়, পরন্তু রাষ্ট্রের সাহায্যে, কিন্তু একথা সত্য যে সেদিনকার তাদের সেই সুবিধাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয় যখন দেখি যে উদীয়মান ও সংগ্রামশীল ধনতন্ত্রকে সাবালক অবস্থায় কিরকম সুবিধা ছাডতে হয়। বহু শতাব্দী কেটে যাবার পরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসারের ফলে 'স্বাধীন' শ্রমিক তার গোটা কর্মজীবন তার নিজস্ব শ্রম ক্ষমতা বিক্রি করে দিতে রাজি হয়, অর্থাৎ সামাজিক অবস্থার চাপে প্রাণধারণের দ্রব্য-সামগ্রী মূল্য হিসাবে, কেবল পেটের খোরাকের জন্য নিজের জন্মগত অধিকার বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অতএব এটা স্বাভাবিক যে চোদ্দ শতকের মধ্যভাগ থেকে সতের শতকের শেষ পর্যন্ত ধনিকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের শ্রম-দিবস দীর্ঘতর করবার যে চেষ্টা করত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এখানে-ওখানে শ্রম-দিবসের হ্রস্বতা সাধিত হল প্রায় একইভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা, শিশুদের রক্ত থেকে ধনীর মুনাফা করা বন্ধ করবার জন্য। বতমান সময়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ম্যাসাচুসেট রাজ্যে, যেটি খুব সম্প্রতিকালেও উত্তর আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাধীন ছিল, সেখানেও বারো

দিকগুলি বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছেছি যে কিছু একটা আইন প্রণয়ন করা দরকার ('শিশু নিয়োগ কমিশন', রিপোর্ট ১নং, ১৮৬৩, পৃঃ ৩২২) খুব সম্প্রতি আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে। দারুণ তেজী বাজারে তুলোর মূল্য বৃদ্ধির দরুন ব্ল্যাক্‌বোর্ণের কারখানা-মালিকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত করে একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য নিজ নিজ কারখানায় শ্রমের সময় কমান। ১৮৭১ সালের নভেম্বরে এই নির্দিষ্ট কাল শেষ হয়। ইতিমধ্যে অধিকতর ধনবান মালিকেরা যারা সুতো কাটার সঙ্গে কাপড়ও বোনেন, তাঁরা এই চুক্তি-জনিত উৎপাদন হ্রাসের সুযোগে নিজেদের কারবার বাড়ালেন এবং ছোট মালিকদের উপর দিয়ে এইভাবে প্রচুর লাভ করলেন। শেষোক্তরা তাই শ্রমিকদের কাছে বিপন্ন হয়ে আবেদন করলেন এবং এইজন্য নয় ঘণ্টা প্রবর্তনের আন্দোলনে নিজেরাই চাঁদা দেবেন বলে স্বীকার করলেন।

১. উৎপাদন-পদ্ধতিতে পরিবর্তনের দরুন শ্রম-আইনগুলি অকেজো হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পরে ১৮১৩ সালে সেগুলিকে ইংল্যাণ্ডে খারিজ করে দেওয়া হয়। এই ধরনের আইন ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড এবং অন্যত্রও প্রবর্তিত হয়েছিল।

বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য শ্রমের যে আইনগত সীমা ঘোষণা করা হয়েছে, সতেরো শতকের মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে সেইটাই ছিল সবলদেহ কারিগর, সুস্থদেহ শ্রমিক, শক্তসমর্থ কর্মকারদের স্বাভাবিক শ্রম-দিবস।[1]

প্রথম "শ্রমিক বিষয়ক আইন" (তৃতীয় এডওয়ার্ড, ২৩, ১৩৪৯,)-এর তৎকালীন অজুহাত ছিল (এটা কারণ ছিল না, কারণ এই অজুহাত চলে যাবার পরও এই ধরনের আইন বহু শতাব্দী চলতে থাকে) এই যে প্লেগ মহামারীতে এত লোক-ক্ষয় হয় যে একজন রক্ষণশীল লেখক বলেন, "যুক্তিসঙ্গত শর্তে কাজ করবার জন্য লোক পাওয়া এত শক্ত (অর্থাৎ এমন মজুরি নিয়ে তারা কাজ করবে যাতে নিয়োগ-কর্তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রম থাকে) হয়ে উঠেছে যে তা সহ্য করা যায় না।[2] অতএব আইন করে সঙ্গত মজুরি ও সেইসঙ্গে শ্রম-দিবসের পরিমাণ নির্দিষ্ট হল। এই শেষোক্ত বিষয়, যেটি নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে, এটি পুনরুল্লিখিত হয়েছে ১৪৯৬ সালের আইনে (সপ্তম হেনরি)। সমস্ত কারিগর ও ক্ষেত-মজুরের জন্য মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী শ্রম-দিবস (কিন্তু এটিকে বলবৎ করা সম্ভব হয়নি) সকাল পাঁচটা থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত চলবে। কিন্তু খাবারের

১. 'বারো বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে কারখানায় দৈনিক দশ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো চলবে না।' ম্যাসাচুসেটের সাধারণ, আইন ৫৩, অধ্যায় ১২। (এই আইনগুলি ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।) "যেকোন একটি দিনে দশ ঘণ্টার শ্রমকেই সর্ববিধ সুতো, পশম, রেশম, কাগজ, কাঁচ ও শনের কারখানায় অথবা লোহা ও পিতলের কারখানায় আইন-অনুমোদিত বলে বিবেচনা করা হবে। এবং বিধিবদ্ধ করা হয় যে আজ যে তরুণ বয়স্ক (নাবালক)-কে দৈনিক দশ ঘণ্টা অথবা সপ্তাহে ষাট ঘণ্টার বেশি কাজ করানো হবে না এবং অতঃপর দশ বছরের নীচে কোন নাবালককে এই রাজ্যে কোন কারখানায় নিযুক্ত করা চলবে না।" নিউজার্সি অঙ্গরাজ্য। শ্রমের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করার আইন ইত্যাদি অনুচ্ছেদ ১ ও ২। (১৮৫১ সালে ১৮ই মার্চের আইন। 'কোন নাবালক, যার বয়স বারো বছরের উপরে ও পনের বছরের নীচে, তাদের কোন কারখানায় নিযুক্ত করে দৈনিক এগারো ঘণ্টার বেশি কাজ করানো, অথবা সকালে পাঁচটার আগে এবং সাড়ে সাতটার পরে কাজ করানো চলবে না।" ('রিভাইজড্ স্ট্যাটিউটস' ইত্যাদির, ১৩৯ অধ্যায়' অনুচ্ছেদ ২৩ ১লা জুলাই, ১৮৫৭।)

২. সফিজমস অব ফ্রি ট্রেড' সপ্তম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৫০ পৃঃ ২০৫, নবম সংস্করণ পৃঃ ২৫৩। ঐ একই রক্ষণশীল ব্যক্তিটি আরও স্বীকার করেন যে শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও মালিক পক্ষে প্রবর্তিত মজুরি বিষয়ক পার্লামেন্টের আইনগুলি দীর্ঘ ৪৬৪ বৎসর চলে। জনসংখ্যা বেড়ে গেল। তখন দেখা গেল যে এই আইনগুলি বাস্তবক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠেছে। (l.c. পৃঃ ২৬০)

জন্য প্রাতঃরাশের একঘণ্টা, ডিনারের দেড়ঘণ্টা ও মধ্যাহ্নকালীন আধঘণ্টা ছুটি থাকবে, অর্থাৎ বর্তমান সময়ে কারখানা-আইনে নির্দিষ্ট ছুটির ঠিক দ্বিগুণ।[১] শীতকালে সকাল পাঁচটা থেকে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত কাজ চলবে স্থির হয় এবং শ্রম-বিরতি একই রকম থাকে। এলিজাবেথের ১৫৭২ সালের একটি আইন "দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে নিযুক্ত" সমস্ত শ্রমিকের দৈনিক শ্রমের সময় স্পর্শ না করে গ্রীষ্মে শ্রম-বিরতিকে আড়াই ঘণ্টা করতে চেয়েছেন অথবা শীতকালে দুই ঘণ্টা মাত্র। মধ্যাহ্ন-ভোজন এক ঘণ্টার করতে চেয়েছেন অথবা শীতকালে দুই ঘণ্টা মাত্র। মধ্যাহ্ন-ভোজন এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হত এবং "আধঘণ্টার বৈকালীন নিদ্রা" কেবলমাত্র মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনুমোদিত ছিল। প্রত্যেক ঘণ্টা অনুপস্থিতির জন্য মজুরি থেকে এক পেনি কাটা যেত। কার্যক্ষেত্রে আইনের শর্তের চেয়ে শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। উইলিয়ম পেটি যাঁকে অর্থবিজ্ঞানের জনক এবং কতকাংশে সংখ্যাতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, তিনি সপ্তদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে প্রকাশিত এক রচনায় বলেন: "মেহনতি মানুষ (তখনকার দিনে অর্থ ছিল কৃষিশ্রমিক) দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ করে এবং সপ্তাহে কুড়িবার খায়, যথা কাজের দিনে তিনবার ও রবিবার দুবার; এর থেকে বোঝা যায় যে যদি তারা শুক্রবার রাত্রে উপবাস করে এবং বেলা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত দুঘণ্টা ভোজনের সময় না নিয়ে যদি $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টা মাত্র নেয়, অর্থাৎ $\frac{1}{20}$ ভাগ বেশি কাজ করে ও $\frac{1}{20}$ ভাগ কম খরচ করে, তাহলে উল্লিখিত ট্যাক্স তোলা সম্ভব।"[২] ডাঃ এণ্ড্রু উরে যখন ১৮৩৩ সালের বারো ঘণ্টা আইনের প্রস্তাবকে নিন্দা করে বলেছিলেন যে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের দিকে পিছিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন কি তিনি ঠিকই বলেন নি? একথা সত্য যে পেটির বর্ণিত আইনের শর্তগুলি শিক্ষা-নবীশদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ দিকেও শিশুদের শ্রমের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিযোগ থেকে পাওয়া যায়: তাদের

১. এই আইন সম্পর্কে মিঃ জে. ওয়েড্ ঠিকই মন্তব্য করেছেন, 'উল্লিখিত বক্তব্য থেকে (অর্থাৎ আইনটি সম্পর্কে) এটি প্রতীয়মান হয় যে ১৪৯৬ সালে খাদ্য ছিল একজন শিল্পীর আয়ের একতৃতীয়াংশ এবং একজন মজুরের আয়ের অর্ধেক যাতে মনে হয় যে তখনকার দিনে শ্রমজীবীদের এখনকার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ছিল; কারণ বর্তমানে শিল্পী ও শ্রমিকের খাদ্যের দাম দিতে মজুরি আরও বেশি লেগে যায়।' (ওয়েড্ 'হিসট্রী অব দি মিড্‌ল অ্যাণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাসেস' পৃঃ ২৪, ২৫ ও ৫৭৭)। এই পার্থক্য যে তখনকার সঙ্গে এখনকার খাদ্য ও পোশাকের দরুন দামের পার্থক্য জনিত সেই অভিমতটি 'ক্রনিকন প্রেসিওসাম ইত্যাদি' রচনাটি একটু চোখ বুলালেই চলে যাবে। পুস্তকটির রচয়িতা বিশপ ফ্লিটউড্, প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৭০৭, ২য় সংস্করণ লণ্ডন, ১৭৪৫।

২. ডব্‌ল্যু পেটি 'অ্যানাটমি অফ আয়ার্ল্যাণ্ড' ১৬৭২; ১৬৯১ সংস্করণ, পৃঃ ১০।

দেশে (জার্মানিতে) আমাদের এই দেশের মত শিক্ষা নবীশকে সাত বছর শর্ত-বদ্ধ করে রাখার প্রথা নেই ; ওদের দেশে তিন বা চার বছর-ই হচ্ছে চল্‌তি প্রথা এবং এর কারণ হচ্ছে এই যে এরা জন্মাবার পর থেকেই কাজ করতে শেখে যাতে তাদের নিপুণ ও আজ্ঞাবহ করে তোলে এবং ফলতঃ তারা বেশি তাড়াতাড়ি পূর্ণ কুশলতা লাভ করে ও কাজকর্মে পটু হয়ে ওঠে। আর আমাদের তরুণ বয়স্করা এই ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-নবীশ হবার আগে কোন শিক্ষাই না পেয়ে শেখে খুব আস্তে আস্তে এবং সেই জন্য কুশলী শিল্পীর সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ অর্জন করতে তাদের অনেক বেশি সময় লাগে।"[১]

১. "এ ডিসকোর্স অন দি নেসেসিটি অব এনকারেজিং মেকানিক ইণ্ডাষ্ট্রি", লণ্ডন, ১৬৯০ পৃঃ ১৩। মেকলে, যিনি হুইগ এবং বুর্জোয়াদের স্বার্থে ইতিহাসকে বিকৃত করেন, লেখেন: "শিশুদের অকালে কাজে নিযুক্ত করার রেওয়াজ… সপ্তদশ শতাব্দীতে এতটা মাত্রা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল যে তাকে কারখানা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র নরউইচে ছ বছরের একটি ছোট্ট প্রাণীকে শ্রমের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হত। ঐ আমলের অনেক লেখক যাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সদাশয় ব্যক্তিও ছিলেন সোল্লাসে এই ঘটনার উল্লেখ করেন যে একমাত্র সেই শহরটিতেই খুব কোমল বয়সের ছেলে-মেয়েরা তাদের নিজেদের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বছরে বারো হাজার পাউণ্ড বেশি ধন-সম্পদ সৃষ্টি করে থাকে। যতই সযত্নে আমরা অতীতের ইতিহাস পাঠ করি, ততই আমরা এমন যুক্তি বেশি বেশি করে পাই যার ভিত্তিতে, যাঁরা বলেন যে আমাদের এই যুগটা নোতুন নোতুন সামাজিক অনাচারের জন্ম দিয়েছে আমরা তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে পারি।… …যেটা নোতুন সেটা হচ্ছে এমন বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতা যা সেগুলির প্রতিকার সাধন করে।" "হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড", খণ্ড ১, পৃঃ ৪১৭। মেকলে আরো জানাতে পারতেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে "পরম সদাশয়" '*amis du commerce*' কেমন সোল্লাসে বর্ণনা করেন কি ভাবে হল্যাণ্ডে একটি "দরিদ্র-নিবাসে" একটি চার বছর বয়সের শিশুকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং "*vertu mise en Pratique*"-এর এই দৃষ্টান্তটি মেকলে-মার্কা সমস্ত মানবিকতাবাদীদের রচনায় অ্যাডাম স্মিথের কাল পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। একথা ঠিক, হস্তশিল্পের জায়গায় কারখানা-শিল্পের প্রচলনের ফলে শিশুদের শোষণের বিভিন্ন চিহ্নগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। কৃষকদের মধ্যে এই শোষণ সব সময়ই কিছু পরিমাণে চালু ছিল, এবং কৃষি-কর্তার উপরে চাপ যত বেশি পড়ত এই শোষণের ভারও তত গুরুতর হত। মূলধনের প্রবণতা সেখানে নির্ভুল ভাবেই ছিল, কিন্তু তেমন ঘটনাগুলি ছিল দু-মাথা-ওয়ালা শিশুদের মতই বিরল ও বিচ্ছিন্ন। আর এই কারণেই দূর-দর্শী *amis du commerce* সেগুলিকে "সোল্লাসে" মন্তব্য ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য বিশেষ ভাবে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের জন্য ও বংশধরদের জন্য আদর্শ হিসাবে

তথাপি আঠারো শতকের বেশির ভাগ সময়ে আধুনিক শিল্প ও যন্ত্রযুগের সময় পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ধনতন্ত্র সাপ্তাহিক মজুরি দিয়ে শ্রম-শক্তি শ্রমিকের গোটা সপ্তাহের পরিশ্রমের ক্ষমতা হস্তগত করতে পারেনি, শুধুমাত্র কৃষি মজুরের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। চার দিন খেটে পুরো সপ্তাহের জীবিকা হয়ে যেত কিন্তু শ্রমিক কেন যে আরও দুদিন ধনিকের হয়ে খাটবে না এইটাই তার যথেষ্ট কারণ বলে শ্রমিকের কাছে প্রতীয়মান হত না। একদল অর্থনীতিবিদ ধনতন্ত্রের স্বার্থে এই একগুঁয়েমির অত্যন্ত তীব্র নিন্দা করলেন, আর একটি দল শ্রমিকদের সমর্থন করলেন। এখন শোনা যাক এই দুই দলের বিতর্ক—পোষ্টলেথওয়েট যাঁর "বাণিজ্যের অভিধানের" সে সময়ের খ্যাতি আজকের দিনে ঐ বিষয়ে ম্যাক্-কুল্যক ও ম্যাকগ্রেগরের রচনার সমান ছিল, তাঁর সঙ্গে "ব্যবসা ও বাণিজ্যবিষয়ক নিবন্ধ"-এর "রচয়িতার (ইতিপূর্বে এঁর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে) বিতর্ক[১]।

অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে পোষ্টলেথওয়েট বলেন: "বহুলোকের মুখে উচ্চারিত এই আলোচনা শেষ করতে পারি না; মন্তব্যটি এই যদি মেহনতি গরীব মানুষ পাঁচদিন খেটে যথেষ্ট রোজগার করে, তাহলে তারা পুরো ছ'দিন কাজ করবে না। এর থেকে এঁরা এই সিদ্ধান্ত টানছেন যে জীবনধারণের আবশ্যিক দ্রব্যাদির ওপরে ও কর চাপিয়ে তাদের দাম বাড়ানো দরকার, অথবা অন্য যে কোন উপায়ে কারিগর ও কারখানা শ্রমিকদের গোটা সপ্তাহে ছ'দিন এক নাগাড়ে কাজ করতে বাধ্য করাতে হবে। এই রাজ্যে শ্রমজীবী-জনগণের অবিরাম দাসত্বের জন্য যাঁরা ওকালতি করেন সেইসব বড় বড়

সুপারিশ করেছিলেন। এই একই স্বচ মোসাহেব ও বাক্য-বাগীশ মেকলে সাহেব বলেন, "আমরা এখন শুনি কেবল পাশ্চাদগতির কথা, কিন্তু দেখি কেবল অগ্রগতি।" আহা, কী চোখ, আর বিশেষ করে, কী কান!

১. শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ কারীদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হচ্ছেন "অ্যান এসে অন ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স...... অবজার্ভেশনস অন ট্যাক্সেস" ইত্যাদি লণ্ডন, ১৭৭০ নামক গ্রন্থটিতে যাঁকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেই অনামী লেখকটি। "কনসিডারেশনস অন ট্যাক্সেস" লণ্ডন, ১৭৬৫, নামক তাঁর আগেকার বইটিতে তিনি বিষয়টি নিয়ে আগেই আলোচনা করেছিলেন। তাঁরই পক্ষভুক্ত হচ্ছেন পলিনিয়াস আর্থার ইয়ং, সেই অকথ্য সংখ্যা তথ্যের বাকপটু পরিবেশক। শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির সমর্থকদের মধ্যে পুরোধা হলেন জ্যাকব ভাণ্ডারলিণ্ট ("মানি অ্যান্সারস অল থিংগ্‌স্", লণ্ডন ১৭৩৪); রেভারেণ্ড নাথানিয়েল ফর্স্টার ডি-ডি ("অ্যান এনকুইরি ইনটু দি কজেস অব দি প্রেজেণ্ট হাই প্রাইস অব প্রভিসন্স" লণ্ডন ১৭৬৭; ডঃ প্রাইস এবং বিশেষ করে, পোস্টলেথওয়েট ("ইউনিভার্সাল ডিকসনারি অব ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স", ২য় সংস্করণ, ১৭৭৫)। অন্যান্য অনেক লেখকও ঘটনাগুলিকে সমর্থন করেন, যাঁদের মধ্যে আছেন জোসিয়ার টাকার।

রাজনীতিবিদ্ থেকে আমি সবিনয়ে আমার মত পার্থক্য ঘোষণা করতে চাই ; ওঁরা অতি সাধারণ প্রবচনটিও ভুলে গিয়েছেন : "খেলা ছাড়া কেবল কাজে, জ্যাকের বুদ্ধি যায় মজে।" ইংরেজরা কি তাদের কারিগর ও কারখানা-শ্রমিকের নিপুণতা ও কর্মকুশলতা নিয়ে গর্ব করেন না যে এইজন্যই সাধারণভাবে ব্রিটিশ পণ্যের আদর ও সুনাম ? এটা কেমন করে সম্ভব হল ? শ্রমজীবী-মানুষ নিজেদের খুশি মতো বিশ্রাম যাপনের সুবিধা পেয়ে এসেছে বলে-ই খুব সম্ভব এটি হতে পেরেছে। যদি সপ্তাহে ছ'দিন করে সারা বছর বিরামহীনভাবে তাদের কাজ করতে হত, একই কাজের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান, তাতে কি তাদের কর্মকুশলতা ভোঁতা হত না এবং তাতে সজাগ ও চৌকস না হয়ে তারা কি নির্বোধ হয়ে যেত না ? এবং এতে কি অবিরাম দাসত্বের ফলে আমাদের শ্রমিকদের সুনাম নষ্ট হত না ?····· এই ধরনের কঠোরভাবে তাড়িত প্রাণীদের কাছে আমরা কী ধরনের দক্ষতা প্রত্যাশা করি ? ···· · ····এদের মধ্যে অনেকেই চারদিনেই যে পরিমাণ কাজ করবে, একজন ফরাসী শ্রমিকের সেই কাজ করতে পাঁচ কিংবা ছ'দিন লাগে। কিন্তু যদি ইংরেজ শ্রমিককে একটানা ক্লান্তিকর পরিশ্রমের বলি হতে হয় তাহলে ফরাসীর চেয়ে তার আরো অধোগতির আশঙ্কা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য আমাদের দেশের মানুষের খ্যাতি আছে সেই প্রসঙ্গে কি আমরা বলি না যে এর পিছনে যতটা স্বাধীনতার জন্য তাদের সহজাত নিষ্ঠা ঠিক ততটাই আছে ইংরেজের ভোজ্য উত্তম বীফ ও পুডিং ? আমাদের কারিগর ও শ্রমিকদের উচ্চতর পর্যায়ের উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মকুশলতা কি নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করবার স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের উপরই নির্ভর করে না ? এবং আমি আশা করি যে আমরা কখনই তাদের এইসব সুযোগ সুবিধা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হতে দেব না কারণ এইগুলি থেকেই যেমন আসে তাদের কর্মকুশলতা, তেমনি আসে তাদের সাহস।[১] এর উত্তরে "ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক নিবন্ধ" এর রচয়িতা বলছেন : "প্রত্যেকটি সপ্তম দিন যদি ছুটির দিন বলে বিশ্ববিধাতার বিধান হয়, তাহলে তার মানে হয় যে বাকি ছ'টি দিন হচ্ছে শ্রমের জন্য (আমরা শীঘ্র দেখতে পাব যে তিনি বলতে চাইছেন মূলধনের জন্য), সে ক্ষেত্রে এটিকে কার্যকরী করার মধ্যে কোন নিষ্ঠুরতা আছে সে কথা কেউই নিশ্চয় মনে করবেন না·· ········ সাধারণভাবে মানবজাতি যে স্বভাবগত ভাবেই আরাম ও আলস্যপ্রবণ সেটা যে সত্য তা আমাদের সর্বনাশা অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যখন আমরা কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের দেখি যে তারা সপ্তাহে গড়ে চার দিনের বেশি পরিশ্রম করে না যদি-না খাদ্য সামগ্রীর দাম চড়ে যায়··············গরিবের প্রাণ ধারণের দ্রব্য সামগ্রীকে একটি দ্রব্য হিসেবে গণ্য করুন ; ধরুন সেটি গম অথবা মনে করুন·········· ·· এক বুশেল গমের দাম পাঁচ শিলিং এবং সে (অর্থাৎ শ্রমিক) দিনে পরিশ্রম করে এক শিলিং রোজগার করে, তাকে এখন

---

১. পোষ্টলেথওয়েট ফার্স্ট প্রিলিমিনারি ডিসকোর্স l.c. (প্রথম সমীক্ষা) পৃঃ ১৪

সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করতেই হবে। যদি এক বুশেল গমের দাম চার শিলিং হয়, তাহলে মাত্র চারদিন কাজ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দামের তুলনায় মজুরি অনেক বেশি,......... ....কারখানার শ্রমিক চার দিন খেটে যে বাড়তি পয়সা পায় তা দিয়ে সে সপ্তাহের বাকি কটা দিন আলস্যে কাটাতে পারে.... ....আমি আশা করি যে আমি যা বলেছি তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে সপ্তাহের ছ'দিনের পরিমিত শ্রম মানে দাসত্ব নয়। আমাদের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এটাই করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা আমাদের শ্রমজীবী গরীবদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী কিন্তু ওলন্দাজরা কারখানা-শিল্পেও এটা করে থাকে এবং দেখে মনে হয় যে তারা খুবই সুখী।[১] ফরাসীরাও কোন ছুটির দিন মাঝখানে এসে না গেলে এই ভাবেই কাজ করে।[২] কিন্তু আমাদের জনগণের মনে একটি ধারণা জন্মেছে যে ইংরেজ হিসেবে তাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে যে তাঁরা ইউরোপের অন্যান্য যে কোন দেশের লোকের চেয়ে বেশি মুক্ত ও স্বাধীন। আমাদের সৈন্য বাহিনীর বীরত্বের সঙ্গে এই ধারনার যেটুকু সম্বন্ধ আছে, সেইটুকুর কিছু কার্যকারিতা আছে; কিন্তু কারখানায় নিযুক্ত গরীবদের মনে এই ধারণা যতই কম থাকে, তাদের নিজেদের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। শ্রমজীবী মানুষের কখনও নিজেদের উর্ধ্বতম ব্যক্তিদের থেকে স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবা উচিত নয়।...... .. আমাদের মত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান দেশে মানুষ ক্ষেপান খুবই বিপজ্জনক কারণ এখানে বোধ হয় জনগণের আট ভাগের মধ্যে সাত ভাগেরই কোন সম্পত্তি নেই। কোন ঔষধই পুরোপুরি খাটবেনা যতক্ষণ-না পর্যন্ত কারখানায় নিযুক্ত আমাদের শ্রমিকরা এখন চারদিনে যে রোজগার হয়, সেইটাই ছয় দিন খেটে রোজগার করতে বাধ্য হচ্ছে।[৩] এই উদ্দেশ্যেই এবং "আলস্য লাম্পট্য ও বাড়াবাড়ি নির্মূল" করার জন্য, পরিশ্রমের জন্য মনোভাব সৃষ্টির জন্য, কারখানায় "শ্রমের খরচ কমাবার জন্য এবং আমাদের দেশকে গরীব করের বোঝা থেকে মুক্ত করবার জন্য" মূলধনের এই "ভক্ত সেবাইত" নিম্নোক্ত

১. "অ্যান এসে", ইত্যাদি। ৯৬ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ১৭৭০ সালে ইংরেজ কৃষি শ্রমিকের "সুখ" বলতে কি ছিল। "তাদের শক্তি-সামর্থ্য ছিল সব সময়েই চাপের মধ্যে, যত অল্প খরচে তারা জীবন কাটাতো তার চেয়ে অল্প খরচে তা করা যায় না, যত কঠোর কাজ তারা করত তার চেয়ে বেশি কঠোর কাজ করা যায় না।

২. প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রায় সব চিরাচরিত ছুটির দিনকে কাজের দিনে পরিণত করে মূলধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৩. 'অ্যান এসে' ইত্যাদি, পৃঃ ১৫, ৪১, ৫৫, ৫৭, ৫৯,৯৬, ৯৭—জ্যাকব ভ্যাণ্ডারলিণ্ট ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই বলেন শ্রমিকদের আলস্যের বিরুদ্ধে ধনীদের চীৎকারের গূঢ় রহস্য হচ্ছে তাঁরা চার দিনের মজুরিতে ছয় দিন খাটাতে চান।

অনুমোদিত ব্যবস্থাটি প্রস্তাব করছেন,—যেসব শ্রমিক সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যারা ভিখারী হয়ে গিয়েছে তাদের "একটি আদর্শ কর্মনিবাস-এ আবদ্ধ করা হোক্! এই আদর্শ কর্মনিবাসকে পরিণত করতে হবে একটি "সন্ত্রাস আগারে" এবং এগুলিকে গরীবের আশ্রয়স্থল "যেখানে তারা যথেষ্ট খেতে পাবে, গরম ও ভদ্র পোষাক পাবে এবং যেখানে তাদের খুব কমই কাজ করতে হবে এমনটি করলে হবে না।"[১] এই 'সন্ত্রাস আগার'-এ, এই "আদর্শ স্থানে গরীবরা দিনে চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করবে যাতে খাওয়ার জন্যে যথাযোগ্য বিরতি দিয়েও বারো ঘণ্টার ছাকা শ্রম থাকে।"[২]

দৈনিক বার ঘণ্টা শ্রম, এই হল ১৭৭০ সালের সন্ত্রাস আগার আদর্শ কর্মনিবাস! তেষট্টি বছর পরে ১৮৩৩ সালে যখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট শিল্পের চারটি শাখায় তেরো থেকে আঠারো বছরের তরুণদের শ্রম-দিবস কমিয়ে বারো ঘণ্টা করলেন, তখনই ইংরেজদের শিল্পের বিচারের দিন শুরু হল। ১৮৫২ সালে যখন লুই বোনাপার্টি ধনিকদের সন্তুষ্ট করে নিজের প্রতিষ্ঠা শক্ত করবার জন্য আইন-সঙ্গত শ্রম-দিবসে হস্তক্ষেপ করলেন, তখন ফরাসী জনগণ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল: "সাধারণতন্ত্রের আইনগুলির মধ্যে একটি মাত্র ভাল আইন-ই অবশিষ্ট আছে শ্রম-দিবসকে বারো ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখার আইনটি।"[৩] জুরিখে দশ বছরের উর্ধ্বে শিশুদের শ্রমের ঘণ্টা বারোতে সীমাবদ্ধ করা হল, ১৮৬২ সালে আরগাউতে তেরো থেকে ষোল বছরের তরুণদের শ্রম ১২½ থেকে বারো ঘণ্টা করা হল, ১৮৬০ সালে অষ্ট্রিয়ায় চোদ্দ থেকে ষোল বছরের তরুণদের জন্য

১. l.c. পৃঃ ২৪২।

২. তিনি বলেন যে 'ফরাসীরা আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ধারণার কথায় হাসে l.c. পৃঃ ৭৮।'

৩ তারা বিশেষ করে শ্রম-দিবসকে বারো ঘণ্টার চেয়ে বেশি করতে আপত্তি জানায় কারণ এই আইনটি সাধারণতন্ত্রের একমাত্র ভাল আইন যা তখনও বেঁচে ছিল। (ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর রিপোর্ট ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৬ পৃঃ ৮০।) ১৮৫০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে ফরাসী দেশের বারো ঘণ্টা শ্রমের বিলটি ছিল ১৮৪৮ সালের ২রা মার্চের অস্থায়ী সরকারের আদেশের বুর্জোয়া সংস্করণ এবং এইটি সমস্ত কারখানার উপর প্রযোজ্য ছিল। এই আইন প্রবর্তনের আগে ফরাসী দেশে শ্রম-দিবসের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। বিভিন্ন কারখানায় শ্রম-দিবস ১৪, ১৫ অথবা ততোধিক ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল। ব্লাঙ্কির '১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি পড়ুন। অর্থনীতিবিদ্ ব্ল্যাঙ্কি, ইনি বিপ্লবী ব্ল্যাঙ্কি নন, একে সরকার শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার ভার দিয়েছিলেন।

শ্রমের ঘণ্টা একইভাবে কমান হল।[১] 'কী দারুন অগ্রগতি' ১৭৭০ সাল থেকে! মেকলে এই বলে উল্লাসে চেঁচাবেন!

১৭৭০ সালে ধনতন্ত্রের আত্মা ভিক্ষুক-দের জন্য "সন্ত্রাস আগার" সৃষ্টির যে স্বপ্ন মাত্র দেখেছিল, সেইটাই কয়েক বছর পরে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়েই একটি বিরাট "কর্মনিবাস"-এর রূপ পরিগ্রহ করল। এরই নাম হচ্ছে কারখানা এবং এক্ষেত্রে বাস্তবের কাছে কল্পনা হার মানলো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের জন্য সংগ্রাম ॥

॥ আইন মারফৎ কাজের ঘণ্টা বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়ন্ত্রণ, ১৮৩৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কারখানা আইন সমূহ ॥

শ্রম-দিবসকে তার স্বাভাবিক উচ্চতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করতে এবং তার পরে সেই সীমা অতিক্রম করে তাকে স্বাভাবিক দিনের বারো ঘণ্টা[২] পর্যন্ত বিস্তৃত করতে ধনতন্ত্রের কয়েক শতক লেগেছিল, কিন্তু তারপর আঠারো শতকের শেষ দ্বিতীয়াংশে আধুনিক যন্ত্রবাদও আধুনিক শিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এল এক প্রচণ্ড আক্রমণ—তীব্রতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে যা হিমবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নৈতিক বাধার অর্গল ভেঙ্গে পড়ল, বয়স অথবা স্ত্রীপুরুষের তারতম্য থাকল না, দিন ও রাত্রির পার্থক্য ঘুচে

১. শ্রম দিবসের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বেলজিয়াম হচ্ছে আদর্শ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র! ১৮৬২ সালের ১২ই মে ব্রাসেল্‌স্‌-এ ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত লর্ড হাওয়ার্দ পররাষ্ট্র দপ্তরে রিপোর্ট করছেন: মন্ত্রী রজিয়ার আমাকে জানালেন যে ওদেশে কোন সাধারণ আইন অথবা কোন স্থানীয় আদেশ অনুযায়ী শিশুদের শ্রম সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বিগত তিন বছরে প্রত্যেকটি অধিবেশনে সরকার এই বিষয়ে আইন তৈরি করতে চেয়েছে কিন্তু প্রত্যেকবারই এরূপ আইনের বিরুদ্ধে শ্রমের পূর্ণ স্বাধীনতার নীতির ভিত্তিতে বিরোধিতা অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. "এটা নিশ্চয়ই বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষেরা দিনে ১২ ঘণ্টা করে কাজ করবে আহার ও কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় ধরে যা কার্যত

শ্রমের ঘণ্টা একইভাবে কমান হল।[১] 'কী দারুন অগ্রগতি' ১৭৭০ সাল থেকে! মেকলে এই বলে উল্লাসে চেঁচাবেন!

১৭৭০ সালে ধনতন্ত্রের আত্মা ভিক্ষুক-দের জন্য "সন্ত্রাস আগার" সৃষ্টির যে স্বপ্ন মাত্র দেখেছিল, সেইটাই কয়েক বছর পরে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়েই একটি বিরাট "কর্মনিবাস"-এর রূপ পরিগ্রহ করল। এরই নাম হচ্ছে কারখানা এবং এক্ষেত্রে বাস্তবের কাছে কল্পনা হার মানলো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের জন্য সংগ্রাম ॥

॥ আইন মারফৎ কাজের ঘণ্টা বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়ন্ত্রণ, ১৮৩৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কারখানা আইন সমূহ ॥

শ্রম-দিবসকে তার স্বাভাবিক উচ্চতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করতে এবং তার পরে সেই সীমা অতিক্রম করে তাকে স্বাভাবিক দিনের বারো ঘণ্টা[২] পর্যন্ত বিস্তৃত করতে ধনতন্ত্রের কয়েক শতক লেগেছিল, কিন্তু তারপর আঠারো শতকের শেষ দ্বিতীয়াংশে আধুনিক যন্ত্রবাদও আধুনিক শিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এল এক প্রচণ্ড আক্রমণ— তীব্রতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে যা হিমবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নৈতিক বাধার অর্গল ভেঙ্গে পড়ল, বয়স অথবা স্ত্রীপুরুষের তারতম্য থাকল না, দিন ও রাত্রির পার্থক্য ঘুচে

১. শ্রম দিবসের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বেলজিয়াম হচ্ছে আদর্শ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র! ১৮৬২ সালের ১২ই মে ব্রাসেল্‌স্-এ ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত লর্ড হাওয়ার্দ পররাষ্ট্র দপ্তরে রিপোর্ট করছেন: মন্ত্রী রজিয়ার আমাকে জানালেন যে ওদেশে কোন সাধারণ আইন অথবা কোন স্থানীয় আদেশ অনুযায়ী শিশুদের শ্রম সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বিগত তিন বছরে প্রত্যেকটি অধিবেশনে সরকার এই বিষয়ে আইন তৈরি করতে চেয়েছে কিন্তু প্রত্যেকবারই এরূপ আইনের বিরুদ্ধে শ্রমের পূর্ণ স্বাধীনতার নীতির ভিত্তিতে বিরোধিতা অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. "এটা নিশ্চয়ই বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষেরা দিনে ১২ ঘণ্টা করে কাজ করবে আহার ও কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় ধরে যা কার্যত

গেল। এমন কি দিন ও রাতের ধারণা পর্যন্ত যা পুরান আইনগুলিতে সরলভাবে ব্যক্ত ছিল, সেটি এমনই গুলিয়ে গেল যে এমনকি এই ১৮৬০ সালেও ইংরেজ বিচারককে আইনগতভাবে দিন ও রাত্রি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছিল।[১] ধনতন্ত্র তার তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত হল।

নোতুন উৎপাদন হৈ-হুল্লোড়ে প্রথমে কিছুটা বিমূঢ় হলেও যেমনি শ্রমিক শ্রেণী কিছু পরিমাণে সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন প্রতিরোধ শুরু হল এবং সর্বপ্রথমে শুরু হল যন্ত্রশিল্পের জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডেই কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত সুবিধাগুলি কেবল নামেই ছিল। ১৮০২ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত পার্লামেণ্ট পাঁচটি শ্রমআইন প্রবর্তন করে কিন্তু ঐ আইনগুলি কার্যকরী করবার জন্য অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে এক পাই খরচও বরাদ্দ করেনি।[২]

দাঁড়ায় দিনে ১৪ ঘণ্টা। আমার বিশ্বাস, স্বাস্থ্যের প্রশ্নে না গিয়েও কেউ এটা স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সেই শৈশবের ১৩ বছর বয়স থেকে এবং, যেসব শিল্পে কোনো বিধি-নিষেধ নেই, সেগুলিতে আরো অল্প বয়স থেকে, শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির সমগ্র সময় এমন ছেদহীন একটানা ভাবে আত্মসাৎ করে যে তার ব্যাপারটা এমন অনিষ্টকর যে তা দারুণ ভাবে নিন্দনীয়।...... সুতরাং, সর্বজনিক নীতিবোধ জনগণের সুশৃংখল জীবন বিন্যাস এবং তাদের জন্য জীবন সম্ভোগের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দানের স্বার্থে, এটা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয় যে সমস্ত শিল্পেই শ্রম-দিবসের একটা অংশকে বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। (লিওনার্ড হর্নার "কারখানা পরিদর্শকদের রিপোর্ট, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৬১")

১. 'কাউন্টি অনিট্রিম, ১৮৬০'তে মিঃ জে. এইচ ওটয়ে, বেলফাস্ট হিলারি সেসন কাউন্টি অ্যান্ট্রিম বিচারের রায় দ্রষ্টব্য।

২. বুর্জোয়া রাজা লুই ফিলিপ্পির রাজত্বের এটা একটা স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য যে তাঁর রাজত্বকালে ১৮২৫ সালের ২২শে মার্চ তারিখে গৃহীত কারখানা-আইনটি কখনো কার্যকরী করা হয়নি। আর এই আইনটি ছিল শিশু-শ্রম সংক্রান্ত। এই 'আইনে ধার্য হয়েছিল যে ৮ থেকে ১২ বছরের শিশুদের শ্রম-দিবস হবে ৮ ঘণ্টা ১২ থেকে ১৬ বছরের শিশুদের ১২ ঘণ্টা ইত্যাদি; এর মধ্যে ছিল আবার অনেক ব্যতিক্রম, যাতে ৮ বছরের শিশুদেরও রাতে কাজ করাবার ব্যবস্থা ছিল। যে দেশে প্রত্যেকটি ইঁদুরও পুলিশ-প্রশাসনের অধীনে, সেখানে এই আইনের তদারকি ও প্রয়োগের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল '*amis du combsrce*'-এর সদিচ্ছার উপরে। কেবল এই ১৮৫৩ সাল থেকে একটি মাত্র বিভাগে—'Department du Nord'-এ—একজন বৈজ্ঞানিক সরকারি পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে। ফরাসী সমাজের বিকাশের এটাও একটা কম স্বভাব-সুলভ বৈশিষ্ট্য নয় যে, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব অবধি সর্ব-ব্যাপ্ত ফরাসী আইন কানুনের ভিড়ের মধ্যে লুই ফিলিপ্পির এই আইনটি ছিল নিঃসঙ্গ।

তাই এই আইনগুলি শুধু খাতাপত্রেই থাকল। "বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে ১৮৩৩ সালের আইনের আগে পর্যন্ত তরুণ বয়স্ক এবং শিশুদের কাজ করান হত সারারাত, অথবা সারাদিন, অথবা দিন ও রাত উভয় বেলাতেই।"[১]

আধুনিক শিল্পের জন্য স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের সূচনা হল ১৮৩৩ সালের কারখানা আইনে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বস্ত্র, পশম, শন ও রেশমের কারখানাগুলি। ১৮৩৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত কারখানা আইনের ইতিহাসে তুলনায় মূলধনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আর কোথাও প্রকট নয়।

১৮৩৩ সালের আইন ঘোষণা করল যে সাধারণভাবে কারখানার শ্রম-দিবস স্থায়ীভাবে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা পর্যন্ত এবং এই সীমার মধ্যে, এই পনের ঘণ্টার মধ্যে দিনের যে কোন সময়ে ভিতরেই তরুণ ব্যক্তিদের (অর্থাৎ তেরো থেকে আঠারো বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের!) নিয়োগ করা যাবে ; অবশ্য বিশেষ কয়েকটি অনুমোদিত ক্ষেত্র ছাড়া, দিনে বার ঘণ্টা বেশি কেউ কাজ করবে না। আইনে ষষ্ঠ ধারায় আছে "এই ধারার নির্দেশগুলির সীমার মধ্যে প্রত্যেকটি তরুণ ব্যক্তিকে প্রতিদিন আহারের জন্য কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা সময় দিতে হবে।" নয় বছরের কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ছাড়া নিষিদ্ধ করা হয় ; নয় থেকে তেরো বছর বয়সের শিশুদের দৈনিক শ্রম আট ঘণ্টায় নির্দিষ্ট হয়, রাত্রের কাজ অর্থাৎ আইন অনুযায়ী রাত্রি সাড়ে আটটা থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত নয় থেকে আঠারো বছর বয়সের তরুণ ব্যক্তিদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়।

পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের শোষণ করবার ব্যাপারে ধনিকদের স্বাধীনতায় অথবা তারা যাকে বলেন "শ্রমের স্বাধীনতা" তাতে হস্তক্ষেপ করতে আইন প্রণেতারা এত পরাঙ্মুখ ছিলেন যে তাঁরা এমন একটি বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করলেন যাতে কারখানা-আইনগুলি মারাত্মক কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে।

কমিশনের কেন্দ্রীয় পর্ষদ তার ১৮৭৩ সালের ২৮শে জুন প্রথম রিপোর্টটিতে বলেন "বর্তমানে কারখানা-ব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হয় তার প্রধান অভিশাপ আমাদের কাছে এটাই মনে হয় যে এতে শিশুদের শ্রমকে বয়স্কের শ্রমের উচ্চতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন হয়। বয়স্কদের শ্রম সময় হ্রাস করা এব একটা প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু তা করলে আমাদের মনে হয় উক্ত অভিশাপটির চেয়েও আরও বড় একটি অভিশাপের প্রাদুর্ভাব ঘটবে ; সুতরাং একমাত্র যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে দু প্রস্থ শিশুকে নিয়োগ করা।"……অতএব পালাক্রমে কাজ করাবার নামে এই প্রথাটি চালু হল যাতে (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়) একপ্রস্থ শিশুকে কাজ করান হত সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত এবং আর

---

১. "কারখানা পরিদর্শকদের রিপোর্ট", ৩০শে এপ্রিল, ১৮৬০ পৃঃ ৫০।

এক প্রস্থ শিশুকে দেড়টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা পর্যন্ত। এই শিশুদের বয়স নয় থেকে তেরোর মধ্যে।

বিগত বাইশ বছরকাল অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে শিশুদের শ্রম-সম্পর্কিত সমস্ত আইন অবজ্ঞা করার পুরস্কার হিসেবে কারখানা-মালিকদের জন্য ব্যবস্থাটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করা হল। পার্লামেণ্ট আদেশ জারি করলেন যে ১৮৩৪ সালে পয়লা মার্চের পর এগারো বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে, ১৮৩৫ সালে পয়লা মার্চের পর বারো বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে এবং ১৮৩৬ সালের ১লা মার্চের পর তেরো বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে কোন কারখানায় আট ঘণ্টার বেশি খাটান যাবে না। "মূলধনের" পক্ষে সহৃদয়তাপূর্ণ এই "উদারতা" খুবই উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে ডাঃ ফারে, স্যার এ কার্লাইল স্যার বি ব্রোডি, স্যার সি. বেল, মি. গুথ্রি প্রভৃতি, এক কথায় লণ্ডন নগরীর একেবারে অগ্রগণ্য চিকিৎসক সার্জেনরা কমন্স সভায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে দেরী হলেই বিপদ হবে। ডাঃ ফারে খুব রূঢ়ভাবেই বক্তব্য রেখেছিলেন। "যে-কোন প্রকারে অকালে ঘটান মৃত্যু বন্ধ করার জন্য আইন করা দরকার একথা অনস্বীকার্য যে এই পদ্ধতিকে (অর্থাৎ কারখানা ব্যবস্থাকে) মৃত্যু ঘটাবার একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর পদ্ধতি রূপেই দেখতে হবে।"

এই একই "সংশোধিত" পার্লামেণ্ট একদিকে যেখানে কারখানা মালিকদের প্রতি সুকোমল মমতাবোধ থেকে আগামী দীর্ঘকালের জন্য তেরো বছরের কম বয়সের শিশুদের কারখানা নামক নরককুণ্ডে সপ্তাহে বাহাত্তর ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করল, অন্যদিকে যেখানে 'মুক্তিদান আইন'-এর মাধ্যমে—যাতে ব্যবস্থা রয়েছে ফোঁটা ফোঁটা করে স্বাধীনতাদানের মাধ্যমে—গোড়া থেকেই নিগ্রো দাসদের দিয়ে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো নিষিদ্ধ করে বাগিচা মালিকদের উপরে হুকুম জারি করল।

কিন্তু এই ব্যাপার আদৌ মেনে না নিয়ে ধনিকেরা শোরগোল তুলে যে আন্দোলন শুরু করল সেটি চলল অনেক বছর ধরে। এই আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সেই বয়ঃসীমা যার বলে শিশুদের কাজ আট ঘণ্টায় সীমবদ্ধ করা করা হয় এবং তাদের জন্য কিছুটা পরিমাণ শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাও করা হয়। ধনিকদের নৃতত্ত্ববিদ্যা অনুযায়ী শৈশব শেষ হয় দশ বছরেই, অথবা বড় জোর এগারো বছরে। যতই নূতন কারখানা আইনটির পূর্ণ প্রয়োগের সময় এগিয়ে আসতে লাগল, অর্থাৎ সাংঘাতিক ১৮৩৬ সালটি ঘনিয়ে এলো ততই, কারখানা-মালিকদের দল পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল। বস্তুতঃ তারা সরকারকে এতদূর ত্রস্ত করে তুলল যে ১৮৩৫ সালেই প্রস্তাব এলো যে শৈশবের বয়ঃসীমা তেরো থেকে কমিয়ে বারো করা হউক। ইতিমধ্যে বাইরের চাপ-ও খুব বেশি বেড়ে উঠল। তাই কমন্স সভার সাহসে আর কুলালো না এবং তেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মূলধনের রথচক্রের নীচে দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি পিষ্ট

করতে তারা রাজী হলেন না এবং ১৮৩৩ সালের আইনটির পূর্ণ প্রয়োগ শুরু হল। ১৮৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই আইনটি অপরিবর্তিত ছিল।

গোড়ার দিকে আংশিকভাবে এবং পূর্ণমাত্রায় দশ বৎসর কাল কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কারখানা-পরিদর্শকের সরকারী রিপোর্টগুলি এই অভিযোগে মুখর হয়ে উঠল যে, আইনটি প্রয়োগ করা অসম্ভব। ১৮৩৩ সালের আইবটি সকাল সাড়ে পাচটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত পনের ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি তরুণ, বয়স্ক এবং প্রত্যেকটি শিশুকে দিয়ে মূলধনের মালিকদের খুশিমতো কাজ আরম্ভ করার বিরতি দেবার, আবার কাজ আরম্ভ করার অথবা তার বারো কিংবা আট ঘণ্টা কাজের মধ্যে যে-কোন সময় বিরতি দেবার অধিকার দিয়েছিল এবং মালিকদের এই অধিকারও দেওয়া হয়েছিন যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্ম আহারের বিভিন্ন সময় স্থির করা চলে ; মালিক ভদ্রলোকেরা শীঘ্রই এমন একটি নূতন "পালাক্রমে কাজের প্রথা" আবিষ্কার করলেন যাতে তাঁদের মেহনতি ঘোড়াগুলিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বদল না করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নোতুন করে লাগাম পরানো হত। এই পদ্ধতির গুণাগুণ নিয়ে এখন চিন্তা না করে পরে সে বিষয়ে আসা যাবে। কিন্তু একজনেরই এই জিনিষটি পরিষ্কার : এই পদ্ধতি গোটা কারখানা আইনটিকে কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবেই নয়, একেবারে আক্ষরিকভাবেই বাতিল করে দিল। কারখানা-পরিদর্শকেরা প্রত্যেকটি শিশু বা তরুণ সম্পর্কে জটিল হিসেবের মধ্যে কিভাবে আইন নির্দিষ্ট ভোজনের এবং নির্দিষ্ট শ্রম সময় বাধ্যতামূলক করবে ? বহুসংখ্যক কারখানায় পুরাতন পাশবিকতাগুলি আবার শীঘ্রই প্রকট হয়ে উঠল এবং তার জন্য কারো কোন শাস্তিও হলনা। স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে (১৮৪৪) সালে একটি আলোচনায় কারখানা পরিদর্শকেরা প্রমাণ করে দিলেন যে নব-আবিষ্কৃত পালাক্রমিক শ্রমের প্রথায় নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।[১] কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। কারখানা-শ্রমিকেরা, বিশেষতঃ ১৮৩৮ সালের পর থেকে দশ ঘণ্টার শ্রমের প্রস্তাবটি অর্থ নৈতিক নির্বাচন-ধ্বনি করে তুলল যেমন চার্টারকে তারা পরিণত করল রাজনৈতিক ধ্বনিতে এমনকি কোন কোন কারখানা-মালিক যারা ১৮৩৩ সালে আইন অনুযায়ী কারখানা চালাচ্ছিল তারাও তাদের অসাধু সমব্যবসায়ীদের দুর্নীতিমূলক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে একটির পর একটি স্মারকলিপি পাঠাতে লাগল,—এইসব অসাধু মালিকরা কোথাও দুঃসাহস এবং কোথাও স্থানীয় অবস্থার সুযোগে আইনটি ভেঙ্গে চলছিল। উপরন্তু কারখানা মালিক ব্যক্তিগত লাভের জন্য সীমাহীন ভাবে যতই লোলুপ হোক না কেন, তারা তাদের মুখপাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতার ভোল পাল্টে ফেলবার আদেশ দিলেন। তারা তখন শস্য আইনগুলির (corn laws) অবসানের জন্য সংগ্রামে নেমেছিল এবং তাতে বিজয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল শ্রমিকদের

১. "কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট" ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৯ পৃঃ ৬।

সমর্থন। তাই তারা শুধু দ্বিগুণ রুটির প্রতিশ্রুতি দিল না, পরন্তু স্বাধীন ব্যবসার সত্যযুগে দশ ঘণ্টার শ্রমের প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতিও দিল।[১] এইভাবে তারা ১৮৩৩ সালের আইনটিকে কার্যকরী করার প্রস্তাবে বাধা দান থেকে বিরত রইল। তাঁদের পবিত্রতম স্বার্থের জমির খাজনার উপর আঘাত আসায় 'টোরি' ভূস্বামীরা তাঁদের শত্রু কারখানা মালিকদের 'শয়তানী আচরণের'[২] বিপক্ষে লোকহিতায় ক্রোধ প্রকাশ করে তর্জন গর্জন শুরু করল।

এইভাবে ১৮৪৪ সালের সাত-ই জুনের অতিরিক্ত কারখানা আইনটির জন্ম হয়। ১৮৪৪ সালের দশ-ই সেপ্টেম্বর-এ এর প্রয়োগ শুরু হয়। এই আইনে আর একটি নূতন শ্রেণীর শ্রমিকদের অর্থাৎ আঠারো বছরের বেশি বয়সের নারী-শ্রমিকদের রক্ষণ-ব্যবস্থা থাকে। প্রতিটি ব্যাপারে তাদের তরুণ বয়স্কদের সমতুল্য বলে মনে করা হয়, তাদের শ্রম-সময় বারো ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা হয়, ইত্যাদি এই সর্বপ্রথম আইন করে প্রত্যক্ষ ও সরকারীভাবে পূর্ণবয়স্কের শ্রম-নিয়ন্ত্রণ করতে হল। ১৮৪৪—৪৫-এর কারখানা রিপোর্টে বিদ্রূপের সঙ্গে বলা হয়েছে: "প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী তার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এমন কোন ঘটনা বা দৃষ্টান্ত আমার গোচরীভূত হয়নি।"[৩] তেরো বছরের কম বয়সের শিশুদের শ্রম-সময় কমিয়ে দৈনিক সাড়ে ছ'ঘণ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাত ঘণ্টা করা হল।[৪]

"প্রতারণাপূর্ণ পালাপ্রথার" কদাচারগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আইনে অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি রাখা হল:—শিশু ও তরুণদের শ্রম-সময় তখনই আরম্ভ হয়েছে ধরতে হবে, সকালে যখন একটিও শিশু বা তরুণ কাজ আরম্ভ করবে।" অর্থাৎ যদি 'ক' সকাল আটটায় কাজ আরম্ভ করে এবং 'খ' আরম্ভ করে ১০টায়, তাহলে 'খ'-র শ্রম-দিবস 'ক'-এর সঙ্গে একই সময়ে শেষ হবে। "কোন প্রকাশ্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ঘড়ি অনুযায়ী সময় নিয়ন্ত্রিত হবে", যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী রেলের ঘড়ির সঙ্গে কারখানার ঘড়িকে মেলাতে হবে। মালিককে একটি পঠনযোগ্য ছাপানো নোটিশ টাঙিয়ে জানাতে হবে কখন কাজ শুরু ও শেষ হবে এবং বিভিন্ন ভোজের কতটা করে সময় দেওয়া হবে। যেসব শিশু দুপুর বারোটার আগে কাজ শুরু করেছে, তাদের আবার বেলা একটার পরে আবার

১. "কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট" ৩১শে অক্টোবর ১৮৪৮ পৃঃ ৯৮।

২. লিওনার্ড হর্নার তার সরকারি রিপোর্টগুলি "শয়তানি আচরণ" কথাটি ব্যবহার করেন। ("কারখানা পরিদর্শক রিপোর্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৯, পৃঃ ৭)।

৩. "কারখানা পরিদর্শক রিপোর্ট" ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৪ পৃঃ ১৫।

৪. এই আইনটি শিশুদের দশ ঘণ্টা কাজ করানোর অনুমতি দেয়—যদি তাদের একাদিক্রমে দিনের পর দিন কাজ না করিয়ে একদিন বাদে একদিন কাজ করানো হয়। এই আইনটি প্রধানতঃ অকার্যকরী-ই ছিল।

নূতন করে নিয়োগ করা চলবে না। অতএব সকালের পালায় যারা কাজ করেছে, তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের বিকালের পালায় নিযুক্ত করতে হবে। অতএব বিকালের পালায় শিশুরা সকালের শিশুদের থেকে ভিন্ন হবে। খাবার সময়ের দেড় ঘণ্টার মধ্যে "অন্ততঃ একঘণ্টা সময় বেলা তিনটার আগেই দিতে হবে · ···এবং সকালেও অনুরূপ সময় দিতে হবে। কোন শিশু বা তরুণ-তরুণীকে বেলা একটার আগে কমপক্ষে তিরিশ মিনিট ভোজনের সময় না দিয়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশি খাটানো চলবে না। কোন শিশু বা তরুণ বা তরুণীকে [খাবার সময়ে] কোন ঘরে যেখানে শিল্পোৎপাদন চলছে কাজ করতে বা থাকতে দেওয়াও হবে না", ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এটা দেখা গিয়েছে যে এইসব খুঁটিনাটি ব্যবস্থা যাতে সামরিক শৃঙ্খলানুযায়ী ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কর্মবিরতির সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, এগুলি পার্লামেণ্টের কল্পনাপ্রসূত নয়। এগুলি আধুনিক উৎপাদন প্রণালী থেকে উদ্ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের মতই ঘটনাবলী থেকে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয়েছে। এইগুলিকে সূত্রাকারে ব্যক্ত করা, এগুলি সরকারী স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রকর্তৃক ঘোষণা হচ্ছে সুদীর্ঘ শ্রেণী-সংগ্রামের ফল। এদের প্রথম ফল এই হল যে কার্যক্ষেত্রে কারখানাগুলিতে পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের শ্রম-দিবস ও এইরকম নিয়মের নিয়ন্ত্রণ এল কারণ উৎপাদনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশু, তরুণ ও মহিলাদের সহযোগিতা অপরিহার্য। অতএব মোটের উপর ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে বারো ঘণ্টার শ্রম-দিবস কারখানা আইনের মাধ্যমে শিল্পের সকল শাখায় সাধারণ ও সমভাবে প্রযোজ্য হল।

কিন্তু কারখানা মালিকেরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছুটা "প্রতিক্রিয়া" না ঘটিয়ে এই "প্রগতি" হতে দেয়নি। তাদের প্ররোচনায় কমন্স সভা শোষণযোগ্য শিশুদের নিম্নতম বয়স নয় থেকে কমিয়ে আট করেন যাতে ধনিকরা ঐশ্বরিক ও মানবিক বিধান অনুসারে কারখানায় অধিক সংখ্যক শিশুর যোগান পেতে পারেন।[১]

ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৮৪৬—১৮৪৭ বৎসরগুলি যুগান্তকারী। শস্য আইন এবং তুলো ও অন্যান্য কাঁচামালগুলির উপর শুল্কের অবসান; আইন-প্রণয়নের ধ্রুব লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীন ব্যবসা সম্পর্কিত ঘোষণা; এক কথায় নবযুগের আবির্ভাব হল। অপরপক্ষে ঐ একই বছরগুলিতে চার্টিস্ট আন্দোলন এবং দশ ঘণ্টা আইনের পক্ষে বিক্ষোভ ক্রান্তি-বিন্দুতে পৌছাল। এইগুলি প্রতিশোধকামী টোরীদের সমর্থন পেল। ব্রাইট ও কব্‌ডেনের নেতৃত্বে স্বাধীন ব্যবসার ধ্বজাধারীদের উন্মত্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও এতকাল যে জন্য সংগ্রাম চলেছে সেই দশ ঘণ্টা আইনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হল।

১৮৪৭ সালের আট-ই জুনের নূতন কারখানা আইনে স্থির হল যে ১৮৪৭-এর

১. "যেহেতু শ্রমের ঘণ্টা কমানো হলে শিশুদের বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করতে হবে, এটা ধরা হল যে ৮—৯ বছরের শিশুদের অতিরিক্ত সরবরাহ বর্ধিত চাহিদা মিটিয়ে দেবে।" (l.c. পৃঃ ১৩)।

পয়লা জুলাই থেকে প্রাথমিকভাবে (তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের) "তরুণদের" এবং সকল নারীশ্রমিকের শ্রম-দিবস এগারো ঘণ্টা করতে হবে, কিন্তু ১৮৪০-এর পয়লা মে থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম-দিবসকে দশ ঘণ্টা করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে এই আইনটি ১৮৩৩-১৮৪৪ সালের আইনগুলিকে সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ আকার দান করে।

এইবার ধনিকরা ১৮৪৮ সালের পয়লা মে যাতে আইনটির পূর্ণ প্রয়োগ না করা হয় তার জন্য অন্তরায় সৃষ্টির প্রাথমিক অভিযান শুরু করল। এবং শ্রমিকরা নিজেরাও অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষার অজুহাত তুলে নিজেদের আন্দোলন লব্ধ ফল নষ্ট করতে প্রবৃত্ত হল। খুবই চাতুরীর সঙ্গে সময়টি বাছাই করা হয়েছিল। "এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে (১৮৪৬-৪৭-এর ভয়ানক সংকটের দরুণ) কারখানা শ্রমিকরা অনেক কমে কম সময়ে কাজ করার ফলে অনেক কল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দু'বছরের অধিককাল ভীষণ কষ্ট পায়। অতএব একটি বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিক তখন খুব কষ্টের মধ্যে ছিল ; বোঝা যায় যে অনেকে দেনাদার হয়েছিল ; অতএব এটি বেশ আন্দাজ করা যায় যে তখনকার মত তারা বেশি সময় কাজ করতে চাইবে যাতে অতীতের ক্ষতিপূরণ হয়, হয়ত দেনা শোধ করা যায় অথবা মহাজনদের বন্ধক আসবাবপত্র ছাড়িয়ে আনা যায় অথবা বিক্রি করা জিনিসগুলির স্থানপূরণ করা যায় অথবা নিজেদের ও পরিবার পরিজনদের জন্য নূতন পোষাক আশাক কেনা যায়।"[১]

কারখানা-মালিকরা সাধারণভাবে দশ-শতাংশ মজুরি কমিয়ে ঘটনাবলীর স্বাভাবিক ফলটিকে আরও বাড়িয়ে তুলল। বলা চলে যে স্বাধীন ব্যবসার নবযুগের উদ্বোধন উৎসব এইভাবে উৎযাপিত হল। শ্রম-দিবসকে কমিয়ে এগারো ঘণ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই আরও ৮⅓ শতাংশ মজুরি কমানো হল, এবং দশ ঘণ্টা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিগুণ পরিমাণ মজুরি কমানো হল। অতএব যেখানেই পারা গিয়েছিল মজুরি অন্ততঃ পঁচিশ শতাংশ কমানো হয়েছিল।[২] এইভাবে তৈরি করা অনুকূল ব্যবস্থায় কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে ১৮৪৭ সালের আইন বাতিল করবার আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের মিথ্যা প্রচার, ঘুষ দেওয়া, অথবা ভীতিপ্রদর্শন কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু সমস্ত অপচেষ্টাই ব্যর্থ হল শ্রমিকদের কাছ থেকে যে আধ ডজন গণ-দরখাস্তে তারা "আইনটির জুলুমের" বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, পরীক্ষার সময় দরখাস্তকারীরা নিজেরাই ঘোষণা করল যে তাঁদের স্বাক্ষরগুলি জোর করে নেওয়া হয়েছে। তারা

১. "কারখানা পরিদর্শক রিপোর্ট", ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৮, পৃঃ ১৬।

২. আমি দেখতে পেলাম যে যারা সপ্তাহে দশ শিলিং পাচ্ছিল তাদের মজুরি থেকে দশ শতাংশ হ্রাসের জন্য এক শিলিং কাটা গেল, এবং বাকি নয় শিলিং থেকে সময় কমানোর জন্য দেড় শিলিং কাটা হল, দুটি মিলিয়ে ২½ শিলিং এবং এটা সত্ত্বেও তাদের অনেকে বলল যে তারা বরং দশ ঘণ্টাই কাজ করবে।' l.c.

অনুভব করছে যে তারা অত্যাচারিত কিন্তু সেটি ঠিক কারখানা আইনের জন্য নয়।[১] কিন্তু যদিও কারখানা মালিকরা যেমনটি চেয়েছিল ঠিক সেইভাবেই শ্রমিকদের দিয়ে কথা বলাতে পারেনি, তবু তারা শ্রমিকদের নাম নিয়ে সংবাদপত্রে ও পার্লামেন্টে নিজেরাই আরও বেশি জোরে চীৎকার করতে থাকল। তারা কারখানা-পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে এই বলে নিন্দাবাদ শুরু করল যে তারা নাকি ফরাসী জাতীয় কন্‌ভেন্‌শনের বিপ্লবী কমিশনারদের মত লোকহিতৈষিতার নামে দুঃখী কারখানা-শ্রমিকদের নির্মম-ভাবে বলি দিচ্ছে কিন্তু এই চালও খাটল না। কারখানা-পরিদর্শক লিওনার্দ হর্নার নিজেও তাঁর সাব-ইন্সপেক্টরদের মারফৎ ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানাগুলিতে সাক্ষীদের বহু পরীক্ষা করেন। পরীক্ষিত শ্রমিকদের শতকরা সত্তর জন দশ ঘণ্টা আইন চান, অনেক কম শতাংশ এগারো ঘণ্টা আইন চান এবং এক নেহাৎ নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ আগেকার বারো ঘণ্টা রাখতে চান।[২]

আর একটি "বন্ধুত্বপূর্ণ" টোপ হল পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের দিয়ে বারো থেকে পনের ঘণ্টা কাজ করানো এবং তারপরে এই ব্যাপারটিকে শ্রমিকদের আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ বলে দেশে-বিদেশে প্রচার চালানো। কিন্তু "নির্মম" কারখানা-পরিদর্শক লিওনার্দ হর্নার আবার এগিয়ে এলেন। "যারা বেশি কাজ করত" তাদের অধিকাংশ ঘোষণা করল "তারা কম মজুরি নিয়ে দশ ঘণ্টা কাজ বেশি পছন্দ করে, কিন্তু তারা নিরুপায়; এত বেশি লোক কর্মহীন ছিল (এত বেশি সংখ্যক কাটুনি 'পিসার' হিসেবে কাজ করে এবং অন্য কাজ না পেয়ে এত কম মজুরি পাচ্ছিল) যে, যদি তারা বেশি সময় কাজ করতে অস্বীকার করত, তাহলে তাদের স্থানে অন্যদের নিয়োগ করা হত, যার ফলে তাদের সামনে প্রশ্ন ছিল, হয় বেশি ঘণ্টা কাজ করতে রাজি হও, নতুবা একেবারে বেকার হয়ে থাক।"[৩]

---

১. 'যদিও আমি দরখাস্তে সই দিয়েছি আমি তখনই বলেছিলাম যে, অন্যায় করেছি।' 'তাহলে তুমি কেন সই করলে?' 'কারণ অস্বীকার করলে আমাকে 'কাজ ছাড়িয়ে দেওয়া হত।' এর থেকে বোঝা যায় দরখাস্তকারীরা অনুভব করেছিল তারা 'অত্যাচারিত' কিন্তু ঠিক কারখানা আইনের দ্বারা নয়।' l.c. পৃঃ ১১২।

২. রিপোর্ট, পৃঃ ১৭। মিঃ হর্নারের জেলায় ২৮১টি কারখানায় ১০,২৭০ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রমিককে এইভাবে পরীক্ষা করা হয়। ১৮৪৮ সালের অক্টোবরে যে বর্ষার্দ্ধ শেষ হয়েছে সেই রিপোর্টে সংযোজনীর মধ্যে এই সাক্ষ্যগুলি পাওয়া যাবে। অন্যান্য ব্যাপারেও এই সাক্ষ্যগুলি খুবই মূল্যবান বলে মনে করা যায়।

৩. l.c. লিওনার্ড হর্ণারের নিজের সংগৃহীত সাক্ষ্য নং ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৯২, ৯৩ এবং সাব-ইন্সপেক্টর' এ'-র সংগৃহীত সাক্ষ্য নং ৫১, ৫২, ৫৮ ৫৯, ৬২, ৭০ সংযোজনী থেকে পড়ুন। একজন কারখানা মালিকও সরল সত্যকথা বলেছিলেন। নং ১৪ দেখুন এবং ২৬৫, l.c.।

এইভাবে ধনিকদের প্রাথমিক অভিযান ব্যর্থ হল এবং ১৮৪৮ সালের পয়লা মে দশ ঘণ্টা আইন বলবৎ হল। কিন্তু ইতিমধ্যে চার্টিস্ট পার্টির বিপর্যয় এবং তার নেতাদের কারাদণ্ডের ফলে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস খুবই আঘাত পেল। এর অব্যবহিত পরে জুন মাসে প্যারিসের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও তার রক্তাক্ত দমনকার্য ইংল্যাণ্ডে ও মহাদেশের মূল ভূখণ্ডে শাসকশ্রেণীর সকল ভগ্নাংশকে একত্রিত করল, ভূস্বামী ও ধনিক, ফাটকা বাজারের নেকড়ে ও দোকানদার, সংরক্ষণবাদী ও অবাধ ব্যবসায়ী, সরকার পক্ষ ও বিরোধীপক্ষ, ধর্মধ্বজী ও স্বাধীন চিন্তাবাদী, তরুণী স্বৈরিণী ও বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী—সকলেই সম্পত্তি-ধর্ম-পরিবার ও সমাজকে বাঁচাবার একটি সাধারণ ধ্বনি তুলে একত্রিত হল। সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘোষণা জারি করা হল, তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হল, কার্যতঃ তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হয়ে তৎসংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় পড়ল। এখন আর কারখানা-মালিকদের সংযমের কোন দরকার রইল না। শুধুমাত্র দশ ঘণ্টা আইনের বিরুদ্ধে নয়, পরন্তু ১৮৩৩ সাল থেকে শুরু করে যে সব ব্যবস্থা কিছু-না-কিছু পরিমাণে শ্রম-শক্তির "স্বাধীন" শোষণকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তারা সেই সবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল। দাসত্ব বজায় রাখবার জন্য এটি ছোট আকারে বিদ্রোহ,—দু'বছর ধরে নির্দয় ও বেপরোয়াভাবে সন্ত্রাস চলল এবং এই সন্ত্রাস খুবই সস্তা ছিল কারণ আইনবিদ্রোহী মালিকদের শুধু "হাতের" চামড়া ক্ষয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতির ভয় ছিল না।

যে-সব ব্যাপার ঘটল সেগুলিকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে ১৮৩৩, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৭ সালের কারখানা আইনগুলির যে সব অংশে একে অপরকে সংশোধিত করেনি, তাদের তখন সবটাই বলবৎ ছিল। তাদের একটিও আঠারো বছরের বেশি বয়সের পুরুষ শ্রমিকের শ্রম সীমাবদ্ধ করেনি এবং ১৮৩৩ সাল থেকেই সকাল সাড়ে পাচটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত পনের ঘণ্টা ছিল আইনসঙ্গত "দিবস", যে সীমানার মধ্যে যথানির্দিষ্ট অবস্থায় নাবালক-বয়স্ক ও নারী শ্রমিকদের প্রথমে দিনে বারো ঘণ্টা এবং পরে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হত।

কারখানা-মালিকরা এখানে ওখানে তাদের নিযুক্ত নাবালক ও নারী শ্রমিকদের একটি অংশকে, অনেক ক্ষেত্রে অর্ধেক সংখ্যক-কে, ছাঁটাই দিয়ে শুরু করত এবং তারপর বয়স্ক পুরুষদের জন্য রাত্রে কাজের লুপ্ত প্রায় প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করত। তারা চেঁচিয়ে বলত, দশ ঘণ্টা আইন এছাড়া অন্য কোন পথ রাখেনি।[১]

দ্বিতীয় ধাপে তারা ভোজনের জন্য আইনসঙ্গত বিরতি নিতে লাগল। এ বিষয়ে কারখানা-মালিকদের বক্তব্য কি? "শ্রমের সময় দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ হবার পর কারখানা-মালিকরা কার্যতঃ তখনো ততদূর পর্যন্ত না গিয়েও মনে করেন যে, শ্রমের সময়কে সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ধরে সকাল নয়টার আগে এক ঘণ্টা

১. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৮, পৃঃ ১৩৩, ১৩৪।

এবং সন্ধ্যা সাতটার পরে আধঘণ্টা ভোজনের ছুটি দিলেই আইনের বিধান মানা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা এখন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য একঘণ্টা অথবা আধঘণ্টা ছুটি দেন এবং জোরের সঙ্গে বলেন যে কারখানায় কাজের সময়ের মধ্যে ঐ দেড়ঘণ্টা ছুটি দেবার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁদের নেই।"[১] তাই কারখানা-মালিকরা বলতেন যে, ১৮৪৪ সালের আইনের ভোজন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধানে শ্রমিকদের কেবল কাজে আসবার আগে এবং ছুটির পরে অর্থাৎ বাড়িতে গিয়ে ভোজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেনইবা শ্রমিকরা সকাল নটার আগে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নেবে না? সরকার পক্ষের উকিলরা কিন্তু স্থির করলেন যে নির্ধারিত ভোজনের সময়টি কাজের সময়ের মধ্যে বিরতি দিতেই হবে এবং সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বিনা বিরতিতে কাজ করানো আইনসঙ্গত নয়।"[২]

এইসব আলোচনার পর ধনিকরা এমন একটি কাজ দিয়ে বিদ্রোহের সূচনা করল, যেটি আক্ষরিকভাবে ১৮৪৪ সালের আইনের সঙ্গে খাপ খায় এবং সেদিকে দিয়ে আইন-সঙ্গত।

১৮৪৪ সালের আইনে আট থেকে তেরো বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের যদি দুপুরের আগে নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে বেলা একটার পরে তাদের খাটানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যেসব শিশুদের শ্রম-সময় বেলা বারোটা অথবা তার পরে শুরু হয় তাদের সাড়ে ছ'ঘণ্টার শ্রম কোনক্রমেই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে না। আট বছরের শিশুদের দুপুর থেকে কাজ শুরু হলে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত একঘণ্টা বেলা দু'টো থেকে চারটা পর্যন্ত দুঘণ্টা, বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টা, সর্বসাকুল্যে সাড়ে ছ'ঘণ্টা খাটানো চলত। অথবা এর চেয়েও ভাল ব্যবস্থা হতে পারত। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবার জন্য কারখানা-মালিকরা শুধু বেলা দু'টো পর্যন্ত তাদের কাজ না দিলেই হত, তারা অতঃপর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এদের একনাগাড়ে কারখানায় রাখতে পারতেন। এবং এখন এই জিনিসটি স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হয় যে, ইংল্যাণ্ডে দিনে দশ ঘণ্টার বেশি সময় যন্ত্রপাতিগুলি সচল রাখবার জন্য কারখানা-মালিকদের ইচ্ছা অনুসারেই তাদের খুশি-মাফিক নাবালক শ্রমিক ও নারী শ্রমিকদের ছুটির পরেও রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের পাশে শিশুদের কর্মরত রাখার প্রথা প্রচলিত আছে।[৩] শ্রমিকগণ এবং কারখানা পরিদর্শকেরা স্বাস্থ্য ও নীতির কারণ দেখিয়ে প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু ধনিকেরা জবাব দিলেন:

কাজ তো আমার প্রকাশ্য, আইন মত সৎ,
না হয় আনো দণ্ডনামা খারিজ করো খৎ!

---

১. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে এপ্রিল, ১৮৪৮, পৃঃ ৪৭।

২. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৮, পৃঃ ১৩০।

৩. রিপোর্ট ইত্যাদি l.c. পৃঃ ১৪২।

বস্তুতঃ ১৮৫০ সালের ২৬শে জুলাই কমন্স সভায় উপস্থাপিত তথ্যাবলী থেকে জানা যায় যে, সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৫০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে ৩,৭৪২টি শিশুকে ২৫৭টি কারখানায় এই 'প্রথায়' খাটানো হয়েছিল।[১] এইটাই যথেষ্ট নয়। ধনিকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে ১৮৪৪ সালের আইনে মধ্যাহ্নের আগের পাঁচ ঘণ্টার কাজের মধ্যে অন্তত তিরিশ মিনিট বিরতি দিতেই হবে, কিন্তু মধ্যাহ্নের পরে কাজের জন্য বিরতির কোন বিধান নেই। অতএব, তারা এটাই কাজে লাগালো এবং আট বছর বয়সের শিশুদের বেলা হু'টো থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিনা বিরতিতে শুধু যে খাটাবারই সুযোগ পেল তাই নয়, পরন্তু এই সময়টুকু তাদের অনাহারেও রাখল :

"হ্যাঁ, তার বুকের কাছ থেকেই,
এই কথাই শর্তে লেখা আছে।"[২]

শাইলকের পদ্ধতিতে শিশুদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ১৮৪৪ সালের আইনের আক্ষরিক অনুসরণ থেকে শেষ পর্যন্ত "নাবালক এবং নারী শ্রমিকদের" শ্রম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ঐ একই আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এসে গেল। স্মরণ রাখা উচিত যে "প্রতারণাপূর্ণ পালা-প্রথার" অবসানই ছিল ঐ আইনটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মালিকরা শুধুমাত্র এই সরল ঘোষণা দিয়ে বিদ্রোহ শুরু করলেন যে ১৮৪৪ সালের আইনের যে ধারাগুলি মালিকদের পছন্দমত পনের ঘণ্টা শ্রম-দিবসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে নাবালক ও নারী শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছিল, সেগুলি শ্রম-দিবসকে বারো ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা পর্যন্ত "অপেক্ষাকৃত" নির্দোষ বলা চলত। কিন্তু দশঘণ্টা আইনে ব্যাপারটি হয়ে উঠল "ভয়ানক কষ্টকর"।[৩] তারা পরিদর্শকদের খুব ধীরস্থির ভাবে জানালো যে তারা আইনের আক্ষরিক অর্থ না মেনে নিজেদের দায়িত্বে পুরানো

---

১. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫০, পৃঃ ৫, ৬।

২. অপরিণত অবস্থায় যেমন, পরিণত অবস্থাতেও তেমনি মূলধনের প্রকৃতি একই রকম থাকে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধাবার অল্প কিছুদিন আগে নিউ মেক্সিকোর ভূখণ্ডে দাস-প্রভুরা তাদের প্রভাব অনুযায়ী যে বিধি প্রয়োগ করেন তাতে বলা হয়েছে 'যেহেতু ধনিক শ্রমিকদের শ্রম-শক্তি ক্রয় করেছে, সেজন্য সে হচ্ছে (ধনিকের) নিজস্ব সম্পত্তি।' রোমের প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে ঐ একই ধারণা প্রচলিত ছিল। তাঁরা প্লিবিয়ান দেনাদারদের যে টাকা ধার দিত, সেই টাকা খাদ্যসামগ্রী মারফৎ দেনাদারদের রক্ত ও মাংসে পরিণত হত। অতএব এই 'রক্ত ও মাংস' হত তাদের সম্পত্তি। তাই রচিত হয়েছিল শাইলকমার্কা দশটি ধারার আইন। লিঙ্গুয়েথ কল্পনা করেছিলেন যে টাইবার নদীর ওপারে অভিজাত মহাজনরা মাঝে মাঝে দেনাদারদের মাংস দিয়ে ভোজ করতেন; সেটি অবশ্য খ্রীস্টান ইউকারিস্টদের সম্পর্কে ডুমারের বক্তব্যের মতই অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে।

৩. 'রিপোর্ট ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল, পৃঃ ১৮৪৮ ২৮।

প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করবে।[১] কুপরামর্শে বিভ্রান্ত শ্রমিকের স্বার্থেই তারা এই কাজ করলেন "যাতে তাদের উচ্চতর মজুরি দেওয়া যায়" "এটাই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পথ যার সাহায্যে দশঘণ্টা আইনের আমলেও শিল্পে গ্রেট্‌ব্রিটেনের আধিপত্য রক্ষা করা যায়।" "সম্ভবতঃ পালা করে শ্রম করার প্রথার নিয়ম ভাঙলে ধরা একটু শক্ত, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? এই দেশের বৃহৎ শিল্প-স্বার্থকে কি কারখানা ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টরদের কিছুটা কষ্ট লাঘব করবার জন্য একটা গৌণ ব্যাপারে পরিণত করা চলে?"[২]

স্বভাবতঃই এই সমস্ত চাল টিকল না। কারখানা-পরিদর্শকেরা আদালতে আবেদন করলেন। কিন্তু শীঘ্রই কারখানা-মালিকদের দরখাস্তগুলি এত ধূলো উড়ালো যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জর্জ গ্রে বাধ্য হয়ে ১৮৪৮ সালের ৫ই আগষ্ট একটি সার্কুলারে সুপারিশ করলেন যে পরিদর্শকরা "আইনের শুধুমাত্র আক্ষরিক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অথবা যেক্ষেত্রে মনে করার কোন কারণ নেই যে নাবালকদের প্রকৃতপক্ষে আইন-নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে বাস্তবিকই বেশিক্ষণ খাটান হয়েছে, সেক্ষেত্রে পালা প্রথা অনুযায়ী নাবালকদের নিয়োগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ" করতে পারবেন না। অতঃপর কারখানা-পরিদর্শক জে. স্টুয়ার্ট গোটা স্কটল্যাণ্ডে ঠিক আগেকার দিনের মতই কারখানাগুলিতে পনের ঘণ্টা কার্যকালে তথাকথিত পালা-প্রথার পুনঃ প্রবর্তনে অনুমতি দিলেন। অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডের কারখানা-পরিদর্শকরা ঘোষনা করলেন যে আইনটিকে রদ করার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোন স্বেচ্ছাচারী হুকুম দেবার অধিকার নেই এবং তাঁরা গোলামি পুনঃ প্রতিষ্ঠার সপক্ষে এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত অভিযোগ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

কিন্তু ধনীদের সমন জারি করিয়ে আদালতে হাজির করলে কি ফল হতে পারে যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেটরা—কবেট্ এর ভাষায় "অবৈতনিক মহৎ ব্যক্তিরা" —তাদের বেকসুর ছেড়ে দিতেন? এইসব আদালতে মালিকরা নিজেরাই ছিল নিজেদের বিচারকর্তা। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। কার্শ, লিজ অ্যাণ্ড কোম্পানি, এই নামের সুতো তৈরি কারবারের জনৈক এস্‌ক্রিগি তার জেলার কারখানা-পরিদর্শকের কাছে নিজের কারখানার জন্য একটি পালা প্রথার প্রস্তাব উপস্থিত করে। সম্মতি না পেয়ে লোকটি প্রথমে চুপচাপ থাকে। কয়েকমাস পরে রবিন্‌সন্ নামে আর এক ব্যক্তি, সেও সুতোকল মালিক এবং এস্‌ক্রিগির অনুচর না হলেও তার সঙ্গে সম্ভবতঃ সম্পর্ক-যুক্ত, তিনি স্টক্‌পোর্টের আঞ্চলিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এস্‌ক্রিগির আবিষ্কৃত

১. এইসব অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পড়ে জনহিতৈষী অ্যাশওয়ার্থ কর্তৃক লিওনার্ড হর্ণারের কাছে লিখিত কোয়েকার-সুলভ (নৈষ্ঠিক খ্রীষ্টান) একটি বিরক্তিপূর্ণ চিঠি। (রিপোর্ট ইত্যাদি এপ্রিল, ১৮৪৯, পৃঃ ৪)।

২. l.c. পৃঃ ১৪০।

পালা-প্রথাকে হুবহু প্রবর্তনের দায়ে অভিযুক্ত হল। চারজন বিচারে বসলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন হচ্ছেন সুতোকল মালিক, যাঁদের মধ্যে অনিবার্য ভাবেই সর্বপ্রধান ছিলেন ঐ এসক্রিগি। রবিন্‌সন্‌কে মুক্তি দিলেন এবং এখন এই অভিমত দাঁড়িয়ে গেল যে রবিন্‌সনের পক্ষে যেটি ন্যায্য এস্‌ক্রিগের পক্ষেও সেটি নায্য। আইনের ক্ষেত্রে নিজেরই সিদ্ধান্তের সমর্থনের জোরে তিনি আর দেরি না করে নিজের কারখানায় ঐ প্রথা প্রবর্তন করলেন।[১] অবশ্য আইনের খেলাফ করে এই আদালতের বিচারকদের নেওয়া হয়েছিল।[২] পরিদর্শক হাওয়েল মন্তব্য করলেন যে, এইসব বিচার-বিভ্রাটের জন্য "এক্ষণি প্রতিকার-ব্যবস্থা চাই—হয় আইনটিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হোক্ যাতে সেটিতে এইসব সিদ্ধান্তের অনুমোদন থাকে অথবা আদালতগুলি যাতে ভুলপথে না চলে সেরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা হোক, যাতে সিদ্ধান্তগুলি আইনানুগ হয়· · · যখন এই ধরনের অভিযোগ আনা হল। আমি চাই যে বেতনভোগী ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করুন।"[৩]

সরকারি আইনজ্ঞরা ১৮৪৮ সালের আইন সম্পর্কে মালিকদের ব্যাখ্যাকে আজগুবি বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সমাজের রক্ষাকর্তারা নিজেদের সংকল্প থেকে সরে যাবার পাত্র নন। লিওনার্ড হর্ণার রিপোর্ট করছেন, "আইনটি কার্যকরী করতে গিয়ে· · · সাতটি আঞ্চলিক আদালতের সামনে দশটি অভিযোগের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মাত্র আদালতে সমর্থন পেয়ে· ··· ·····আমি স্থির করলাম যে আইন লঙ্ঘন করার জন্য আরো মামলা করা নিরর্থক। ১৮৪৮ সালের আইনের সেই অংশটুকু যাতে কাজের ঘণ্টা একইরকম করার ব্যবস্থা ছিল···· ·····সেটি এখন আর আমার জেলায় (ল্যাংকাশায়ার) কার্যকরী নেই। আমি অথবা সাব-ইন্সপেক্টররা যখন এমন একটি কারখানা পরিদর্শন করি যেখানে পালা প্রথা আছে, সেখানে দেখি তরুণ বয়স্করা ও নারী-শ্রমিকেরা দশ ঘণ্টার বেশি কাজ করছে কি না সেটি জানবার কোন উপায় নেই·· ······পালা-প্রথা আছে এখন কল-মালিকদের সম্পর্কে ৩০শে এপ্রিলের এক হিসেবে সংখ্যা ছিল ১১৪ এবং কিছুকাল হল এই সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। সাধারণতঃ কারখানার কার্যকাল বাড়িয়ে সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সাড়ে তেরো ঘণ্টা করা হয়েছে·· ···· · কোন কোন ক্ষেত্রে এটি

১. 'রিপোর্ট ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৯, পৃঃ ২১, ২২। অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঐ রিপোর্টেই পৃঃ ৪, ৫।

২. স্যার জন হব্‌হাউস-এর নামে পরিচিত কারখানা-আইনের ১, এবং ২ এর চব্বিশ অধ্যায়ের দশম ধারায় বলা হয়েছে : কোন সুতোকল বা কাপড়ের কলের মালিক অথবা এমন কোন মালিকের পিতা, পুত্র কিংবা ভ্রাতা কারখানা-আইন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্ হিসেবে কাজ করতে পারবে না।

৩. l.c.।

দাঁড়ায় পনের ঘণ্টা, ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।[১] ইতিপূর্বে ১৮-৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬৫ জন কারখানা মালিক ও ২৯ জন সুপারভাইজার-এর একটি তালিকা ছিল যাঁরা সমস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, পালা প্রথা থাকলে কোন পরিদর্শন-ব্যবস্থাই প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত খাটুনি রদ করতে পারে না।[২] যা হয় তা যে একই শিশু ও নাবালকদের সুতোকাটার ঘর থেকে তাঁত ঘরে বদল করা হয়, কখনও কখনও পনের ঘণ্টার মধ্যে এক কারখানা থেকে আর একটিতে পাঠান হয়।[৩] কেমন করে এই ধরনের একটি ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব, "যাতে পালা প্রথার আড়ালে নানা ভাবে হাতের তাস ভাঁজানোর মত কোন না কোন এক ধরনের পরিকল্পনা করে, সারা দিনের মধ্যে শ্রমের ও বিরতির সময় এমন করে পাল্টানো হত, যে একই সময়ে একই ঘরে কোন একটি সম্পূর্ণ দল শ্রমিককে আপনি পেতে পারবেন না।"[৪]

কিন্তু কার্যতঃ উল্লিখিত খাটুনির প্রশ্নটি ছেড়ে দিয়েও এই তথাকথিত পালা প্রথাটি ধনিকদের উদ্ভট কল্পনার ফল, যাকে ফুরিয়ে পর্যন্ত তাঁর ব্যঙ্গাত্মক নক্সাগুলিতে কখনো অতিক্রম করতে পারেন নি,—ব্যতিক্রম শুধু এইটুকুই যে তাঁর "শ্রমের আকর্ষণ" বদলে এখানে হয়েছে মূলধনের আকর্ষণ। যেমন মালিকদের সেইসব পরিকল্পনা সেগুলিকে "অভিজাত" সংবাদপত্রগুলি "যথেষ্ট যত্ন ও শৃঙ্খলা থাকলে কতদূর এগোনো যায়" তার পরাকাষ্ঠা বলে প্রশংসা করেছেন, সেগুলির দিকে একটু তাকান। শ্রমজীবী লোকগুলিকে কখনো কখনো বারো থেকে চোদ্দ ভাগে ভাগ করা হত। এই ভাগের অন্তর্ভুক্তদের কেবলই একটি থেকে আর একটিতে বদলানো হত। কারখানার শ্রম-দিবসের পনের ঘণ্টার মধ্যে ধনিক শ্রমিককে কখনো তিরিশ মিনিট, কখনো বা একঘণ্টা খাটাত এবং তারপর তাকে আবার বাইরে ঠেলে দিত, আবার তাকে কারখানায় টেনে এনে কাজ করিয়ে নূতন করে বাইরে ঠেলে দিত, খণ্ড খণ্ড সময় তাকে এইভাবে তাড়িয়ে বেড়ালেও পুরো দশ ঘণ্টা কাজ না করিয়ে তাকে কখনো ছাড়ত না। রঙ্গমঞ্চের মতই একই লোকগুলিকে বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে পালা করে আত্মপ্রকাশ করতে হত। কিন্তু অভিনেতা যেমন অভিনয়ের সমগ্র সময়টা থিয়েটারের দখলে থাকে, তেমনি শ্রমিকেরা পনের ঘণ্টাই কারখানার দখলে থাকত, তাদের যাওয়া আসার সময়ের হিসাব ছাড়াই। এইভাবে বিশ্রামের ঘণ্টাগুলিকে পরিবর্তিত করে বাধ্যতামূলক কর্মহীনতার ঘণ্টায় পরিণত করা হত, যা নাবালকদের টেনে নিয়ে যেত মদের দোকানে এবং বালিকাদের ঠেলে দিত পতিতালয়ে। দিনের

---

১. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৯, পৃঃ ৫।

২. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৯, পৃঃ ৬।

৩. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৯, পৃঃ ২১।

৪. রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৮, পৃঃ ৯৫।

পর দিন ধনিক শ্রমিকসংখ্যা না বাড়িয়ে বারো অথবা পনের ঘণ্টা পর্যন্ত তার যন্ত্রপাতি চালু রাখবার যেসব কৌশল নিত্য-নূতন আবিষ্কার করত, তাতে শ্রমিককে এইসব টুকরো টুকরো সময়ের মধ্যে কোন মতে তার খাবার গিলে নিতে হত। দশ ঘণ্টা আন্দোলনের সময় মালিকরা বলতেন যে উচ্ছৃঙ্খল শ্রমজীবীরা দশ ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্টা মজুরি পাবার আশা নিয়ে দরখাস্ত করেছে। এখন তাঁরা চাকা ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁরা শ্রম-শক্তির উপর বারো ঘণ্টা অথবা পনের ঘণ্টা মালিকানা করে দশ ঘণ্টার মজুরি দিতে থাকলেন।[১] এই হচ্ছে দশ ঘণ্টা আইন সম্পর্কে মালিকদের ব্যাখ্যার সারমর্ম! এঁরাই হচ্ছেন সেই একই মিষ্টভাষী স্বাধীন ব্যবসায়ী যাঁরা মানবতার প্রেমে গলদঘর্ম হয়ে শস্য আইন বিরোধী আন্দোলনের যুগে পুরো দশ বছর কাল পাউণ্ড শিলিং ও পেন্সের হিসাব দেখিয়ে শ্রমিকদের কাছে প্রচার করেছিলেন যে স্বাধীন-ভাবে শস্য আমদানি হলে ব্রিটিশ শিল্পে যতটুকু শক্তি আছে, তার জোরেই দশ ঘণ্টার শ্রম ধনিকদের সম্পদ-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট।[২] অবশেষে দুবছর পরে ধনিকদের এই বিদ্রোহে একটি সাফল্য লাভ হল, সেটি হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে চারটি উচ্চতম বিচারালয়ের মধ্যে অন্যতম 'কোর্ট অফ এক্সচেকার'-এর একটি সিদ্ধান্ত। ১৮৫০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে এঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে কারখানা-মালিকরা নিশ্চয়ই ১৮৪৪ সালের আইনের মর্মের বিরুদ্ধে চলেছে কিন্তু এই আইনটিতেই এমন কতকগুলি কথা আছে যাতে সেটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। "এই সিদ্ধান্তের দ্বারা দশ ঘণ্টা আইন বাতিল হয়ে গেল।"[৩] মালিকের দল যারা এতদিন তরুণ-বয়স্ক ও নারী-শ্রমিকদের জন্য পালা-প্রথা প্রয়োগ করতে ভয় পেত, তারা এখন এই নিয়ে উঠে পড়ে লাগল।[৪]

১. ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৯-এর রিপোর্ট প্রভৃতি পৃষ্ঠা ৬ দেখুন এবং ১৮৪৮ সালের ৩১শে অক্টোবরের রিপোর্ট-এ কারখানা পরিদর্শক হাওয়েল এবং সণ্ডার্স-এর পালা-প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়ুন। পালা-প্রথার বিরুদ্ধে ১৮৪৯ সালে বসন্তকালে মহারাণীর নিকট অ্যাসটন ও সন্নিহিত অঞ্চলের যাজক সম্প্রদায়ের আর্জি পড়ুন।

২. যেমন উদাহরণস্বরূপ 'কারখানা সমস্যা ও দশ ঘণ্টা আইনের প্রস্তাব।'— আর. এইচ. গ্রেগ, ১৮৩৭।

৩. এফ. এঙ্গেল্‌স্: 'ইংলিশ টেন আওয়ার্স বিল' ("Neue Rheinische Zeitung Politisch-ockonomische Revue" মার্কস সম্পাদিত, এপ্রিল সংখ্যা, ১৮৫০, পৃঃ ১৩)। 'ঐ একই 'উচ্চ' বিচারালয় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এমন একটি দ্ব্যর্থবাচক শব্দ আবিষ্কার করলেন যাতে বোম্বেটে জাহাজগুলিকে অস্ত্র সজ্জিত করার বিরুদ্ধে আইনটির অর্থ একেবারে উল্টে গেল।

৪. 'রিপোর্ট ইত্যাদি', ৩০শে এপ্রিল, ১৮৫০।

কিন্তু মূলধনের এই আপাতদৃশ্য চূড়ান্ত জয়ের পরেই এলো একটি প্রতিক্রিয়া। এতকাল পর্যন্ত শ্রমিকরা অনমনীয় এবং অবিরাম প্রতিরোধ করলেও তারা সক্রিয় কর্মসূচী নেয়নি। এখন ল্যাংকাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারে বিক্ষুব্ধ জনসভা থেকে তারা প্রতিবাদ জানাল। এইভাবে অবস্থা এমনি হল যেন দশ ঘণ্টার আইনটি একটি ভানমাত্র, এটি পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি প্রতারণামাত্র, এর অস্তিত্ব কোনদিনই ছিল না! কারখানা-পরিদর্শকেরা সরকারকে জরুরী হুঁশিয়ারি দিলেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ এক অবিশ্বাস্য তীব্র স্তরে পৌঁছেছে। মালিকদের মধ্যেও কেউ কেউ গুঞ্জন শুরু করলেন: "বিচারকদের স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং উচ্ছৃঙ্খল একটি অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ইয়র্কশায়ারে একটি আইন খাটে, ল্যাংকাশায়ারে আর একটি; ল্যাংকাশায়ারের একটি গ্রামে এক আইন, ঠিক পার্শ্ববর্তী গ্রামে আর একটি। বড় বড় শহরে কারখানা-মালিক আইন এড়িয়ে চলতে পারেন, মফঃস্বল জেলাগুলির মালিকেরা পালাপ্রথার জন্য প্রয়োজনীয় লোক সংগ্রহ করতে পারেন না— এক কারখানা থেকে অপর কারখানায় শ্রমিকদের বদলি করা তো দূরের কথা," ইত্যাদি। কিন্তু মূলধনের সর্বপ্রথম জন্মগত দাবি হচ্ছে যে সকল মূলধনই সমভাবে শ্রম-শক্তি শোষণ করবে।

এরূপ অবস্থার মধ্যে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা মিটমাট হল, যাকে ১৮৫০ সালের ৫ই আগষ্ট অতিরিক্ত কারখানা-আইনে পার্লামেণ্টের ছাপ দেওয়া হল। "নাবালক এবং নারী শ্রমিকদের" শ্রম-দিবসকে সপ্তাহে প্রথম পাঁচ দিনে দশ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে সাত ঘণ্টা করা হল। সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ চলবে[১] মাঝখানে ভোজনের জন্য কমপক্ষে দেড় ঘণ্টার বিরতি থাকবে, ভোজনের সময়গুলি সকলের ক্ষেত্রেই একই সময়ে নির্দিষ্ট হবে এবং ১৮৪৪ সালের আইনের নির্দেশ অনুযায়ী হবে। এতে চিরকালের মত পালাপ্রথা রহিত হল।[২] শিশুদের পরিশ্রমের ক্ষেত্রে ১৮৪৭ সালের আইন বলবৎ থাকল।

পূর্বের ন্যায় এবারও একধরনের মালিকরা শ্রমিক শ্রেণীর শিশু সন্তানদের ওপর বিশেষ মালিকানা-স্বত্বের অধিকার পেলেন। এঁরা হচ্ছেন রেশম কারখানার মালিক। এঁরাই ১৮৩৩ সালে ভয় দেখিয়ে চীৎকার করেছিলেন, "যদি শ্রম-জীবী শিশুদের দশ ঘণ্টা কাজের অধিকার কেড়ে নেওয়া নয়, তাহলে তাদের কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।"[৩] তাদের পক্ষে তেরো বছরের অধিক বয়সের যথেষ্ট সংখ্যক শিশু নিয়োগ

---

১. শীতকালে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এর বিকল্প হতে পারে।

২, 'বর্তমান আইনটি (১৮৫০ সালে) একটি আপোষ-মীমাংসার ফল যাতে শ্রমিকেরা দশ ঘণ্টা আইনের সুবিধা ছেড়ে দিল এইজন্য যে, যাদের শ্রমের ঘণ্টা নির্দিষ্ট তাদের শ্রমেরও শুরু এবং শেষ যাতে একই সময়ে হয়।' (রিপোর্ট, ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল, ১৮৫২ সালে, পৃঃ ১৪)।

৩. 'রিপোর্ট ইত্যাদি', সেপ্টেম্বর, ১৮৪৪, পৃঃ ১৩।

করা অসম্ভব হয়ে উঠত। তাঁরা যে সুবিধা চেয়েছিলেন সেইটেই আদায় করলেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা গেল যে তাঁদের অজুহাতটি ছিল একটি সুচিন্তিত মিথ্যা।[১] কিন্তু যে শিশুদের টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে কাজ করাতে হত, দশ বছর ধরে দিনে দশ ঘণ্টা তাদের রক্ত জল করে রেশম তৈরি করতে এদের বাধেনি।[২] ১৮৪৪ সালের আইন নিশ্চয়ই এগারো বছরের কম বয়সের শিশুদের দিনে সাড়ে ছয়ঘণ্টার বেশি খাটাবার পক্ষে তাদের "অধিকার" "হরণ" করেছিল। আইনে তারা এগারো থেকে তেরো বছর বয়সের শ্রমজীবী শিশুদের দিনে দশ ঘণ্টা খাটাবার সুযোগ পেলেন এবং কারখানায় নিয়োজিত অপর সব শিশুদের পক্ষে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এরা এদের ক্ষেত্রে রহিত হল। এইবার অজুহাত হল এই যে "তারা যে কাজে নিযুক্ত ছিল সেখানে বস্ত্রের সূক্ষ্ম প্রকৃতি অনুযায়ী খুব লঘু স্পর্শের দরকার হত, কেবলমাত্র অল্প বয়সের শিশুদের কারখানায় নিয়োগের ফলেই এই স্পর্শ আয়ত্ত করা যেত।"[৩] শিশুদের আঙুলের কোমল স্পর্শের জন্য সরাসরিভাবে তাদের হত্যা করা হত যেমন দক্ষিণ রাশিয়ার শিংওয়ালা গোরুকে চামড়া ও চর্বির জন্যে হত্যা করা হত। অবশেষে ১৮৫০ সালে, ১৮৪৪ সালে প্রদত্ত সুবিধাটি শুধুমাত্র রেশমের সুতো তৈরি ও সুতো জড়ানোর ডিপার্টমেন্টে সীমাবদ্ধ করা হল। কিন্তু এখানেও ধনিকদের "স্বাধীনতা" হরণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এগারো থেকে তেরো বছর বয়সের শিশুদের শ্রম-সময় দশ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে দশ ঘণ্টা করা হল। অজুহাত: "বস্ত্রশিল্পের অন্যান্য কারখানার চেয়ে রেশমের কারখানায় শ্রম অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাস্থ্যের পক্ষে কম ক্ষতিকর।"[৪] সরকারি স্বাস্থ্য অনুসন্ধানের রিপোর্টে কিন্তু অপরপক্ষে এই তথ্য পরবর্তীকালে বিপরীত ব্যাপারটি প্রমাণিত করল, "মৃত্যুর গড় হার রেশম শিল্পের এলাকাগুলিতে অত্যধিক উচ্চ এবং মোট জনসংখ্যার স্ত্রীলোকদের মধ্যে এইটি ল্যাংকাশায়ারে তুলো-শিল্পের অঞ্চলগুলির চেয়ে উচ্চতর।[৫] কারখানা-পরিদর্শকদের

১. l.c.

২. l.c.

৩. রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৬, পৃঃ ২০।

৪. রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩১শে অক্টোবর ১৮৬১, পৃঃ ২৬।

৫. মোটামুটি কারখানা-আইনের অধীনস্থ শ্রমজীবী জনসংখ্যা শারীরিক দিক দিয়ে অনেকটা উন্নত হয়েছে। সমস্ত ডাক্তারি সাক্ষ্য প্রমাণ এই বিষয়ে একমত এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে আমারও এই বিশ্বাস হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এবং জীবনের সূচনায় ভয়াবহ শিশু-মৃত্যুর হারের কথা ছেড়ে দিলেও ডাঃ গ্রীনহাউ-এর সরকারি রিপোর্ট থেকে 'স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন বিভিন্ন কৃষিপ্রধান অঞ্চল-এর তুলনায় শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ ১৮৬১ সালের রিপোর্ট থেকে পরপৃষ্ঠার সারণীটি দেওয়া যায়:

ছয় মাস অন্তর বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই অনিষ্টকর প্রথা আজও পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে।[১]

১৮৫০ সালের আইনটি শুধুমাত্র নাবালিকা শ্রমিকদের "জন্য সকাল ছটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত পনের ঘণ্টা কার্যকাল কমিয়ে সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টায় পরিণত করে। অতএব এইটি সেইসব শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করেনি

সারণী

শিল্পে নিযুক্ত পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষদের শতকরা হার	এক লক্ষ পুরুষের যক্ষায় মৃত্যুর হার	জিলার নাম	লক্ষ স্ত্রীলোকের যক্ষায় মৃত্যুর হার	শিল্পে নিযুক্ত বয়স্ক স্ত্রীলোকের শতকরা হার	মেয়েদের কাজের প্রকৃতি
১৪.৯	৫৯৮	উইনগান	৬৪৪	১৮.০	তুলো
৪২.৬	৭০৮	ব্ল্যাকবার্ন	৭৩৪	৩৭.৯	ঐ
৩৭.৩	৫৪৭	হালিফ্যাক্স	৫৬৪	২০.৪	পশম
৪১.৯	৬১১	ব্রাড্‌ফোর্ড	৬০৩	৩০.০	ঐ
৩১.০	৬৯১	ম্যাক্লেস্‌ফিল্ড	৮০৪	২৬.০	রেশম
১৪.৯	৫৮৮	লীক্‌	৭০৫	১৭.২	ঐ
৩৬.৬	৭২১	ষ্টোক্‌-আপন-ট্রেন্ট	৬৬৫	১৯.৩	মৃৎপাত্র
৩০.৪	৭২৬	উল্‌ষ্ট্যানটন	৭২৭	১৩.৯	ঐ
	৩০৫	৮টি সুস্থ কৃষি-প্রধান জেলা	৩৪০		

১. সকলেই জানেন যে, 'অবাধ ব্যবসার পূজারী' ইংরেজ ব্যাপারীরা রেশম শিল্পের উপর প্রতিরোধ-ব্যবস্থা তুলে দেবার সময় কী রকম অনিচ্ছা দেখায়। ফরাসী পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের বদলে এখন কার্যকরী হল কারখানায় নিযুক্ত ইংরেজ শিশুদের রক্ষাকবচের অভাব।

যাদের এই সময়ের আধ ঘণ্টা আগে এবং আড়াই ঘণ্টা পরে পর্যন্ত খাটানো যেত, অবশ্য যদি সমগ্র শ্রম-সময় সাড়ে ছয় ঘণ্টার বেশি না হয়। আইনের খসড়াটি আলোচনার সময় কারখানা-পরিদর্শকেরা পার্লামেন্টের সামনে এই গরমিলের জন্য অনিষ্টকর প্রয়োগের তথ্যগুলি উপস্থিত করেন। তাতে কোন ফল হয় না। কারণ ব্যবস্থাটির পিছনে নিহিত উদ্দেশ্য ছিল এই যে সম্পদের বছরগুলিতে শিশুদের নিয়োগের সুযোগ নিয়ে বয়স্ক পুরুষদের শ্রম-দিবসকে পনেরো ঘণ্টায় টেনে তোলা। পরবর্তী তিন বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হল যে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের প্রতিরোধে এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই ১৮৫০ সালের আইনটি ১৮৫৩ সালে চূড়ান্ত রূপ নেবার সময় "নাবালক ও নারী শ্রমিকদের সকালবেলা কাজের আগে এবং সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে শিশুদের নিয়োগ" নিষিদ্ধ করা হল। এখন থেকে অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ১৮৫০ সালের কারখানা আইনটি তার অধীনস্থ শিল্পের শাখাগুলিতে সমস্ত শ্রমিকদের শ্রম-দিবস নিয়ন্ত্রণ করতে থাকল।[1] প্রথম কারখানা আইন প্রবর্তনের পর অর্ধশতাব্দী তখন অতীত হয়েছে।[2]

কারখানা আইন সর্বপ্রথম তার মূল পরিধি অতিক্রম করল "১৮৪৫ সালের ছাপাখানা আইনে।" আইনটির প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে যে এই নূতন "বাড়াবাড়িকে" ধনিকেরা কি রকম বিরক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এতে শিশুদের জন্য শ্রম-দিবসকে

১. ১৮৫৯ এবং ১৮৬০ সালে ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প যখন শীর্ষে উঠেছে, তখন কয়েকজন কারখানা-মালিক বাড়তি খাটুনির জন্য বাড়তি মজুরির লোভজনক টোপ ফেলে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের দিয়ে শ্রম-সময়ের বৃদ্ধি মানিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। যন্ত্র-ব্যবহারকারী কাটুনিরা এবং অপরাপর শ্রমিকগণ মালিকদের কাছে একটি আর্জি করে এই পরীক্ষাটি শেষ করে দিলেন, আর্জিতে তাঁরা বললেন, 'সোজা কথা বলতে গেলে, আমাদের কাছে আমাদের জীবনযাত্রা বোঝা স্বরূপ; এবং দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে যখন আমরা সপ্তাহে প্রায় দু'দিন বেশি কারখানার মধ্যে আবদ্ধ থাকি, তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা আমাদের দেশের গোলাম এবং আমরা এমন একটি প্রথাকে স্থায়ী করছি যেটি আমাদের পক্ষে এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের পক্ষে ক্ষতিকর···· অতএব এতৎদ্বারা আপনাদের কাছে বিজ্ঞপিত করছি যে ক্রিস্‌মাস ও নববর্ষের ছুটির পরে যখন আমরা আবার কাজ শুরু করব; তখন আমরা সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করব এবং তার বেশি করব না। অথবা সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত, মাঝে দেড় ঘণ্টা ছুটি।" (রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৬০, পৃঃ ৩০)।

২. এই আইনের শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে একে লঙ্ঘনের যে সুযোগ-সুবিধাগুলি ছিল তার জন্য 'কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন' (৬ই আগস্ট, ১৮৫৯) সম্পর্কে পার্লামেন্টের রিটার্ন দেখুন, এবং এর মধ্যে বিশেষ করে লিওনার্ড হর্ণারের 'অবৈধ কাজকর্ম, অধুনা যার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সেগুলি বন্ধ করবার জন্য পরিদর্শকদের হাতে ক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্যে কারখানা আইনগুলির সংশোধনের প্রস্তাবাবলী' দেখুন।

আট থেকে তেরো ঘণ্টায় নির্দিষ্ট করা হয় এবং নারীদের জন্য সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ষোল ঘণ্টা, খাবার জন্য আইনে নির্দিষ্ট কোন বিরতি ছিল না। এতে তেরো বছরের বেশি বয়সের পুরুষদের দিনে ও রাতে খুশিমত খাটানো যেত।[১] এই আইনটি পার্লামেন্টের একটি গর্ভস্রাব।[২]

যাই হোক আধুনিক উৎপাদন-প্রণালীর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি হল শিল্পের বৃহৎ শাখাগুলি; সেগুলিতে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিটির বৈজয়ন্তী ঘোষিত হল। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ সালেব মধ্যে এই শাখাগুলিতে বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানা শ্রমিকদের দৈহিক ও নৈতিক পুনরুত্থান চলতে থাকে যাতে প্রায় অন্ধ ব্যক্তিরও চোখ খুলে যায়। অর্ধ শতাব্দীর গৃহ-যুদ্ধের ফলে মালিকদের কাছ থেকে ধাপে ধাপে শ্রমের যে-সব আইনগত সীমা ও নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিতে হয়েছে, এরাই ঘটা করে এখন এইসব শাখায় শোষণের দিকে যেখানে ঐ শোষণ এখনও 'স্বাধীন'[৩] ছিল সেইদিকে, তুলনামূলকভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির হাতুড়ে পণ্ডিতরা এমন জ্ঞানগর্ভ ঘোষণা করলেন যে, আইন দ্বারা নির্দিষ্ট শ্রম-দিবসের নিয়ন্ত্রণেব প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে তাঁদের "বিজ্ঞানের",[৪] একটি বিশিষ্ট-নূতন আবিষ্কার। সহজেই বোঝা যায় যে কারখানা মালিকরা যখন হাল ছেড়ে দিয়ে অনিবার্যকে মেনে নিলেন, যখন ধনতন্ত্রের প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্রমে কমে এল, একই সময়ে যখন এই প্রশ্নের সঙ্গে স্বার্থের দিক দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন সব সহযোগীদের সংখ্যা বাড়তে থাকল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকল শ্রমিক-শ্রেণীর আক্রমণের ক্ষমতা। এইজন্যই ১৮৬০ সালের পর থেকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত অগ্রগতি ঘটল।

১. 'আমার জেলায় গত ছয় মাসে আট বছর বয়স ও তদূর্ধ্ব বয়সের শিশুদের সত্যসত্যই সকাল ছয়টা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে।' ("রিপোর্ট" ইত্যাদি, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৭, পৃঃ ৩৯)।

২. 'স্বীকার করা হয়েছে যে ছাপাখানা আইনটি তার শিক্ষামূলক এবং রক্ষণমূলক উভয়বিধ ব্যবস্থার দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।' ("রিপোর্ট" ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬২, পৃঃ ৫২)।

৩. এইজন্য উদাহরণস্বরূপ ই. পটার ১৮৬৩ সালের ২৪শে মার্চ টাইম্‌স্ পত্রিকায় লেখেন। পত্রিকাটি তাঁকে ১০ ঘণ্টা আইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

৪. অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে মি. ডব্‌লু নিউমার্ক যিনি 'টুকে' (Tooke) প্রণীত 'দামের ইতিহাস' গ্রন্থের সহযোগী এবং সম্পাদক ছিলেন, তিনি বলেন: জনমতের কাছে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণকে কি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বলা যায়?

১৮৬০ সালে রং ও ব্লিচিং কারখানাগুলি সব ১৮৫০ সালের কারখানা-আইনের অধীনে এল[১], লেস ও মোজার কারখানাগুলি এল ১৮৬১ সালে।

শিশু নিয়োগ কমিশনের প্রথম রিপোর্টের (১৮৬৩) ফলে সব রকমের মৃৎশিল্প (কেবল পটারিই নয়), দেশলাই, কার্তুজ, কার্পেট এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রক্রিয়ায়, এককথায় যেগুলিকে বলা হয় ফিনিশিং, সেই সমস্ত কিছুর ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের অদৃষ্টে একই ব্যাপার ঘটল। ১৮৬৩ সালের খোলা বাতাসে[২] ব্লিচিং এবং রুটি সেঁকার কাজকে বিশেষ বিশেষ আইনের আওতায় আনা হল যাতে করে প্রথমোক্ত

১. ১৮৬০ সালের আইনটিতে বলা হল যে ডাইং এবং ব্লিচিং কারখানাগুলিতে ১৮৬১ সালের ১লা আগষ্ট থেকে অস্থায়ীভাবে বারো ঘণ্টা শ্রম-দিবস চালু হবে এবং চূড়ান্তভাবে ১৮৬২ সালের ১লা আগষ্ট দশ ঘণ্টা প্রবর্তিত হবে। অর্থাৎ অন্যান্য দিনে সাড়ে দশ ঘণ্টা এবং শনিবারে সাডে সাত ঘণ্টা। কিন্তু যখন ঐ বিপজ্জনক ১৮৬২ সাল এল, তখনই পুরানো প্রহসনের পুনরাবৃত্তি হল। উপরন্তু শিল্পপতিরা পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্তে জানালেন যে আরও এক বছর নাবালক ও স্ত্রীলোকদের বারো ঘণ্টা খাটানো হোক। "ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থায় (তখন তুলো সংকট চলছে) বারো ঘণ্টার কাজ শ্রমিকেরই পক্ষে যায় যতদিন সম্ভব তারা কিছু বেশি রোজগার করুক-না-কেন।, এই মর্মে একটি বিলও আনা হয় কিন্তু 'প্রধানতঃ স্কটল্যাণ্ডের ব্লিচিং শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে বিলটি পরিত্যক্ত হয়।' ("রিপোর্ট" ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬২, পৃঃ ১৫-১৬) এইভাবে যে শ্রমিকদের স্বার্থের ধুয়ো ধরে ধনিকেরা দাবি করছিলেন, তাদেরই দ্বারা পরাজিত হয় এখন তাঁরা উকিলের চোখ দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে পার্লামেণ্টের অন্যসব আইনের মতো ১৮৬০ সালের আইনটিও তার আওতা থেকে ফিনিশিং ও ক্যালেণ্ডারিং শ্রমিকদের বাদ রেখেছিল। মূলধনের চিরকালের বিশ্বস্ত ভৃত্য, ব্রিটিশ আইন-প্রণালী সাধারণ আদালতে ধূর্ততাকে অনুমোদন করল 'শ্রমিকরা খুবই হতাশ হয়েছে....তার অতিরিক্ত খাটুনির অভিযোগ করে এক খুবই পরিতাপের বিষয় যে আইনের ভুল সংজ্ঞার জন্য তার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।' (l.c. পৃঃ ১৮)

২. 'খোলা হাওয়ায় ব্লিচিং'-এর মালিকপক্ষ এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ১৮৬০ সালের আইন এড়িয়ে যেতে চাইত যে কোনো স্ত্রীলোকই রাত্রে ঐ কাজ করত না। কারখানা-পরিদর্শকেরা এই মিথ্যাটি ধরিয়ে দিলেন এবং ঐ একই সময়ে শ্রমজীবীদের বিভিন্ন আর্জি মারফৎ পার্লামেণ্টের সদস্যদের মন থেকে স্নিগ্ধ ও সুগন্ধ তৃণপূর্ণ মাঠে, খোলা হাওয়ার পরিবেশে ব্লিচিং চলার কাহিনী দূরীভূত হল। এই খোলা হাওয়ায় ব্লিচিং-এ যে সব শুকাবার ঘর ব্যবহৃত হত সেগুলির তাপমাত্রা ছিল ৯০° থেকে ১০০° ফারেনহিট্ এবং এখানে কাজটি করত প্রধানতঃ বালিকারা। 'ঠাণ্ডা হওয়া'—এই পারিভাষিক কথাটি তারা এই অর্থে ব্যবহার করত যে, 'তারা শুকবার ঘর থেকে পালিয়ে

কাজে নাবালক ও নারী শ্রমিকদের জন্য রাত্রে কাজ (রাত আটটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত) এবং শেষেরটিতে আঠারো বছরের নিম্নবয়স্ক শিক্ষানবীশ রুটি কারিগরদের রাত নটা থেকে ভোর পাচটা পর্যন্ত কাজ নিষিদ্ধ হয়। আমরা পরে ঐ একই কমিশনের

মুক্ত টাটকা হাওয়ায় যেত।' স্টোভের কামরায় পনেরটি বলিকা। লিনেনের জন্য ৮০ থেকে ৯০° তাপমাত্রা এবং কেম্ব্রিকের জন্য ১০০° বা ততোধিক। আড়াআড়ি দশ ফুটের মত একটি ছোট ঘরে বারোজন বালিকা ইস্ত্রি ও অন্যান্য কাজ করে, ঐ ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি 'ক্লোজ' স্টোভ। স্টোভটা নিদারুণ তাপ ছড়ায় এবং তার চারপাশে দাঁড়িয়ে বালিকারা তাড়াতাড়ি কেম্ব্রিকগুলি শুকিয়ে ইস্ত্রিওয়ালাদের হাতে দেয়। এইসব শ্রমজীবীদের শ্রমের ঘণ্টার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। কাজ থাকলে এরা পরপর রাত নয়টা অথবা এমনকি বারোটা পর্যন্ত কাজ করে।' (রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬২, পৃঃ ৫৬) একজন চিকিৎসক উক্তি করেন: 'ঠাণ্ডা হবার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা নেই কিন্তু যদি তাপমাত্রা ভয়ানক উঁচু হয়ে যায় অথবা যদি কারিগর-দের হাত ঘামে নোংরা হয়ে যায়—তবেই তাদের অল্প কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হয় .... আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, যার পরিমাণ বড় কম নয়, এই স্টোভের কারিগরদের রোগ-চিকিৎসা আমাকে এই মত প্রকাশ করতে বাধ্য করছে যে, এদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা কোনক্রমেই একটি সুতোকলের শ্রমিকদের সমান পর্যায়ের নয় (এবং ধনিকরা পার্লামেন্টের কাছে পাঠানো তাদের স্মারক-লিপিতে এদের বর্ণোজ্জ্বল স্বাস্থ্যের ছবি এঁকেছিল প্রায় চিত্রশিল্পী রুবেন্স-এর অনুকরণে)। তাদের মধ্যে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সেগুলি হচ্ছে যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস্, জরায়ুর অনিয়মিত ক্রিয়া, অত্যন্ত উগ্রধরনের হিষ্টিরিয়া এবং বাত। আমি মনে করি যে, এই সবগুলিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এসেছে ঐ সব ঘরে এই কারিগরেরা কাজ করে সেখানকার দূষিত ও অত্যন্ত গরম হাওয়া থেকে এবং যখন তারা বিশেষতঃ শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা ও ভিজে বাতাসের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় তখন তাদের রক্ষার উপযুক্ত যথেষ্ট গরম পোশাকের অভাব থেকে।' (l.c. পৃষ্ঠা ৫৬—৫৭)। ১৮৬০ সালের পরিপূরক আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐ আইনের সংরক্ষণের বাইরের এই খোলা হাওয়ায় ব্লিচিং কারিগরদের সম্পর্কে বলেন: 'যে রক্ষাব্যবস্থা করবার কথা শুধু যে সেই ব্যবস্থা করতে আইনটি অক্ষম হয়েছে তাই নয়, পরন্তু এতে একটি ধারা আছে তদনুযায়ী তার শব্দবিন্যাস বাহ্যতঃ এমনই যে যদি না রাত্রি আটটার পরে কাজ করছে এমন অবস্থায় হাতে-নাতে ধরা হয় তাহলে তাদের জন্য কোনো রক্ষণ-ব্যবস্থাই নেই এবং তেমন ক্ষেত্রেও প্রমাণের পদ্ধতি এমনই যে তাতে কোনো সাজা হতে পারে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।"....(l. c. পৃঃ ৫২) "অতএব, সবদিক দিয়ে দেখা যায় যে আইন হিসেবে কোন সদুদ্দেশ্য সাধনে অথবা শিক্ষার মাধ্যমরূপে এটি ব্যর্থ হয়েছে, কারণ যেহেতু এই

পরবর্তী প্রস্তাবগুলির আলোচনা করব, যেগুলির কৃষি, খনি ও যানবাহন ছাড়া ব্রিটিশ শিল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ শাখায় তাদের এই "স্বাধীনতা" থেকে বঞ্চিত করবার আশংকা সৃষ্টি করেছে।[১]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের জন্য সংগ্রাম—অন্যান্য দেশে ইংল্যাণ্ডের কারখানা-আইনগুলির প্রতিক্রিয়া ॥

পাঠক মনে রাখবেন যে, মূলধনের কাছে শ্রমের বশ্যতা থেকে যার উদ্ভব ঘটতে পারে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন অথবা বাড়তি শ্রমের নিষ্কর্ষণই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার মর্মসত্তা। পাঠক মনে রাখবেন যে, আমরা এখনো পর্যন্ত যতটা এগিয়েছি তাতে কেবল স্বাধীন শ্রমিক অর্থাৎ কেবল সেই শ্রমিক, যে আইনতঃ নিজের পক্ষে কাজ করতে আইনতঃ যোগ্যতাসম্পন্ন, একমাত্র সে-ই একটি পণ্যের ফেরিওয়ালা হিসাবে ধনিকের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করে। অতএব আমাদের এই ঐতিহাসিক বিবরণে যদি একদিকে আধুনিক শিল্প এবং, অন্যদিকে, যারা শারীরবৃত্ত ও আইন—দুদিক থেকেই যারা নাবালক, তাদের শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তা হলে প্রথমটিকে আমরা দেখেছি উৎপাদনের একটি বিশেষ বিভাগরূপে এবং দ্বিতীয়টিকে শ্রম-শোষণের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে। যাই হোক, আমাদের পরবর্তী অনুসন্ধান সম্পর্কে আগে থেকে কোন অনুমান না করে, শুধু আমাদের হাতে মজুদ ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ থেকেই এটা বেরিয়ে আসে :

ব্যবস্থাকে সদাশয় বলা যায় না যাতে কার্যক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে নারী ও শিশুকে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেয়ে-না-খেয়ে কাজ করতে হয়, এবং হয়ত তার চেয়েও বেশি ঘণ্টা,—যেখানে বয়সের কোন সীমা নেই, নারী-পুরুষ বিচার নেই, এবং সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দাদের সামাজিক অভ্যাস ও রীতি সম্পর্কে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যে জায়গায় ঐসব (ব্লিচিং ও রংএর) কারখানাগুলি অবস্থিত।" (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩০ এপ্রিল, ১৮৬৩, পৃঃ ৪০)।

১. ২য় সংস্করণের নোট। ১৮৬৬ সাল থেকে অর্থাৎ আমি উপরের অধ্যায়গুলি লেখার পরে আবার এক প্রতিক্রিয়া এসেছে।

প্রথমতঃ, শ্রম-দিবসকে সীমাহীন ও বেপরোয়াভাবে বাড়াবার জন্য ধনিকদের আবেগ প্রথমে তৃপ্ত হয় সেইসব শিল্পে, যেগুলিতে জল-শক্তি, বাষ্প ও যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে বিপ্লবী রূপান্তর এসেছিল—যেগুলি হচ্ছে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রথম সৃষ্টি, যেমন, তুলো, শন, পশম ও রেশমের সুতোকাটা ও বোনা। উৎপাদনের বাস্তব পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং তদনুযায়ী উৎপাদকদের সামাজিক সম্পর্কসমূহের পরিবর্তনই[১] প্রথমে একটা সীমাহীন বাড়াবাড়ির উদ্ভব ঘটালো এবং পরে তারই প্রতিবাদে সমাজের পক্ষ থেকে আরোপিত হল একটি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যাতে শ্রম-দিবস এবং তার বিরতিগুলি নির্দিষ্ট, নিয়মিত ও অভিন্ন হল। তাই প্রথমে এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কেবল ব্যতিক্রমমূলক আইন হিসাবে দেখা যায়।[২] নোতুন উৎপাদন পদ্ধতি শিল্পের এই অংশে প্রথমে আধিপত্য বিস্তার সম্পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, ইতিমধ্যে উৎপাদনের অন্যান্য শাখাতেই যে শুধু এই উৎপাদন-পদ্ধতি প্রসারিত হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু কম-বেশি সেকেলে কায়দায় চালিত বহু শিল্প, যেমন মৃৎশিল্প ও কাঁচ শিল্প প্রভৃতি, একেবারে সাবেকি হস্তশিল্প, যেমন রুটি তৈরি, এবং শেষ পর্যন্ত এমনকি সেইসব তথাকথিত ঘরোয়া শিল্প যেমন পেরেক তৈরি,[৩]—এই সবগুলি শিল্পই, কারখানা-ব্যবস্থার মত, ধনতান্ত্রিক শোষণের সম্পূর্ণ শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই আইনের বিধানে ব্যতিক্রমমূলক চরিত্রটি ক্রমেই বাদ দেওয়া প্রয়োজন হল, অথবা ইংল্যাণ্ডের মত দেশে, রোমান ক্যাসুস্টদের অনুকরণে ঘোষণা করা হল যে, যে-কোন বাড়ি যেখানে কাজ করা হয়, তাকেই বলা হবে কারখানা।[৪]

১. "এই শ্রেণীগুলি (ধনিক ও শ্রমিক) যে আপেক্ষিক পরিস্থিতিতে স্থাপিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের আচরণ সেই পরিস্থিতিরই ফল।" (রিপোর্ট ইত্যাদি, ৩১শে অক্টেবের, ১৮৪৮, পৃঃ ১১৩)

২. শ্রমিক নিয়োগের যে ক্ষেত্রে নিষেধ আরোপিত হল, সেটি বাষ্প বা জল-শক্তির, সাহায্যে চালিত বস্ত্র শিল্প। পরিদর্শকদের আওতায় আসতে হলে কোন কারখানার পক্ষে দুটি পূর্বশর্ত ছিল আবশ্যিক: বাষ্প বা জলশক্তির ব্যবহার এবং কয়েকটি বিশেষ ধরনের তন্তু উৎপাদন। (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬৪, পৃঃ ৮)

৩. তথাকথিত ঘরোয়া শিল্পগুলির ব্যবস্থা সম্পর্কে শিশু নিয়োগ কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টগুলিতে বিশেষ মূল্যবান তথ্য আছে।

৪. "গত অধিবেশনের (১৮৬৪) আইনগুলি …এমন বিভিন্ন বৃত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যাদের রীতিনীতি বিপুলভাবে বিভিন্ন; আগে আইনের চোখে 'কারখানা' বলে গণ্য হতে হলে প্রতিষ্ঠানটি এমন হতে হত যেখানে মেশিনারিতে গতি সঞ্চার করতে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার করতে হত, কিন্তু এই আইনে এই শর্তটি বাদ দেওয়া হয়েছে। (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬৪ পৃঃ ৮)

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের কয়েকটি বিশেষ শাখায় শ্রম-দিবস নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম এখনো চলছে তার থেকে চূড়ান্তভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি বিচ্ছিন্ন শ্রমিক যে নিজের শ্রম-শক্তির "স্বাধীন" বিক্রেতা তার পক্ষে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন একটি বিশেষ স্তরে পৌছবার পরে বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেইজন্যই স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ধনিক-শ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী একটি মোটামুটি ছদ্মবেশী গৃহযুদ্ধের ফল। যেহেতু এই সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে আধুনিক শিল্পের রঙ্গমঞ্চে, সেইহেতু এর সূচনা হয় এই শিল্পের আবাসভূমি ইংল্যাণ্ডে।[১] ইংল্যাণ্ডের কারখানা-শ্রমিকেরা কেবল ইংল্যাণ্ডের নয়, পরন্তু সাধারণভাবে আধুনিক শ্রমিক-শ্রেণীরই প্রবক্তা এবং তাদের মতবাদের প্রবর্তকরূপে এরাই প্রথম ধনতন্ত্রের মত-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করল।[২] এইজন্যই মূলধন যখন 'শ্রমের পূর্ব

১. ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে উদার নীতিবাদের স্বর্গ বেলজিয়ামে এই আন্দোলনের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। এমনকি কয়লাখনি ও লোহার খাদে সব বয়সের নারী ও পুরুষ শ্রমিক, পূর্ণ 'স্বাধীনতার' মধ্যেই যে কোন সময়ে এবং যতঘণ্টা খুশি ব্যবহৃত হয়। নিযুক্ত হাজার জনের মধ্যে ৭৩৩ জন পুরুষ, ৮৮ জন নারী এবং ১৩৫ জন বালক এবং ৪৪ জন ১৬ বছরের কম বয়সের বালিকা। ব্লাস্ট ফার্নেসে প্রতি হাজার জনে ৬৬৮ পুরুষ, ১৪৯ নারী, ৯৮ বালক ও ৮৫ জন ষোল বছরের কম বয়সের বালিকা। এর সঙ্গে যোগ করুন পরিণত ও অপরিণত শ্রমিকদের অল্প মজুরির দরুন বিরাট শোষণের হিসাব। একজন পুরুষের গড় দৈনিক মজুরি দুই শিলিং আট পেনি, নারী শ্রমিকের এক শিলিং আট পেনি, বালকের মজুরি এক শিলিং ২½ পেনি। এর ফলে ১৮৬৩ সালে ১৮৫০ সালের তুলনায় বেলজিয়াম প্রায় দ্বিগুণ মূল্যের ও পরিমাণের কয়লা, লোহা প্রভৃতি রপ্তানি করে।

২. ১৮১০ সালের ঠিক পরে রবার্ট ওয়েন শুধু যে নীতির দিক দিয়েই শ্রম-দিবসের নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন, তাই নয়, পরন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি নিউ লানার্কে তাঁর কারখানায় দশ ঘণ্টা শ্রম-দিবস প্রবর্তন করেন। একে কমিউনিস্ট-কল্পনা বিলাস আখ্যা দিয়ে উপহাস করা হয়; "তাঁর পরিকল্পিত শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রমের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি এবং তাঁর দ্বারা সর্বপ্রথম গঠিত শ্রমিকদের সমবায় সমিতি নিয়েও হাসাহাসি চলে। বর্তমান সময়ে প্রথম নম্বর কল্পলোকটি (ইউটোপিয়া) রূপ নিয়েছে কারখানা-আইনে, দ্বিতীয়টি সমস্ত কারখানা-আইনের বয়ানে সরাসরি স্থান পেয়েছে, তৃতীয়টি ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল ভণ্ডামীর আবরণ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্বাধীনতা"-র জন্য পৌরুষ সহকারে সংগ্রাম করছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যে পতাকা শ্রমিকেরা উড্ডীন করেছিল, তার উপরে "কারখানা আইনের গোলামি" কথাটি খচিত করাকে কারখানার দার্শনিক, উরে, তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন যে এটা ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অনপনীয় কলংকস্বরূপ।[১]

ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের পিছনে পিছনে খুঁড়িয়ে চলে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রয়োজন হয় বারো ঘণ্টার শ্রম-দিবস আইন প্রবর্তনের জন্য,[২] যদিও মূল ব্রিটিশ আইনের চেয়ে এটা অনেক বেশী ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সে যাই হোক, ফ্রান্সের বিপ্লবী পদ্ধতির কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। ইংল্যাণ্ডের আইন ঘটনাবলীর চাপে যে ব্যবস্থা অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে বাধ্য হয়, প্রথমে একটি জায়গায়, পরে আর একটি জায়গায় এবং এইভাবে পরস্পর-বিরোধী আইনের ধারাগুলির এক বিভ্রান্তিকর ও হতাশা-জনক জট পাকিয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে ফরাসীরা সর্বত্র, সমস্ত কারখানা ও কর্মশালায় বিনা ব্যতিক্রমে একই সঙ্গে একই শ্রম-দিবসের অধীনে এনে ফেলল।[৩] অপরপক্ষে, ফরাসী আইন যে জিনিসটিকে নীতি হিসেবে ঘোষণা করল, সেটি ইংল্যাণ্ডে

১. উরে: "Philosophie des Manufactures" প্যারিস, ১৮৩৬ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯, ৪০, ৬৭, ৭৭ ইত্যাদি।

২. ১৮৫৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে: ফরাসী আইনে কারখানাগুলিতে দৈনিক শ্রমের ঘণ্টাকে বারো ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন সময়ের ধরাবাঁধা নেই। শুধু শিশুদের শ্রমের ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট হয়েছে সকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত। সেইজন্য এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে কোন কোন মালিক তাদের কারখানা প্রত্যহ অবিরাম দিনরাত চালাত, কেবল রবিবারের ছুটিটা সম্ভবতঃ বাদ দিয়ে। এইজন্য তারা দু'দল শ্রমিক নিয়োগ করত যাদের কেউই বারো ঘণ্টার বেশি একাদিক্রমে কাজ করত না কিন্তু কারখানা দিনরাত চলত। আইন এতে সন্তুষ্ট, কিন্তু মানবতা? তাছাড়া "মানুষের শরীরের উপর রাত্রের শ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব বিচার করুন।" তারপর জোর দেওয়া হয় "স্বল্প আলোকিত একই কারখানা ঘরে রাত্রে স্ত্রী পুরুষের একত্র অবস্থানের মারাত্মক কুফলের উপরে।"

৩. "উদাহরণস্বরূপ, আমার জেলায় একজন লোক থাকে যে একাধারে ব্লিচিং ও ডাইং কারখানা-আইন অনুযায়ী হচ্ছে ব্লিচার ও ডায়ার, ছাপাখানা আইন-অনুযায়ী একজন ফিনিশার।" (মিঃ বেকারের রিপোর্ট: 'রিপোর্ট', ইত্যাদি, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬১, পৃঃ ২০)। এই আইনগুলির বিভিন্ন ব্যবস্থার বিবরণ দিয়ে এবং তার থেকে উদ্ভূত জটিলতা দেখিয়ে মিঃ বেকার বলেছেন: "অতএব, বেশ বুঝা যায় যেখানে মালিক আইনকে ফাঁকি দিতে চায় সেখানে পার্লামেণ্টের এই তিনটি আইনকে কার্যকরী করা খুবই শক্ত।" কিন্তু উকিলরা এই জটিলতা থেকে পায় মামলা।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল শিশু, নাবালক ও নারী-শ্রমিকদের জন্য এবং মাত্র সম্প্রতি এই সর্বপ্রথম তাকে দাবি করা হচ্ছে সকলের অধিকার বলে।[১]

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যতদিন দেশের একটি অংশ ছিল দাস-প্রথার দ্বারা বিকলাঙ্গ, ততদিন শ্রমিকদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আন্দোলন হয়ে যেতে অসাড়। সাদা চামড়ার শ্রম ততদিন মুক্ত হতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত কালো চামড়ার শ্রম থাকে গোলাম। কিন্তু দাসত্বের সমাধি থেকে অচিরে ঘটল নব-জীবনের অভ্যুদয়। গৃহযুদ্ধের প্রথম ফল হল আট ঘণ্টার জন্য আন্দোলন যা ইঞ্জিনের মতই দ্রুতগতিতে অতলান্তিক উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং নিউ ইংল্যাণ্ড থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বাল্টিমোরে শ্রমিকদের সাধারণ কংগ্রেস (১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৬) ঘোষণা করল: "বর্তমান সময় সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের দেশের শ্রমিকদের জন্য আমেরিকার সকল অঙ্গরাজ্যে আট ঘণ্টা শ্রমের স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের একটি আইন প্রবর্তন করে শ্রমিককে ধনিকদের গোলামি থেকে মুক্ত করা। আমরা সঙ্কল্প করছি যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমরা এই গৌরবময় লক্ষ্য সাধন করবই।"[২] ঐ একই সময়ে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের (ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন-এর) কংগ্রেস লণ্ডনের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত করলেন: "শ্রম-দিবসকে সীমাবদ্ধ করাই হচ্ছে প্রাথমিক পূর্বশর্ত যেটি না হলে প্রগতি ও মুক্তির জন্য

---

১. এইভাবে কারখানা পরিদর্শকেরা শেষ পর্যন্ত বলতে সাহসী হলেন: (শ্রম-দিবসের সীমা নির্দেশের বিরুদ্ধে মূলধনের এই প্রতিরোধ) শ্রমিকদের অধিকারের মূলনীতির কাছে পরাস্ত হতে বাধ্য···· একটা সময়ে শ্রমিকের উপর মালিকের আর অধিকার থাকে না এবং তখন সেই সময়টি হয় শ্রমিকের নিজস্ব, এমনকি যদি তখন শ্রমিক ক্লান্ত হয়ে না-ও পড়ে তাহলেও।" (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬২, পৃ: ৫৪)।

২. আমরা ডানকার্কের শ্রমিকরা ঘোষণা করছি যে বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের যে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করতে হয়, সেটা বড় বেশি এবং তাতে আমাদের বিশ্রাম ও অবসরের সময় তো দূরের কথা, এতে এমনই একটি কঠোর বন্ধনে পড়তে হয় যে আমাদের অবস্থা হয়ে পড়ে প্রায় গোলামির মত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে আট ঘণ্টাই শ্রম-দিবস হিসেবে যথেষ্ট এবং এইটাই আইনের দ্বারা মানাতে হবে। অতএব আমরা এই উদ্দেশ্যে আমাদের সাহায্য কল্পে শক্তির আধার সংবাদপত্রের সহায়তা চাই····· এবং এইজন্য যারা আমাদের সাহায্য করতে চাইবে না তাদের শ্রমের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের শত্রু বলেই মনে করব।" (ডানকার্ক শ্রমিকদের প্রস্তাব নিউইয়র্ক রাজ্য, ১৮৬৩)।

সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হতে বাধ্য····· কংগ্রেসের মতে আট ঘণ্টাই শ্রম-দিবসের আইন সঙ্গত সীমা।"

এইভাবে অতলান্তিক মহাসাগরের উভয় কূলে যে-শ্রমিক-আন্দোলন উৎপাদনের অবস্থাবলী থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মগ্রহণ করল, তা ইংল্যাণ্ডের কারখানা-পরিদর্শক সণ্ডার্সের উক্তিকেই প্রতিপন্ন করল: "সমাজ-সংস্কারের পরবর্তী কোন পদক্ষেপ করতে গিয়ে সফলতার কোনো আশা করা যাবে না, যতদিন পর্যন্ত শ্রমের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ না করা যায় এবং অনুমোদিত সীমাকে কঠোরভাবে কার্যকরী না করা যায়।"[১]

এটা স্বীকার করতেই হবে যে উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে আমাদের শ্রমিক যখন বেরিয়ে আসে, তখন সে আর ঐ প্রক্রিয়াটিতে প্রবেশের আগেকার ব্যক্তিটি নেই। বাজারে যখন সে নিজের পণ্য "শ্রম-শক্তির" মালিকরূপে অন্যান্য পণ্যের মালিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, এখন সে ছিল অপর বিক্রেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী একজন বিক্রেতা। কিন্তু যে-চুক্তি মারফৎ সে নিজের শ্রম-শক্তি ধনিককে বিক্রি করে, সেইটি বলা যায়, কাগজে-কলমে প্রমাণ করে যে সে নিজেকেই স্বাধীনভাবে বিক্রি করে দিয়েছে। কেনা-বেচা সমাপ্ত হলে দেখা যায় যে সে "স্বাধীন বিক্রেতা" নয়, যতটা সময়ের জন্য সে শ্রম-শক্তি স্বাধীনভাবে বিক্রি করে, ঠিক ততটা সময়ের জন্যই সে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[২] অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে রক্তচোষা ততক্ষণ তাকে ছাড়ে না "যতক্ষণ পর্যন্ত একটিও পেশী, একটি স্নায়ু, একবিন্দু রক্তও শোষণ করা বাকি থাকে।"[৩] "তাদের যাতনার আশীবিষের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য" শ্রমিকগণকে একত্র হয়ে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং শ্রেণীগতভাবে এমন একটি আইনের প্রবর্তন করাতে হবে, যে আইনটি হবে একটি সর্বশক্তি-সম্পন্ন সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, যাতে ধনিকদের কাছে স্বেচ্ছামূলক

১. রিপোর্টস ইত্যাদি অক্টোবর ১৮৪৮ পৃঃ ১১২।

২. 'প্রায়ই যুক্তি দেওয়া হয়, শ্রমিকদের রক্ষণ-ব্যবস্থার কোনো দরকার নেই, তাদেরকে গণ্য করা উচিত তারা একমাত্র যে সম্পত্তিটির অধিকারী, গায়ের খাটুনি ও মাথার ঘাম, সেই সম্পত্তিটির স্বাধীন কারবারি হিসাবে—এই যুক্তিটি যে কত অসার, তার তর্কাতীত প্রমাণ পাওয়া যায় কার্যবিবরণীগুলিতে (১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত মূলধনের কলাকৌশলগুলিতে) (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল, ১৮৫০, পৃঃ ৪৫)। "স্বাধীন শ্রম (যদি এরকম আখ্যা দেওয়া চলে), স্বাধীন দেশেও তার রক্ষার জন্য আইনের সবল হস্তের প্রয়োজন।" (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬৪ পৃঃ ৩৪)। "অনুমতি দেওয়া মানে শ্রমিকদের কার্যতঃ দিনে চোদ্দ ঘণ্টা খেয়ে, কিংবা না খেয়ে কাজ করতে বাধ্য করা।" (রিপোর্ট, ইত্যাদি ৩০শে এপ্রিল ১৮৬৩, পৃঃ ৪০)।

৩. ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌স্, l.c. পৃঃ ৫।

চুক্তির দ্বারা ঐ একই শ্রমিকরা নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে বিক্রি করে গোলামী ও মৃত্যুর বলি হওয়া থেকে বাঁচে।[১] "মানুষের অলংঘনীয় অধিকারের" আড়ম্বরপূর্ণ তালিকার জায়গায় এল এই আইনতঃ সীমাবদ্ধ শ্রম-দিবসের বিনম্র মহাসনদ ; যেটি স্পষ্ট করে দেবে যে "কখন থেকে শ্রমিকের আত্মবিক্রয়ের সময় শেষ হয়ে শুরু হবে তার নিজস্ব সময়।"[২] Quantum mutatus ab illo !

১. শিল্পের যে যে শাখায় দশ ঘণ্টার আইন প্রবর্তিত হয়, সেখানেই 'দীর্ঘ সময় ধরে পরিশ্রমে শ্রমিকদের অকাল-পঙ্গুত্ব বন্ধ হয়।' (রিপোর্ট ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৯, পৃঃ ৪৭)। (কারখানায় নিয়োজিত) মূলধন কখনও কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের কিছুটা অনিষ্ট না ঘটিয়ে যন্ত্রপাতিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সক্রিয় রাখতে পারে না এবং শ্রমিকরা নিজেদের রক্ষা করার মত অবস্থায় নেই।' (l.c. পৃঃ ৮)

২. আর একটি বড় আশীর্বাদ লাভ এই যে, এইবার শ্রমিকের নিজের সময় এবং তার মালিকের সময়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হল। এখন থেকে শ্রমিক বুঝতে পারল যে, সে যা বিক্রি করেছে কখন তা শেষ হচ্ছে এবং কখন তার নিজস্ব সময় শুরু হচ্ছে এবং আগে থেকে জানতে পারার জন্য সে এখন থেকে নিজের উদ্দেশ্যমতো এই সময়টা ব্যবহার করতে পারে। (l.c. পৃঃ ৫২) "শ্রমিকদেরকে নিজেদের সময়ের মালিক হিসাবে স্বীকার করে (কারখানা আইনগুলি) তাদের যে নৈতিক শক্তির যোগান দিল তার বলে তারা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে এগোয়!" (l.c. পৃঃ ৪৭) খুব সংযত শ্লেষের সঙ্গে একেবারে ওজন-করা কথায় কারখানা পরিদর্শকরা ইঙ্গিত করেছেন যে, যে-মানুষ মূলধনের মূর্ত বিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয় ; তার পক্ষে যে পশুবৃত্তি স্বাভাবিক। সেই পশুবৃত্তি থেকে এই আইন ধনিকদেরও কিঞ্চিৎ মুক্তি দিল, তারা কথঞ্চিৎ 'মানসিক কৃষ্টির' অবসর পেল। "আগে মালিকদের টাকা করা ছাড়া আর কিছু করার সময় ছিল না আর গোলামদের শ্রম করা ছাড়া আর কিছু করার সময় ছিল না।" (l.c. পৃঃ ৪৮)।

একাদশ অধ্যায়

॥ উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ও মোট পরিমাণ ॥

আগেই মতই এই অধ্যায়ে শ্রম-শক্তির মূল্য এবং, অতএব, শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদন অথবা সংরক্ষণের জন্য শ্রম-দিবসের যে অংশটি আবশ্যক হয়, সে দুটিকে স্থির রাশি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

এটা ধরে নিলে পরে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তিগত শ্রমিক মালিকের জন্য ঐ সময়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার জানলেই তার পরিমাণটা জানা যায়। যদি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আবশ্যিক সময় হয় দৈনিক ছঘণ্টা এবং স্বর্ণমুদ্রার হিসেবে তিন শিলিং—তাহলে এটাই হয় একটি শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য অথবা একটি শ্রম-শক্তির ক্রয়ের জন্য অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের মূল্য। অধিকন্তু যদি উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হয় ১০০% (শতকরা একশ) তাহলে ঐ অস্থির মূলধন তিনি শিলিং পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, অথবা শ্রমিক দিনে ছ ঘণ্টার সমপরিমাণ মূল্য দেয়।

কিন্তু একজন ধনিকের অস্থির মূলধন বলতে বোঝায়: ধনিক যুগপৎ যতগুলি শ্রম-শক্তি নিয়োগ করে, তাদের সমগ্র মূল্যের অর্থরূপ। অতএব, তার মূল্য পাওয়া যায় একটি শ্রম-শক্তির গড় মূল্যকে কর্ম-নিযুক্ত সমস্ত শ্রম-শক্তির সংখ্যা দিয়ে গুণ করে। অতএব, শ্রম-শক্তির মূল নির্দিষ্ট থাকলে, অস্থির মূলধনের আয়তন প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে যুগপৎ নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যার উপর। যদি একটি শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য হয় তিন শিলিং, তাহলে একশটি শ্রমশক্তিকে শোষণ করবার জন্য তিনশ শিলিং আগাম দিতে হবে, দৈনিক 'স' শ্রম-শক্তি শোষণের জন্য স×৩ শিলিং আগাম দিতে হবে।

ঐ একইভাবে, যদি তিন শিলিং পরিমাণ অস্থির মূলধন একটি শ্রম-শক্তির মূল্য হয় এবং দৈনিক তিন শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, তাহলে তিনশ শিলিং অস্থির মূলধন দৈনিক তিনশ শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করবে এবং "স" গুণ মূলধন "স"× ৩ শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করবে। অতএব মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে: একদিনে একজন শ্রমিকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য × কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা উপরন্তু, যেহেতু শ্রম-শক্তির মূল্য নির্দিষ্ট থাকলে একজন শ্রমিক কত পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, তা নির্ধারিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার দিয়ে, সেইহেতু নিচের নিয়মটি পাওয়া যায়: উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ হচ্ছে অগ্রিম-প্রদত্ত

অস্থির মূলধন এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের গুণফল সমান; অন্যভাবে বলা চলে, এটা নির্ধারিত হয় একই ধনিকের দ্বারা যুগপৎ শোষিত শ্রম-শক্তির সংখ্যা এবং প্রতিটি শ্রম-শক্তির শোষণের হারের মিশ্র অনুপাত দিয়ে।

ধরা যাক যে, মোট উদ্বৃত্ত মূল্য হচ্ছে **উ**, একটি গড় দিনে ব্যক্তিগত শ্রমিকের সৃষ্টি উদ্বৃত্ত মূল্য হচ্ছে উ; একটি শ্রম-শক্তির ক্রয়ে দৈনিক আগাম দেওয়া অস্থির মূলধন ধ এবং সমগ্র অস্থির মূলধন **ধ** একটি গড় শ্রম-শক্তির মূল্য = **ম** শোষণের হার $\frac{ক'}{ক}$ $\left(\frac{\text{উদ্বৃত্ত শ্রম}}{\text{আবশ্যিক শ্রম}}\right)$ এবং নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা স, তাহলে

$$\mathbf{উ} = \frac{\frac{উ}{ধ} \times \mathbf{ধ}}{\mathbf{ম} \times \frac{ক'}{ক} \times স}$$

সব সময়েই ধরে নেওয়া হয় যে শ্রম-শক্তির মূল্যই শুধু স্থির নয়, পরন্তু ধনিকের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকেরা প্রত্যেকেই গড় শ্রমিক। ব্যতিক্রম দেখা যায় যখন উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য শোষিত শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাতে বাড়ে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির মূল্য স্থির থাকে না।

অতএব, একটি বিশেষ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টিতে একদিকের হ্রাস অন্যদিকে বৃদ্ধি দিয়ে পুষিয়ে যেতে পারে। যদি অস্থির মূলধন কমে যায় এবং একই সময়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার সমানুপাতে বাড়ে, তাহলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে কোন পার্থক্য হয় না। যদি আমাদের আগেকার হিসাবমত ধনিককে দৈনিক একশ শ্রমিক খাটাতে তিনশ শিলিং আগাম দিতে হয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার যদি হয় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, তাহলে তিনশ শিলিং অস্থির মূলধন দেড়শ শিলিং উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা ১০০ × ৩টি শ্রম ঘণ্টা দেয়। যদি উদ্বৃত্ত মূল্যের হার দ্বিগুণ হয় অথবা যদি শ্রম-দিবস ছটা থেকে নটা পর্যন্ত না হয়ে বেড়ে ছটা থেকে বারোটা পর্যন্ত হয় এবং যদি একই সময়ে অস্থির মূলধন কমিয়ে অর্ধেক করা হয় এবং এটি হয় দেড়শ শিলিং তখন এতেও দেড়শ শিলিং উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা ৫০ × ৬ শ্রম-ঘণ্টা হয়। এইভাবে অস্থির মূলধনে হ্রাস অপরদিকে শ্রম-শক্তির শোষণের হারে আনুপাতিক বৃদ্ধি দিয়ে পূরণ হয় অথবা নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা-হ্রাস শ্রম-দিবসের আনুপাতিক বৃদ্ধি দিয়ে পূরণ করা যায়। অতএব, কিছুটা মাত্রার মধ্যে ধনিকদের শোষণযোগ্য শ্রমের সরবরাহ শ্রমিকদের সরবরাহ থেকে নিরপেক্ষ থাকে।[১] বরং উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের

১. হাতুড়ে অর্থনীতিবিদরা এই প্রাথমিক নিয়মটি জানেন না বলে মনে হয়। আর্কিমিডিসকে উল্টে দিয়ে ওঁরা যোগান ও চাহিদা দিয়ে শ্রমের বাজার-দাম ঠিক

অধোগতি উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণকে অপরিবর্তিত রাখে—যদি অস্থির মূলধনের পরিমাণ অথবা নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সমানুপাতে বাড়ে।

যাই হোক, নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাসের অথবা অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ হ্রাসের ক্ষতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি করে অথবা শ্রম-দিবসকে দীর্ঘতর করে পূরণ করে নেবার পক্ষে অনতিক্রমনীয় সীমা আছে। শ্রম-শক্তির মূল্য যাই হোক না কেন, শ্রম-শক্তির ভরণ-পোষণের জন্য দুঘণ্টা অথবা দশ ঘণ্টা যে পরিমান শ্রম-ঘণ্টাই আবশ্যক হোক না কেন, একজন শ্রমিক দিনের পর দিন যে মূল্য সৃষ্টি করে, তার পরিমাণ সব সময়েই হবে চব্বিশ ঘণ্টার শ্রম যে মূল্যের মধ্যে বিধৃত, তার চেয়ে নিচে। যদি এই বাস্তবায়িত শ্রমের অর্থগত রূপ হয় বারো শিলিং তাহলে বারো শিলিং-এর চেয়ে কম হবে। আগে ধরে নিয়েছি, শ্রম-শক্তির নিজের পুনরুৎপাদনের জন্য অথবা তার ক্রয়ে আমাম দেওয়া মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য দৈনিক ছটি শ্রম-ঘণ্টা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দেড হাজার শিলিং অথবা অস্থির মূলধনে পাঁচশ শ্রমিক নিযুক্ত হলে এবং তাদের উদ্বৃত্ত শ্রমের হার বারো ঘণ্টার শ্রম-দিবসে শতকরা একশ ভাগ হলে, দৈনিক মোট উদ্বৃত্ত মূল্য হবে ১৫০০ শিলিং অথবা ১২ × ১০০০ শ্রম-ঘণ্টা, এবং উৎপাদনের মোট মূল্য, যা হল অগ্রিম-প্রদত্ত অস্থির মূলধন ও উদ্বৃত্ত মূল্যের যোগফলের সমান, সেটি দিনের পর দিন কখনো ১২০০ শিলিং অথবা ২৪ × ১০০ শ্রম-ঘণ্টা পর্যন্ত পৌছতে পারে না। গড়-শ্রম-দিবসের চূড়ান্ত সীমা প্রকৃতির বিধানে যেটি সর্বদা চব্বিশ ঘণ্টার নিচে হতে বাধ্য—এটাই হচ্ছে সেই অলংঘনীয় সীমা, যার জন্য অস্থির মূলধনের পরিমাণ কমলে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বাড়িয়ে শ্রমিকের সংখ্যা কমলে শ্রম-শক্তির শোষণের হার বাড়িয়ে ক্ষতিপূরণ করা আর সম্ভব হয় না। এই সুস্পষ্ট নিয়মটির গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, এতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অথবা মূলধনের অস্থির অংশ, যাকে শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তার পরিমাণ হ্রাসের যে ঝোঁক ধনিকদের মধ্যে দেখা যায় (এই বিষয়টিকে পরে আরো বিশদ করা হবে) এবং সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির ঠিক বিপরীত ঝোঁক, এই দুয়ের সংযোগে যে ঘটনাগুলি উদ্ভূত হয়, সেগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, যদি নিয়োজিত সমগ্র শ্রম-শক্তি বৃদ্ধি পায়, অথবা অস্থির মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের হ্রাসপ্রাপ্তির সমান অনুপাতে নয়, তাহলে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ হ্রাস পায়।

যে-উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদিত হয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং অগ্রিম-প্রদত্ত অস্থির-মূলধন—এই দুটি উপাদানের দ্বারা তার পরিমাণ নির্ধারণ থেকে তৃতীয় আরেকটি

করতে গিয়ে কল্পনা করে নিলেন যে ওঁরা সেই আলম্বটি (fulcrum) পেয়ে গিয়েছেন যাতে অবশ্য পৃথিবীকে জড়ানো না গেলেও তার গতি বন্ধ করে দেওয়া যায়।

নিয়ম বেরিয়ে আসে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অথবা শ্রম-শক্তির শোষণের হার এবং শ্রম-শক্তির মূল্য অথবা আবশ্যিক শ্রম-সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে, এটা স্বয়ংসিদ্ধ যে অস্থির মূলধনের পরিমাণ যত বেশি হবে, মোট মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনও তত বেশি হবে। যদি শ্রম-দিবসের সীমা এবং আবশ্যিক অংশটিও নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে একজন ব্যক্তিগত ধনিক কি পরিমাণ মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করবে, সেটি স্পষ্টতঃই নির্ভর করে একমাত্র কর্মে-নিযুক্ত মোট শ্রমের উপর। কিন্তু উল্লিখিত শর্ত-সাপেক্ষ অবস্থায়, এই ব্যাপারটি নির্ভর করে শ্রম-শক্তির পরিমাণ অথবা শোষিত শ্রমিকদের সংখ্যার উপর এবং এই সংখ্যা আবার নির্ধারিত হয় অগ্রিম-প্রদত্ত অস্থির মূলধনের পরিমাণ দিয়ে। অতএব, যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং শ্রমশক্তির মূল্য নির্দিষ্ট, তখন উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হয়। এখন আমরা জানি যে ধনিক তার মূলধনকে দুভাগে ভাগ করে। এক ভাগ সে উৎপাদনের উপকরণে বিনিয়োগ করে। এটি হচ্ছে তার মূলধনের স্থির অংশ। অপর ভাগটি সে বিনিয়োগ করে জীবন্ত শ্রম-শক্তির ক্রয়ে। এই অংশটি হচ্ছে অস্থির মূলধন। একই অভিন্ন সামাজিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে, স্থির ও অস্থির মূলধনে এই যে বিভাজন, তা উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন হয়; এমনকি উৎপাদনের একই শাখার মধ্যেও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামাজিক সন্নিবেশে এবং কৃৎকৌশলগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যে অনুপাতেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনকে স্থির অস্থির অংশে ভাগ করা হোক-না-কেন ঐ অনুপাত ১ : ২ অথবা ১ : ১০ অথবা ১ : x যাই হোক না কেন, তাতে উপস্থিত সূত্রবদ্ধ নিয়মটি অক্ষুণ্ণই থাকে। কারণ আমাদের আগেকার বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্থির মূলধনের মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হয়; কিন্তু তা নোতুন উৎপন্ন মূল্যটির মধ্যে নোতুন সৃষ্ট মূল্য-ফলটির মধ্যে প্রবেশ করে না। একশ জনের জায়গায় এক হাজার জন কাটুনি নিয়োগ করতে হলে বেশি সংখ্যক টাকু ইত্যাদি নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু এই অতিরিক্ত উৎপাদন-উপকরণ-সমূহের মূল্য বাড়তে পারে কমতে পারে, অথবা অপরিবর্তিত থাকতে পারে, পরিমানে বেশি হতে পারে বা কম হতে পারে; কিন্তু শ্রম-শক্তিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃজনের প্রক্রিয়াকে তা মোটেই প্রভাবিত করে না অতএব এখন উল্লিখিত নিয়মটি এই আকার ধারণ করে: শ্রম-শক্তির মূল্য নির্দিষ্ট থাকলে এবং তার শোষণের মাত্রা সমান থাকলে বিভিন্ন মূলধনের দ্বারা উৎপন্ন মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ মূলধনগুলির অন্তর্ভুক্ত অস্থির অংশের পরিমাণের সঙ্গে, অর্থাৎ জীবন্ত শ্রম-শক্তিতে যে অংশ রূপান্তরিত হয়, তার পরিমাণের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ ভাবে পরিবর্তিত হয়।

বাহ্য রূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই এই নিয়মটি খণ্ডন করে। প্রত্যেকেরই জানা আছে যে, একজন সুতোকল-মালিক, শতকরা হিসাবে তার

লগ্নীকৃত মোট মূলধনের বেশির ভাগটাই স্থির মূলধন এবং অল্প ভাগটা অস্থির মূলধনে বিনিয়োগ করে বলে সে একজন রুটি-কারখানার মালিক যে তুলনামূলকভাবে বেশির ভাগটা অস্থির মূলধনে এবং অল্প ভাগটা স্থির মূলধনে বিনিয়োগ করে, তার চেয়ে কম মুনাফা বা উদ্বৃত্ত-মূল্য করায়ত্ত করে। এই আপাতদৃশ্য স্ববিরোধ ব্যাখ্যা করার জন্য কতকগুলি মধ্যবর্তী স্তর জানা চাই, যেমন প্রাথমিক বীজগণিতের দিক থেকে বিচার করলে ÷ যে একটি যথার্থ রাশির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তার জন্য অনেকগুলি মধ্যবর্তী স্তব জানা দরকার। চিরায়ত অর্থনীতি এই নিয়মটিকে সূত্ররূপ না দিলেও এটিকে প্রবৃত্তিগতভাবে আঁকড়ে থেকেছে, তার কারণ এটি হচ্ছে মূল্য সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মের একটি অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। স্ববিরোধী ব্যাপারগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে এই নিয়মটিকে রক্ষা করার চেষ্টায় চিরয়াত অর্থনীতি তাকে প্রচণ্ডভাবে নিষ্কর্ষিত করতে বাধ্য হয়েছে। পরে আমরা দেখতে পাব,[১] কেমন করে রিকার্ডোপন্থীরা এই প্রতিবন্ধকে বাধা পেয়ে বিপন্ন হন। হাতুড়ে অর্থনীতি যা "বস্তুতঃ কিছুই শেখে নি," তা যেমন অন্যত্র, তেমনি এক্ষেত্রেও, শুধু ব্যাহত দৃশ্য ব্যাপারগুলিকেই আঁকড়ে থাকে এবং যে সাধারণ নিয়মটি তাদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যা করতে পারে, সেটিকে বর্জন করে। স্পিনোজা-র উলটো এরা বিশ্বাস করেন যে "অজ্ঞতাই হচ্ছে একটি যথেষ্ট কারণ।"

দিনের পর দিন একটি সমাজ যে-পরিমাণ শ্রমকে ক্রিয়াশীল করে, তাকে একটি মাত্র যৌথ শ্রম-দিবস বলে গণ্য করা যেতে পারে। ধরা যাক, যদি শ্রমিকদের সংখ্যা হয় এক মিলিয়ন এবং একজন শ্রমিকের গড় শ্রম-দিবস হয় ১০ ঘণ্টা তা হলে সামাজিক শ্রম-দিবস দাঁড়ায় দশ মিলিয়ন ঘণ্টা। এই শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট থাকলে, তা তার সীমা দৈহিক ভাবে বা সামাজিক ভাবেই নির্দিষ্ট হোক না কেন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে কেবল শ্রমিকদের সংখ্যা অর্থাৎ শ্রম-জীবী জনসমষ্টির আয়তন বৃদ্ধি করেই। মোট সামাজিক মূলধন কত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে তার মাত্রা এখানে নির্ধারিত হয় জনসংখ্যায় বৃদ্ধির দ্বারা। বিপরীত পক্ষে জনসংখ্যার আয়তন নির্দিষ্ট থাকলে, এই মাত্রা নির্ধারিত হয় শ্রম-দিবসের সম্ভাব্য বিস্তার সাধনের দ্বারা।[২] অবশ্য, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে এই নিয়মটি কেবল সেই ধরনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের পক্ষেই প্রযোজ্য, যা নিয়ে আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি।

---

১. চতুর্থ গ্রন্থে আরো বিবরণ দেওয়া হবে।

২. 'শ্রম, যা হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যয়িত সময়, সেটি হচ্ছে দিনের একটি অংশ ধরা যাক দশ লক্ষ লোকের দৈনিক দশ ঘণ্টা করে এক কোটি ঘণ্টা …। মূলধনের সম্প্রসারণের সীমানা আছে। যে কোন বিশেষ সময়ে এই সীমানা ঠিক হতে পারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত-সময়ের বাস্তব পরিমাণ দিয়ে।' (অ্যান এসে অন দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব নেশনস লণ্ডন ১৮২১ পৃঃ ৪৭, ৪৯)।

উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা যে-আলোচনা করেছি, তা থেকে এটা অনুসৃত হয় যে, যে-কোনো পরিমাণ অর্থ বা মূল্যের অংককেই খুশিমত মূলধনে রূপান্তরিত করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, এই রূপান্তরণ ঘটাতে হলে, এটা অবশ্যই আগে থেকে ধরে নিতে হবে যে অর্থ বা পণ্যের ব্যক্তি-মালিকের হাতে একটা ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ বা বিনিময়-মূল্য রয়েছে। অস্থির মূলধনের ন্যূনতম পরিমাণ হল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য দিনের পর দিন গোটা বছর ধরে নিযুক্ত একজন মাত্র শ্রমিক-পিছু ব্যয়-দাম। এই শ্রমিক যদি নিজেই তার উৎপাদন-উপায়গুলির মালিক হত এবং শ্রমিক হিসাবে বেঁচে থেকে খুশি থাকত, তা হলে তার জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী পুনরুৎপাদনের জন্য যতটা সময় দরকার, তার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হত না; ধরা যাক, সেটা দৈনিক ৮ ঘণ্টা, তা ছাড়া, তার তখন লাগত কেবল ৮ ঘণ্টা কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, এমন পরিমাণ উৎপাদন-উপকরণ। অপর পক্ষে, ধনিক তাকে দিয়ে করায় এই ৮ ঘণ্টারও বেশি, ধরা যাক, ৪ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম, এবং সেই কারণে অতিরিক্ত উৎপাদন-উপায়-উপকরণের সংস্থানের জন্য তার দরকার হয় অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ। অবশ্য আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুযায়ী তাকে নিযুক্ত করতে হবে দুজন শ্রমিক, যাতে সে দৈনিক আয়ত্তীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপরে জীবনধারণ করতে এবং, শ্রমিকের মতই, তার অত্যাবশ্যক অভাবগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে নিছক জীবন-ধারণই হবে তার উৎপাদনের লক্ষ্য, ধন-সম্পদের বৃদ্ধি নয়, কিন্তু এই দ্বিতীয়টিও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় নিহিত থাকে, যাতে করে সে একজন সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় কেবল দ্বিগুণ ভাল ভাবে বাঁচতে পারে, এবং, তা ছাড়া, উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেকটা মূলধনে পরিণত করতে পারে, তার জন্য তাকে, শ্রমিক-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে, অগ্রিমপ্রদত্ত ন্যূনতম মূলধনকে আট গুণ বাড়তে হবে। অবশ্য, তার শ্রমিকের মত সে নিজেও শ্রম করতে পারে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নিতে পারে, কিন্তু তা করলে সে হবে ধনিক এবং শ্রমিকের একটি সংকর নমুনা, "একজন ক্ষুদে মালিক"। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি বিশেষ পর্যায়ে প্রয়োজন দেখা দেয় যে যখন ধনিক হিসাবে অর্থাৎ মূলধনের ব্যক্তি-রূপ হিসাবে কাজ করে তখন, সে যেন তার গোটা সময়টাকেই অপরের শ্রম আত্মীকরণ করতে এবং, সেই কারণেই, নিয়ন্ত্রণ করতে, এবং এই শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে সক্ষম হয়।[১] সুতরাং, মধ্য যুগের গিল্ডগুলি চেষ্টা করেছিল, একজন মালিক কত শ্রমিক নিযুক্ত করতে পারবে তার উচ্চতম সীমা একটি ন্যূনতম

১. কৃষককে শুধু তার নিজের শ্রমের উপর নির্ভর করলে চলে না এবং যদি সে তা করে তাহলে আমি বলব যে সে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার কাজ হওয়া উচিত সমগ্র ব্যাপারটির উপর সাধারণভাবে নজর রাখা, ঝাড়াই যে করছে তার উপর চোখ রাখতে হবে, অন্যথায় আ-ঝাড়া শস্য থেকে গিয়ে সে মজুরির দিক দিয়ে

সংখ্যার মধ্যে বেঁধে দিতে, যাতে তাকে ধনিকে রূপান্তরিত হওয়া থেকে জোর করে নিবৃত্ত করা যায়। এই ধরনের ক্ষেত্রে অর্থ বা পণ্যের মালিক কেবল তখনি ধনিকে পরিণত হয়, যখন উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-প্রদত্ত ন্যূনতম পরিমাণটি মধ্য যুগের নির্দিষ্ট উচ্চতম সীমাকে বিপুল ভাবে অতিক্রম করে যায়। একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পরে কেবল পরিমাণগত পার্থক্যই পরিণত হয় গুণগত পার্থক্যে—হেগেল-এর আবিষ্কৃত (তাঁর "লজিক" নামক গ্রন্থে) এই নিয়মটির যথার্থতা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, তেমন এখানেও প্রতিপন্ন হয়।[১]

ন্যূনতম যে-পরিমাণ মূল্যের উপরে অধিকার থাকলে, অর্থ বা পণ্যের ব্যক্তি-মালিক নিজেকে ধনিকে রূপান্তরিত করতে পারে, তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের

ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিড়েন দিচ্ছে ধান কাটছে, ইত্যাদি তাদের উপরেও নজর রাখতে হয়; তাকে সর্বদা বেড়ার চারধারে ঘুরে বেড়াতে হয়; তাকে দেখতে হয় যে কোথাও কোন গাফিলতি হচ্ছে কি না; যদি সে কোন একটি বিশেষ জায়গায় আটক থাকে তাহলে এইসব আর করা যায় না।' ("খাদ্যদ্রব্যের বর্তমান দাম এবং কৃষি-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি তদন্ত, রচয়িতা একজন কৃষক।', লণ্ডন, ১৭৭৩, পৃঃ ১২)। এই পুস্তকটি খুবই চমকপ্রদ। এতে "ধনিক কৃষক" অথবা "বণিক কৃষক" এইভাবেই স্পষ্টতঃ যাদের অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এদের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং যে ছোট কৃষক শুধুমাত্র নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করে তার তুলনায় এই নূতন কৃষক আত্মগরিমা ফলিয়েছেন। ধনিকেরা শেষ পর্যন্ত শ্রেণীগতভাবে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন।" (টেক্সট বুক অব লেকচার্স অন দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব নেশনস—লেখক রিচার্ড জন, হার্টফোর্ট ১৮৫২ লেকচার ৩য়—পৃঃ ৩৯)

১. আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের মলিকিউলার তত্ত্বকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ দেন লরেণ্ট ও গেরহার্ড আর এই তত্ত্বটি উক্ত নিয়মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় সংস্করণের সংযোজন। যাঁরা রসায়ন বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ তাঁদের কাছে এ বিষয়টা বোধগম্য নয়; তাই আমি দু-একটা কথা যোগ করে দিচ্ছি। এখানে লেখক উল্লেখ করেছেন 'homologous series of carbon compounds' সম্পর্কে। যে নামকরণ ১৮৪৩ সালে গেরহার্ড-ই প্রথমে করেন, প্রত্যেক সারি যৌগিক পদার্থের নিজস্ব সাধারণ বীজগণিতের সূত্র আছে। এইভাবে প্যারাফিন্ জাতীয় যৌগিক পদার্থগুলি: $C^NH^{2N}{}_{+2}$; স্বাভাবিক অ্যালকোহলগুলি $C^NH^{2N+2}O$; সাধারণ ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি $C^NH^{2N}O^2$ এবং অন্য আরও অনেক। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে পরিমাণগতভাবে মলিকিউলার সূত্রের সঙ্গে শুধু CH^2কে যোগ করলে প্রতিবারই গুণগতভাবে একটি পৃথক পদার্থ দেখা দেয়। লরেণ্ট ও গেরহার্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ

বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হয়, এবং বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে উপস্থিত পর্যায়ে তাদের বিশেষ ও কারিগরি অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। এমনকি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সূচনাতেই উৎপাদনের কয়েকটি ক্ষেত্র এমন পরিমাণ ন্যূনতম মূলধন দাবি করে, যা তখনো কোনো একক ব্যক্তি-মালিকের হাতে দেখা যায় না। এর ফলে অংশতঃ দেখা দেয় ব্যক্তি-মালিককে আংশিক ভাবে সরকারি অনুদান দেবার ব্যবস্থা, অংশত দেখা দেয় শিল্প ও বাণিজ্যের কয়েকটি শাখার শোষণের ক্ষেত্রে আইন-অনুমোদিত একচেটিয়া অধিকার-সমন্বিত সমিতির উদ্ভব—যেগুলি আমদের আধুনিক যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান-সমূহের পূর্বসূরী।[১]

যেমন আমরা দেখেছি. উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে, শ্রমের উপরে, অর্থাৎ কর্মরত শ্রম-শক্তির উপরে, তথা স্বয়ং শ্রমিকের উপরে মূলধন তার অধিপত্য অর্জন করল। যাতে করে শ্রমিক তার কাজ নিয়মিত ভাবে করে এবং যথানির্দিষ্ট তীব্রতার মাত্রা অনুসারে করে, সে ব্যাপারে ধনিক হুঁশিয়ার থাকে।

মূলধন আরো পরিণত হয় এমন একটি জবরদস্তিমূলক সম্পর্কে, যা শ্রমিক শ্রেণীকে তার নিজের জীবনের প্রয়োজন-পূরণের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরেও অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করে। অপরের সক্রিয়তার প্রযোজক হিসাবে, উদ্বৃত্ত-শ্রমের নিষ্কাশক ও শ্রমশক্তির শোষক হিসাবে, মূলধন উদ্যমশীলতায় বিধি-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞায় বেপরোয়া তৎপরতায় এবং কর্ম-কুশলতায়, প্রত্যক্ষ বাধ্যতা-মূলক শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রথমে, মূলধন যে-ঐতিহাসিক পরিবেশে শ্রমকে পায়, তার কারিগরি অবস্থাগুলির ভিত্তিতেই তাকে নিজের অধীনে আনে। সুতরাং. সে সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন-পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করে না। শ্রম-দিবসের সরাসরি বিস্তার-সাধন করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন, যা নিয়ে আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি, তা খোদ উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন থেকে নিরপেক্ষ বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করল। পুরনো কায়দার রুটি-কারখানাগুলিতেও যেমন সক্রিয় ছিল, আধুনিক কাপড়-কলগুলিতেও তা তেমন সক্রিয়ই রইল।

যদি আমরা সরল শ্রম-প্রক্রিয়ার দিক থেকে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে বিচার করি

তত্ত্ব নির্ধারণে যে ভূমিকা (মার্কস একটু বাড়িয়ে দেখেছেন, সে সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: kopp, "Entwicklung der Chemie," Munchen 1873 পৃ: ৭০৯, ৭০৬) এবং Schorlemmer" The Rise and Devlopment of Organic Chemistry, Lond. 1879. পৃ: ৫৪ —ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস।

১. মার্টিন লুথার এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম দেন "কোম্পানি মনোপলিয়া" (একচেটিয়া কোম্পানি)।

তা হলে আমরা দেখি যে উৎপাদনের উপায়-সমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিকেব অবস্থান মূলধন হিসাবে তাদের চরিত্রের দিক থেকে নয়, বরং তার নিজস্ব বুদ্ধি-পরিচালিত কাজকর্মের নিছক উপকরণ ও সামগ্রী হিসাবে তাদের যে-চরিত্র' সেই দিক থেকে। চামড়া ট্যান' করার ক্ষেত্রে, সে ধনিকের চামড়া 'ট্যান' করেনা। কিন্তু যখন আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার দিক থেকে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে বিচার করি, তখনি ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়ে যায়। উৎপাদনের উপায়গুলি সঙ্গে সঙ্গে অপবেব শ্রম আত্মীকরণের উপায়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন আর শ্রমিক উৎপাদনের উপায়গুলিকে নিয়োগ করে না, পরন্তু উৎপাদনের উপায়গুলিই শ্রমিককে নিয়োগ করে। তার উৎপাদনশীল সক্রিয়তার বস্তুগত উপাদান হিসাবে পরিভুক্ত না হয়ে, সেগুলিই উল্টো তাদের নিজেদের জীবন-প্রক্রিয়ার আবশ্যিক উদ্দীপক উপাদান হিসাবে তাকেই পরিভেগে করে, এবং মূলধনের জীবন-প্রক্রিয়া মানে নিরন্তর সম্প্রসারণশীল মূল্য হিসাবে, নিরন্তর আত্ম-প্রসারণশীল সত্তা হিসাবে, তার জঙ্গমতা। চুল্লী এবং কর্মশালা রাতে অলস থাকলে এবং কোনো জীবন্ত শ্রম আত্মাকৃত না করলে সেগুলি ধনিকের কাছে হয়ে পড়ে "নিছক লোকসান"। সুতরাং, শ্রমজীবী জনগণের নৈশ-শ্রমের উপরে চুল্লী ও কর্মশালাগুলি হচ্ছে আইন-সম্মত দাবিদার। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বস্তুগত উপাদানসমূহে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে অর্থের এই সরল রূপান্তর ঐগুলিকে রূপান্তরিত করে অপরের শ্রম ও উদ্বৃত্ত-শ্রমের উপরে একটি স্বত্বে, একটি অধিকারে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একান্ত স্বকীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ এই রূপান্তর-কাণ্ডটি, মৃত এবং জীবিত শ্রম, মূল্য এবং তাকে যে সৃষ্টি করে সেই শক্তি—এই দুয়ের মধ্যকার সম্পর্কের এই সম্পূর্ণ উৎক্রমণটি ('inversion') কি ভাবে ধনিকদের চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়, উপসংহারে তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৪৮—৫০ সালে ইংল্যাণ্ডের কারখানা-মালিকদের বিদ্রোহ চলাকালে, "স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও ও প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, পেইসলিতে অবস্থিত সুতো ও কাপড়ের কারখানার 'মেসার্স কার্লাইল সন্স অ্যাণ্ড কোঃ', যেটি এক শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে চলে আসছে, ১৭৫২ সালেও চালু ছিল, এবং একই পরিবার চার পুরুষ ধরে যেটিকে পরিচালনা করছে, সেই কোম্পানিটির কর্ণধার"………এই "অতিশয় বিচক্ষণ ভদ্রলোক" তখন 'গ্লাসগো ডেইলি মেল' পত্রিকার ১৮৪৯ সালের ২৫শে এপ্রিলের সংখ্যায় 'পালা-দৌড় প্রথা' শিরোনামে একটি পত্র[১] লেখেন; সেই পত্রে, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে, এই অদ্ভুত সাদামাটা অনুচ্ছেদটি স্থান পায়: "এখন দেখা যাক ……কারখানার কাজের সময় ১০ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করলে কি কি অনিষ্ট হতে পারে। ……কারখানা-মালিকের ভবিষ্যৎ ও সম্পত্তির পক্ষে সেগুলি হবে সবচেয়ে গুরুতর

কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৯, পৃঃ ৫৯

ক্ষতিজনক। যদি সে (অর্থাৎ তার 'হাত' তথা শ্রমিক) আগে কাজ করত ১২ ঘণ্টা এবং এখন তার কাজের সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ১০ ঘণ্টায়, তা হলে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি যন্ত্র প্রত্যেকটি মাকু সংকুচিত হয়ে যায় ১০-এ, এবং যদি কারখানাটিকে বেচে দেওয়া হয়, সেগুলির মূল্য ধার্য হবে কেবল ১০-এ, যার ফলে দেশের প্রত্যেকটি কারখানার মূল্য থেকে এক-ষষ্ঠাংশ বাদ যাবে।"[১]

স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমের এই বুর্জোয়া মাথাটি যার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে চার পুরুষের ধনতান্ত্রিক গুণাবলী, তার কাছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, টাকু ইত্যাদির মূল্য—মূলধন হিসাবে সেগুলির নিজেদের মূল্য সম্প্রসারিত করার এবং প্রতিদিন অপরের মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রাস করার সেগুলির যে ক্ষমতা—তার সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, কার্লাইল অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্ণধারটি সত্য সত্যই ভাবছেন যে, যদি তিনি তাঁর কারখানাটি বিক্রি করে দেন, তা হলে তিনি কেবল টাকুগুলির মূল্যই পাবেন না, তার উপরে পাবেন সেগুলির উদ্বৃত্ত-মূল্য আয়ত্ত করার ক্ষমতার মূল্যও, সেগুলির মধ্যে যে শ্রম মূর্ত রয়েছে এবং এই জাতীয় টাকু উৎপাদনে যার আবশ্যকতা আছে, কেবল সেই শ্রমই নয়, তার উপরে পেইসলির বীর স্কটদের দেহ থেকে প্রতিদিন সেগুলি যে-উদ্বৃত্ত-শ্রম নিষ্কাশনে সাহায্য করে, সেই উদ্বৃত্ত-শ্রমও; এবং ঠিক সেই কারণেই তিনি মনে করেন, কাজের দিন দু ঘণ্টা কমালে, ১২টি সুতো-কাটা যন্ত্রের দাম কমে গিয়ে দাঁড়াবে ১০টির দামে!

১. কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট পৃঃ ৬০। কারখানা পরিদর্শক স্টুয়ার্ট নিজে একজন স্কচ এবং ইংরেজ পরিদর্শকের থেকে পৃথক। ধনতান্ত্রিক চিন্তাজালে বন্দী হয়ে তিনি এই চিঠি সম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে "পালাপ্রথা চালু আছে এমন কারখানার মালিকদের কাছ থেকে যত চিঠি পাওয়া গেছে এটি হচ্ছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে দরকারি যাঁরা ঐ একই ব্যবসা চালান তাঁদের মন থেকে শ্রমের ঘণ্টা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত কুসংস্কার কাটিয়ে দেবার পক্ষে এটাই সবচেয়ে উপযোগী।"